সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মূল্য দুই টাকা

ভাদ্র, ১৩৫১

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৪—২. ৫. ৪৪

ভূমিকা

নিছক কাব্যে দীনবন্ধু যে বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, 'সুরধুনী কাব্য'ই তাহার প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্র ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, "জামাই-ষষ্ঠী" প্রভৃতি

> সেই সকল কবিতা যেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, "সুরধুনী" কাব্য এবং "দ্বাদশ কবিতা" সেরূপ প্রশংসিত হয় নাই। তাহার কারণ সহজেই বুঝা যায়। হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল। "জামাই-ষষ্ঠী"তে হাস্যরস প্রধান। সুরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের আশ্রয় মাত্র নাই।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, "বিবিধ", পৃ. ৭৬

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র আরও লিখিয়াছেন—

> "সুরধুনী" কাব্য অনেক দিন পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহার কিয়দংশ বিয়েপাগলা বুড়োরও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। ইহাও প্রচার না হয়, আমি এমত অনুরোধ করিয়াছিলাম,—আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর লেখনীর যোগ্য হয় নাই। বোধ হয়, অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন। এই জন্য ইহা অনেক দিন অপ্রকাশ ছিল।—পরিষৎ-সংস্করণ গ্রন্থাবলী, "বিবিধ," পৃ. ৮২

অবশ্য প্রশংসা করার লোকেরও অভাব হয় নাই। রমেশ-চন্দ্র দত্ত তাঁহার বাংলা-সাহিত্যের ইংরেজী ইতিহাসে এবং চন্দ্রনাথ বসু 'পৃথিবীর সুখদুঃখে' দীনবন্ধুর কাব্যের প্রশংসা করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক পরিবেশই 'সুরধুনী কাব্যে'র বিশেষত্ব।

এই কাব্যের প্রথম ভাগ (১-৮ সর্গ) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় প্রকাশকাল

ঐ বৎসরের ৪ আগষ্ট দেওয়া আছে, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ১২৪। দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তাঁহার পুত্রেরা ইহার দ্বিতীয় ভাগ (৯-১০ সর্গ) প্রকাশ করেন। পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৪৭। প্রথম ভাগের আখ্যাপত্র এইরূপ—

> সুরধুনী কাব্য। ১ম ভাগ। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত।
>
> "Poetry has been to me its own exceeding great reward. It has soothed my afflictions; it has multiplied and refined my enjoyments; it has endeared solitude; and it has given me the habit of wishing to discover the good and beautiful in all that meets and surrounds me." Coleridge
>
> কলিকাতা নূতন সংস্কৃত যন্ত্র। শকাব্দা ১৭৯৩।

সুরধুনী কাব্য

১ম—২য় ভাগ

[১৮৭১ ও ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

"Poetry has been to me its own exceeding great reward. It has soothed my afflictions; it has multiplied and refined my enjoyments; it has endeared solitude; and it has given me the habit of wishing to discover the good and beautiful in all that meets and surrounds me."—*Coleridge.*

ভিষক্‌-কুল-পঙ্কজ-সবিতা

শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার এম্‌ ডি

হৃদয়সন্নিহিতেষু।

সহোদর-প্রতিম মহেন্দ্র!

কতিপয় দিবস অতীত হইল আমি এক দিন উষার সমীরণ সেবন করিতে করিতে তোমার ভবনে উপনীত হইয়াছিলাম। দেখিলাম তুমি চেয়ারে উপবিষ্ট, তোমাকে বেষ্টন করিয়া অনেক-গুলি লোক,—বাঙ্গালি, হিন্দুস্থানী, উৎকল, সাহেব, বিবি—দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তুমি তাহাদিগের পীড়া নির্ণয় করিয়া ঔষধ বিতরণ করিতেছ। আমি কতক্ষণ এক পার্শ্বে বসিয়া রহিলাম, জনতা নিবন্ধন তুমি আমাকে দেখিতে পাইলে না। এই দৃশ্যটি অতীব মনোহর—ইচ্ছা হইল আলেখ্যে লিখিয়া জনসমাজে প্রদর্শন করাই। অধ্যয়নকালাবধি তুমি আমার পরম বন্ধু; সেই সময় হইতে তোমাতে নানারূপ মহত্ত্বের চিহ্ন দর্শন করিয়াছি, সত্যের অনুরোধে বিপুল বিভব-প্রদ এলোপাথি এক প্রকার বিসর্জ্জন দিয়া হোমিওপাথি অবলম্বন অসাধারণ মহত্ত্বের কর্ম্ম; কিন্তু প্রিয়দর্শন! উল্লেখিত প্রিয় দর্শনটি মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা। তোমার মহত্ত্বের এবং অকৃত্রিম প্রণয়ের অনুরাগ স্বরূপ আমার সুরধুনী কাব্য তোমাকে অর্পণ করিয়া যার পর নাই পরিতৃপ্ত হইলাম।

অভিন্নহৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

কবিতা-কুসুম-মালা শোভিতা ভারতি !
দীনে দয়া বীণাপাণি কর ভগবতি !
বিবরণ বলো বাণি ! শুনিতে বাসনা,
কেমনে গমন করিয়াছে ভবায়না ;
শুনিতে শুনিতে ভগীরথ শঙ্খধ্বনি,
সেকালে সাগরে যায় ভীষ্মের জননী—
এখন বাজায়ে বীণা তুমি একবার,
শৈল হতে গঙ্গা লয়ে যাও পারাবার ।

হিমালয় মহীধর ভীম কলেবর,
ব্যাপিয়াছে সমুদয় ভারত উত্তর ;
তুষারমণ্ডিত শ্বেত শিখর নিকর,
ভেদিয়াছে উচ্চ হয়ে অম্বুদ অম্বর—
ধবল ধবলগিরি উচ্চ অতিশয়,
করিতেছে সুধাপান চন্দ্রমা আলয়,
উজ্জ্বল কাঞ্চনশৃঙ্গ শৃঙ্গ উচ্চতর,
পরশন করিয়াছে শুক্র গ্রহবর,
শীত-ঋত দেবধাম শৃঙ্গ শ্রেষ্ঠতম,
ধরিয়াছে তাপ আশে অরুণ অগম ।
নদনদী হ্রদ উৎস সলিল প্রপাত,
শোভা করে শৈলবরে সব শৈলজাত,
পৃথিবী-পিপাসা-নাশা জলছত্র জ্ঞান,

অকাতরে গিরিবর করে নীর দান,
অবনীর নীর প্রয়োজন অনুসারে,
ভূরি ভূরি বারি ভরা ভূধর ভাণ্ডারে।
ভাণ্ডারের কিয়দংশ পোরা স্বচ্ছ জলে,
কিয়দংশ বিজাতীয় বরফের দলে,
কিয়দংশ পরিপূর্ণ সজল জলদে,
সকলি সঞ্চিত দিতে জল জনপদে।

এই মহা হিমালয় হৃদয় কন্দর,
জাহ্নবীর জন্মভূমি জনে অগোচর।
শিশুকাল হয় গত পিতার ভবনে,
যুবতী হইলে সতী পতি পড়ে মনে।
জীবন যৌবনে গঙ্গা কালে সুশোভিল,
বিষম বিরহ ব্যথা হৃদয়ে বিঁধিল।
একদা বিরলে বসি জাহ্নবী কাতরা,
বাম করে গণ্ড, বামেতরে ধরা ধরা,
বিমুক্ত কুন্তল দল, সজল নয়ন,
হতাদরে নিপতিত সিন্দূর চন্দন,
বিকম্পিত দন্তবাস, লুণ্ঠিত অঞ্চল—
কাঁদিছে বিষণ্ণ মনে, নিতান্ত চঞ্চল।
হেন কালে পদ্মা আসি হাসি হাসি কয়,
“এ কি ভাব, মরে যাই, আজ্‌কে উদয়!
“কিসে এত উচাটন, কে হরিল মন,
“কার জন্যে ঝুরিতেছে নবীন নয়ন,
“মাতা খাস, মরামুখ দেখিস্ সজনি,
“সত্য বলো কিসে তুমি বিরসবদনী,

"কেন চুল বাঁধো নাই, পর নি ভূষণ,
"কিশোর বয়সে কেন বেশে অযতন,
"অবাক্ হয়েছি হেরে লেগেছে চমক্,
"কাঁচা বাঁশে ঘুন সই, কোরকে কীটক ?"

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি ঈষৎ হাসিয়ে
উদয় আতপ যেন নীরদ মাখিয়ে—
বলিলেন ভাগীরথী "শুন পদ্মা সই—
"বেশভূষা অভাগীরে সাজে আর কই,
"বৃথায় জীবন মম বৃথায় যৌবন—
"বনে ফুটে বনফুল বনে নিপতন—
"দেশান্তরে রহিলেন পতি পারাবার,
"দেখা তাঁর দূরে থাক্ নাহি সমাচার।
"আমি অতি মন্দমতি কঠিন অন্তর,
"তুষার সংঘাত শিলা মম কলেবর,
"তাই সখি এত দিন ভুলে আছি কান্ত,
"সতীর সর্ব্বস্ব নিধি, দুর্ল্লভ নিতান্ত—
"তুমি মম প্রাণসখী বিশ্বাসের স্থল,
"বিকশিত তব কাছে হৃদয়কমল,
"শুনিলে যাতনা, কর রক্ষার উপায়,
"বিনা প্রাণপতি প্রাণ যায় যায় যায়,
"পতিহারা সতী সই জীবিত কি রয় ?
"অনিল অভাবে দীপ নির্ব্বাপিত হয়।"

নীরবিলা সুরধুনী, পদ্মা হাসি কয়,
"পেলেম প্রাণের সখি ভাল পরিচয় ;

"কেমন পড়েছে কাল, লাজে যাই মরে,
"কচি মেয়ে কাঁদে মা গো ! পতি পতি করে,
"আমরাও এককালে ছিলেম যুবতী,
"করি নাই কখন ত হা পতি যো পতি—
"টল টল করে জল বিশাল নয়নে,
"সাগর সম্ভব বুঝি হবে বরিষণে,
"কাঁদ্ কাঁদ্ কাঁদ্ সখি কাঁদ্ মন দিয়ে,
"বিচ্ছেদ অনল যাবে এখনি নিবিয়ে।"

ধরিয়ে পদ্মার করে গঙ্গা হাসি কয়—
"তোর কি কৌতুক সখি সকল সময় !
"রঙ্গ ভঙ্গ দে লো পদ্মা করি লো মিনতি,
"জীবন নিধন ধনি বিনা প্রাণপতি।
"পারাবারে যাব আমি করিয়াছি পণ,
"কার সাধ্য মম গতি করে নিবারণ ?
"বিরহিণী পাগলিনী, ব্যাকুল হৃদয়,
"পতিদরশনে যেতে নাহি লাজ ভয়,
"পবিত্র স্বামীর নামে নাহি দূরাদূর,
"কোমল মালতী, বর্ত্ম দুর্গম বন্ধুর ;
"স্নেহভরা সহচরী তুই লো আমার,
"কেনা রব চিরদিন, কর উপকার।"

জাহ্নবীরে ধীরে ধীরে পদ্মা প্রবাহিণী,
বলিল মধুর স্বরে ভাষা বিমোহিনী—
"কেঁদ না কেঁদ না ধনি সুরধুনি সই,
"ব্যাকুলা হেরিলে তোরে দিশেহারা হই,

"প্রচণ্ড প্রবাহ ভরে পয়োধি আলয়ে,
"আনন্দে আদরে তোরে আমি যাব লয়ে,
"পাবে পতি পারাবার পতিতপাবনি,
"পূজিবে যুগলরূপ আনন্দে অবনী,
"হেরিবে পতির মুখ জুড়াইবে প্রাণ,
"উথলিবে সুখসিন্ধু সিন্ধু সন্নিধান,
"কিছু দিন ধৈর্য্য ধরে থাক লো সুন্দরি,
"সাগর গমন যোগ্য আয়োজন করি—
"পরাধীনী সীমন্তিনী হয় চিরদিন,
"শৈশবে অবলা বালা পিতার অধীন,
"যৌবনে যুবতী গতি পতি অনুমতি,
"স্থবিরে তনয়-করে নিপতিতা সতী ;
"অতএব অম্বু-অঙ্গি বিবেচনা হয়,
"হিমালয়ে সমুদয় দিই পরিচয়,
"অনুমতি লয়ে তাঁর উভয়ে মিলিয়ে,
"চপল চরণে যাব সাগরে চলিয়ে।"

এত বলি চলে গেল পদ্মা উন্মাদিনী,
যথায় মেনকা রাণী বসে একাকিনী,
"নিবেদন," বলে পদ্মা, "শুন গো আমার
"তোমার গঙ্গায় আর ঘরে রাখা ভার,
"যৌবনে ভরেছে অঙ্গ পতি নাই কাছে,
"বড় যাই ভাল মেয়ে আজো ঘরে আছে,
"হিমালয়ে জিজ্ঞাসিয়ে দেহ অনুমতি,
"পতি কাছে লয়ে যাই জাহ্নবী যুবতী,

"ঘরেতে রাখিলে গঙ্গা ঘটিবে জঞ্জাল,
"কোন্ মায়ে মেয়ে ঘরে রাখে চিরকাল ?"

প্রস্থান করিল পদ্মা বলিয়ে সংবাদ,
নীরবে মেনকা রাণী ভাবেন প্রমাদ ;
হেন কালে হিমালয় গিরিকুলেশ্বর,
হাসি হাসি তথা আসি চুম্বিয়ে অধর,
জিজ্ঞাসিল পরিচয় মধুর বচনে—
"কেন প্রিয়ে হাসি নাই তব চন্দ্রাননে,
"কি বিষাদ হৃদিপদ্ম হৃদিঅধিকারী,
"আমি ত অর্দ্ধাঙ্গ কান্তে অংশ পেতে পারি।"
মেনকা কহিল কথা বিস্ময় হৃদয়ে—
"কি আর বলিব নাথ মরিতেছি ভয়ে,
"ঘরেতে যুবতী মেয়ে কত জ্বালা মার,
"কোথায় জামাতা তাঁর নাহি সমাচার,
"পতি ছাড়া মেয়ে রাখা মানা কলিকালে,
"কেমনে জীবিতনাথ ভাত উঠে গালে ?
"অবলা সরলা আমি ভাবিয়ে আকুল,
"কলঙ্কে পঙ্কিল হতে পারে জাতি কুল,
"দাসীর বিনতি পতি কাতর অন্তরে,
"জাহ্নবীরে পারাবারে পাঠাও সত্বরে।"

হিমালয় মহাশয় স্বভাব গম্ভীর,
বলে "প্রিয়ে বৃথা ভয়ে হয়েছ অধীর,
"অমূলক ভাবনায় ব্যাকুল হৃদয়,
"কেন কন্যা করিবেন অধর্ম্ম আশ্রয় ?

"শিক্ষিতা সুশীলা বালা তনয়া রতন,
"পতিব্রতা সতী সাধ্বী সদা ধর্ম্মে মন,
"পিতা মাতা পাদপদ্ম ভক্তি সহকারে,
"করে পূজা দিবানিশি বসি অনাহারে।
"হিতৈষী দুহিতা মনে জানে বিলক্ষণ,
"কলঙ্কে পঙ্কিল যদি হয় আচরণ,
"বুক ফেটে মরে যাবে জনক জননী,
"এমন অঙ্গজা কভু, আনন্দ-আননি,
"করিবেন হেন হীন কর্ম্ম ভয়ঙ্কর,
"যাতে দগ্ধ হবে পিতা মাতার অন্তর ?
"কলুষিত হবে যাতে ধর্ম্ম সনাতন ?
"দূরীভূত কর প্রিয়ে চিন্তা অকারণ—
"পাঠান বিহিত বটে কন্যা পারাবারে,
"আয়োজন কর তার বিবিধ প্রকারে,
"যেদিন হয়েছে মেয়ে জানি সেই দিন,
"পর ঘরে যাবে মাতা হবো সুখহীন।"

অতঃপর চারি দিকে হইল ঘোষণ,
করিবে জাহ্নবী দেবী সাগরে গমন।
সজল নয়নে রাণী মেনকা তখন,
সাজাইল জাহ্নবীরে মনের মতন,
শৈবাল চিকুরে বেণী বিনাইয়া দিল,
কমল কোরক মালা গলে পরাইল,
সুগোল মৃণাল, করে শোভিল বলয়,
কটিতে মরাল মালা মেখলা উদয়,

প্রবাহ পাটের শাড়ী আচ্ছাদিল অঙ্গ,
খচিত কুসুম তাহে শোভিল তরঙ্গ।
সজ্জা হেরি পদ্মা হাঁসি কৌতুকেতে কয়,
"যে দুরন্ত মেয়ে গঙ্গা অস্থির হৃদয়,
"তোল পাড় করে যাবে সহ সঙ্গিগণ,
"ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলাইবে অর্দ্ধেক ভূষণ।"
স্নেহভরে গিরিরাণী চুম্বিয়ে বদন,
বলিল গঙ্গার প্রতি মধুর বচন—
"প্রাণ যে কেমন করে করি কি উপায়,
"এত দিন পরে মা গো ছেড়ে যাস্ মায় ?
"শূন্য ঘর হলো মম ফুরাইল সুখ,
"কারে কোলে লব মা গো চুম্বে চন্দ্রমুখ,
"দুবেলা মা বলে মা গো কে ডাকিবে আর,
"ভাল মাচ্ ঘন দুদ মুখে দেব কার—
"চিরদিন সুখে থাক্ স্বামীর সদনে,
"হাতের ন ক্ষয় যাক্ পাল দশ জনে,
"রাজরাণী হও মাতা স্বামীর আগারে,
"জামাই সোণার চক্ষে দেখুক তোমারে,
"সুপুত্র প্রসবি কেতু দেহ স্বামিকুলে,
"অক্ষয় সিন্দূর মাতা পর পাকা চুলে।
"রহিল জননী তোর বিষণ্ণ হৃদয়ে,
"মা বলে মা মনে কর সময়ে সময়ে।"

বেশ ভূষা করি গঙ্গা সজল নয়নে,
প্রণাম করিল আসি ভূধরচরণে ;

অপত্যস্নেহের ভরে গলিয়ে ভূধর,
নিপাতিত অশ্রুবারি করিল বিস্তর,
জাহ্নবীর মুখ পানে চেয়ে হিমালয়
বলিলেন সকরুণ বচননিচয়—
"স্নেহময়ি মা জননি জাহ্নবি সুশীলে,
"অন্ধকার করি পুরী নিতান্ত চলিলে ?
"সম্বরিতে নারি মা গো অন্তররোদন,
"রহিবে কি দেহে প্রাণ বিনা দরশন ?
"কে বেড়াবে আলো করি শিখরভবন ?
"কে চাহিবে নিত্য নিত্য নূতন ভূষণ ?
"পালায় পাগল প্রাণ দিতে মা বিদায়,
"আর কি দেখিতে মা গো পাইব তোমায় ?
"প্রমদা পরম গুরু পতি মহাজন,
"সেবিবে তাঁহার পদ করি প্রাণপণ,
"যা ভাল বাসেন স্বামী, জানিয়ে যতনে,
"সম্পাদন করিবে তা সদা প্রাণপণে,
"কখন স্বামীর আজ্ঞা কর না লঙ্ঘন,
"পতির অবাধ্য ভার্য্যা বিষ দরশন।
"যদি পতি করে মাতা কুপথে গমন
"বল না সরোষে যেন অপ্রিয় বচন,
"বিপরীত হয় তায় ঘটে অমঙ্গল,
"দিন দিন দম্পতির প্রণয় সরল,
"কৃষ্ণপক্ষ ক্ষপাকর কলেবর প্রায়,
"ক্ষয় পেয়ে একেবারে ধ্বংস হয়ে যায় ;
"করিবারে পতি কদাচার নিবারণ,—
"ধর পন্থা, স্নেহ, ভক্তি, সুধা আলাপন,

"কান্তের চরিত্র কথা জেনেও জেন না,
"বিমল প্রণয় সহ কর আরাধনা,
"তার পরে সুকৌশলে সময় বুঝিয়ে,
"অতি সমাদরে কর করেতে করিয়ে
"মিষ্ট ভাষে মন্দরীতি কর আন্দোলন,
"অনুতাপে পরিপূর্ণ হবে স্বামিমন,
"সলাজে করিবে ত্যাগ কুরীতি অমনি—
"পতিকে সুমতি দিতে ঔষধ রমণী।
"শ্বশুর শাশুড়ী অতি ভকতিভাজন,
"তনয়ার স্নেহে দোঁহে করিবে যতন,
"ভাশুরে করিবে ভক্তি সরল অন্তরে,
"কনিষ্ঠ সোদর সম দেখিবে দেবরে,
"যা-গণে বাসিবে ভাল ভগিনীর ভাবে
"স্বীয় ক্ষতি সহ্য করে কলহ এড়াবে।
"পতির বয়স্য বন্ধু আদরের ধন,
"ভাসিবে আনন্দনীরে পেলে দরশন,
"যদি কান্ত গৃহে নাই এমন সময়,
"পতির প্রাণের বন্ধু উপস্থিত হয়,
"আতিথ্য করিবে স্নেহে সোদর আদরে,
"কত সুখী হবে স্বামী ফিরে এলে ঘরে।
"সুশীলতা, মিষ্টভাষা, সতীত্ব, সরম,
"অঙ্গনার অলঙ্কার অতি মনোরম,
"ভূষিত করিবে বপুঃ এই অলঙ্কারে,
"আনন্দে রহিবে, পাবে সুখ্যাতি সংসারে।
"বেলা যায় বিলম্বের নাহি প্রয়োজন,
"স্মরিয়ে পরম ব্রহ্মে কর মা গমন,

"প্রিয় সখী সহচর আছে তব যত
"তোমার সেবায় তারা রবে অবিরত,
"তাহাদের সঙ্গে লয়ে করিয়ে যতন,
"অতিক্রম কর গঙ্গা গোমুখী তোরণ ;
"প্রেরিব পশ্চাতে দাস দাসী অগণন,
"পথেতে তাদের সনে হইবে মিলন।"

অশ্রুনীরে ভাসি গঙ্গা সুমধুর স্বরে
কহিল সরল বাণী সম্বোধি ভূধরে—
"বিদরে হৃদয় পিতা মরি ভাবনায়,
"কোথায় গমন করি ছাড়ি বাপ মায় !
"সকাতরে চলিলাম চরণ ছাড়িয়ে
"ভাসায়ে দাসীরে নীরে থেক না ভুলিয়ে,
"পথ চেয়ে হব রত দিন গণনায়,
"যত শীঘ্র পার পিতা এন গো আমায়,
"বিলম্বিত স্নেহরজ্জু সম সর্ব্বক্ষণ
"সংমিলিত তব পাদে রহিল জীবন।"
জননীর গলা ধরি জাহ্নবী কাতরে,
কাঁদিলেন কতক্ষণ ব্যাকুল অন্তরে—
"মা আমারে মনে কর," বলিল নন্দিনী,
"না হেরে তোমারে আমি হবো পাগলিনী,
"কোথা যাই কি করিয়ে থাকিব তথায়,
"বাবারে বল মা মোরে আনিতে ত্বরায়।"

কাঁদিতে কাঁদিতে রাণী মেনকা তখন,
সরায়ে অলকা অশ্রু করে নিবারণ,

বলে "মা কেঁদ না আর কেঁদ না কেঁদ না,
"সহিতে পারি নে আর হৃদয়-বেদনা,
"সেই ঘর সেই দোর কর চিরদিন,
"কেঁদ না কেঁদ না মুখ হয়েছে মলিন—
"কোল শূন্য হলো, শূন্য হইল ভবন,
"মৈনাকের শোক আজ বাজিল নূতন—"
অতঃপর পদধূলি করি রাণী করে
জাহ্নবীর শিরে দিল অতি সমাদরে।

প্রণমি জননীপদে জাহ্নবী যুবতী
চড়িল প্রপাতরথ মনোরথগতি।
মনোহর ভয়ঙ্কর গোমুখী তোরণ,
অযুত জীমূত শব্দে প্রপাত পতন,
এই দ্বার দিয়া গঙ্গা হলেন বাহির,
বেগবতী স্রোতস্বতী কম্পিত শরীর।

তুষারমণ্ডিত এক প্রকাণ্ড দেয়াল,
শৈল কুলেশ্বর সৌধ প্রাচীর বিশাল,
করিতেছে ধপ্ ধপ্ ভীম দরশন,
অনুমান শশাঙ্ক-শেখর বিভীষণ,
শির হতে শত শত, শুভ্র অতিশয়,
নামিয়াছে তুষারশলাকা আভাময়,
তুষারশলাকাপুঞ্জ তুষারপ্রাচীরে,
শোভে যেন শুভ্র জটা ধূর্জ্জটির শিরে।
সেই শলাকার মাঝে গোমুখী বিরাজে,
শিবের জটায় গঙ্গা বলি কাজে কাজে।

দ্বিতীয় সর্গ

প্রস্তর আকীর্ণ বর্ত্ম মহাভয়ঙ্কর,
উন্মাদিনী কল্লোলিনী নির্ভয় অন্তর,
দমিয়ে দুরন্ত শিলা দুর্জ্জয় গমনে
অবাধে চলিল গঙ্গা গম্ভীর গর্জ্জনে।
অভিমান অন্ধকারে হিতাহিত জ্ঞান
অন্ধ হয়, হিতাহিত করিতে সন্ধান,
অসাধ্য সাধিতে মতি সেই হেতু যায়,
সহসা শাসিত হয়ে যোগ্য ফল পায়,
অবিলম্বে অনুতাপ হৃদয়ে উদয়,
কাতর অন্তরে করে তখন বিনয়—
রোধিতে গঙ্গার গতি প্রস্তরনিকর,
অহঙ্কারে উচ্চ শিরে হয় অগ্রসর,
পরাজিত এবে সবে অনুতপ্ত মন
ভাবনা কেমনে হবে পাপ বিমোচন,
বিনাশিতে পাপ তারা নিতান্ত বিনীত,
কলুষ-নাশিনী-নীরে হলো নিপতিত।
নানাবিধ শিলাপুঞ্জ পোতা পৃথ্বীতলে,
বিরাজিত জাহ্নবীর নিরমল জলে—
হেরি জলে শিলাদলে কুঞ্জরের কুল,
চম্‌কে দাঁড়ায় কূলে বিষাদে ব্যাকুল,
বিরস বদনে মনে ভাবে এ কি দায়,
এ বারণে কেবা রণে পাঠালে হেথায়।
করিরূপ শিলাপুঞ্জ স্রোতে বাধা দিল,
কুঞ্জর প্রসঙ্গ তাই পুরাণে হইল।

কোথাও প্রস্তরযুগ জাহ্নবীর জলে
দাঁড়াইয়ে স্তম্ভাকারে বলী মহাবলে,
তার মধ্য দিয়ে স্রোত অতি বেগে ধায়,
কল কল করে জল পাথরের গায়।
সলিলে হেরিয়ে কোথা মন বিমোহিত,
শিলায় শিলায় মিলি দ্বীপ সঙ্কলিত,
ভাসিছে হাসিছে দ্বীপ জাহ্নবীজীবনে,
বিপিন বিটপী তায় নাচিছে পবনে।
কোথাও স্বভাব সুখে বসিয়ে নির্জ্জনে,
খোদিয়ে সুন্দর শিলা নিপুণ যতনে,
নির্ম্মিয়াছে তটযুগ তটিনীর তল,
স্বভাবের গজগিরি আরাধ্য কৌশল।
কোথাও বিরাজে বালি সোণার বরণ,
মাঝে মাঝে শিলাখণ্ড সুখদরশন,
সুনয়নী কুরঙ্গিণী ভ্রমিছে তথায়,
সচকিত লোচনেতে থেকে থেকে চায়,
শার্দ্দূলের পদচিহ্ন বালির উপর,
চপল নয়ন তাই অধীর অন্তর।

চলিতে চলিতে গঙ্গা অতি বেগভরে
বিষ্ণুপ্রয়াগেতে আসি পৌছিল সত্বরে,
আনন্দে অলকানন্দা মন্দাকিনী সতী,
পালিতে যথায় হিমালয় অনুমতি,
সহচরীরূপে আসি দিল দরশন,
জাহ্নবী করিল দুয়ে সুখে আলিঙ্গন।

তিন বেণী এক ঠাঁই অতি মনোহর,
যার যোগে হলো বিষ্ণুপ্রয়াগ সুন্দর।

বিষ্ণুপ্রয়াগের পর পতিতপাবনী,
শ্রীনগরে উপনীত করি মহাধ্বনি—
এই স্থানে বড় ধুম মেলার সময়,
কত লোক আসে তার সংখ্যা নাহি হয়,
রাশি রাশি দ্রব্য দেখ বিক্রয়ের তরে,
বসন বাসন বাজী ধরে না নগরে,
এক দিন দুই দিন তিন দিন যায়,
কোন দ্রব্য আঁখি আর দেখিতে না পায়।
পরিহরি শ্রীনগর পাষাণ-নন্দিনী
উপনীত হরিদ্বারে তরিতে মেদিনী।

বহুকাল ব্যাপে আছে ভারতে বিচার,
ধরায় স্বর্গের দ্বার তীর্থ হরিদ্বার।
"হরিদ্বার" নামে ঘাট "হরের সোপান"
পুণ্যের সঞ্চয় হয় এই ঘাটে স্নান।
"কুশাবর্ত্ত" ঘাটে বসি যত যাত্রিগণ,
কুশহস্তে ভক্তিভাবে করিছে তর্পণ।
বড় বড় রুই মাচ হাজার হাজার,
"হরিদ্বারে" "কুশাবর্ত্তে" দিতেছে সাঁতার,
কেহ মালসাট মারি কাঁপায় জীবন,
ধীরে ধীরে তীরে কেহ করে আগমন,
তালে তালে গঙ্গাজলে কেহ খাবি খায়,
নাচিতে নাচিতে কেহ তলে চলে যায়।

কৌতুকে কামিনী এক কাণে নীল ফুল,
কষিত কাঞ্চনকান্তি কিবা চাঁপা ফুল,
পিঠে দোলে একা বেণী গলে মতিমালা,
বিরাজিত মণিবন্ধে মণিময় বালা,
আহ্লাদে দোলায়ে অঙ্গ সহাস বদনে,
শিলার সোপানে বসি ডাকে মীনগণে—
"এস এস সোণামণি জাতু রে আমার
"চাল চানা চিঁড়ে মুড়ি এনেছি খাবার।"
শুনিলে রমণীরব সেনা নত হয়,
অনক্ষর অন্তরেতে জ্ঞানের উদয়,
পাগল না বলে আর আবোল তাবোল,
মাতাল মরমে মরে ছাড়ে গণ্ডগোল,
কোথায় জলের মাচ! ধাইয়ে আইল
বামাকরস্থিত খাদ্য খাইতে লাগিল।
ঘাটযুগে মীনচয় অভয়ে বিহরে
দেবতার প্রিয় বলি কেহ নাহি ধরে,
কোথাও না যায় তারা প্রবাহের সনে,
পীড়ন ব্যতীত কেহ ছাড়ে কি ভবনে?

"নীলধারা" নামে ঘাট নির্ম্মিত শিলায়,
নীলরূপ সুরধুনী-সলিল তথায়।
পবিত্র বিশাল "বিল্বপর্ব্বত" সোপান
বেলভক্ত ভোলা "বিল্বকেশরের" স্থান,
অখণ্ড বেলের মালা ভবের দুর্ল্লভ,
বম্ বম্ ব্যোমকেশ বগলাবল্লভ।

হরিদ্বার হতে খাল গেছে কানপুর,
উন্নতি বিজ্ঞানশাস্ত্র পেয়েছে প্রচুর।
কট্‌লি যখন কাটে এই মহাখাল,
হরিদ্বার পাণ্ডাগণ করি বড় গাল,
বলেছিল "বৃথা হবে আয়াস যতন,
"কাটা খালে গঙ্গা দেবী যাবে না কখন!"
বিজ্ঞানে নির্ভর করি কট্‌লি কহিল
"শুনিয়ে শঙ্খের ধ্বনি গঙ্গা গিয়াছিল,
"চাবুকের জোরে আমি লয়ে যাব খালে,
"খাটে না পাণ্ডার আর ভণ্ডামি এ কালে।"
লোকাতীত কাণ্ড এই খাল মনোহর
কোথাও হয়েছে স্থিত নদীর উপর,
কোথা বা উপরে রাখি নদীর জীবন,
নর-কর-জাত নদী করেছে গমন।
পরিহরি হরিদ্বার পবিত্র সদন,
নীরাসনে নারায়ণী করিল গমন,
উতরিলা শৈলবালা গড়মুক্তেশ্বর,
মুক্তেশ্বর নামে যথা বিরাজে শঙ্কর,
পূজনীয় গণপতি এই পুণ্য স্থলে,
করেছিল মুক্তিলাভ তপস্যার বলে,
গণমুক্তেশ্বর তাই এর আদি নাম,
যাত্রিগণে গণে মনে ভোগ মোক্ষ ধাম।
অদূরে হস্তিনাপুরী পাণ্ডব আবাস,
পতিত ভীমের গদা কৌরবের ত্রাস।

চলিতে চলিতে গঙ্গা হরিষ অন্তরে,
উপনীত পুরাতন অনুপ সহরে।
পুরাকালে এই স্থলে ছিল তপোবন,
নিবসতি করিতেন ঋষি মহাজন,
নাম তাঁর "হোমানল" স্বভাব গম্ভীর,
তেজোময় তনু যেন মধ্যাহ্নমিহির,
"আহুতি" দুহিতা তাঁর পাবকরূপিণী,
বেদবিশারদা বামা বীণানিনাদিনী,
মেধাবী "অনুপচন্দ্র" শিষ্য গুণালয়,
ভুলিয়ে অম্বরশশী ভূতলে উদয়।

বাসন্তী যামিনী শেষ যায় শশধর,
কাঁদো কাঁদো কুমুদিনী কাঁপে কলেবর,
নিদ্রায় আহুতি দেবী আছে অচেতন,
পরিমলকণাবাহী প্রভাত পবন
বহিতেছে ধীরে ধীরে বাতায়ন দিয়ে,
অলকা বল্কল তায় উঠিছে নাচিয়ে;
স্বপনে শুনিল সতী সঙ্গীত সুন্দর,
দেবতা গন্ধর্ব্ব জিনি সুমধুর স্বর,
জয় জগদীশ বলি যোগিনী জাগিল,
এখন সে গীতধ্বনি শুনিতে লাগিল;
"কি জ্বালা" বলিল বালা "নহে ত স্বপন
"অনুপম অনুপের বেদ অধ্যয়ন।"

সুনেত্রার নেত্রনীলাম্বুজ নীরাকুল,
উদাসিনী, বিষাদিনী যেন বাসি ফুল,

উপনীত অন্ত মনে কুসুমকাননে,
কিছু কাল কাটাইল কুসুম চয়নে,
ফুল তোলা হলো শেষ আহুতি চলিল,
সরোবরকূলে বসি ভাবিতে লাগিল,
"কেন মন উচাটন কেন তনু জ্বলে ?
"নিবারিতে নারি বারি নয়নযুগলে,
"সহাস বদন কেন জলে কমলিনী ?
"সেই জলে মরি কেন কাঁদে কুমুদিনী ?
"যাই যাই জলে পশি জুড়াই জীবন,
"কুমুদিনী কাছে জানি কেন কাঁদে মন।"
অবগাহনেতে দেহ দহে আহুতির,
ধীরে ধীরে তীরে উঠি দ্বিগুণ অধীর,
মনোভাব পরাভব করিতে মহিলা
নাগকেশরের মালা গাঁথিতে বসিলা
সঙ্কলিত হলো মালা পরিমলময়,
সহসা নবীন ভাব হৃদয়ে উদয়—
আদরে অবলা মালা গলে দোলাইল
ঈষৎ হাসিয়ে বালা আবাসে পশিল।

অনুপ প্রভাতকার্য্য করি সম্পাদন
পূজায় বসিল যেন প্রভাত তপন,
পূত মনে দেবতায় করিল অর্পণ,
বিল্বদল দূর্ব্বাদল কুসুম চন্দন,
পুষ্পাধারে পুষ্প শেষ যেমনি হইল,
নাগকেশরের মালা প্রভা প্রকাশিল,
চমকি নবীন ঋষি চাহিল বিস্ময়ে,

বিকম্পিত কলেবর "হোমানল" ভয়ে,
সাদরে চুম্বিল মালা ভরিয়ে হৃদয়,
ফুলে ফুলে আহুতির বদন উদয়।

দিবা অবসান রবি ডুবিল ডুবিল,
সোণার আতপে ধরা হাসিতে লাগিল,
শীতল পবন বয় পরিমলময়,
দোলে লতা কচিপাতা কুসুমনিচয়,
নবীন তমালে কাল কোকিল কুহরে,
নাচিছে ময়ূর, মুখ ময়ূরী অধরে,
সুরধুনীনীরে নাচে কনকলহরী
নীরবে তুলিয়ে পাল চলে যায় তরি।
আলবালে দিতে জল সজল নয়নে,
চলিল আহুতি কূলে মরাল গমনে,
ভাবে মনে "এত দিনে ঘটিল কি দায়,
"নাগকেশরের মালা মজালে আমায়।"
উপকূলে উপনীত, আহুতি অবাক—
সুযোগ সুভোগ কিবা বিধির বিপাক!
বসিয়ে অনুপ কূলে মন উচাটন,
নাগকেশরের মালা গলে সুশোভন।

চমকি নবীন ঋষি উঠে দাঁড়াইল
নীরবে আহুতি পানে চাহিয়ে রহিল—
উভয়ে বচনহীন, অঙ্গ অচেতন,
রসনার প্রতিনিধি হইল নয়ন।
চেতন পাইয়ে পরে অনুপ সাদরে,

বলিল আহুতি প্রতি ধরি বাম করে,
“উচ্চ উপকূল, পথ হয়েছে পিছল,
“উপরে আহুতি থাক আমি আনি জল।
নাবিল তাপসবর কুম্ভ করি করে,
ভরিল জীবন তায় হরিষ অন্তরে,
নীচেয় থাকিয়ে কুম্ভ লইতে কহিল
নত হয়ে নীলনেত্রা কলসী ধরিল,
ললাটে ললাটে হলো শুভ পরশন,
অলকা অনুপ অংস করিল চুম্বন।
বারি লয়ে আলবালে গেলা ঋষিবালা,
সুশোভিত গলে নাগকেশরের মালা।
দশনে রসনা কাটি চমকি কহিল,
“কেমনে কখন মালা গলে পরাইল!”

গোপনে গান্ধর্ব্ব বিয়ে করি সম্পাদন,
জায়াপতি ভীতমতি অতি উচাটন—
আহুতি উদরে সুত হইল উদয়
গোপন কি থাকে আর গুপ্ত পরিণয়?
অবিলম্বে বিবরণ সব প্রকাশিত,
“হোমানল” ক্রোধানল মহা প্রজ্বলিত,
দন্ত কড়মড় করে বেগে ওষ্ঠ কাটে
ভীম মুষ্ট্যাঘাত মারে ভীষণ ললাটে,
জ্বলন্ত অঙ্গার ছুটে আরক্ত লোচনে,
ভয়ঙ্কর বজ্রপাত জিহ্বাসঞ্চালনে,
সম্বোধি অনুপে বলে “ওরে দুরাচার
“মম কোপানলে তোর নাহিক নিস্তার,

"কামান্ধ কুষ্মাণ্ড কুণ্ড কিরাত কুক্কুর,
"চিরকুমারীর ব্রত করে দিলি দূর,
"শোন্ রে অধম মূঢ় আজ্ঞা ভয়ঙ্কর
"মর্ গিয়ে জাহ্নবীর আবর্ত্ত ভিতর !"
অনুপ "যে আজ্ঞা" বলি দিল পরিচয়,
"অপাংশুলা আহুতির পূত পরিণয়
"পবিত্র জীবন তার কর না নিধন,
"সকাতরে এই ভিক্ষা মাগি তপোধন ।"
দ্বিগুণ জ্বলিয়ে বলে ঋষি হোমানল
"তোর কাজ তুই কর তাপসকজ্জল !"
আদমরা আহুতির প্রতি দৃষ্টি করি,
বলে "ওরে পাতকিনি, পাপিনি, পামরি,
"কেমনে পবিত্র ধর্ম্ম দিলি বিসর্জ্জন
"এই জন্যে করিলি কি বেদ অধ্যয়ন ?
"গর্ভিণী, অনলে তোরে করিব না দান,
"বৈধব্য পাবন তোর করিনু বিধান ।"
ত্যজিল জাহ্নবীজলে অনুপ জীবন,
"হোমানল" হিমালয়ে করিল গমন,
শোকাকুলা অপাংশুলা 'আহুতি' কাননে
কাঁদিয়ে বেড়ায় একা কাতর নয়নে ।

যে কূলে 'অনুপ' কুম্ভ দিয়েছিল করে
সেই কূলে একদিন 'আহুতি' কাতরে,
বসিলেন একাকিনী বিষণ্ণ বদনে,
বিগলিত বাষ্পবারি মলিন নয়নে ।
প্রবাহিণী জল পানে বিষাদে চাহিয়ে

কাঁদিতে লাগিল বালা করুণা করিয়ে—
"কোথা গেলে প্রাণবন্ধু আহুতি জীবন,
"অভাগীরে একবার দেহ দরশন,
"আদর ভাণ্ডার ফেলি রহিলে কোথায়,
"যাতনায় মরি নাথ বুক ফেটে যায়,
"দেখা দাও, দেখা দাও হৃদয় রতন,
"বিধবা আহুতি ব্যথা কর নিবারণ—
"বৈধব্য অনল তাপ অতীব ভীষণ,
"দাবানল তার কাছে তুষার মতন,
"জ্বলিতেছে দিবানিশি অতি অনুপায়,
"কেহ নাহি তিন কুলে মুখ পানে চায়।
"প্রমদা প্রণয় পূত পয়োধি গভীর,
"সোহাগ হিল্লোল, স্নেহ নিরমল নীর ;
"কেন না ডুবিলে সেই পয়োধির জলে ?
"বিরলে অতল তলে থাকিতে কুশলে,
"পিতার পরুষ আজ্ঞা হইত পালন,
"আহুতি হতো না শোকে আহুতি জীবন।
"পূজার সময় নাথ হয়েছে তোমার,
"যোগাসনে বস আসি যোগিকুল সার,
"সাজায়ে দিয়েচি ফুল দূর্ব্বা বিল্বদল,
"কোশায় দিয়েছি পূত জাহ্নবীর জল—
"ভেঙ্গেছে কপাল আর বৃথা আয়োজন,
"অগস্ত্য-গমনে অস্ত তাপস তপন !
"আঁখিনীরে ভাসে ফুল কাঁদে ফুলাধার,
"শূন্যময় যোগাসন করে হাহাকার।
"কোন্ পাপে হারালেম তোমা হেন পতি—

"কেন হলো, কেন হলো, এমন দুর্গতি ?
"এ জন্মে তেমন মুখ আর কি দেখিব ?
"সুমধুর অধ্যয়ন আর কি শুনিব ?
"করিলাম বিরচন নিকুঞ্জে নির্জ্জনে,
"শতদলদামে শয্যা বসিয়ে যতনে,
"কোমল মৃণাল দল করে সঙ্কলন
"রচিলাম উপাধান সুখ-পরশন—
"আর কি প্রাণের স্বামী শোবেন শয্যায়,
"মনের হরিষে হাত বুলাইব পায়—
"চয়ন করিয়ে ফুল কাননে কাননে,
"নাগকেশরের মালা গাঁথিনু যতনে—
"কে মোরে গাঁথালে মালা করি উপহাস,
"জান না কি আহুতির বড় সর্ব্বনাশ—
"কি হলো, কেন বা মালা গাঁথিলাম, হায়—
"গৌরবে কাহার গলে দোলাইব তায় ?
"বাহির হইল প্রাণ আর নাহি ভয়,
"দেখিতেছি দশ দিক্ অন্ধকারময়,
"দয়ার সাগর তুমি স্নেহপারাবার,
"এখন দাসীরে দেখা দেহ এক বার
"উঠ উঠ প্রাণপতি প্রবাহ ভেদিয়ে—
"কে রাখে আমার নিধি জলে লুকাইয়ে ?"

আহুতি নিশ্বাস ছাড়ি করিলেন চুপ,
জাহ্নবীর জল হতে উঠিল অনুপ,
নাগকেশরের মালা গলে সুশোভিত,
পবিত্র পীযূষ মুখে বেদান্তসঙ্গীত,

আহুতি হাসিল হেরি, অনুপ অমনি
বুকে তুলে নিল নিজ ব্যাকুলা রমণী,
নিবারি নয়নবারি পবিত্র চুম্বনে,
ডুবিল অতল জলে আহুতির সনে।
অপূর্ব্ব অনুপ মায়া করিতে স্মরণ,
অনুপসহর নাম করিল অর্পণ।

অনুপসহর ছাড়ি চলে প্রবাহিণী,
ফতেগড়ে উপনীত সাগরমোহিনী।
রমণীয় পথ ঘাট বিস্তীর্ণ বিপণি,
অবতীর্ণ ফতেগড়ে বাণিজ্য আপনি,
শত শত সদাগর বসিয়ে আপণে,
বিবিধ ছিটের বস্ত্র বেচে ক্রেতাগণে।

ফতেগড় ছাড়ি গঙ্গা পায় কানপুর,
যথায় দুরন্ত নানা নির্দ্দয় নিষ্ঠুর,
না জানি ইংরাজকুল কত বল ধরে,
অজ্ঞানে হইয়ে অন্ধ মাতিল সমরে,
বধিল বিলাতি রামা সহ কচি ছেলে,
সাহেব ধরিয়ে কত কূপে দিল ফেলে।
সেনার বিকার ভাব শাসনে সারিল,
সময় বুঝিয়ে নানা বনে পলাইল।

বিরহিণী প্রবাহিণী দাঁড়াতে না চায়,
কবে পড়িবেন বামা প্রাণপতিপায়—
চলিল সত্বরে বিষ্ণু-পদ-নিবাসিনী,
উপনীত ফতেপুরে যেন উন্মাদিনী।

ফতেপুর ছাড়ি গঙ্গা গতি অবিরাম,
আইল এলাহাবাদে রমণীয় ধাম।

তৃতীয় সর্গ

যমুনা গঙ্গার বোন ছিল হিমাচলে,
হেরি ভগিনীর ভাব ভাসে আঁখিজলে,
কেমনে সাগরে গঙ্গা যাবে একাকিনী,
ভেবে ভেবে কালরূপ তপননন্দিনী,
সত্বরে তরঙ্গ-যানে যমুনা চলিল,
প্রয়াগে গঙ্গার সনে আসিয়া মিশিল।
আলিঙ্গন করি তারে সুরধুনী কয়,
কেমনে আইলে বোন দেহ পরিচয়।

সম্ভাষিয়ে জাহ্নবীরে অতি সমাদরে,
যমুনা বলিল বাণী সুমধুর স্বরে—
পথশ্রান্তে ক্লান্ত আমি সরে না বচন
মম সঙ্গী কূর্ম্ম সব করিবে বর্ণন।
কূর্ম্মবর যমুনার আজ্ঞা অনুসারে
পথবিবরণ যত বলিল গঙ্গারে—
"দেখিয়ে এলেম দিল্লী পুরী পুরাতন,
পাঠান মোগল রাজ্য মহাসিংহাসন,
চৌদিকে বিরাজে উচ্চ প্রশস্ত প্রাচীর
শত শত রম্য হর্ম্ম্যে শোভিত শরীর।
নিরেট প্রস্তরময় দ্বাদশ তোরণ,
অতি উচ্চ অনুমান চুম্বিছে গগন,

অভেদ্য তোরণচয় ভয়ঙ্করকায়,
কামানের গোলা তায় হার মেনে যায়।
সহরের বড় রাস্তা অতি পরিসর,
মধ্যেতে সানের পথ শোভিত সুন্দর,
এই পথে পদব্রজে পান্থ চলে যায়,
গাড়ী ঘোড়া হাতী চলে পাশের রাস্তায়।

'আল্লার মন্দির জুম্মা মস্‌জিদ সুন্দর,
বিনির্ম্মিত উচ্চ এক শিলার উপর।
আরংজিবতনয়ার পবিত্র ইচ্ছায়,
সুগঠিত অপরূপ লোহিত শিলায়।
বিশাল অঙ্গন শোভে সম্মুখে তাহার,
মার্জ্জিত পাষাণে গাঁথা অতি পরিষ্কার,
প্রাঙ্গণ-পশ্চিম-পাশে মন্দিরের স্থান,
আর তিন ধারে তিন তোরণ নির্ম্মাণ,
সুন্দর সোপান তিন তোরণ হইতে,
নাবিয়াছে শোভাময় নীচের ভূমিতে।
বিরাজে উঠান মাঝে বাপি মনোহর,
ফোয়ারায় দেয় বারি তাহার ভিতর।
দাঁড়ায়ে মস্‌জিদে যদি ফিরাই নয়ন
নগরের সমুদায় হয় দরশন।"

"হুমাউন ভূপতির কবর কেমন,
অতি মনোহর শোভা সরল গঠন,
কবরের চারি পাশে বিরাজে বাগান,
মাঝে মাঝে ফোয়ারায় করে নীর দান,

বিপিনের চারি দিক্ দেয়ালে বেষ্টিত,
তদুপরি স্তম্ভরাজি আছে বিরাজিত।”

“কুতব মিনার নামে স্তম্ভ ভয়ঙ্কর
পাঁচ থাকে উঠিয়াছে উচ্চ কলেবর,
আদি তিন থাক্ তার লোহিতবরণ,
লাল শিলা বাছি বাছি করেছে গঠন,
নিৰ্ম্মিত চতুর্থ থাক্ ধবল পাথরে,
আবার পঞ্চম থাক্ রক্তবর্ণ ধরে।
এক শত ষাট হাত দীর্ঘ কলেবর,
দাঁড়াইয়ে যেন এক ভূধরশিখর,
আশী হাত পরিমাণ পরিধি তাহার
ধন্য পৃথুরাজ তব কীর্ত্তি চমৎকার!
তুষিবারে তনয়ার তীর্থ অনুরাগ,
গঠে স্তম্ভ পূর্ব্বকালে পৃথু মহাভাগ,
প্রত্যহ প্রভাতে স্তম্ভে করি আরোহণ,
করিতেন সুলোচনা গঙ্গা দরশন।”
মুসল্‌মানেতে স্তম্ভ করে পরিষ্কার
কুতব মিনার তাই এবে নাম তার।

“স্তম্ভের অদূরে ভগ্ন পৃথুরাজধানী,
শোকাকুলা মরি যেন রাবণের রাণী,
কোথা পতি! কোথা পুত্র! কোথা স্বাধীনতা!
দলিত-দ্বিরদ-পদে পল্লবিত লতা!
ছিন্নবেশ, ছিন্নকেশ, ছিন্ন বক্ষঃস্থল,
ছিঁড়েছে কুণ্ডল সহ শ্রবণ পলল।

যেখানে বসিয়ে রাজা করিত শাসন,
সেখানে শৃগাল এবে করেছে ভবন !”

“বিমল মথুরা ধাম হেরিলাম পরে,
হুরি-হুরি গেট যার সম্মুখে বিহরে,
আবিরে আবরি অঙ্গ লইয়ে নাগরী,
হুরি গেটে হুরি খেলা খেলিতেন হরি।
কৃষ্ণের মন্দির কত, কত কাজ তায়,
মাটির পাহাড় কত গণা নাহি যায়।
কংসবধ নামে এক মৃত্তিকা-ভূধর,
কংস ধ্বংস করে কৃষ্ণ যাহার উপর।”

“বিশুদ্ধ বিশ্রাম ঘাট নির্ম্মিত প্রস্তরে,
কংসবধশ্রম যথা বসি কৃষ্ণ হরে ;
বিরাজে ঘাটের মাঝে স্তম্ভ শিলাময়
যাহার উপরে উঠি সন্ধ্যার সময়,
ব্রজবাসী দীপপুঞ্জ কাঁপাইয়ে ধীরে
আনন্দে আরতি দেয় যমুনা দেবীরে।
সমবেত হয় তথা লোক শত শত,
মৃদঙ্গ কাঁসর ঘণ্টা বাজে অবিরত,
আরতি দেখিতে হাতে লয়ে নানা ফুল,
দোতালা তেতালা ছাদে উঠে যোষাকুল,
সারি সারি কত নারী ছাদেতে দাঁড়ায়,
ফেলায় ফুলের মালা দীপের মালায়,
মালার আঘাতে হলে দীপের নির্ব্বাণ,
মহিলামণ্ডলে উঠে হাসির তুফান।”

"বসুদেব দেবকীর মন্দির সুন্দর,
দেখিলে তাদের দুঃখ হৃদয় কাতর ;
'দেবকী-অষ্টম গর্ভে জন্মিবে নন্দন
হইবে তাহার হাতে কংসের নিধন'—
এই বাণী শুনি কংস বাঁধি হাতে পায়,
বসুদেব দেবকীরে রাখিল কারায়,
বুকেতে পাষাণ চাপা প্রহরী দুয়ারে,
গর্ভিণী যাতনা এত সহিতে কি পারে ?
বজ্রবক্ষ দুষ্ট কংস ওরে দুরাচার
সোদরার প্রতি তোর হেন ব্যবহার !
সরল স্নেহের ঘর গরলে আকুল,
বধিতে বাসনা তার ননীর পুতুল !
শিলায় দেবকী বসুদেব বিরচিয়া
বন্ধনদশায় হেথা দিয়েছে রাখিয়া।
বাসুদেবে প্রসবিয়ে যেই সরোবরে,
দেবকী সূতিকাস্নান করেন কাতরে,
গোয়ালিয়ারের রাজা পবিত্র অন্তর
গর্জাগরি করিয়াছে সেই সরোবর।"

"দেখিলাম তার পরে ভরিয়ে নয়ন,
সুমধুর বৃন্দাবন আনন্দভবন,
কত বৈষ্ণবের বাস বলিতে না পারি,
রাসমঞ্চ দোলমঞ্চ শোভে সারি সারি,
লীলার নিকুঞ্জবন তমালকানন,
সুরম্য ভাণ্ডীর বন শোভা হরে মন,

অভয়ে বিহরে শিখী হরিণ হরিণী।
কোকিল কুহরে কত মোহিয়ে মেদিনী।
পালে পালে হনুমান, তাদের জ্বালায়,
পাহারা ব্যতীত জুতা রাখা নাহি যায়,
জুতা পেলে চড়ে গিয়ে গাছের উপরে,
খিচোয় পোড়ার মুখ দাঁত বার করে,
খাবার করিলে দান জুতা দেয় ফেলে,
কে না জানে হনুমান বড় ঝানু ছেলে।"

"যমুনা পুলিনে কেলি-কদম্ব-পাদপ,
কোমল পল্লব কিবা বিমল বিটপ ;
জুড়াতে নিদাঘজ্বালা গোপিনীর কুল,
পশিল সলিলে ফেলি পুলিনে দুকূল,
সুরঙ্গে ত্রিভঙ্গ শ্যাম মুরলীবদন,
সহসা সেখানে আসি অঙ্গনাবসন
কৌতুকে হরণ করি হরিষ অন্তরে
বসেছিল হেসে এই তরুর উপরে।"

"লচ্‌মি শেঠের কীর্ত্তি বিশাল মন্দির,
ধবল ভূধর সম তাহার শরীর,
সম্মুখে বিরাজে এক স্তম্ভ মনোহর,
সুবর্ণে আবৃত তার দীর্ঘ কলেবর,
মার্জ্জিত প্রাঙ্গণ কিবা কুসুমকানন,
সদাব্রত অবিরত পালে দীন জন।
বহুমূল্য তোষাখানা যাহার ভিতর
রূপার প্রমাণ হাতী দেখিতে সুন্দর,

রূপার ময়ূর আশা সোটা অগণন,
স্বর্ণ অলঙ্কার হীরা মতির ভূষণ।
রক্ষিত মন্দির মধ্যে লক্ষ্মী নারায়ণ
ভক্তিভাবে ভক্তগণ করে দরশন।”

“অকালে সংসার জালে জলাঞ্জলি দিয়ে
বসিলেন লালা বাবু বৃন্দাবনে গিয়ে ;
করেছেন নানা কীর্ত্তি বদান্যহৃদয়,
মোহন মন্দির মঠ অতিথি আলয়,
হাজার হাজার যাত্রী আগত তথায়,
অপূর্ব্ব আহারে সবে পরিতোষ পায়।
সন্ধ্যার সময় হয় হরিগুণ গান,
ধন্য লালা বাবু তব সুপবিত্র স্থান।”

“ব্রজবাসী বলে এত বৃন্দাবন-মান,
উষায় বায়স মুখ করে না ব্যাদান,
কেলি-ক্লান্তা কমলিনী সকালে ঘুমায়,
কাকের কাকায় পাছে ঘুম ভেঙ্গে যায়।
কাকের নীরব হেতু ইহা কিন্তু নয়,
সত্য হেতু হনূমান অনুমান হয়—
শত শত শাখামৃগ শাখায় শাখায়
নিশিতে বায়স বাস করিবে কোথায় ?
সন্ধ্যার সময় তারা করে পলায়ন
দিবাভাগে বৃন্দাবনে দেয় দরশন।”

“তপন-তনয়া-তটে ঘাট অগণন,
শিলায় নির্ম্মিত সব অতি সুশোভন,

প্রকাণ্ড কচ্ছপ কত করভ আকার,
পালে পালে কাল জলে দিতেছে সাঁতার,
স্নানের সময় তারা করে জ্বালাতন,
বহু দিন মনে থাকে সুখ বৃন্দাবন।”

“দেখিতে দেখিতে দেখা দিল দ্বিজরাজ
চন্দ্রিকা চঞ্চল জলে করিল বিরাজ,
মন্দির ভবন ঘাট যে যেখানে ছিল,
শশিকরে সমুদায় হাসিতে লাগিল,
বচনবিহীন হলো সুখ বৃন্দাবন,
জীব মাত্রে কোথা আর নাহি দরশন;
এমন সময় মাতা! সুষুপ্ত মেদিনী,
হেরিলাম অপরূপ, অপূর্ব্ব কাহিনী—
নিকুঞ্জ-মন্দির-দ্বার হইল মোচন,
বাহির হইল রাধা, মদনমোহন,
বিষাদিনী বিনোদিনী নীল নেত্রে নীর,
মলিন মধুর মুখ, আতঙ্কে অধীর,
গিরিধারিকর ধরি চলিল রমণী,
চলিল অঞ্চল পিছে লুটায়ে ধরণী,
উপনীত উভয়েতে প্রবাহিণীতটে,
কিশোরী কহিল কাঁদি কৃষ্ণের নিকটে—
কেন নাথ অকস্মাৎ এ ভাব তোমার,
কি জন্য ত্যজিতে চাও জগৎ সংসার,
অধীনী কি অপরাধী হলো তব পায়,
জন্মের মতন তাই নিতেছ বিদায়?

রাধার সর্ব্বস্ব তুমি জীবনের সার
মুহূর্ত্ত সহিতে নারি বিচ্ছেদ তোমার,
তব প্রেমপাগলিনী আমি অনুক্ষণ
বসন্তের অনুরাগী ব্রততী যেমন,
বসন্ত চলিয়ে যায় কাঁদাইয়ে তায়,
তুমিও কাঁদাও মোরে লইয়ে বিদায় ;
যবে তুমি মথুরায় করিলে গমন,
কি যাতনা পাইলাম বিনা দরশন,
বিরহ বিষম বাণ বিদারিল কায়,
নিপতিত হইলাম দশম দশায় ;
হৃদয়ের নিধি বিধি যদি কেড়ে লয়,
যে যাতনা ! জানে মাত্র ব্যথিত হৃদয়
বার বার কেন আর কাঁদাও গোবিন্দ
চল ফিরি ধরি হরি পদ অরবিন্দ ।
রাধার বচন শুনি মদনমোহন
বলিলেন মৃদু স্বরে এই বিবরণ—
অজ্ঞানের অন্ধকারে ভ্রমের মন্দিরে,
আধিপত্য এত দিন উন্নত শরীরে
করিয়াছি অনায়াসে, এবে অবোধিনি !
জ্ঞানালোকে আলোময় হয়েছে মেদিনী,
গিয়াছে আঁধার দূরে ভেঙ্গেছে মন্দির,
কতক্ষণ ঢাকা থাকে মেঘেতে মিহির ?
অনাদি অনন্ত দেব বিশ্বমূলাধার,
পরম পবিত্র ব্রহ্ম দয়াপারাবার ;
নির্ম্মিত মন্দির তাঁর জীবের হৃদয়ে,
সত্য গন্ধ, ভক্তি পুষ্প সেই দেবালয়ে,

আরাধনা অবিরত করিছে তাঁহার,
পাতর পুতুলে পূজা কেন দেবে আর ?
পুত্তলিকা পরিহত, হইল ঘোষণ
'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ধর্ম্ম সনাতন।
পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণানন্দে আনন্দিত মন,
কে আর করিবে বল তীর্থ দরশন ?
নয়ন মুদিয়ে যদি দেখা পায় নরে
সদানন্দ দয়াময় আপন অন্তরে,
দেবদেবী উপাসনা—অজ্ঞানের ফল—
কি জন্য করিবে আর মানবের দল ?
আমাদের উপাসনা হইল বেহাত,
কে রোধিতে পারে সত্য সলিলপ্রপাত ?
ভূমিশূন্য ভূপতির বৃথায় জীবন,
পরিহরি ধরা তাই করি পলায়ন।
আইস আমার সঙ্গে কিশোরি কমলে,
থাকিলে সোণার অঙ্গ পুড়িবে অনলে ;
মোক্ষদাত্রী নারায়ণী অসীম গরিমা,
কষ্টিপাতরেতে তব দেখিবে মহিমা।
বলিতে বলিতে শ্যাম বিরস বদনে,
ঝাঁপ দিল কালীদহে সার ভেবে মনে।
কোথায় প্রাণের হরি বলি কমলিনী,
পড়িল জীবন মাঝে যেন পাগলিনী।"

"আকবার রাজধানী আগরা নগরী,
প্রবাহ পুলিনে যেন বিভূষিতা পরী,

অপরূপ অট্টালিকা সরসীনিকর,
রমণীয় রাজপথ উদ্যান সুন্দর,
বিরাজিত শিলাময় দুর্গ দীর্ঘকায়,
বিশ্বকর্ম্মা বিনিন্দিত কীর্ত্তি শোভে তায়।”

“তাজমহলের শোভা অতি চমৎকার,
ভারতে এমন হর্ম্ম্য নাহি কোথা আর,
রজত কাঞ্চন মণি হীরক প্রবাল,
শোভিয়াছে মহলের শরীর বিশাল,
করিতেছে চক্‌মক্ উজ্জ্বলতাময়,
স্থির-বিজলীর পুঞ্জ অনুভব হয়।
অপূর্ব্ব নিপুণ কর্ম্ম করেছে প্রস্তরে,
শিলা যেন কাঁচা ইট ভাস্করের করে,
লেখনী নিন্দিয়ে লেখা লিখেছে শিলায়,
মোহিত নয়ন মন তাহার ছটায়।
তেজীয়ান সাজিহান দিল্লী অধিপতি,
ভার্য্যা তার বন্নু সতী অতি রূপবতী,
তাহার স্মরণ হেতু ভূপ সাজিহান
গৌরবে করিল তাজমহল নির্ম্মাণ।
নির্ম্মিবারে নিয়োজিত ছিল নিরন্তর
বিংশতি সহস্র লোক বাইশ বৎসর।”

“শিস্‌মস্‌জিদের শোভা অতি মনোহর
অভ্র আবরিত তার সব কলেবর,
রজতরচিত দেখে অনুভব হয়,
অথবা অবনী অঙ্গে শশাঙ্ক উদয়।”

"শ্বেত পাতরের মতিমঞ্জিল সুন্দর,
পরিপাটী ঘর তার অতি পরিসর,
মোগলকুলের কেতু রাজা আকবার,
এই স্থানে করিতেন রাজদরবার।
মঞ্জিলের তিন দিকে কিবা শোভা পায়,
বিবিধ ভবন রচা ধবল শিলায়,
যথায় বসিয়ে সদা উদাসীনগণ,
বিমল মানসে ব্রহ্মে করিত ভজন।"

"সুবিস্তৃত সেকেন্দরা বাগ্ অপরূপ,
কবরে বিহরে যথা আকবার ভূপ,
নিন্দিয়ে নন্দন বন বিপিনমাধুরী,
সুবাসিত বারিপ্রদ উৎস ভূরি ভূরি,
বিরাজিত তরুরাজি দেখিতে কেমন,
নয়ন-রঞ্জন-নব-পল্লব-শোভন,
বিচিত্রবরণ পক্ষী শাখে করে গান,
চুনি-মণি-পান্না-আভা পক্ষে দীপ্তিমান,
মকরন্দ বিমণ্ডিত ফুটিয়াছে ফুল,
মধুকরে সমীরণে সমর তুমুল,
উভয়েতে পরিমল করিছে হরণ,
অনিল লুঠের ধন করে বিতরণ।"

"ভাসায়ে লোহার পিপা নদীর উপর,
নির্ম্মাণ করেছে সেতু দেখিতে সুন্দর।
বিরাজে অপর পারে এম্‌দাদ্ উদ্যান,
রমণীয় শোভা হেরে সুখী হয় প্রাণ।

ছাড়িয়ে আগরা বেগে চলিতে চলিতে,
এলেম এলাহাবাদে তোমায় ধরিতে।"

চতুর্থ সর্গ

পবিত্র প্রয়াগে পূর্ব্বে ছিল বিরাজিত,
স্রোতস্বতী সরস্বতী ভারতী সহিত,
বেদ স্মৃতি ন্যায় কাব্য ষড় দরশন,
করিত যাহার তটে জ্ঞান বিতরণ,
অন্তর্দ্ধান সরস্বতী সহ সরস্বতী,
আর কি ভারতে হবে তেমন উন্নতি ?

জাহ্নবী যমুনা সরস্বতী নদীত্রয়,
সেকালে প্রয়াগকোলে সংমিলিত হয়,
সেই জন্য যুক্তবেণী প্রয়াগের নাম,
জনপদময় গণ্য ভোগমোক্ষ ধাম।
যাত্রিগণ আসি হেথা মস্তক মুড়ায়,
সুকেশা যুবতী যেন প্রয়াগে না যায় ;
যে ভাবিনী চুল বাঁধে দিয়ে পরচুল,
প্রয়াগ তাহার পক্ষে তীর্থ অনুকূল।

প্রয়াগে প্রধান দুর্গ অতি পুরাতন,
পূর্ব্বকালে হিন্দু রাজা করে বিরচন,
আক্‌বার রাজা পরে করে পরিষ্কার,
বাড়াইল কলেবর, কৌশল, বাহার।
জাহ্নবী যমুনা যোগে দুর্গের স্থাপন,
উভয়ে পরিখারূপে করেছে বেষ্টন।

প্রকাণ্ড রেলের সেতু যমুনা উপর,
নিপুণ গঠন কীর্ত্তি অতীব সুন্দর,
দূরেতে দেখিতে শোভা আরো চমৎকার,
যমুনা-গলায় যেন কনকের হার।

ছাড়িয়ে প্রয়াগ গঙ্গা অবিরাম চলে,
উপনীত ক্রমে আসি বারাণসীতলে,
কাশীতে হেরিল বালা বিশ্বেশ্বর বর,
সলাজে ফিরায় মুখ কাঁপে কলেবর,
সেই হেতু কাশীতলে ভীষ্মপ্রসবিনী,
হয়েছেন মনোলোভা উত্তরবাহিনী।
সুবদনী সুরধুনী যায় পারাবারে,
বিড়ম্বনা বিশ্বেশ্বর সহিতে কি পারে ?
"অসি" "বরুণের" প্রতি দিল অনুমতি
এখনি ফিরায়ে আন গঙ্গা গুণবতী।
বারাণসী দুই পাশ দিয়ে দুই জন
নতশিরে ধরিলেন গঙ্গার চরণ,
বলিলেন বিবরণ যোড় কর করি
জাহ্নবী উত্তর দিল লজ্জা পরিহরি—
"অম্বুঅঙ্গী আমি বাছা তিনি শিলাময়,
সম্ভব কভু কি তাঁর সনে পরিণয় ?"
নদযুগ পরিতুষ্ট গঙ্গার বচনে,
চলিল আনন্দ মনে সিন্ধু দরশনে।

দাঁড়ায়ে অপর তীরে কর দরশন
কি শোভা ধরেছে কাশী নয়নন্দন,

নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন পতিত নয়নে
কিন্নরকুলের পুরী সজ্জিত রতনে ;
সুরধুনীনীর হতে উঠিয়ে সোপান
মিশিয়াছে হর্ম্ম্য অঙ্গে, হয় অনুমান
এক খণ্ড শিলা খোদি করেছে নির্ম্মাণ
এক ভাগে অট্টালিকা অপরে সোপান,
রজত কাঞ্চন চূড়া সুমার্জিত কায়
শোভিতেছে সৌধপুঞ্জে সৌদামিনী প্রায়।

কাশীতে অপূর্ব্ব শোভা ঘাট সমুদায়,
পরিপাটী বিনির্ম্মিত বিমল শিলায় ;
বিকালে বসিয়ে তথা লোক অগণন
কথোপকথন করে সেবে সমীরণ।
"অগ্নীশ্বর" "মাধরায়" ঘাট মনোহর,
"পঞ্চগঙ্গা" "ব্রহ্মঘাট" সোপান সুন্দর,
"মণিকর্ণিকার" ঘাটে সমাধির স্থান,
চির চিতানল যথা না হয় নির্ব্বাণ,
"রাজরাজেশ্বরী" ঘাটে স্নানে মহাফল,
"শ্রীধর" "নারদ" ঘাট আরাধনা স্থল,
"দশ অশ্বমেধ" ঘাটে হইলে মগন,
সশরীরে চলে যায় বিষ্ণুনিকেতন,
সুন্দর বিরাজে "রাজঘাট" শিলাময়
যথায় রেলের লোক আসি পার হয়।

"মাধরায়" ঘাটোপরি অভি উচ্চ শির
বিরাজিত ছিল বেণীমাধব মন্দির,

বিষ্ণুমূর্ত্তিধারী বেণীমাধব তথায়
পরিতুষ্ট হইতেন পবিত্র পূজায় ;
অপকৃষ্ট আরংজিব রাজা দুরাচার,
প্রজার মনের ভাব না করি বিচার,
নাশিতে কাশীর কীর্ত্তি ভীমমূর্ত্তি ধরি,
কাশী আসি উপনীত করে অসি করি,
ভাঙ্গিয়ে মন্দির তায় মস্‌জিদ্ গঠিল
প্রস্তর-বিগ্রহে ধরে দূরে ফেলাইল।
মন্দিরের চূড়া এবে মস্‌জিদ্ মিনার,
বহু দূর হতে লোক দেখা পায় তার।

বিশ্বেশ্বর পুরাতন মন্দির এখন
ভগ্ন অবস্থায় পড়ে, দেখিলে ভীষণ
শোকের উদয় হয় মানবের মনে,
ওরে দুষ্ট আরংজিব নীচাত্মা কেমনে
নাশিলি এমন কীর্ত্তি ? ছিল না কি তোর
কিছুমাত্র পূর্ব্বকীর্ত্তি-অনুরাগ জোর ?
বর্ব্বর ভূপতি তুষ্ট পূর্ব্বকীর্ত্তি ভঙ্গে,
প্রবাল প্রলম্ব চূর্ণ শাখামৃগ অঙ্গে !

অন্ধকার "জ্ঞানবাপী" অজ্ঞানের মূল,
কতমত মানবের ধর্ম্মপক্ষে ভুল।
দুরন্ত যবন যবে ভাঙ্গিল মন্দির,
আতঙ্কেতে বিশ্বেশ্বর হলেন বাহির,
দেবের উড়িল প্রাণ জড়সড় অঙ্গ,
ধাইল ধরণীতলে করিয়ে সুড়ঙ্গ।

বাঁচিল দেবতা হেথা জ্ঞানের কৌশলে,
এই সুড়ঙ্গেরে তাই জ্ঞানবাপী বলে।
সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্ম বিশ্বরচয়িতা,
কোপ কুলিশেতে যাঁর পৃথ্বী বিকম্পিতা,
যবনের ভয়ে তাঁর দূরে পলায়ন !
যেমন মানুষ তার দেবতা তেমন।

সুগৌরবে "দশ অশ্বমেধ" ঘাটোপরে
জ্যোতিষ আধার মানমন্দির বিহরে ;
সেখানে বসিয়ে রবি শশী গ্রহগণ,
বিদ্যার কৌশলে করে স্পষ্ট দরশন।
ধ্রুবতারা ধরিবার সহজ উপায়,
দিবার বিভাগ গণে ভাস্কর প্রভায়।
স্বেয়া জয়সিংহ রায় রেয়া অধিপতি,
যাঁর করে জ্যোতির্বিদ্যা পাইল উন্নতি,
তাঁহার নির্ম্মাণ মানমন্দির মোহন,
মরিয়ে জীবিত রাজা কীর্ত্তির কারণ।

সুশোভিত শিক্‌রোল পল্লী পরিষ্কার,
পরিপাটী অট্টালিকা বর্ত্ম চমৎকার,
নবীন দূর্ব্বায় ঢাকা বিপুল প্রাঙ্গণ,
মনোহর দরশন নয়নরঞ্জন।
শিক্‌রোলে করে বাস সাহেবের কুল,
সুরম্য উদ্যানে যেন মল্লিকার ফুল।

শিক্‌রোল সন্নিকটে কালেজ ভবন,
বহুচূড়া বিভূষিত অপূর্ব্ব শোভন,

প্রশস্ত প্রাঙ্গণ শোভে সম্মুখে তাহার,
ফোয়ারায় বারি দান করে অনিবার,
বিরাজিত মনোহর ক্ষুদ্র জলাশয়
দর্শকে কৌতুক তায় কুম্ভীর দ্বিতয়।
ভিতরে বিহরে বড় পুস্তক আগার,
বিরাজে দর্শন বেদ কাব্য অলঙ্কার।
চন্দ্রনারায়ণ গুণে এই বিদ্যালয়
করেছে পণ্ডিত মাঝে সুখ্যাতি সঞ্চয়।
খালি পায় সমুদায় ছাত্র অধ্যাপক,
রয়েছে কালেজে যেন কারায় আটক;
ন্যায়ের অন্যায় হায়! তাই মনে লাজ,
দুর্ব্বল দলনা নহে মহতের কাজ।

বাজারে বিক্রয় হয় রত্ন অলঙ্কার,
হীরক বলয় বাজু মুকুতার হার,
চেলির বসন, তায় কার্য্য পরিপাটী,
মোহিনীর মনোহরা বারাণসী শাটী,
বিবিধ বর্ণের ধুতি উড়ানি উজ্জ্বল,
জরিতে জড়িত শাল করে ঝলমল,
ফুলকাটা সতরঞ্চি গালিচা আসন,
ঘটি বাটি লোটা থাল বিচিত্র বাসন,
হাতীর দাঁতের হাতী চিরুনি মুকুর,
শালপাতা মোড়া নস্য শ্লেষ্মা করে দূর।

প্রতি উপকূলে রামনগর সুন্দর
কাশীর রাজার বাড়ী যাহার ভিতর।

মহারাজ মহিমার পরিসীমা নাই,
সুচিত্তে যশের গান করিছে সবাই,
ভাণ্ডারে বিপুল নিধি রাজ আভরণ,
মন্দুরায় বাজিরাজি—গমনে পবন,
দুরন্ত দ্বিরদবৃন্দ-চলিত অচল—
ভয়ঙ্কর দন্তযুগ নিতান্ত ধবল।

রামনবমীর দিন—যে শুভ দিবসে
প্রসবিল রামচন্দ্রে কৌশল্যা সুযশে—
রামনগরেতে রেতে রামলীলা হয়,
প্রাসাদ প্রান্তর পথ করে আলোময়,
জনতা অবনী-অঙ্গ করে আচ্ছাদন,
চাকেতে মাছির ঝাঁক দেখিতে যেমন,
কুঞ্জরনিকরে কত দরশক দল,
আরোহিয়ে কত লোক তুরঙ্গ পটল,
সারি সারি পোড়ে বাজি ঝলসি নয়ন,
হাউই হুহুস্ স্বরে পরশে গগন,
তুপড়ি অগিনিঝাড় করে বিনির্ম্মাণ,
অনলকণিকা উৎস হয় অনুমান,
তারাহার কি বাহার তারাহার জিনি,
দম্ দম্ ছোটে বোম্ কাঁপায়ে মেদিনী,
আকাশে ফানস ভাসে উজ্জ্বল বরণ,
নিশির কুন্তলে যেন মণি দরশন,
বাজি পোড়া হলে শেষ বাজে জয়ঢাক,
রাবণের অনুরূপ পোড়াবার জাঁক,

লঙ্কেশে লাগায়ে দীপ বলে মার মার,
পুড়িয়া রাবণ রাজা হয় ছারখার।

কাশী ছাড়ি কিছু দূর আসি সুরধুনী
পাইলেন সহচরী গোমতী তরুণী,
গোমতীবদন চুম্বি জাহ্নবী আদরে,
জিজ্ঞাসিল সমাচার করে কর ধরে।
গোমতী বিনয়ে বন্দি গঙ্গার চরণ,
চলিতে চলিতে বলে নিজ বিবরণ।

"শুনিলাম তুমি সখি পতি দরশনে
করিয়াছ শুভযাত্রা সাগর গমনে,
কাঁদিলাম মনোত্বখে তব ভাবনায়,
পারি কি থাকিতে আমি ছাড়িয়ে তোমায়?
দেখিতে তোমার মুখ হৃদয় অধীর
সাজাহানপুর হতে হলেম বাহির,
চলিলাম অবিরাম প্রবাহের রথে,
অটবী প্রান্তর শৈল দেখিলাম পথে।"

"দেখিলাম তার পরে রমণীয় স্থান,
বীরপ্রসূ লক্‌নাউ অলকা সমান।
বিপুল বিভবশালী ভূপাল তাহার,
পদাতিক গজবাজী হাজার হাজার,
প্রজার পালনে কিন্তু নাহি দিত মন
ললনা-লীলায় কাল করিত হরণ,
অরাজক রাজ্য মধ্যে ক্রমশ প্রবল,
সিংহাসনে রাজলক্ষ্মী হইল চঞ্চল,

তখন ইংরাজ-রাজা সুশাসন তরে,
লইল রাজ্যের ভার আপনার করে।
পুরাতন নরপতি স্বাধীনতাহীন,
অপমানে অবনত বদন মলিন,
মুকুট ভূষণ রাজ-দণ্ড কেড়ে নিল,
রাজসিংহাসন হতে নামাইয়া দিল,
কাঁদিতে কাঁদিতে ভূপ কাতর অন্তরে
বহু পুরুষের পুরী পরিহার করে,
নিরাশায় নত নৃপ নির্ব্বাসনে যায়,
হাহাকার করি সবে পড়িল ধরায়।
আকুল অমাত্যকুল আঁধার দেখিল,
শ্মশ্রু বয়ে অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল,
শোকাকুলা রাজমাতা পাগলিনী প্রায়,
দরবেস্ বেশে বাছা কোথা চলে যায়?
মহলে মহলে কাঁদে মহিষীমণ্ডল,
অবিরত বিগলিত নয়নের জল,
বিষণ্ণ বদনে কাঁদে যত পরিজন
নীরবে রোদন করে শূন্য সিংহাসন,
বিলাপে বারণবৃন্দ নিরানন্দ মন,
হরিয়াছে হরি যেন করভ-রতন,
শোকানলে জ্বলি অশ্ব ছুটিয়ে বেড়ায়,
আক্ষেপ-কূজন করে পক্ষী সমুদায়,
পরিতাপে পদ্মাবলী মলিন বদন
নীহারে রোদন করে কুসুমের বন,
নিরানন্দ-নীরনিধি অধিপ ভবনে,
হাসেন্ হোসেন্ যেন মরিয়াছে রণে।”

"সুশাসিত লক্‌নাউ হয়েছে এখন,
সভ্যতা হতেছে বৃদ্ধি বিদ্যা বিতরণ,
অবিচার অত্যাচার প্রজার উপর,
নাহি আর করে রাজপুরুষনিকর,
কালেজ, কাছারি, সভা, ভেষজের স্থান,
স্থানে স্থানে রাজ্য মধ্যে হতেছে নির্ম্মাণ,
নয়নরঞ্জন রূপ দক্ষিণারঞ্জন
করিতেছে সুযতনে উন্নতি সাধন।"

"লক্‌নাউ পরিহরি আসি কিছু দূর,
দেখিলাম সুশোভিত সুল্‌তানপুর,
রয়েছে নগরতলে তরি শত শত,
বাণিজ্য বণিক্‌বৃন্দ করে নানা মত।
চলিতে চলিতে পরে তব দরশন,
চরণকমল হেরি জুড়ালো জীবন।"

নীরব গোমতী,—গঙ্গা করিল গমন,
অবিলম্বে মির্জাপুরে দিল দরশন,
কমনীয় কলেবর সুন্দর নগর,
বিরাজিত প্রস্তরের দুর্গ পরিসর
বসন ভূষণে ভরা বিপুল বাজার,
কেনা বেচা করে লোক হাজার হাজার,
বিবিধ বাণিজ্যপোত শোভা করে ঘাট,
সারি সারি রহিয়াছে বাহাদুরি কাট।

মির্জাপুর সুরধুনী করিয়ে অন্তর,
উপনীত গাজিপুর সুরভি নগর।

কুসুম কানন পুরে শোভে অগণন,
বিপুল গোলাপপুঞ্জ তাহার ভূষণ,
ফুলবনে সুলোচনা করিছে বিহার,
চয়ন করিয়ে ফুল ভরিছে আধার,
মধুপ কৌশলে ফুলে করিয়ে দলন,
লইতেছে বার করে পরিমল ধন,
শীতল গোলাপজল গোলাপি আতর,
মকরন্দ বিমোদিত অতি মনোহর।

মহাজনগণ করে নানা ব্যবসায়,
আপনে রয়েছে ধান গাদায় গাদায়,
রহিয়াছে স্তূপাকারে লবণ কলাই,
কত যে চিনির কুঠী সংখ্যা তার নাই,
চলিতেছে অবিরাম চিনি-করা কল,
প্রসব করিছে চিনি অতীব ধবল,
ঢালিয়ে রেখেছে চিনি ভরিয়ে প্রাঙ্গণ,
বালিআড়ি সিন্ধুতীরে দেখিতে যেমন।

গাজিপুর করি দূর সাগররমণী,
উপনীত বক্‌সারে পতিতপাবনী।
বক্‌সারে বিশ্বামিত্র ঋষি মহাজন,
করেছিল পুরাকালে আশ্রম স্থাপন,
যখন জানকী-
বরবেশে রঘুব
ঋষির আশ্রমে
ঋষির হৃদয়পা

তপোধন নিকেতন আজো বিরাজিত,
দরশন করি চিত্ত হয় হরষিত।
"রামেশ্বর" নামে শিব স্থিত বক্‌সারে,
স্থাপন করেছে রাম ভক্তি সহকারে,
"রামেশ্বর"শিরে জল ঢালে সুলোচনা,
সীতাপতি সম পতি করিয়ে কামনা।

পরিহরি বক্‌সার পারাবারপ্রিয়ে
পাইলেন ঘর্ঘরায় ছাপ্‌রা আসিয়ে,
আলিঙ্গন করি তারে অতি সমাদরে,
জিজ্ঞাসিল সমাচার সুমধুর স্বরে।

পঞ্চম সর্গ

ঘর্ঘরা গঙ্গার বাক্যে প্রফুল্ল হৃদয়,
বিনীত হইয়ে দিল নিজ পরিচয়।

"কুমাউন মহীধর কনক বরণ,
হিমালয় শৈলরাজ অনুগত জন;
তাঁহার দুহিতা আমি শুন সুলোচনে,
আছি চিরবিরহিণী নিরানন্দ মনে।
পরম যতনে পিতা রতন বিতরি,
শিক্ষা দিল অভাগীরে দিবা বিভাবরী—
শিশুকালে শিখিলাম উর্ব্বশী কৃপায়
তত্ত্ব, ওঘ, ঘন, নৃত্য মঞ্জি দিয়ে পায়,
শিখিলাম সুযতনে সঙ্গীত কাকলী,
বিহঙ্গ-বাদিনী-বীণা মধুর মুরলী;

সমাদরে শিল্পবিদ্যা করিয়ে অভ্যাস,
সুকোমল মকমলে করিনু প্রকাশ
রেসম-কুসুম-কুল মুকুল পল্লব,
ভ্রমে অলি ভাবে তার সুরভি বিভব ;
কত সুখে করিলাম অধ্যয়ন মরি,
সরল সাহিত্য-মালা আনন্দলহরী,
বিজনে মনের সুখে মানসিক গুণে,
গাঁথিনু ললিত মালা কবিতা-প্রসূনে ।
বিফল হইল এত শিক্ষা আহা মরি !
বলিতে মরমে বাজে সরমে শিহরি—
দেশাচার দাবানল অতি নিদারুণ,
দহিল যৌবন-বন কবিতা-প্রসূন,
সাধের কবিতা-ফুল যতনের ধন,
পারি কি দেখিতে সখি অনলে দহন ?
কুলের গরিমানলে ফেলি স্নেহফুল,
অবলা বালার প্রতি পিতা প্রতিকূল—
ধনবন্ত ঐরাবত কুলীন-প্রধান
তাঁর পুত্রে পুত্রী দান অতীব সম্মান,
কিন্তু সখি বলিব কি ঐরাবতসুত,
অকাল কুষ্মাণ্ড ষণ্ড ভীম ভণ্ড ভূত,
গভীর লোচন দুটি ক্ষুদ্র জ্যোতি-হীন,
বার করে উচ্চ দাঁত আছে রাত দিন,
মোটা বুদ্ধি, মোটা পেট, মোটা মোটা পদ,
ভয়ঙ্কর শব্দ করি সদা খায় মদ,
পোড়া শিরে ধূলা দিয়ে ধরি অবহেলে,
বড় বড় মহীরুহ উপাড়িয়া ফেলে—

এমন মাতঙ্গে মম দিতে চান বিয়ে,
কি ফল হইল তবে এত শিক্ষা দিয়ে ?
না পেলে অবলা-বালা-নয়ন-কীলাল,
শুকাইয়ে মরে যদি সম্মানের শাল,
বিদ্যাবিভূষিত তারে করা ভাল নয়,
শত গুণে পরিতাপ অনুভব হয়।
হস্তি-মূর্খ হস্তি-হস্তে বিন্যস্ত করিতে,
আয়োজন করে পিতা হরষিত চিতে,
ভাবিয়ে ব্যাকুল আমি কোথায় পালাই,
অনক্ষর বর হতে কিসে ত্রাণ পাই ?
এমন সময় দেশে হইল ঘোষণ,
সাগর সন্ধানে গঙ্গা করেছে গমন,
অমনি বিষাদে স্থির করিলাম মনে
কাটাইব এ জীবন ধর্ম্ম আচরণে.
তোমার সঙ্গিনী হয়ে যাইব সাগরে
আক্ষেপ প্রবাহ বল আর কোথা ধরে।
পরিণয় দিনে পরি বসন ভূষণ
ঐরাবতসুত যাই দিল দরশন
ভাসাইয়ে আঁখিনীরে অঙ্গ অবনীর
অমনি ভবন হতে হলেম বাহির।”

“আইলাম কিছু দূর অতি বেগভরে
মনে ভয় মূর্খ পাছে দৌড়াইয়ে ধরে—
যেখানে বাঘের ভয় সন্ধ্যা সেইখানে,
মাতঙ্গমূরতি শিলা হেরি স্থানে স্থানে,

সত্বরে উপল-কুলে করি পরিহার
কালীনদী সনে দেখা হইল আমার ;
তব সহচরী বলি দিল পরিচয়
কান্তারে আসিতে একা পাইয়াছে ভয় ।”

“দুই জনে একাসনে আসি কিছু দূর
শুনিলাম সুমধুর বামাকণ্ঠ সুর
দাঁড়াও দাঁড়াও বলি আমায় ধরিল
‘সুরধুনীপ্রিয়সখি’ পরিচয় দিল ।
‘গৌরীগঙ্গা’ নাম্ তার কনক বরণ
ভরিয়াছে নব অঙ্গে নবীন যৌবন ।
নেপাল হইতে পরে নদী করণালী,
জানিলাম পরিচয়ে আপনার আলি,
আসিয়ে করিল মোরে জোরে আলিঙ্গন
বাসনা তোমার সঙ্গে সাগরে গমন ।
‘সতীগঙ্গা’ নাম তার সতী উদ্ধারিয়ে
অপূর্ব্ব কাহিনী সখি শুন মন দিয়ে ।
‘করণালী’ তীরে ছিল অপূর্ব্ব নগর,
রাজদণ্ড ধরে যথা রাজা নটবর
অবিচার-প্রিয় ভূপ নাহি ধর্ম্মজ্ঞান
কঠিন হৃদয় তার ভীষণ মশান ;
সজোরে কাড়িয়ে লয় প্রজার বিভব,
সতীর সতীত্ব নাশে তোষে মনোভব,
অনলে দহন করি প্রজার ভবন
অনায়াসে নাশে তারে সহ পরিজন ।”

"এই পাষণ্ডের রাজ্যে করিত বসতি
অনুকম্পা-পরিণত 'সম্পা' গুণবতী—
নবীন যৌবন ফুল পরিমলময়
শোভিয়াছে ললনার অঙ্গ সমুদয়,
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ সুনীল বরণ,
দূরেতে নীলাম্বুনিধি দেখিতে যেমন ;
উজ্জ্বল তারকা দুটি জ্বলিছে নয়নে ;
হাসিছে মধুর হাসি সদা চন্দ্রাননে,
মুরলী-আরব জিনি রব মনোহর,
কি শোভা সঙ্গীতে যবে কাঁপায় অধর।
পূর্ব্বতন সেনাপতিপুত্র পুণ্ডরীক,
ষড়ানন সম রূপ সুযোগ্য সৈনিক,
সম্প্রতি তাহার করে হরষিত মনে
সঁপিয়াছে সম্পা প্রাণ বিবাহবন্ধনে।"

"একদা উষায় বসি সম্পা সুলোচনা
উপকূলে একাকিনী করে উপাসনা ;
বহিতেছে মন্দ মন্দ মলয় পবন,
করিছে লহরী লীলা শৈবলিনী-বন,
চুম্বিছে বালার্ক-আভা 'সম্পা' গণ্ডদেশ
কষিত কাঞ্চনে যেন রতন নির্দ্দেশ।
হেন কালে পাপনেত্র রাজা নটবর
হেরিয়ে সম্পার শোভা ব্যাকুল অন্তর।"

"উপাসনা সারি 'সম্পা' মরাল গমনে
পুণ্ডরীকে নিরখিতে পশিল ভবনে,

অমনি মুচকি মুখ পুণ্ডরীক হাসে,
স্নেহগর্ভ সুবচন পরিহাসে ভাষে—
হৃদয় মৃণাল মম শূন্য করি প্রিয়ে
জলে ছিলে এতক্ষণ কেমনে ফুটিয়ে ?
জান না কি 'সম্পা' তুমি আমার জীবন,
দিবসে আঁধার হেরি বিনা দরশন।
কি শোভা ধরেছ সম্পা উপাসনা করি,
শুভ্র ধুতূরার মালা কুন্তল উপরি ;
সুষমা উপমা নাই তবু ইচ্ছা বলি—
কাদম্বিনী মাঝে যেন ভাসে বকাবলী ;
তা নয় তা নয় 'সম্পা' বলি এই বার,
জলধি-অসিত-জলে সিত-পোতহার ;
হল না হল না প্রিয়ে পুনর্ব্বার বলি
অমানিশি অঙ্গে যেন নক্ষত্রমণ্ডলী ;
এইবার আদরিণি ! উপমার সার
হৃষীকেশ-কোলে যেন বাণীর বিহার ;
এতেও উঠে না মন কি করি উপায়,
হর-কর-শাখা যেন কালিকার গায় ;
এবার বলিব ঠিক পরিহরি ভুল
সম্পার কুন্তলে যেন ধুতূরার ফুল।
হাসি হাসি কাছে আসি সম্পা বলে বেশ
আজ হতে হয়ে গেল তুলনার শেষ।
পরিহর পরিহাস ধরি দুটি পায়,
কোথা পাব ভাল কেশ কেনা নাহি যায়।
পতি-হাত ধরি সতী নিকটে বসিল,
পুণ্ডরীক মুখ সম্পা গণ্ড পরশিল।

কিছু কাল কাটাইয়া কথোপকথনে,
পুণ্ডরীক চলে গেল সৈন্য নিকেতনে।”

“নিরমল মনে ‘সম্পা’ বসি একাকিনী,
উপনীত আসি তথা রাজার কুট্টিনী—
বলে মাগী ‘শুন সম্পা মম নিবেদন,
উদয় হয়েছে তব সুখের তপন,
শুভ ক্ষণে হেরি তব অপরূপ রূপ,
নিতান্ত হয়েছে ক্ষিপ্ত নটবর ভূপ,
তোমায় বারতা দিতে পাঠালে আমায়,
বহুমূল্য উপহার দিয়েছে তোমায়,
ন-নর মতির মালা, হীরক বলয়,
রতন-রচিত সিঁতি শত সূর্য্যোদয়,
রাজার বিপুল কোষে আছে যত ধন,
সমুদায় তব হাতে করিবে অর্পণ,
গোপনে রাজার সনে করিয়ে বিলাস,
ভূপতি-ভূপতি হয়ে রবে বার মাস,
সতত মানিবে ভূপ তব অনুমতি,
পলকেতে পুণ্ডরীক হবে সেনাপতি।
কখন্ যাইবে ‘সম্পা’ বল না আমায়,
শুভ সমাচার দিয়ে বাঁচাব রাজায়।
এ বারতা বিধুমুখি! কেহ না জানিবে,
মম সনে কুঞ্জবনে গোপনে যাইবে,
অথবা তোমার যদি অনুমতি হয়,
আসিবে ভূপতি-ভৃত্য তোমার আলয়—

অমত করিলে 'সম্পা' নাহিক নিস্তার,
সহসা সবংশে সবে হবে ছার খার।'
মর্ম্মভেদি বাক্য শুনি 'সম্পা' ক্রোধে জ্বলে
উজ্জ্বল নয়নে বেগে বারিবিন্দু গলে,
ইন্দীবরে ভোরে ঝরে যেমন নীহার,
বরিষণ করে কিংবা হীরা মুক্তাহার।
সরোষে বলিল 'সম্পা' 'ওরে নিশাচরি!
কামিনীকুলের কালি কিরাতকিঙ্করি!
জান না কি পাতকিনি! আছে সর্ব্বোপর,
রাজার উপর রাজা মহামহেশ্বর,
পরম দয়ালু পিতা দুর্ব্বলের বল,
দুরাত্মা দৌরাত্ম্যে তাঁর জ্বলে ক্রোধানল;
ভাব না-ক একবার সে ভূপের ভয়,
ভূপবাক্যে কর পাপ যাহা মনে লয়।
কি সাহসে এলি মম পবিত্র আলয়ে,
নিরয়ের কীট যেন নব কিসলয়ে!
দূর দূর কালামুখি কালভুজঙ্গিনি!
কুলের কামিনী-কুল-কলঙ্ক-কারিণি!
ভাবিয়াছ পাপীয়সি প্রমদার কুল
কাটিয়াছে একেবারে সতীত্বের মূল,
পলকে ভুলিবে পেয়ে হীরকবলয়,
করিবে রাজত্ব সনে ধর্ম্ম বিনিময়!
রাজার বড়াই তুই করিস্ পামরি,
আমি যে পতির সুখে রাজরাজেশ্বরী।
প্রণয় পয়োধি মম পতি পুণ্ডরীক,
হেমকান্তি, বীর-কেতু, সুশীল, রসিক;

দেবতা-দুর্লভ পতি আদরে সেবিত,
সহস্র সহস্র রাজা পদে বিরাজিত।
এন না আমার কাছে অপদার্থ মণি
পতিভক্তি সতী অঙ্গে কমলা আপনি।
বার হ রে বারযোষা বলি বার বার,
কলুষিত হইতেছে ভবন আমার।
ভাল উপদেশে যদি যায় তোর মন,
ললনা ছলনা বৃত্তি দিগে বিসর্জ্জন
অনুতাপানলে মন করি নিরমল
আচরণ কর ধর্ম্ম অন্তের সম্বল।
রাজারে বলিয়ে যাস পাবে প্রতিফল,
সতীর নিশ্বাসে রাজ্য যাবে রসাতল'।"

"রাগত বেজির মত গরজি গভীর,
ফুলাইয়ে কলেবর নত করি শির,
ভূপতিকুট্টিনী চলি গেল রোষভরে,
নিবেদিল বিবরণ রাজা নটবরে।
অশুভ সংবাদ শুনি সম্ভলীর মুখে,
নিরাশে পাগল রাজা রাগে মনোদুখে।
সম্বরি শম্বর-অরি-পাবক-ভীষণ
আশ্বাস সম্বর করি যত্নে বরিষণ,
বলিল দূতীর প্রতি 'যাও পুনরায়,
পুণ্ডরীকে বল গিয়ে মম অভিপ্রায়,
সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা করিলাম দান,
আজ হতে সে হইল সচিবপ্রধান।

বোধ হয় পুণ্ডরীক দিলে অনুমতি
অবিলম্বে পাব আমি সম্পা রূপবতী,
যেমন সেদিন সাধু সদাগরপ্রিয়া
পতির আজ্ঞায় আসি জুড়াইল হিয়া।'
'এ নহে' বন্ধকী কহে 'তেমন দম্পতি
কি করি প্রভুর আজ্ঞা যাই আশুগতি'।"

"নষ্টমতি নটবর নষ্ট ব্যবহার
শুনিয়ে মনের দুখে বদনে সম্পার;
পরিতাপে পুণ্ডরীক করিল প্রেরণ
পদত্যাগ পত্র ত্বরা সৈন্য নিকেতন।
সম্পার লোচনবারি মুছিয়ে চুম্বনে
করিল সান্ত্বনা কত মধুর বচনে।
তার পরে সরোবরে সেবিয়ে সমীর,
ভাবিতে লাগিল বসি পুণ্ডরীক বীর—
'হা জননি মাতৃভূমি কি দশা তোমার
হেরি মা নয়নে তব নিরাশ আসার,
অবিচার অত্যাচার বরাহ জম্বুক,
অবিরত বিদারিত করে তব বুক,
অসহ্য সহিতে আর পার না জননি,
কত মতে নিপতিত অধিপ-অশনি।
কাঙ্গাল করেছে বিধি উপায়বিহীন
মরমে মরিয়ে মাতা আছি নিশি দিন—
গরীয়সি মাতৃভূমি সম্বর রোদন,
আহবে পাষণ্ড ভূপে করিব নিধন'—

এমন সময় তথা ভূপাল প্রেরিত
জঘন্য-জীবন দূতী আসি উপনীত,
সাহসে করিয়ে ভর দিল পরিচয়,
'নটবর' নরপতি-আজ্ঞা সমুদয়।
আরক্ত লোচনে বীর দূতী পানে চায়,
পরাণ উড়িয়ে তার কোথায় পালায়,
কুলটা-কুন্তল করে জড়াইয়া ধরে,
বলে 'তোরে থেঁতো করি আছাড়ি পাথরে,
পাঠাই যমের বাড়ী এক পদাঘাতে',
সহসা ভাবিয়ে বলে 'কি পৌরুষ তাতে,
বামা হত্যা মানুষিক গণনীয় নয়,
যদিও হৃদয় তার হয় বিষময়,
ছাড়িয়ে দিলাম তোরে শাস্ত্র অনুসারে
রাখিলাম পদাঘাত বধিতে রাজারে'।"

"রাজার সদনে দূতী আসিয়ে সত্বরে,
বলিল বৃত্তান্ত সব কাঁদিয়ে কাতরে।
কান্না নিবারণ তার করিয়ে টাকায়
'নটবর' কুটনীরে করিল বিদায়।
ভাবিয়া ভাবিয়া পরে করিলেন স্থির,
'মশানে লুটালো দেখি পুণ্ডরীক শির,
রাজার বিদ্রোহী দুষ্ট হয়েছে প্রমাণ,
কার সাধ্য রক্ষা করে বিদ্রোহীর প্রাণ।
বিনাশ করিলে তারে কিন্তু সেনাদল,
পরিতাপে জ্বালাইবে সমর অনল,

পূর্ব্বতন সেনাপতি প্রাতঃস্মরণীয়
তার চেয়ে পুণ্ডরীক বীর বরণীয়,
আমিও তাহারে ভাল বাসি চিরকাল,
না দিয়ে 'সম্পারে' মোরে বাড়ালে জঞ্জাল।'
পুণ্ডরীকে প্রাণে মারা মানি অবিহিত,
কেড়ে নিল বাড়ী তার সর্ব্বস্ব সহিত।
সর্ব্বস্বান্ত পুণ্ডরীক পড়িয়ে সঙ্কটে
বিরচিল পর্ণশালা 'করণালী' তটে,
ভিকারীর বেশে তথা 'সম্পা' ভার্য্যা সনে,
করিতে লাগিল বাস হরষিত মনে।"

"বিলাপ যখন পায় আসিতে সময়,
বিবিধ বিলাপ হয় একত্রে উদয়।
যাতনা যখন মনে ধরে না-ক আর,
সহসা প্রভাব তার শরীরে প্রচার ;
পরিতাপে পরিপূর্ণ পুণ্ডরীক বীর,
আবার বিকার তায় করিল অধীর—
পিপাসায় প্রাণ যায় বলে জল জল,
নাকে মুখে চকে বহে জ্বলন্ত অনল,
মাথার বেদনে মাথা ছিঁড়ে পড়ে যায়,
উঠে উক্কি উপাড়িয়ে নাড়ী সমুদায়,
হাঁপাইয়ে বলে 'আর চেষ্টা অকারণ,
মরণ ব্যতীত ব্যাধি হবে না বারণ।'
কাছে বসি বলে 'সম্পা' ভাসি আঁখিজলে,
'বালাই বালাই নাথ ও কথা কি বলে,

আছে দাসী দিবা নিশি তোমার সেবায়,
কি করিব বল নাথ কি দিব তোমায় ;
এমন বিপদ বিধি লিখিল ললাটে,
নাথের যাতনা দেখে দুখে বুক ফাটে।
এখনি যাইবে জ্বালা হয়ে থাক স্থির,
শুনিবেন দয়াময় স্তব দুঃখিনীর।'
পুণ্ডরীকে অচেতন করি দরশন,
কোলে তুলে নিল 'সম্পা' করিয়ে যতন,
সুবাসিত হিমজল ধরিল বদনে,
মুছে নিল ওষ্ঠাধর আপন বসনে,
সঞ্চালন করি নব নলিনীর দাম,
যতনে বাতাস বালা দিল অবিরাম।
সবাকার পুণ্ডরীক সুস্থির নয়ন,
শোকাকুলা সম্পা সতী নিরাশে মগন।"

"হেন কালে সেনাপতি সন্ন্যাসীর বেশে
উপনীত আসি তথা সম্পার উদ্দেশে।
সস্নেহে নিকটে বসি বলে বীরবর,
কি ভাবনা মা তোমার স্বরাজ্য ভিতর,
রাজায় বিনাশ করি যত সেনাগণ,
পুণ্ডরীকে সিংহাসনে করিবে স্থাপন।
রাজ কবিরাজ মাতা আসিবে এখনি,
অবিলম্বে ভাল হবে ভাবী নরমণি।
কিছু দিন কষ্টে বাছা কর দিনক্ষয়,
প্রজাপরাক্রমে রাজা হবে পরাজয়,

পূজ্য প্রজাপতি যদি পাপমতি হয়,
প্রভুত্ব তাহার বল কত দিন রয় !
গোপনে এসেছি আমি গোপনে প্রস্থান,
হিতে বিপরীত হবে পাইলে সন্ধান।
এত বলি সেনাপতি করিল গমন,
কাঁদিতে লাগিল 'সম্পা' ব্যাকুলিত মন।"

"নষ্টমতি নটবর ক্ষণকাল পরে,
পাঠাইল কুট্টিনীরে পুণ্ডরীকঘরে,
আইল তাহার সনে গুণ্ডা দশ জন,
উড়িল সম্পার প্রাণ শুকালো বদন।
সতেজে সম্ভলী বলে 'শুন মম বাণী,
অকারণ কষ্ট ত্যজি হও রাজরাণী,
কেন কাঙ্গালিনী হও থাকিতে উপায়,
এখনো সম্মত হলে থাকিবে বজায়,
রবে না সুখের সীমা বাড়িবে সম্মান,
কেনা দাস হবে রাজা তব সন্নিধান।
না শুনে আমার কথা গিয়েছ গোল্লায়,
শুয়েছে সাধের স্বামী শমনশয্যায়,
এইবার অবহেলা করিলে বচন,
গলা টিপে লয়ে যাবে গুণ্ডা দশ জন'।"

"কাতরে কাঁদিয়ে সম্পা বলে মৃদুস্বরে
'নাহি কি দয়ার লেশ তোমার অন্তরে ?
মৃতপ্রায় স্বামী মম কোলেতে আমার,
দেখিতেছি দশ দিক্ আমি অন্ধকার,

হেরিলে আমার মুখ এমন সময়,
স্নেহরসে গলে কাল সাপিনীহৃদয়,
কেমনে কামিনী হয়ে তুমি হেন কালে
আমায় বাঁধিতে চাও মহাপাপ জালে ?
যাও বাছা জ্বালাতন কর না-ক আর,
প্রাণ দিয়ে বাঁচাইব সতীত্ব আমার'।"

"রাজার আদেশ মত কুট্টিনী তখন
সম্পাপুণ্ডরীকে ধরি সহ গুণ্ডাগণ,
লয়ে গেল বেগ ভরে বিহার আলয়,
সতত সতীত্ব যথা বিনাশিত হয়।
বাঘিনী হরিণী হরে আনিলে যেমন,
আনন্দে বাঘের নাচে অপকৃষ্ট মন,
দুষ্ট সন্তলীর হাতে হেরে সম্পা সতী,
নষ্ট নটবর মতি নাচিল তেমতি।
পাঠাইয়ে পুণ্ডরীকে বিজন কারায়,
রেখে দিল কেলিগৃহে মূর্চ্ছিতা সম্পায়।"

"দিবা অবসানে সম্পা পাইয়ে চেতন,
হা নাথ !   বলিয়ে কত করিল রোদন।
বিরাজিত করণালী কেলিগৃহতলে,
ভাবিলেন ডুবে মরি সেই নদীজলে।
হেন কালে নটবর রাজা দুরাচার
আইল তথায় হাতে হীরকের হার।
বিহার ভবনে ভূপ, সম্পা হতজ্ঞান,
সীতা যথা হতমতি রক্ষসন্নিধান ;

পাপাত্মার মুখ পাছে হয় দরশন,
দুই হাতে ঢাকে বালা বদন নয়ন।
আতঙ্কে অবলা কাঁপি কাঁদিল কাতরে
ভুজবল্লি দিয়ে বারি অবিরত ঝরে।
মূঢ়মতি নটবর হৃদয় পাষাণ,
নররূপ নিশাচর নষ্টতা নিধান,
কাছে আসি বলে ধনি আমি কেনা দাস,
তোমার সেবায় প্রিয়ে রব বার মাস।
নিবারণ কর কান্না ত্যজ অভিমান,
ধন জন মন প্রাণ করিলাম দান,
তোমায় নজোর দিব বাসনা আমার,
আনিয়াছি তাই প্রিয়ে হীরকের হার।
এত বলি ব্যস্ত হয়ে নষ্ট নটবর,
সম্পার গলায় মালা দিতে অগ্রসর,
কুলবালা গোঁয়ারের হেরি ব্যবহার,
চমকিয়া সকাতরে করিল চীৎকার—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার
নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার'।"

"হেন কালে সেনাপতি আসি বেগভরে
পায়ে ধরি পাপবৃত্তি নিবারণ করে।
বলিল 'জঘন্য কাজ কর না রাজন,
সহসা সেনার হস্তে হইবে নিধন।
পুণ্ডরীক অপমানে যত সেনাগণ,
হাহাকার রব করি করিছে রোদন।

পুণ্ডরীকে যদি ফিরে না দেহ সম্পায়,
রাজ্যেতে সমরানল জ্বলিবে ত্বরায়'।
সেনাপতি সনে ভূপ গেল নিকেতন
ছলে বলে সেনাদলে করিল শাসন।"

"পর দিন কেলিগৃহে সম্পা একাকিনী,
কনকপিঞ্জরে যেন ক্ষিপ্ত বিহঙ্গিনী !
কোথায় প্রাণের পতি আছেন কেমন,
ভাবিতেছে অবিরত অবলার মন।
চিন্তা অনশনে শীর্ণ-দেহ কৃশোদরী
বুজে না চক্ষের পাতা দিবা বিভাবরী ;
ব্যাকুলা অবলা বালা বাতায়নে গিয়ে,
করণালী প্রতি বলে কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে—
'তব তটে সতী মরে দেখ গো জননি,
পতিরত্ন, রমণীর হৃদয়ের মণি,
হরিয়াছে নরপতি শূন্য করি ঘর,
আর কি দেখিতে পাব মুখ মনোহর ?
পাষণ্ড পাষাণ মন কালকূটকূপ
অনাথিনী ধর্ম্ম নাশে হয়েছে লোলুপ।
এই বেলা অবলায় জলে দেহ স্থান,
নতুবা নীচাত্মা আসি বিনাশিবে প্রাণ'।"

"এমন সময়ে তথা ভূপতি অধম,
উদয় হইল যেন কালান্তক যম,
সম্পার নিকটে আসি বলে শুন প্রিয়ে,
পাগল হয়েছি আমি তোমার লাগিয়ে ;

অনুমতি পুণ্ডরীক দিয়াছে তোমায়,
কৃপা করি নিজ দাসে রাখ রাঙ্গা পায়।
যদি অভিমান ভরে কর অপমান,
আত্মহত্যা হব আমি তব বিদ্যমান।
বলিতে বলিতে মূঢ় হয়ে অগ্রসর,
পরশিতে যায় সম্পা পবিত্র অধর,
শিহরি অমনি সম্পা ঢাকিয়ে নয়ন,
সকাতরে উচ্চৈঃস্বরে করিল রোদন—
'কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার,
নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার।'
সহসা তখনি এক বৃশ্চিক ভীষণ
ভূপমুখে পড়ি করে রসনা দংশন,
ছটফট করে রাজা বিষের জ্বালায়,
পালাইয়ে গেল ত্বরা ছাড়িয়ে সম্পায়।"

"পরদিন পাপমতি মহাক্রোধভরে,
নিষ্কোষিত তরবারি জোরে ধরি করে,
আইল সম্পার কাছে যেন ভয়ঙ্কর
মূর্ত্তিমান জীব-ধ্বংস অন্তক-কিঙ্কর,
বলিল পরুষ বাক্যে 'শুন রে পামরি
হয় হত হবে আজ নয় রাজ্যেশ্বরী।
রাজ্যেশ্বরে অবহেলা এত অহঙ্কার,
আমি যদি মারি রক্ষা করে সাধ্য কার,
এখন বচন রাখ তোল চন্দ্রানন,
নতুবা কৃপাণাঘাতে করিব নিধন।'

পতিপরায়ণা সতী মতি নিরমল,
একমাত্র অবনীতে সতীত্ব সম্বল,
ধর্ম্ম পালনেতে মন রত অবিরাম,
তরবারি তার কাছে তামরস দাম ;
টলে কি সতীর মন দেখাইলে ভয়,
নড়ে কি অশনিপাতে উচ্চ হিমালয় ?
নীরবে রহিল সম্পা মনেতে ভাবিয়ে,
করিলাম ধর্ম্মরক্ষা তুচ্ছ প্রাণ দিয়ে।”

“নিষ্ফল হইল দেখি ভয় প্রদর্শন,
ক্রোধভরে ভূপতির আরক্ত লোচন,
বাম করে বামাঙ্গিনী ধরি কেশপাশ
উঠাইল তরবারি করিতে বিনাশ,
বলিল এখন যদি রাখ মোর মান,
চরণে রাখিব শির ফেলিয়ে কৃপাণ।
অনাথিনী অবলার আকুল অন্তর,
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে নাথে নিতান্ত কাতর—
‘কোথা পতি পুণ্ডরীক প্রাণেশ আমার,
নীচাত্মা নরেশ করে সতীত্ব সংহার।’
করণালী অকস্মাৎ বেগে উথলিয়া,
লয়ে গেল কেলিগৃহ স্রোতে ভাসাইয়া,
মরিল দুরাত্মা ভূপ সুগভীর নীরে,
ভাসিতে ভাসিতে সম্পা উতরিল তীরে,
তপোবনে ঋষিগণ পাইল সম্পায়,
পিতৃস্নেহে সুযতনে বাঁচাইল তায়।”

"মরিল দুরাত্মা ভূপ গেল অত্যাচার,
ধন ধর্ম্ম মান নষ্ট হবে না-ক আর।
মন্ত্রী, সৈন্য, সেনাপতি, প্রজা একমনে
পুণ্ডরীকে বসাইল রাজসিংহাসনে।
আনন্দে ভরিল দেশ গেল অবনতি
প্রজার মনের মত হয়েছে ভূপতি।
সম্পার সম্বাদ শুনি তপোধন-মুখে
আনি তারে রাজরাণী করে রাজা সুখে।
করণালী সম্পা সতী করিল উদ্ধার
সেই হেতু সতীগঙ্গা এক নাম তার।"

"মিলিল সরযূ সই আসি অযোধ্যায়,
উভয়ে অপূর্ব্ব প্রেম ভিন্ন নহে কায়,
এক ধ্যান এক জ্ঞান অভিন্ন জীবন,
এক ভাবে এক পথে সতত গমন।
প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা মানিবে সকলে,
লয়েছি সরযূ নাম স্নেহরসে গলে।"

ষষ্ঠ সর্গ

ছাপরায় ঘর্ঘরায় করি আলিঙ্গন,
নগর অদূরে গঙ্গা করে দরশন
গৌতমের তপোবন পবিত্র আলয়,
তর্ক সহকারে যথা ন্যায়ের উদয়।
এইখানে ঋষি-পত্নী অহল্যা সুন্দরী
পুরন্দর ছাত্র সনে গুপ্ত প্রেম করি

জলাঞ্জলি দিয়েছিল সতীত্ব রতনে,
কোপাগ্নি জ্বলিল তায় তপোধন-মনে।
শাপ দিয়ে কুলটায় করিল পাষাণ
অচেতন কলেবর, অসাড়, অজ্ঞান।
পরিণয় আশে রাম যবে মিথিলায়
বিশ্বামিত্র ঋষি সনে এই পথে যায়,
পরশিল পদ তার পদ বিচারণে
শৈলময়ী অহল্যায় শাপ বিমোচনে,
অমনি উদ্ধার বালা শৈল হতে হয়,
অনুতাপে নিরমল পবিত্র হৃদয়।

তথা হতে চলে গঙ্গা হেলিতে দুলিতে
কিছু দূর দানাপুর থাকিতে থাকিতে,
মহাবেগে শোণ নদ ভয়ঙ্কর কায়
প্রণমিয়ে নতশিরে ভেটিল গঙ্গায়।
শোণেরে সম্ভাষি গঙ্গা বলে "বাছাধন
কোথা হতে আগমন বল বিবরণ,
কি দেখে আইলে পথে যাইবে কোথায়,
কেন বা হয়েছে তব রক্তবর্ণ কায়।"
গঙ্গার আজ্ঞায় শোণ প্রফুল্ল হৃদয়
ধীরে ধীরে সমুদয় দিল পরিচয়।

"অপূর্ব্ব শোভিত বিন্ধ্যগিরি মহাভাগ,
যে করে ভারতভূমি দ্বিভাগে বিভাগ,
অগস্ত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিয়ে,
চিরদিন আছে দুঃখে ভূমে প্রণমিয়ে ;

এল না অগস্ত্য ফিরে বিষাদিত মন,
বেদনায় ভূধরের ঝরিল নয়ন।
সেই নয়নের জলে জনম আমার।
জনরবে পাইলাম তব সমাচার,
আসিয়াছি অগস্ত্যের করিতে সন্ধান,
তব সনে যাব ইচ্ছা সিন্ধু সন্নিধান।”

“বিরাজিত জরাসন্ধ-হর্ম্ম্য মম তটে,
একাদশী দিনে রাজা পড়িল সঙ্কটে ;
ভীমার্জ্জুন সহ কৃষ্ণ কৌশল নিদান
ভিক্ষা চাহিলেন জরাসন্ধ সন্নিধান।
কি ভিক্ষা বাসনা রাজা জানিতে চাহিল,
রণ ভিক্ষা বীরত্রয়ে অমনি মাগিল,
বাক্য অনুসারে ভূপ যুদ্ধ দিল দান,
বৃকোদর বীরদম্ভে করিল আহ্বান।
উভয়েতে ঘোর রণ কে বাঁচে কে মরে,
কুটা চিরে কৃষ্ণ ভীমে দেখালে সত্বরে,
অমনি জানিল ভীম বধের উপায়,
সাপটি বিক্রমে ধরে দু হাতে দু পায়,
বাঁশচেরা মত তারে চিরিয়া ফেলিল,
রক্তস্রোত নদী অঙ্গে পড়িতে লাগিল।
জরাসন্ধে করি বধ গেল বৃকোদর,
সেই হেতু রক্তবর্ণ মম কলেবর।”

“দাঁড়াইয়ে আছে কূলে রহিতস গড়
পাথরে গঠিত যেন ভূধর অনড়,

অরি আক্রমণ বাধা করিতে বিধান
রামচন্দ্র-সুত কুশ করিল নির্ম্মাণ।”

“অপূর্ব্ব রেলের সেতু অতি চমৎকার,
কত দূর অঙ্গ তার হয়েছে বিস্তার,
অগণ্য খিলানে তায় করেছে যোজনা,
অটল প্রবাহবেগে, ধন্য গুণপণা ;
ইষ্টকে রচিত সেতু কিবা সুগঠন,
মম অঙ্গে কটিবন্ধ হয়েছে শোভন।”

শোণেরে লইয়ে সঙ্গে রঙ্গে নগবালা
উপনীত দানাপুরে যথা সৈন্যশালা।
সুন্দর বারিকপুঞ্জ ধবল বরণ,
নব দূর্ব্বাদলে ঢাকা সুদীর্ঘ প্রাঙ্গণ।
চারি ধারে সুশোভিত বর্ত্ম পরিসর,
অশ্ব সেনা পদাতিক রয়েছে বিস্তর।
দানাপুরে করে বাস কত যে চামার,
করিতেছে জুতা তারা হাজার হাজার।

করি দূর সুরধুনী সৈন্যনিকেতন,
পাইলেন পাটনায় পুরী পুরাতন।
মগধের রাজধানী বিখ্যাত ধরায়
পূর্ব্বকালে বিরাজিত ছিল পাটনায়,
আখ্যায় ‘পাটলীপুত্র’ ধরিত নগর,
সীমাশূন্য ছিল রাজ্য অবনী ভিতর।
আদিরাজা চন্দ্রগুপ্ত তেজে ত্বিষাম্পতি,
সমকক্ষ কোথা তার ছিল না ভূপতি।

মগধের আধিপত্য শাসন ভীষণ
অবিবাদে দেশে দেশে করে বিচারণ,
তক্ষশিলা হতে চড়ি তেজতুরঙ্গমে
উপনীত হয়েছিল সাগরসঙ্গমে।
পাটনার কলেবর দীর্ঘ অতিশয়,
প্রস্থে কিন্তু অর্দ্ধ ক্রোশ হয় কি না হয়।
বিস্তারিত নদীতীরে শোভা মনোহর,
হর্ম্ম্যমালা সহ ঘাট তটের উপর।

একায়ত্ত অহিফেন জন্মে এই স্থলে,
উৎকট রোগের শান্তি করে গুণবলে,
প্রকাণ্ড গুদাম ভরে রাখিয়াছে তায়,
কত যে প্রহরী তথা গণা নাহি যায়।
সোরা করা কারখানা হাজার হাজার,
একায়ত্ত ছিল ইহা পূর্ব্বেতে রাজার,
যার কাজে রায় রামসুন্দর ধীমান,
লভিল বিপুল নিধি সুখ্যাতি সম্মান।

শত শত সদাগর বেচা কেনা করে ;
লবণ মসিনা ছোলা ধরে না নগরে।
সোনার বরণ জিনি সুপক্ক জনার,
বিরাজিত যবপুঞ্জ হয়ে স্তূপাকার।
মনোহর সহকার অতি নাবি ফল,
দাড়িম্ব অম্বল মধু রসে টলমল,
বড় বড় পাটনাই কুল সুমধুর,
পীযুষপূরিত পীত পেয়ারা প্রচুর।

পাটনার গোলঘর অতি চমৎকার
পরিপাটী সুগঠন শৈলের আকার,
বিপুল পরিধিযুত উচ্চ অতিশয়
উপরে উঠিতে অঙ্গে সোপান দ্বিতয়।
তুরঙ্গে সুরঙ্গে চড়ি জঙ্গ বাহাদুর
অপাঙ্গে উঠিত তায়, শিক্ষা কত দূর!
গোলঘর মধ্যে কথা কহিবে যেমনি,
দশ বার প্রতিধ্বনি হইবে অমনি।

পরিহরি পাটনায় পতিতপাবনী
উপনীত আসি বাড়ে বাণিজ্যের খনি।
অগণন ফুলবন শোভে এই স্থলে,
ফুটেছে চামেলি বেলা পোরা পরিমলে,
সুগন্ধি ফুলেল তেল শীতলতাময়
তিলে ফুলে পরিণয়ে হয় উপজয়।

ছাড়ি বাড় চলিলেন অচলদুহিতা
মুঙ্গের নগরে আসি ক্রমে উপনীতা।
বিরাজিত এই স্থানে দুর্গ পুরাতন,
অতি দীর্ঘ কলেবর সুন্দর গঠন,
ইষ্টক প্রস্তরে রচা প্রকাণ্ড প্রাচীর,
অভেদ্য ভূধর অঙ্গ, অতি উচ্চ শির,
তিন দিগে সুগভীর পরিখা খোদিত,
চতুর্থে জাহ্নবী নিজে পরিখা শোভিত,
শিলাবিমণ্ডিত শক্ত দ্বারচতুষ্টয়,
কত কাল গত তবু অভঙ্গ অক্ষয়।

পূর্ব্বকালে জরাসন্ধ ভূপতি মহান—
সুকৌশলে এই কেল্লা করে বিনির্ম্মাণ।
মিরকাসিমের হস্তে হয় পরিষ্কার,
নবাব করিত হেথা রাজদরবার।

রাজা রাজবল্লভেরে ধরি বন্দিভাবে,
রেখেছিল এই দুর্গে দুরন্ত নবাবে,
করি দান প্রাণদণ্ড-অনুজ্ঞা ভীষণ,
জিজ্ঞাসিল "কি মরণে মরিবে রাজন?"
অভয়ে বলিল ভূপ অতি ভক্তিভরে
"ডুবাইয়ে দেহ মোরে জাহ্নবী উদরে।"
নবাব দিলেন সায় বাঞ্ছিত মরণে,
সমবেত কত লোক মৃত্যু দরশনে।
কেল্লার উপরে আনি ভূপে বসাইল,
প্রকাণ্ড পাষাণখণ্ড গলেতে বান্ধিল,
তার পরে নৃপবরে ধরি ধীরে ধীরে,
নিক্ষেপিল সুরধুনী নিরমল নীরে,
জয় রাম বলি রায় অনাতঙ্ক মনে,
পড়িল প্রচণ্ড বেগে পবিত্র জীবনে,
জীবন নিধন হলো জাহ্নবীর জলে
ধন্য পুণ্যবান্ বলি কাঁদিল সকলে।

নবাব বিদ্রোহী বলি জ্বলি ক্রোধানলে
বন্দিভাবে এই দুর্গে অতীব বিরলে,
রেখেছিল কৃষ্ণচন্দ্র রায় গুণাকরে,
সহ পুত্র শিবচন্দ্র নিতান্ত কাতরে,

অনশন, জীর্ণবস্ত্র, শীর্ণ কলেবর,
নাপিত অভাবে দাড়ি বাড়িল বিস্তর।
নিষ্ঠুর নবাব হাতে নাহি পরিত্রাণ,
পরিশেষে প্রাণদণ্ড করিল বিধান।
মশানে লইতে দূত আইল তথায়,
ধরিতে পারে না রাজা বসেছে পূজায়,
তদ্‌গতচিত্তে ভূপ পূজিছে শঙ্করে,
আরাধনা অন্তে যাবে অন্তকের ঘরে—
এমত সময় শব্দ করি ভয়ঙ্কর,
আইল ইংরাজসেনা আর কারে ডর,
মারিল মুসলমানে সম্মুখ সমরে,
উদ্ধারিল পিতাপুত্রে অতি সমাদরে।
হয়েছিল ভূপতির দুর্গে যে আকার,
কৃষ্ণনগরেতে আছে আলেখ্য তাহার।

শিলাবিনির্ম্মিত বাপি সীতাকুণ্ড নাম,
উৎস উষ্ণোদকপূর্ণ শোভা অভিরাম,
বাপিতল হতে শ্বেত বিম্ব শত শত,
স্ফটিকের মালা গাঁথি উঠে অবিরত,
সলিল উপরে উঠি বিম্ব ভঙ্গ হয়,
তাহাতে গন্ধকযুক্ত ধূমের উদয়।
সুপবিত্র সীতাকুণ্ড অতি স্বচ্ছ বারি,
উপল তণ্ডুল তলে গণে লতে পারি।
সুতার সুমিষ্ট বারি পানে তৃপ্ত প্রাণ,
লেমোনেড সোডা তায় হতেছে নির্ম্মাণ।

বাপি অতিরিক্ত তোয় ত্যক্ত মুক্ত দ্বারে
বহিতেছে অবিরল নিরমল ধারে,
অদূরে সম্ভূত তায় দীর্ঘ জলাশয়,
বিরাজে রাজীবরাজি কুন্দ কুবলয়।

মুঙ্গের নগরে শোভে যোড়শ বাজার
কত রূপে করিতেছে বাণিজ্য বিহার।
আবলুস কাষ্ঠে গঠা দ্রব্য মনোহর,
হাতীর দাঁতের কার্য্য তাহার উপর,
লেখনী-আধার, কৌটা, বাক্স, আলমারি,
সুমার্জ্জিত কালরূপ শোভে সারি সারি।
গমের গাছেতে গড়া ঝাঁপি ফুলাধার
বেণায় রচিত পাখা অতি চমৎকার।
এমন বন্দুক গঠে কামারে হেথায়,
কামান গঠিতে পারে শিক্ষা যদি পায়।

মুঙ্গের ছাড়িয়ে গঙ্গা করিল গমন,
ভাগলপুরেতে আসি দিল দরশন।
সুদীর্ঘ নগর ইটি বিস্তারিত তীরে
বিপুল বাজার পল্লী শোভিছে শরীরে।

চম্পাই নগর অতি রমণীয় স্থান,
যথায় বেহুলা সতী পতি-গতপ্রাণ,
মনসা দেবীর দ্বেষে লোহার বাসরে,
হারাইল প্রাণপতি অতীব কাতরে।
শব সনে চড়ি সতী কদলী-ভেলায়,
সতীত্বে নির্ভর করি ভাসিল গঙ্গায়,

দেবকন্যাগণ সনে করিয়ে প্রণয়,
বাঁচাইল পতিরত্ন আনন্দ হৃদয়,
মনসা কাণীর মান টুটিল অমনি,
ধন্য রে বেহুলা সতী রমণীর মণি।
অদ্যাপি শ্রাবণ মাসে চম্পাই নগরে
পূর্ণিমায় মেলা হয় বেহুলার তরে।

পূর্ব্বকালে এই স্থলে করিত বসতি,
হেমকান্তি "বসুবন্ত" বিখ্যাত ভূপতি,
"চম্পাকলি" ছিল তার নর্ত্তকী সুশীলা,
শিখিনী লাঞ্ছিত নৃত্যে, সুস্বরে কোকিলা।
রাখিতে চম্পার মান রাজা গুণধাম
গৌরবে রাখিল 'চম্পা' নগরের নাম।

বিরাজে "করণগড়"দুর্গ পুরাতন
শীর্ণ করিয়াছে তায় কাল পরশন।
কর্ণ রাজা পূর্ব্বকালে করিল নির্ম্মাণ,
যথায় ঊষায় নিত্য করিতেন দান
ভক্তাধীনী "মহামায়া" করুণার বলে,
এক শত মণ স্বর্ণ দরিদ্রের দলে।
তার পরে এই দুর্গে করিত বসতি,
পরাক্রমশালী জরাসন্ধ নরপতি।
মুসলমানেরা পরে করে অধিকার,
ইংরাজ করিছে তায় এক্ষণে বিহার।

জরাসন্ধ-কারাগার অতি ভয়ঙ্কর
বিরাজিত আছে আজো নগর ভিতর,

মাটির ভিতরে কত হয় দরশন,
ইষ্টক রচিত ঘর পুরাণ গঠন।

বাবর, কুতব, আলি, মিলি তিন জনে,
নির্ম্মিল নদীর তীরে হর্ম্ম্য সুযতনে।
বিদ্রোহে বিমত্ত যবে হলো সেনাকুল,
এই হর্ম্ম্য হয়েছিল দুর্গ অনুকূল।

ছাড়িয়ে ভাগলপুর গঙ্গা চলে যায়,
কালগ্রাম কেড়াগোলা অবিলম্বে পায়।
কেড়াগোলা সন্নিকটে কুশী নদী আসি,
ভূধর আজ্ঞায় হল জাহ্নবীর দাসী।
রাজমহলেতে গঙ্গা হইল উদয়,
পুরাতন রাজধানী নবাব আলয়,
সুমিষ্ট তামাক হেথা সৌরভ সুন্দর,
শ্রান্তিহর, স্নিগ্ধকর, আনন্দ আকর।

সপ্তম সর্গ

ছাপঘাটি আসি পরে ভীষ্মের জননী,
পদ্মারে সম্ভাষি করে সুমধুর ধ্বনি—
"শুন পদ্মা সহচরি তরঙ্গরঙ্গিণি,
যাইতে পতির কাছে আমি পাগলিনী,
এই স্থান হতে পথ অদূর সহজ,
এই পথে নবদ্বীপ বঙ্গকুলধ্বজ,
অতএব প্রিয়সখি করিয়াছি স্থির,
এই পথে যাব আমি সাগর গভীর,

সুসভ্য সুন্দর দেশ এ পথে সকল,
ছেড়ে তাই যেতে চাই দুষ্ট দল বল।
বাঙ্গালের দেশ দিয়ে আছে আর পথ,
সেই পথে যাও তুমি লয়ে স্রোতরথ,
লয়ে যাও বুনো চর মস্নে বঞ্চক,
শমন-সদন-বর্ত্ম আবর্ত্ত অন্তক,
উত্তাল-তরঙ্গ-ভঙ্গ, প্রবাহ প্রলয়,
হাঙ্গর কুম্ভীর ভয়ঙ্কর জন্তুচয়।”

কাতরে কাঁদিয়ে পদ্মা কহিল বচন—
“ছেড়ে দিতে একাকিনী সরে না লো মন,
সতত তোমার সনে করিছি বিহার,
কেমনে সহিব এবে বিরহ তোমার,
যেতেও তো নাহি পারি লয়ে দুষ্টদলে,
বড় নিন্দা সভ্য দেশে করিবে সকলে—
কূলনিবাসিনী কুলকমলিনীগণ,
কিবা কেশ, কিবা বেশ, কেমন বচন,
বাঁধাঘাটে করিবেন অভয়েতে স্নান,
আমি গেলে তাঁহাদের বড় অপমান,
কাজে কাজে প্রাণসখি অন্য পথে যাই,
সময়ে সময়ে যেন সমাচার পাই।”

উন্মাদিনী প্রবাহিণী পদ্মা চলে গেল,
বিষণ্ণ বদনে গঙ্গা জঙ্গীপুরে এল,
জঙ্গীপুর গণ্য গঞ্জ বাণিজ্য-ভবন
নিবসতি সদাগর করে অগণন,

বিরাজে মন্দির কূলে রেশমের কুটি,
বিচার করিছে বসে মুন্সেফ্, ডেপুটি,
টোল ঘরে শুল্কদান নাবিকনিকরে,
করিতেছে দাঁড় গুণে বিষাদ অন্তরে।

জঙ্গীপুর করি দূর সুরতরঙ্গিণী,
জিয়াগঞ্জে উপনীত নগেন্দ্রনন্দিনী।
এক পারে জিয়াগঞ্জ শোভা মনোহর,
অপরে আজিমগঞ্জ সমান সহর,
জাহ্নবীজীবন মাঝে করে টলমল,
অভয়ে আনন্দে নৃত্য করে মীনদল।
কেঁয়েদের নিবসতি এ দুই নগরে,
প্রস্তর-পরেশনাথ শোভে ঘরে ঘরে।
ধনশালী সদাগর কেঁয়েরা সবাই,
বিদ্যার উন্নতি কিন্তু কিছুমাত্র নাই।
দানশীল লছ্মিপৎ কেঁয়েকুলসার,
পলাশ বিপিনে যেন পঙ্কজ বিহার।
বালুচরি চেলি হেথা সঙ্কলন হয়,
খচিত কৌশলে তায় সেনা করী হয়।

আইল জাহ্নবী পরে মুরশিদাবাদে,
যথায় পতাকা উড়ে নবাব-প্রাসাদে।
সুশীল, সুধীর, শান্ত, সুখী, ধনশালী,
অভিমানপরিশূন্য মান্য জনাবালী ;
পারিষদ শ্রেষ্ঠতম দৃষ্টি নাহি হয়,
বিভবে বিদ্যায় কবে হয় পরিচয় ?

অন্দরে বিহরে তার বেগমের বন,
হারালে নবাব সব কুলীন বামন,
আলিপুর জেল জিনি অন্দর দেয়াল
খোজার পাহারা দ্বারে কাল যেন কাল,
শেষ দ্বারে অসি করে ভামিনী ক জন,
কালভৈরবীর বেশে রক্ষিছে তোরণ।
সতীত্ব রক্ষার হেতু সাবধান নানা,
মনের দুয়ারে কিন্তু নাহি দেয় থানা।

নবাবের অট্টালিকা দরবার স্থান,
বড় বড় ঘর তার তোরণ সোপান,
দেয়ালে আলেখ্য শোভে দেখিতে সুন্দর,
নীরবে কহিছে কথা ধন্য চিত্রকর,
ঝ্যালগিরি, আলমারি, মেহাগনি মেজ,
অতুল্য সুমূল্য ঝাড় শত শত সেজ,
ফরাসি গালিচা পাতা ফুল কাটা তায়,
চেয়ার পর্য্যঙ্ক কোচ গণা নাহি যায়,
বিলিয়ার্ড খেলিবার সুললিত ছড়ি,
দেয়ালে মধুর তানে বাজিতেছে ঘড়ি।

ওপারে বিরাজে সেরাজুদ্দৌলা কবর,
শ্বেতশিলা বিনির্ম্মিত ভাব ভয়ঙ্কর,
কোথা গেল বীরদম্ভ কোথা বা বিভব,
কোথা গেল অহঙ্কার কোথা বা গৌরব,
কৌতুক দেখিতে আর নদী মধ্যস্থলে
মানব-পূরিত তরি না ডুবায় জলে,

দেখিতে উদরে সুত কিরূপে বিহরে,
নাহি আর গর্ভিণীর উদর বিদরে,
নিদ্রা অনুরোধে আর সংকীর্ণ কারায়,
ইংরাজে বিনাশ নাহি করে পিপাসায়,
রাজ্যপাট মান প্রাণ গিয়াছে সকল,
কবরের মাটি মাত্র এখন সম্বল !

ছাড়িয়ে নবাববাড়ী নগপতিবালা,
বহরমপুরে এল যথা সৈন্যশালা ;
রমণীয় পথ ঘাট বিশাল বারিক,
কামান বন্দুক অশ্ব কত পদাতিক ।
বিরাজে কালেজ এক বিদ্যানিকেতন,
অধ্যয়ন করিতেছে শিশু অগণন ।
অপূর্ব্ব কূলের শোভা নগরের তলে,
আচ্ছাদিত নবীন নিবিড় দূর্ব্বাদলে ।

সুপণ্ডিত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন
করিতেন নিজ টোলে বিদ্যা বিতরণ,
নানা দেশ হতে ছাত্র পড়িত তথায়,
হইল পণ্ডিত কত তাঁহার কৃপায়,
কাশিমবাজারে তাঁর ছিল বাসস্থান,
মরিয়ে জীবিত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা করি দান ।

ধন্য রাণী স্বর্ণময়ী সদা রত দানে,
অকালে বিধবা বালা বিধির বিধানে,
বিভবশালিনী সতী সদা বিষাদিনী,
শ্বেতাম্বর পরিধানা যেন তপস্বিনী,

ধর্ম্মকর্ম্ম যাগযজ্ঞ ব্রত আচরণ,
করিয়াছে বামাঙ্গিনী অঙ্গের ভূষণ ;
রাজীবলোচন যোগ্য সচিব ধীমান,
অবিবাদে রাজকার্য্য হয় সমাধান।

চপল চরণে গঙ্গা চলিতে চলিতে,
পলাশীর মাঠে এল দেখিতে দেখিতে।
প্রকাণ্ড প্রান্তর এই সংগ্রামের স্থল,
হেরিলে হৃদয়ে হয় আতঙ্ক প্রবল।
এ মাঠের প্রান্তভাগে পাদপের মূলে,
কাঁদিতেছে কন্যা এক কল্লোলিনী কূলে ;
আভাহীনা, আভাময়ী, তবু জানা যায়,
চিকণ নীরদে ঢাকা যেন রবি-কায়,
আনিতম্ব বিলম্বিত ছিল একা বেণী,
সঙ্কলিত ছিল তায় মণি মুক্তা শ্রেণী,
এবে বিষাদিনী বেণী খুলেছে খানিক,
ছিন্ন ভিন্ন মুক্তাপুঞ্জ পড়েছে মাণিক ;
হীরক নিন্দিয়ে জ্বলে নয়ন উজ্জ্বল
শোভে তায় অপরূপ নিবিড় কজ্জল,
পড়িতেছে গলে তাহা অশ্রুবারি সনে,
বিলাপ হরণ করে সুখের ভূষণে,
ওড়নার এক ভাগ আছে বাম কাঁদে,
লুণ্ঠিত অপর ভাগ ধরায় বিষাদে ;
কাঁচলির শোভা হেরে বিজলী পালায়
চক্রাকারে হীরাশ্রেণী শোভে গায় গায়,

ত্রিবলি তাহার তলে নাহি আবরণ,
মনোলোভা শোভা কিবা নয়নরঞ্জন,
খোদিত দ্বিরদরদ কান্তি নিরমলা,
পরশে পদ্মিনীমূল লাবণ্যের দলা,
উঠেছে উপরে শ্বেত তাম্বুল আকার
কুচসন্ধি স্থানে চূড়া মিশেছে তাহার ;
ছড়াইয়ে আছে বালা চরণ যুগল,
বিবর্ণ পায়ের বর্ণে সুবর্ণের মল ;
দুই হস্ত স্থিত দুই জানুর উপর,
দশাঙ্গুলে দশাঙ্গুরী দীপ্তি মনোহর ;
ভাবনায় ভাসমানা ভীতা সঙ্কুচিতা,
অশোক বিপিনে যেন জনকদুহিতা।

সম্ভাষিয়ে সুরধুনী রমণীরতনে
জিজ্ঞাসিল স্নেহভরে মধুর বচনে—
"কে বাছা সুন্দরি তুমি হেথা একাকিনী,
কেন হেন পরিতাপ কিসে বিষাদিনী ?"

গঙ্গারে বন্দিয়ে বালা সহ সমাদর,
মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে করিল উত্তর—
"নিশ্চয় সিদ্ধান্ত মাতা জানিলাম মনে
চিরস্থায়ী কিছু নহে নশ্বর ভুবনে।
সসাগরা ধরাধামে রাজত্ব করিয়ে
অনাহারে মরে ভূপ দ্বীপান্তরে গিয়ে,
বীরদম্ভ, ভীমনাদ, বিজয়, গৌরব,
সময় সাগরে জলবিম্ব অনুভব,

কোথা গেল আধিপত্য শাসন ভীষণ,
কোথা গেল মণিময় শিখিসিংহাসন !
আদিত্যপ্রতাপভরে কাঁপিত ভুবন,
যোড়করে দাঁড়াইত হিন্দুরাজগণ,
রাজ্যচ্যুত তারা সব শোকাতুর মন,
লুঠেছে ভাণ্ডার সহ সজীব রতন ;
উবে গেছে দেখ ক্ষণভঙ্গুর প্রতাপ,
বৃথাই রোদন আর বৃথা পরিতাপ ;
আমি মাতা কাঙ্গালিনী অতি অভাগিনী,
পাগলিনী যেন মণিবিহীনা ফণিনী,
পরিচয় দিতে মম বিদরে হৃদয়,
শিহরি লজ্জায় শোক নবীভূত হয়—
মোগলের রাজলক্ষ্মী পরিচয় সার,
এই মাঠে হারায়েছি মুকুট আমার।"
বাণী শেষ করি বালা হলো অন্তর্দ্ধান,
মিশাইল সমীরণে হয় অনুমান।

চলিতে চলিতে শিব-শিরোনিবাসিনী,
উতরিলা কাটোয়ায় ভীষ্মপ্রসবিনী।
কাটোয়ার কাষ্ঠভাষা কণ্টকের ধার
মেয়ে বলে বনিতায় ওকারে অকার।
বিচার আসনে বসি ডেপুটি রতন,
করিতেছে দণ্ড দান, পাষণ্ডপীড়ন।

কাটোয়া বিখ্যাত গঞ্জ, কত মহাজন,
সারি সারি ঘাটে তরি বাণিজ্য-বাহন,

সরিষা মসিনা মুগ কলাই মুসুরি,
চাল ছোলা বিরাজিত হেরি ভূরি ভূরি,
সুরভি "গোবিন্দভোগ" চাল যার নাম,
খাইতে সুতার কিন্তু বড় ভারি দাম।
নগরের পথ ঘাট বড় মন্দ নয়,
বদান্য ভিষজ-ঘর ভাল বিদ্যালয়।

"অজয়" পাহাড়ে নদ ভয়ঙ্কর কায়,
চিতায়ে বিশাল বক্ষ বলে চলে যায়,
লোহিত বরণ অঙ্গ প্রবাহ ভীষণ
কাটোয়ায় করে আসি গঙ্গা দরশন।
অজয়েরে সম্ভাষিয়ে গঙ্গা সমাদরে—
জিজ্ঞাসিল কেন রক্ত মাখা কলেবরে ?
বন্দিয়ে "অজয়" বীর গঙ্গার চরণ,
সবিনয়ে বিবরণ করে নিবেদন—
"রামগড়" শৈলমালা শোভা মনোহর—
ভূধর-অধর-সম "সোম" সরোবর
বিরাজে তথায়, পূর্ণ সুবাসিত জলে,
কনককমল ভাসে ভরা পরিমলে,
বিকশিত ইন্দীবর সুনীল বরণ ;
মরাল মরালী কত করে সন্তরণ।
রচিত সোপানাবলি বিমল শিলায়,
সুরভি শীতল বায়ু সতত তথায়।
একদা বিকালে যবে পদ্মিনী-রঞ্জন,
মাখাইল মহীধরে কাঞ্চন কিরণ,

দেবকন্যাকুল কেলি করিবার তরে,
মলয় পবন যানে, হরিষ অন্তরে,
নাবিল সরসী তীরে উজলি ভূধর,
ত্রিদিব সৌরভে পূর্ণ হলো সরোবর।
আনন্দে মাতিয়ে ঝাঁপ দিল সরোবরে,
কৌতুক রহস্য হাসি ধরে না অধরে,
করতালি দিয়ে কেহ ভাসিতে লাগিল,
কেহ নীলাম্বুজ তুলি কানে দোলাইল,
কেহ স্থির নীরে থাকি বলে এ কি ভাই,
নীলপদ্ম হেরি নীরে করে নাহি পাই,
কনক কমল কেহ করিয়ে চয়ন,
হাসিয়ে সখীর অঙ্গে করিল অর্পণ,
কোন স্থানে দুই জনে সমরে মাতিল,
পরস্পরে কলেবরে জোরে জল দিল।

কতক্ষণে জলকেলি করি সমাপন,
সোপানে বসিল সুর-সুলোচনাগণ ;
বীণায় নিনাদ বাঁধি অতি সমাদরে,
আরম্ভিল সুসঙ্গীত সুমধুর স্বরে,
মোহিত মেদিনী শুনি ধ্বনি মনোহর
আনন্দে অঘোর জীব ভূচর খেচর।
অকস্মাৎ পরমাদ প্রমোদ তপন
আচ্ছাদিল নিরানন্দ অন্ধকার ঘন—
দুরন্ত দানবদল দীর্ঘ কলেবর
ঢুলু ঢুলু মদে আঁখি ধুলায় ধুসর,

ভয়ঙ্কর হুহুঙ্কার অহঙ্কারে করি,
ধাইয়ে ঘেরিল যত ত্রিদিব-সুন্দরী,
ব্যাকুলা মহিলাকুল মহাকোলাহলে,
কাঁদিল কাতর স্বরে একত্রে সকলে ;
ভূধর কন্দরে আমি বসিয়ে বিরলে
পূজিতেছিলাম ভবে ভক্তি-বিল্বদলে,
রমণী-রোদন রব প্রবেশিল কানে
গিরি অঙ্গ করি ভঙ্গ অমনি সেখানে,
মা ভৈঃ, মা ভৈঃ বলি উপনীত হয়ে
ক্রোধভরে ভীমনাদে দানবনিচয়ে,
বলিলাম "ওরে দুষ্ট দৈত্য দুরাচার,
সরলা অবলা সনে হেন ব্যবহার ?
দূরে পলায়ন কর নহিলে এখনি,
মুষ্টিরূপ বজ্রে মাথা লুটাবে ধরণী ।"
অরুণ-অঙ্গজ-মূর্ত্তি দনুজ বলিল—
"দেবতা দেবারি ভয়ে সুধা লুকাইল
বিদ্যাধরী-সুধাধার-অধর-ভিতরে,
পাইয়ে সন্ধান তাই এই সরোবরে,
এলেম অমর হতে, কে তুই পামর,
বাধা দিতে এলি হেতা যেতে যম-ঘর ।"
ছোট মুখে বড় কথা শুনি অঙ্গ জ্বলে,
গলা টিপে দানবেরে ধরিলাম বলে ;
মারিনু পাহাড়ে কিল নাসার উপরে,
বহিল শোণিত-স্রোত বল্ বল্ করে ;
তার পরে দৈত্যদ্বয়ে ধরিয়ে গলায়,
ঠকাঠকি করিলাম মাথায় মাথায়,

ঘায় ঘায় মাথা দুটো ছটিকে পড়িল,
"ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী" দরশন দিল ;
এইরূপে হত করি দানব-নিকর,
শোণিতে হইল সিক্ত মম কলেবর।
নিরাপদ রামাগণ দানব নিধন,
আদরে আমায় সবে করি সম্ভাষণ,
হাত বুলাইল অঙ্গে স্নেহরসে ভাসি,
বলিল "করিলে দান প্রাণ দৈত্যে নাশি",
নবীন-নলিনী-দল করি সঞ্চালন,
দিলেন দেবতা-বালা সুখ-সমীরণ,
শ্রান্তি দূর করি সুর-সুন্দরীর কুল
মধুর বচনে দিল বর অনুকূল—
"সজোরে অজয় বীর বরাঙ্গনা বরে,
চলে যাও কাটোয়ায় নির্ভয় অন্তরে,
সুরধুনী দরশন পাইবে তথায়,
পবিত্র হইবে দেহ, স্থান পাবে পায়।"
বর দিয়ে বামাকুল গেল নিজালয়,
দেখিতে তোমায় হেথা আইল অজয়।

রুধির বরণ হেতু বলিয়ে অজয়,
আনন্দে পথের শুভ সমাচার কয়—
"দেখিয়ে এলেম্ পথে কেন্দবিল্ব গ্রাম,
যথা জয়দেব মিষ্ট কবিগুণগ্রাম,
সরলতা সরোবরে রসরূপ জলে,
নিরমিল নিরমল কবিতা কমলে,

প্রেমরূপ পরিমলে পরিপূর্ণ কায়,
জনগণ মনরূপ মধুকর তায়।
কবিজাত জলজের লইতে আসব,
জয়দেব-রূপ ধরি আপনি কেশব,
উপনীত হয়ে সুখে কবির আলয়
নিরমিল নিজ করে পদ্য কিসলয়;
ধন্য সতী পদ্মাবতী পতি-পদ্য বলে,
পীতাম্বরপদসেবা করিল বিরলে।"

আদরে অজয়ে দেবী সহচর করি,
অগ্রদ্বীপে উপনীত অর্ণবসুন্দরী।
বিরাজেন গোপীনাথ এই পুণ্য ধামে,
সেবা হেতু জমিদারি লেখা তাঁর নামে;
সুগঠিত সুশোভিত মন্দির সুন্দর—
অতিথির বাস জন্য বহুবিধ ঘর—
দ্বাদশ গোপাল মধ্যে গোপীনাথে গণে,
বারদোলে দোলে তাই রাজার সদনে।

গোপীনাথে নীর দান করি নারায়ণী,
আইলেন নবদ্বীপ পণ্ডিতের খনি।
সুবিখ্যাত নবদ্বীপ কত মহাজনে,
যাঁদের সুকীর্ত্তি শোভে ভারতীভবনে।

বাসুদেব সার্ব্বভৌম বিদ্যার ভাণ্ডার,
লোকাতীত মেধা মতি অতি চমৎকার—
গিয়েছিল মিথিলায় ন্যায় শিক্ষা হেতু,
শ্রেষ্ঠতম গণ্য তথা হয় যশঃকেতু।

তথাকার পণ্ডিতেরা বিদায় সময়,
ফিরে লইলেন গ্রন্থগুলি সমুদয়,
মনে ভয় বঙ্গদেশে গ্রন্থ যদি পায়,
কে আসিবে শিক্ষা হেতু আর মিথিলায় ?
পুস্তক ফিরায়ে দিয়ে নবীন পণ্ডিত,
হাসিয়ে বলিল বাণী গৌরব সহিত,
স্মরণ তুলটে মম গ্রন্থ সমুদয়,
সুন্দর হয়েছে লেখা শুন পরিচয়,
বঙ্গে গিয়ে মন খুলে করিব প্রচার,
পাঠার্থে পাঠক হেথা আসিবে না আর।

পরম পবিত্র আত্মা ভারত-তপন,
মধুর গৌরাঙ্গ প্রভু সোণার বরণ।
জগতে মহৎ কাজ সাধিবে যে জন,
শৈশবে লক্ষণ তার দেয় দরশন—
বিচারিয়ে মনে মনে পঠদ্দশায়,
দেন প্রভু বিসর্জ্জন আহ্নিক পূজায়,
শুনি তাই গুরু রাগে বলিল বচন,
'সন্ধ্যা পূজা পরিহার কর কি কারণ ?'
উত্তর দিলেন দান নব অবতার,
"বাহ্যিক পূজায় মম নাহি অধিকার ;
অজ্ঞানের পরলোকে জ্ঞানের উদয়,
মৃতাশৌচ শুভাশৌচ হয়েছে উভয়।"
দেবতা সমান তিনি লোকাতীত মতি,
বিরাজিতা রসনায় সদা সরস্বতী,

বিনীতস্বভাব শান্ত, ধর্ম্মপরায়ণ,
তেজঃপুঞ্জ, দ্বিধাশূন্য, সত্য আরাধন ;
উঠালেন জাতিভেদ ভ্রম বিড়ম্বনা,
পুত্তলিকা পূজা আর দ্বিজ উপাসনা।
ধর্ম্ম উপদেষ্টা তিনি জ্ঞানের আলোক,
শক্তি হেরে ভক্তিভাবে ব্রহ্ম বলে লোক
প্রচারিতে প্রিয়ধর্ম্ম সত্য সনাতন,
বিরাগী চৈতন্য, পরিহরি পরিজন ;
কাঁদিলেন শচীমাতা, গেল আঁখিতারা,
পাগলিনী পুত্রশোকে চক্ষে শতধারা।
অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গঘরণী,
হাহাকার করি কাঁদে লুটায়ে ধরণী,
"বিদরে হৃদয় মরি এ কি সর্ব্বনাশ !
সোণার সংসার ত্যজে লইলে সন্ন্যাস,
এটি কি ধর্ম্মের কর্ম্ম সর্ব্বগুণাধার,
বিনা দোষে বনিতায় কর পরিহার !
পতি পত্নী এক অঙ্গ সাধুর বচন,
তবে কেন দুঃখিনীরে, প্রিয়দরশন !
না লয়ে আদরে সনে সধর্ম্মিণী বলে,
অবহেলে সঁপে গেলে মহাশোকানলে ?"

সাধারণ নর সম প্রভু মহোদয়,
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রেমপাশে আবদ্ধহৃদয় ;
জগতের হিত যেই হৃদে পেলে স্থান,
পটাস্ করিয়ে পাশ ছিঁড়ি খান খান।

বাসুদেব-ছাত্র শিরোমণি মহাশয়,
ব্যাসদেব সম মতি অতি জ্যোতির্ম্ময়,
শিশুকালে বুদ্ধিবলে হয়েছিল তাঁর,
বালিতে অঞ্জলি ভরি অনল-আধার।
প্রচলিত শাস্ত্র তাঁর ভারত ভিতর,
"সুবিখ্যাত চিন্তামণি দীধিতি" সুন্দর।
বিদ্যা-আলোচনে কাল করিতেন ক্ষয়,
উদয় না হয় মনে কভু পরিণয়;
বলিতেন পুত্র কন্যা হেতু প্রণয়িনী,
লভিয়াছি পুত্রকন্যা বিনা বামাঙ্গিনী,
"ব্যুৎপত্তিবাদ" পুত্র কন্যা "লীলাবতী"
বিনা বিয়ে বিবাহের আশা ফলবতী।
কাণভট্ট, রঘুনাথ দুই নাম তাঁর,
শিরোমণি সহযোগে হয়েছে প্রচার।

স্মৃতির আধার রঘুনন্দন ধীমান্,
শিরোমণি সমাধ্যায়ী দেশ জুড়ে মান,
বঙ্গেতে বিখ্যাত স্মার্ত্তবাগীশ আখ্যায়,
সব স্থানে তাঁর মত রয়েছে বজায়।

সুপণ্ডিত জগদীশ বিজ্ঞান-সবিতা,
"শব্দশক্তিপ্রকাশিকা" বিজ্ঞজনয়িতা,
ব্যাকরণ বিশারদ ছিলেন বিশেষ,
টীকার আলোকে তাঁর উজ্জ্বলিত দেশ।

বিদ্যাবিমণ্ডিত মুখ আগমবাগীশ,
তন্ত্রের তরুণ ভানু আলো দশ দিশ।

গদাধর ভট্টাচার্য্য পণ্ডিতরতন,
ন্যায়শাস্ত্র দেখিবার নবীন নয়ন,
শিরোমণি-বিরচিত গ্রন্থ সমুদয়,
গদাধর-টীকালোকে লোকে আলোময়।

বুন রামনাথ ভট্টাচার্য্য বিজ্ঞবর
বিভব-বাসনা-হীন, জ্ঞানে বিভাকর ;
নবকৃষ্ণ ভূপতির উজ্জ্বল সভায়,
কাশীর পণ্ডিত আসি সকলে হারায়,
হেন কালে বুন রাম হইয়ে উদয়,
বেদান্ত বিচারে তারে করে পরাজয়।
সমাদরে মহারাজা বহু ধন দিল,
অধ্যয়নরিপু বলি তখনি ত্যজিল।

নদের গোপাল হেথা অবতীর্ণ হয়,
অর্থলোভী ভণ্ড ভ্রষ্ট দুষ্ট দুরাশয়,
বলেছিল এনে দেবে মরা লোক সব,
হয়েছিল নদীয়ায় মহামহোৎসব ;
ভণ্ডামি-প্রকাশে পড়ে গোপাল বিপাকে,
বঞ্চনা বালির বাঁদ কত দিন থাকে।

অষ্টম সর্গ

ছাড়িয়ে গঙ্গায় পদ্মা কাঁদে অনিবার,
পাঠাইল জলাঙ্গীরে নিতে সমাচার ;
প্রবল প্রবাহ ভরে জলাঙ্গী আইল,
নদীয়ার সন্নিধানে গঙ্গায় ভেটিল।

জলাঙ্গীরে হেরি গঙ্গা ভাসিল উল্লাসে,
আলিঙ্গন করি তারে হাসিয়ে জিজ্ঞাসে—
"বলো লো জলাঙ্গি সখি ! পদ্মা-বিবরণ,
কেমন আছেন তিনি তুমি বা কেমন ।"
"শুন সখি নিবেদন" জলাঙ্গী কহিল,
"ছেড়ে দিয়ে পদ্মানদী প্রমাদ ঘটিল,
যাই তুমি এই দিকে এলে লো সজনি,
মত্ত হলো দলবল লাফিয়ে অমনি ;
রামপুর বোয়ালিয়া নগরী নূতন,
রম্য হর্ম্ম্য, ঘাট বাট, ছিল অগণন,
প্রবল প্রবাহ তায় ধরিয়ে সরোষে
রসাতলে অবহেলে দেছে বিনা দোষে ।
কি করিবে যত যাবে বলিতে না পারি,
নাচিতেছে হাঙ্গর কুম্ভীর সারি সারি ;
তুমি সখি ! বুদ্ধিমতী ভীষ্মের জননী,
ভদ্রসমাজেতে তাই তাদের আন নি ।

"দেখিয়ে এলেম সখি ! আসিতে হেথায়,
অপূর্ব্ব নগর এক নদী-কিনারায় ;
কৃষ্ণচন্দ্র নরপতি বিখ্যাত ভুবনে,
কবিতা কৌতুক সদা হাসিত সদনে,
যথায় ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
গাইত মধুর বিদ্যাসুন্দর সুন্দর,
সেই নগরেতে তাঁর শুভ রাজধানী,
অদ্যাপি বিরাজে যথা সুখে বীণাপাণি ।

"রাজার প্রকাণ্ড বাড়ী সেকেলে গঠন,
কত সিঁড়ি কত ঘর যেন হর্ম্ম্য বন ;
চমৎকার পরিপাটি পূজার দালান,
ভবনের মধ্যে ইটি নৈপুণ্যে প্রধান,
বজ্রসম গাঁথা ইট, চিত্রিত উপরে,
কত কাল গেছে তবু চক্ মক্ করে ;
গড়ের বাহিরে সিংহদ্বারচতুষ্টয়,
নিপুণ গাঁথনি তার শক্ত অতিশয়,
প্রসর বিস্তর, আছে, উচ্চতা বিশেষ,
খিলানে যোজনা করা নাহি কাষ্ঠলেশ।

"এখন সতীশচন্দ্র রাজা তথাকার,
সভ্য ভব্য মিষ্টভাষী নাহি অহঙ্কার ;
কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান,
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য বিদ্বান,
সুমধুর স্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজানবাহিনী।

"পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্য বিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়,
সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সম জ্ঞান ঋষিদের মত,
জিতেন্দ্রিয় বিজ্ঞতম বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম উপদেশ,
এক দিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশ দিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন,

বিদ্যা বিতরণে তিনি সদা হরষিত,
নাম তাঁর রামতনু সকলে বিদিত।

"ব্রজনাথ নামে এক আছে বিজ্ঞ জন,
স্বদেশের হিতে তাঁর বিক্রীত জীবন,
সফল বাসনা, তবু বিহীন উপায়,
একমাত্র আছে অধ্যবসায় সহায়,
করেছেন বিদ্যালয় সমাজ স্থাপন,
বালকের মন হতে ভ্রম নির্ব্বাসন।

"করিলাম তার পরে সুখে দরশন,
আনন্দ প্রফুল্ল মুখ ভিষক্রতন,
সুশীলতা সরলতা মাখা কলেবরে,
ভাসিতেছে চিত্ত তাঁর দয়ার সাগরে,
অকপট পীরিতের পবিত্র আধার,
সুললিত রসনায় সুধা অনিবার,
দীন দুঃখী তাঁর কাছে আদরভাজন,
দেখেন তাদের সদা করিয়ে যতন,
বিনা মূল্যে বিতরণ ভাবুক ভেষজ,
বিকাশিত যাতে তাঁর হৃদয়পঙ্কজ ;
ধনীতে কাঞ্চন দেয় দীনে আশীর্ব্বাদ,
তাতেই তাঁহার মনে বিমল আহ্লাদ ;
কেমন স্বভাব তাঁর মধুর বচন,
ছেলেরা আনন্দে নাচে পেলে দরশন,
ছেলেদের কালী বাবু, ছেলেরা কালীর,
উভয়েতে মিলে যায় যেন নীর ক্ষীর।

"লোহারাম গুণধাম অতি সদাচার,
বিরাজিত রসনায় কাব্য অলঙ্কার,
লিখিয়াছে "মালতীমাধব" সুললিত,
"বঙ্গ ব্যাকরণ", বঙ্গময় বিচলিত।

"কৃষ্ণনগরেতে আছে কালেজ সুন্দর,
বিদ্যাবিশারদ তার শিক্ষকনিকর ;
এ কালেজ একবার উমেশ প্রভায়
উঠেছিল সর্ব্বোপরি বিদ্যা পরীক্ষায়।

"বৃথা বিদ্যা, বৃথা বিত্ত, বৃথাই জীবন,
যদি শিক্ষা নাহি পায় সীমন্তিনীগণ ;
কৃষ্ণনগরের লোক সাহসিক অতি,
করিতেছে নানা মতে সভ্যতা উন্নতি,
বিরাজে নগরে দুটি বালা-বিদ্যালয়,
পড়িতেছে সকলের তনয়ানিচয়।

"উপাদেয় রাজভোগ মেলে লো তথায়,
সরভাজা সরপুরি বিখ্যাত ধরায়,
শচীর রসনাযোগ্য, কি মধুর তার,
ভোলা না কি যায় তাহা খেলে একবার ?

"কালেজের তল দিয়ে এলেম চলিয়ে,
সবে বলে খড়ে যায় আমায় চাহিয়ে।"

নীরব হইল সতী জলাঙ্গী সুন্দরী
উপনীত সুরধুনী কালনা নগরী।

নদী হতে অপরূপ শোভা কালনার
যেন এক বরাঙ্গনা পরি অলঙ্কার,
দাঁড়াইয়ে উপকূলে সহাস বদনে,
হেরিছে তরঙ্গরঙ্গ জাহ্নবীজীবনে।

এই স্থলে লালজির সুখ অবস্থান,
নির্ম্মিত মন্দির বড়, সুন্দর সোপান,
বায়ান্ন মোহন চূড়া শোভিত মন্দিরে,
শিখরনিকর যথা শিখরীর শিরে,
উপাদেয় রাজভোগ প্রদত্ত রাজার,
জামাই আদরে দেব করেন আহার,
অতিথি বৈষ্ণব সাধু যে সেখানে যায়,
প্রসাদ ভক্ষণ করে রাজার কৃপায়।

কীর্ত্তিচন্দ্র নরপতি বর্দ্ধমানেশ্বর,
বিভবে কুবের, দানে কর্ণ গুণাকর,
জাহ্নবীর স্নান আশে মহিষীর সনে,
উপনীত কালনায় সুপবিত্র মনে।
সেই কালে কালনায় সন্ন্যাসিপ্রবর,
আইলেন লয়ে এক বিগ্রহ সুন্দর ;
ঠাকুরের হেরি রূপ রাজা রাজরাণী,
বলিলেন সন্ন্যাসীরে সবিনয় বাণী—
"মোহন মূরতি দেব শোভা আভাময়
সশরীরে নারায়ণ ভুবনে উদয় ;
কি কারণ তপোধন বাম পাশে নাই,
বনমালিবিলাসিনী বিনোদিনী রাই ?

রমণী বিহনে মনে কারো নাহি সুখ,
সংসার আঁধার, দুঃখে সদা ম্লানমুখ,
নারী বিনা গৃহ শূন্য মানবমণ্ডলে,
লক্ষ্মীছাড়া লক্ষ্মীপতি পত্নীছাড়া হলে।
অতএব নিবেদন তপোধন করি,
হেমে রচি হেমকান্তি রাধিকা সুন্দরী,
তোমার শ্যামের সনে দিই পরিণয়,
বল দেখি তব মত হয় কি না হয়?"

সন্ন্যাসী সম্মতি দিল, রাজা সমাদরে
নিরমিয়ে হেমরমা মাধবের করে
করিলেন সম্প্রদান সহ রত্নরাজি,
বসন ভূষণ ভূমি গাভী গজ বাজী;
স্নেহময়ী মহিষীর আনন্দ অপার,
সহচরীদলে মিলে করে কুলাচার;
বরণ করিয়ে মেয়ে জামাই রতনে,
বসাইল সিংহাসনে হরষিত মনে।
নূতন নূতন পূজা হয় দিন দিন,
কালনায় রাজপুরে সুখ সীমাহীন।

এইরূপে কিছু দিন বিগত হইল—
তনয় তনয়বধূ সন্ন্যাসী যাচিল।
কীর্ত্তিচন্দ্র মহারাজ কৌশলে তখন,
বলিলেন সন্ন্যাসীরে এই বিবরণ—
"বৈবাহিক তপোধন তুমি হে আমার,
জান না কি রাজবংশে আছে কি আচার

ভূপতি-দুহিতা ভূপ-কুল-সরোবরে
নবীনা নলিনীরূপে বিহরে আদরে,
মধুলোভী মধুকর রাজার জামাই,
সরে চরে জনকের মুখে দিয়ে ছাই।
কমলিনী নাহি যায় ভ্রমর-ভবনে,
কেন তবে যাবে মেয়ে জামাতার সনে ?
দূরীভূত কর ভ্রম বৈবাহিক ভাই,
হয়েছে তনয় তব রাজার জামাই।”

নিরুত্তর তপোধন রাজার কথায়,
ঠাকুরে করিয়ে দান পর্য্যটনে যায়।
লালাজি জামাইগণে বর্দ্ধমানে বলে,
লালজিরে পূর্ব্বে বলে লালাজি সকলে।

কত কীর্ত্তি করেছেন বর্দ্ধমানেশ্বর,
চক্রাকারে শোভা করে মন্দিরনিকর,
বিরাজিত এক শত আট শিব তায়,
পূজারি নিযুক্ত কত দৈনিক পূজায়।
অপরূপ অট্টালিকা, যাহার ভিতরে
স্বর্গীয় রাজার আত্মা সতত বিহরে,
চামর বীজন সোঁটা সুখ সিংহাসন,
পর্য্যঙ্ক, পানের বাটা, লোহিত বসন,
তামাক কলিকা টিকা হুকা সরপোষ,
সাধিতেছে দিবানিশি আত্মার সন্তোষ।

যখন চৈতন্য-দেব ত্যজিয়ে সংসার,
দেশে দেশে সত্য ধর্ম্ম করেন প্রচার,

প্রথমেতে উপনীত হয়ে কালনায়,
লভেন বিশ্রাম বসি তেঁতুলতলায়,
সেই তেঁতুলের তরু করুণার বলে,
অদ্যাপি বিরাজে বলে গোঁসাই মণ্ডলে।
তেঁতুল গাছের কাছে শোভিছে মন্দির,
চারু মূর্ত্তি দারুময় মুরারিশরীর,
বিরাজিত তার মধ্যে শুভ দরশন,
বরবর্ণিনীর বর্ণ সুবর্ণ-বরণ।
অপরূপ রাসমঞ্চ সুগোল গঠন,
বিরাজে ঘেরিয়ে তায়, সুগোল প্রাঙ্গণ,
ধারে ধারে চক্রাকারে অতি সুশোভিত,
জোড়া জোড়া দেবদারু তরু পল্লবিত।

পরিহরি কালনায় গৌরাঙ্গভবন,
শান্তিপুরে সুরধুনী দিল দরশন।
যথায় ভবানীপতি "ভক্ত অবতার"
হলেন অদ্বৈত নামে হরিতে ভূভার,
চৈতন্যের দীক্ষাগুরু অসীম গৌরব,
খৃষ্ট অবতারে যথা "জনের" সম্ভব।

পবিত্র অদ্বৈতবংশপঙ্কজতপন
সাহসী "গোঁসাই" ভট্টাচার্য্য মহাজন,
পণ্ডিত-পটল-পন্থা প্রভাময় মতি,
বিচারে বিরাজে মুখে আপনি ভারতী।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি আরাধ্য তাঁহার,
তিনি কি পূজেন কভু কোন অবতার?

দ্বিজদল গর্ব্ব করি বলিল সভায়,
"গৌরাঙ্গ পরম ব্রহ্ম সংশয় কি তায়,"
উত্তর "গোঁসাই" দিল ব্রহ্মবাদী ন্যায়,
"নন্দ নন্দনন্দনেতে গৌরাঙ্গ কোথায় !"

সুরপুর সম পুর শান্তিপুর ধাম,
গায় গায় অট্টালিকা শোভা অভিরাম,
কিবা ঘাট, কিবা বাট, কিবা ফুলবন,
যে দিকে চাহিয়ে দেখি জুড়ায় নয়ন।
নিবসতি করে লোক সংখ্যা নাহি তার,
গোঁসাই দরজি তাঁতী হাজার হাজার।
শান্তিপুরে ডুরে শাড়ী সরমের অরি,
"নীলাম্বরী," "উলাঙ্গিনী," "সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী"।

সারি সারি কত নারী নবীনা সুন্দরী,
চলিতেছে হাস্য মুখে পথ আলো করি,
বাজিছে মোহন মল চঞ্চল চরণে,
উড়িছে অঞ্চল চারু চল সমীরণে,
মনোভব-মনোরমা সমা রামাগণ,
হাসিল আনন্দে করি গঙ্গা দরশন,
অঞ্চল পেঁচিয়ে কান্দে বান্ধিয়ে কোমর
ভাসাইল নব অঙ্গ গঙ্গার উপর,
একেবারে কত রামা জীবনে ভাসিল,
কমলে কমলে যেন কমল ঢাকিল।

গুপ্তিপাড়া গণ্ডগ্রাম বিপরীত পারে,
কুলীন বামন কত কে বলিতে পারে।

গৌরবে কুলীনগণ বলে দম্ভ করে,
"ষাট বৎসরের মেয়ে আইবুড় ঘরে।"
যে কন্যা কুমারীভাবে চির দিন রয়,
কুলীন মহলে তারে "ঠ্যাকা মেয়ে" কয়।
এক এক কুলীনের শত শত বিয়ে,
রাখিয়াছে নাম ধাম খাতায় লিখিয়ে।
নিষ্ঠুর নির্দ্দয় নীচ পামর কুলীন,
আপন ভবনে বসি ভাবনাবিহীন,
অশনবসনহীনা দীনা দারাদল
পিতৃগৃহে কাঙ্গালিনী চক্ষে বহে জল।
ভ্রাতৃজায়া ভাল মুখে কথা নাহি কয়,
অধোমুখে অনাথিনা দিবানিশি রয়,
কখন পাচিকা বালা কভু দাসী হয়,
তবু কি মুখের অন্ন সুখে উপজয়?
স্বামী সত্ত্বে নারী যদি নিবসতি করে
নবীন যৌবনকালে জনকের ঘরে,
সাবিত্রী সমান সতী হলেও কল্যাণী,
কলঙ্ক আমোদী লোক করে কাণাকাণি;
কল্পিত কলঙ্ক কাল ভুজঙ্গ ভীষণ,
মহোরগ তুলনায় লতা দরশন!
একে চির বিরহিণী অভাগিনী বালা,
তাহাতে আবার মরি কলঙ্কের জ্বালা।

ধনাঢ্য লম্পট শঠ কামান্ধ অধম
বলিল কুলীনে "শুন পরামর্শ মম—

বনিতা অনেক তব আছে দ্বিজবর,
নবীনা সুন্দরী যেটি তাহার ভিতর,
বাছিয়া আমার করে কর সমর্পণ,
বিনিময়ে অনায়াসে পাবে বহু ধন,
তুমিও আমার সনে থাক সহচর,
তাহাতে সতত রবে সন্দেহ অন্তর।”

সম্মত হইয়ে তায় দ্বিজ কুলাঙ্গার,
“তোমায় লইয়ে আমি করিব সংসার”
ছলনায় ললনায় আনিয়ে গোপনে,
রেখে দিল লম্পটের কেলি-কুঞ্জবনে।
শিহরি শঙ্কায় সতী সরোষে বলিল,
দীননেত্রে নীরধারা বহিতে লাগিল—
“স্বামী হয়ে তুমি নাথ কি কর্ম্ম করিলে,
সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম নাশিতে আনিলে,
পাপাত্মার পাপালয়ে প্রবঞ্চনা করি ?
নিদারুণ মর্ম্মব্যথা মরি মরি মরি ;
ছিলেম বাপের বাড়ী বিরাগিণী হয়ে,
করিতাম দিনপাত ধর্ম্মকর্ম্ম লয়ে,
কেন তুমি, হা নিষ্ঠুর ! ঘুচালে সে বাস ?
কলঙ্কিনী করে স্বামী এ কি সর্ব্বনাশ !
পতি যদি রোষভরে পদাঘাত করে,
অথবা নিক্ষেপ করে ভীষণ সাগরে,
কিম্বা দাবানলে দগ্ধ করে অনিবার,
তথাপি পতির প্রতি না হয় বিকার ;

কিন্তু যদি মূঢ়মতি পতি ধন আশে,
বিবাহিতা বনিতার সতীত্ব বিনাশে,
নাহি আর করি তার মুখ দরশন,
খণ্ড খণ্ড করে ফেলি বিবাহ বন্ধন।
কাজেতে পেলেম আমি ভাল পরিচয়,
কুলীনের সনে বিয়ে বিয়ে কভু নয়,
পরিণয় পাশ আজ জীবনের সনে,
নাশিব করিনু পণ জাহ্নবীজীবনে।”
কূলে উপনীত বালা সজল নয়ন,
ঝাঁপ দিয়ে গঙ্গাজলে ত্যজিল জীবন।

গুপ্তিপাড়া-অহঙ্কার অমূল্য ভূষণ,
বিজ্ঞ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার রতন ;
হেরে মেধা বলেছিল পিতা শিশুকালে
“বাণুও পণ্ডিত হইবেন কালে কালে।”
ক্রমে ক্রমে বাণেশ্বর হইলে পণ্ডিত,
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তায় সম্মান সহিত
সভাপণ্ডিতের পদে অভিষিক্ত করে,
বিজয়ী যথায় বিজ্ঞ বিচার সমরে।

গুপ্তিপাড়া ছাড়াইয়ে বেগের সহিত
সঞ্চাগড়ে শৈলবালা হলো উপনীত—
এই স্থানে চূর্ণী নদী, প্রেরিত পদ্মার,
যোড় করে জাহ্নবীরে করে নমস্কার।
চূর্ণীরে আদরে ধরে সাগর-সুন্দরী
জিজ্ঞাসিল সমাচার আলিঙ্গন করি—

"বল বল বিবরণ চূর্ণি সুলোচনে,
কোথা হতে ছাড়াছাড়ি, এলে কার সনে।"
গঙ্গার চরণে করি সহাসে প্রণতি,
উত্তর করিল চূর্ণী মাতাভাঙ্গা সতী—

"স্বীকারপুরের কুটী, তাহার উত্তরে
ছাড়িয়ে এসেছি পদ্মা, লহরীনিকরে,
তিন জনে একাসনে কিছু দূর এসে,
কুমার চলিয়ে গেল মাগুরা প্রদেশে,
দুই জনে আইলাম কৃষ্ণগঞ্জ ধামে,
তথা হতে ইছামতী চলে গেল বামে,
সঙ্গিনী বিচ্ছেদে ভাসি নয়নের জলে,
একা আইলাম শিবনিবাসের তলে ;
যথায় বিরাজে আদি রাজনিকেতন,
পতিত করেছে কিন্তু কাল পরশন।
এক্ষণে গঙ্গেশচন্দ্র রাজা তথাকার,
কৃষ্ণচন্দ্র অংশ তায় করিছে বিহার।
কঙ্কণের মত আমি এসেছি ঘুরিয়ে,
তাই সেথা ডাকে মোরে কঙ্কণা বলিয়ে।
ছাড়াইয়ে রাজধানী মন্দির উদ্যান,
পাইলাম হাঁসখালি বাণিজ্যের স্থান।

চলিতে চলিতে পরে চড়িয়ে লহরী,
দেখিলাম সুখে মামজোয়ানী নগরী।
মামজোয়ানী রে তোর সার্থক জীবন,
দিয়াছ সমাজে শ্যামাচরণ রতন,

অধ্যবসায়ের জোরে মান্য মহাজন,
স্বীয় ভাগ্য বিশ্বকর্ম্মা ভকতিভাজন,
ব্যবস্থাদর্পণকর্ত্তা বিজ্ঞ অতিশয়,
স্থাপিত করেছে দেশে ভাল বিদ্যালয়।

তার পরে ক্রমে ক্রমে হয়ে অগ্রসর,
দেখিলাম রাণাঘাট স্থান মনোহর,
বিরাজে তথায় পালচৌধুরী ধনেশ,
জমিদারি করী হয় যাহার অশেষ,
বিবাদে গিয়েছে বয়ে নাহিক প্রতাপ,
বিরোধে বিষাদ, ব্যয়, বিনাশ, বিলাপ।
দয়াশীল শ্রীগোপাল অতি সদাশয়
পালচৌধুরীর কুল যায় আভাময়।

রাণাঘাট ছাড়ি আইলাম হরধাম,
যথায় বিরাজে এক রাজা গুণগ্রাম,
রক্তগন্ধ ফোঁটা ভালে উজ্জ্বল শরীর,
তার শিরে বহে কৃষ্ণচন্দ্রের রুধির।
ছাড়াইয়ে হরধাম তব দরশন,
জুড়াইল আলিঙ্গনে চঞ্চল জীবন।"

চূর্ণী মৌনা হলো গঙ্গা চলিতে লাগিল,
স্রোতভরে চক্রদহে আসি উত্তরিল,
ভগীরথ-রথচক্র বালুকায় পশি,
অচল হইয়ে রহে চক্রদহে বসি,
সেই হেতু এ স্থানের চক্রদহ নাম,
গণনীয় জনমাঝে ভোগ মোক্ষ ধাম।

বক্রভাবে চক্রদহ অতিক্রম করি,
সুখসাগরের তলে নাচিল লহরী।
এই স্থল ছিল পূর্ব্বে সহরের মত,
গঙ্গার ভাঙ্গনে সব হইয়াছে হত,
নাহিক বাজার আর বিশাল ভবন,
নীলকুটি বালাখানা কুসুমকানন,
কোথা গেছে নাহি তার কিছুই নিশান,
ও পারে গিয়েছে এবে তাহাদের স্থান।

গঙ্গার পশ্চিম তীরে শোভে নানা গ্রাম—
সোমড়া শবিড়া বৈদ্যনিকরের ধাম,
সুন্দর শ্রীপুর যত মস্তুফির বাস,
বড় পল্লী বলাগড় বল্লালের দাস,
ডাকাতে ডুমুরদহ এবে ভয় নাই,
খালের উপরে সেতু নবীন সরাই।
এ সব রাখিয়ে পিছে মনের উল্লাসে,
উপনীত নারায়ণী ত্রিবেণীর পাশে,
গঙ্গা দরশনে সবে ভাসিলেন সুখে,
বাজিল কাঁসর ঘণ্টা শঙ্খ বামা-মুখে।

যমুনা বিমনা বড় ত্রিবেণীর তলে,
স্নেহভরে ধীরে ধীরে জাহ্নবীরে বলে—
"বহু দূর নাহি আর সাগর ভীষণ,
একা তুমি অনায়াসে করিবে গমন,
যাব না তোমার সনে আমি লো ভগিনি,
ছাড়িয়ে তোমায় আজ হবো বিরাগিণী ;

তব স্বামী কাছে যেতে হলে অনুরাগী,
কত কথা রটাইবে যত ভালখাগী,
তাই বন নিবেদন শুন লো আমার,
বাম দিকে যাব আমি করিছি বিচার,
দেখে যাব বিরুয়ের মদনগোপাল,
হরিণঘাটায় খাব সোণামুগ দাল,
পাক দিয়ে বেড়ে যাব চৌবাড়িয়া গ্রাম
বিনত দীনের যথা অতি দীনধাম,
দেখিব গোবরডেঙ্গা শারদাপ্রসন্ন,
ধনশালী তমোহীন বন্ধুতাসম্পন্ন,
পবিত্র কলত্র তত্র ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী,
স্বভাবে সাবিত্রী কিম্বা সীতা বিম্বাধরী ;
তার পরে ইছামতী সহিত মিশিয়ে
একাসনে টাকি দিয়ে য়াইব চলিয়ে,
বনে বনে দুই জনে করিব গমন,
যতক্ষণ নাহি পাই সিন্ধু দরশন।”

কাঁদিলেন ভাগীরথী ভগিনী বিরহে,
নয়নে সলিলধারা অবিরত বহে ;
জ্বালার উপর জ্বালা নগবালা পায়,
“সরস্বতী” এই স্থানে নিবেদিল পায়—
“রেখে যাও ত্রিবেণীতে আমায় জননি,
বিজ্ঞানের স্থান এই পণ্ডিতের খনি।
এই স্থানে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন,
বেগচির প্রমাবন্ত যেন দ্বৈপায়ন,

করেছেন জ্ঞান দান শাস্ত্রের বিচার,
সুশাসিত মতে তাঁর লোকের আচার ;
অপূর্ব্ব স্মরণশক্তি ধরিত ধীমান,
শুনিয়ে ইংরাজি বলা তাহার প্রমাণ।
যেতে নাহি চাই আমি মিছা গণ্ডগোলে,
প্রফুল্ল হইয়ে রব ত্রিবেণীর টোলে।"

বাণী শেষ করি বালা মন্দ স্রোতভরে
ডান দিকে চলে গেল ত্রিবেণী ভিতরে ;
একত্রিত তিন বেণী মুক্ত এই স্থলে,
সেই জন্য মুক্তবেণী ত্রিবেণীকে বলে।

প্রথম ভাগ সমাপ্ত।

দ্বিতীয় ভাগ

নবম সর্গ

ত্রিবেণী পড়িল পিছে, পতিতপাবনী
চলিল বিষণ্ণ-মনে পরমাদ গণি ;
দুই দিকে চলে গেল সঙ্গিনী দুজন,
আর কি তাদের সনে হইবে মিলন।
চলিতে চলিতে গঙ্গা দেখে দুই তটে
নগর নগরী কত আঁকা যেন পটে।

পরিপাটী বংশবাটী স্থান মনোহর,
যে দিকে তাকাই, দেখি সকলি সুন্দর,
বিদ্যাবিশারদ কত পণ্ডিতের বাস,
সুগৌরবে শাস্ত্রালাপ করে বার মাস।
এই স্থলে জন্মেছিল শ্রীধর রতন,
কথক-কুলের কেতু কাঞ্চন-বরণ ;
সুভাবে রচিল কত গীত মধুময়,
শুনিলে আনন্দে নাচে লোকের হৃদয় ;
অকালে কালের করে পড়িল সুজন,
কাঁদিল কামিনী, কন্যা, কবি, বন্ধুগণ।

দেখিলেন সুরধুনী পুলকিত-মনে
নয়নরঞ্জন দৃশ্য ত্রিদিব-ভুবনে ;—
'সজল-নয়নে, নিশ্বাসের সনে,
কাঁপায়ে পঙ্কজ-পাণি,

যখন বিদায়, পতি সবিতায়,
দেয় শ্বেত উষারাণী ;
কূল-ফুল-বনে, কুসুম-চয়নে,
চঞ্চল-চরণে আসে
বালা-চতুষ্টয়, রূপ আভাময়,
বিজলী বিকাশে হাসে।
কাল কেশ ঘন, যেন নব ঘন,
পৃষ্ঠদেশে সুবিস্তার,
নামিয়ে বরণ, করিছে চরণ,
চুম্বিছে হিঙ্গুল তার।
বদন-উপরে, ইন্দীবর-সরে,
ভাসিছে ভাসন্ত আঁখি,
মুখে মুখ দিয়ে, অথবা বসিয়ে,
যুগল খঞ্জন পাখী ;
কিশোর নয়ন, কভু বরিষণ
করে নি প্রণয়-নীর,
যুবায় হানিতে, শেখে নি টানিতে
কঠিন কটাক্ষ-তীর।
সরস অধরে, জবা-রাগ ধরে,
পীযূষ বিহরে তায়,
বিমল নিশ্বাসে, পরিমল ভাসে,
কুসুম-সৌরভ পায়।
অতীব সুষমা, অর্দ্ধেক চন্দ্রমা,
চিবুক সরল গোল,
টিপিয়ে আদরে, বিধি নিজ করে
দিয়েছে মোহন টোল।

গোলাপের দাম, গণ্ডে অভিরাম,
হাতে তুলিবার নয়,
যে হবে বরণ, জানিবে সে জন,
চুম্বনে চয়ন হয়।
ভুজবল্লী গোল, নিতান্ত নিটোল,
কোমল শিলায় গটা,
নিন্দি শতদল, শোভে কর্‌তল,
নখরে মুকুতা-ছটা।
এমন সুন্দরী, পরী কি কিন্নরী,
নন্দন-কাননে পেলে,
ভূলোকের নয়, করিয়ে নির্ণয়,
লবে দেবকন্যা ফেলে।
সাবিত্রী, সরলা, বিরজা, বিমলা,
তুলিতে লাগিল ফুল,
প্রভাত-পবন, চুম্বিয়ে বদন,
দোলায় কানের দুল।
লক্ষ্মী সরস্বতী, শচী আর রতি,
ধরিয়ে বালিকা-বেশ,
কুসুম-চয়নে, যেন ফুলবনে,
এলায় নিবিড় কেশ।
সাবিত্রী হাসিয়ে বলে, "চরণ কেমনে চলে,
ধরেছে কুন্তলে বলে বেলা,
বাহুতে বেড়িয়ে বলে, টানিতেছি কেশদলে,
ছাড়ে না, তরুর এ কি খেলা!
সুকোমল তরুবর, পল্লবিত মনোহর,
ফুলকুল শোভা করে অঙ্গ,

তবে কেন তরুরাজ, করিতেছ হেন কাজ,
কামিনী-কুন্তল ধরে রঙ্গ ?
ছাড় ছাড়, পড়ি পায়, বক্রভাবে কটি যায়,
কি দায় কাননে এসে মোর,
অবলা-বিনতি শুন, বলিতেছি পুনঃ পুনঃ,
ছাড় ছাড়, করো না-ক জোর।
এস লো সরলে সই, তোমার শরণ লই,
নতুবা বেলায় বধে প্রাণ,
তোমার মধুর রবে, তরুবর শান্ত হবে,
কেশপাশে দেবে মুক্তিদান।”
দূরেতে সরলা বলে, বসন্ত-কোকিল-কলে,
“ক্ষণেক বিলম্ব কর, যাই,
অকস্মাৎ সুলোচনে, বিপদে পতিত বনে,
আমাতে ত আমি আর নাই।
গোলাপ তুলিতে গিয়ে, অলকার হল বিয়ে,
কুসুমিত পল্লবের সনে,
টানিতেছে অলকায়, সে বুঝি ছিঁড়িয়ে যায়,
জননীরে ভাসায়ে জীবনে ;
আমাদের এই গতি, টেনে নিয়ে যাবে পতি,
পরিণয় হইবে যখন,
পরিয়ে সিন্দূর শাড়ী, যাইব শ্বশুর-বাড়ী,
মা জননী করিবে রোদন।”

সরলা পরেতে হাসি, সাবিত্রী-নিকটে আসি,
কেশ-রাশি ছাড়াইয়া দিল,

কৌতুকে সরলা কয়, "রঙ্গ বড় মন্দ নয়,
কেন তরু কেশ পরশিল ?
যৌবন-মুকুল সই, ফুটিবার বাকি কই,
তাই তরু চুম্বিল কুন্তল,
সঙ্কেত হইল তায়, তোমায় করিতে চায়
প্রণয়িনী পতির সম্বল ;
সুখের নাহিক শেষ, পরিণয় হবে বেশ,
নবীন কুসুমতরু বর,
বিধি হবে অনুকূল, ছেলে মেয়ে হবে ফুল,
সৌরভে মোদিত হবে ঘর।"

সাবিত্রী উত্তর দিল, "এত দিন পরে কি লো,
আরাধিয়ে দেবী হংসেশ্বরী,
সচন্দন বিল্বদলে, নব ফুল্ল শতদলে,
যতনে কণ্টক পরিহরি,
ফলিবে এমন ফল, সাগরে শুখাবে জল,
বোবা বন-তরু হবে বর ?
উদয় না হতে রবি, যেন কনকের ছবি,
আসি বনে গৃহ পরিহরি,
কোমল কচুর পাতে, নবীন কুশার সাথে,
বিনাইয়ে ফুলাধার করি,
প্রতিদিন পূত-মনে, ফুল তুলি ফুল-বনে,
স্নান করি জাহ্নবীর জলে,
পবিত্র মন্দিরে পশি, দেবীর পূজায় বসি,
ফুলদান করি পদতলে ;

তবে কেন হংসেশ্বরী, দয়াময়ী নাম ধরি,
নিদারুণ নির্দ্দয় অন্তরে,
বিদ্বেষী বিমাতা ন্যায়, ফেলিবেন সেবিকায়
অজ্ঞান-অরণ্য-তরু-করে ?
চল সখি, বেলা হয়, সে ত তব বাঁধা নয়,
দাঁড়াইয়ে শুনিবে বচন,
কখন্ কুসুম তুলে, যাইব জাহ্নবী-কূলে,
কখন্ করিব আরাধন ?"

সরলা হাসিয়ে বলে, "চরণ চালালে চলে,
চলিবে না চিকুরের দাম,
চেয়ে দেখ প্রাণ-সই, হাত বাড়াইয়ে ওই,
কুরবক-নবঘনশ্যাম ;
কুসুম-কাননে ভাই, বরের অভাব নাই,
টানাটানি করিবে তোমায় ;
অতএব সুলোচনে, যদি যাবে ফুল-বনে,
কর কাল চুলের উপায় ;
উপায় পেয়েছি বেশ, চার পাট করে কেশ
বেঁধে দিই তরুলতা তুলে,
শিশুপাল অনুরূপ, নিরাশে হইয়ে চুপ,
বরবৃন্দ পড়িবে অকূলে।"
সুযতনে সরলতা, সকুসুম তরুলতা,
সগৌরবে তুলিয়ে আনিল,
বাঁধিতে বাঁধিতে চুল, দিয়ে লতা সহ ফুল,
হাসি হাসি বলিতে লাগিল,

"আমি যদি বেঁচে রই, বিবাহ-বাসরে সই,
কৌতুক করিব তোর কেশে,
টেনে এনে কানে ধরে, কুন্তলে বাঁধিয়ে বরে,
দোলাইব তোর পৃষ্ঠদেশে ;
কেমন দেখাবে তায়, দোলে যথা লতিকায়
বনমালী কেলি-কুঞ্জ-বনে,
অথবা যেমন ছেলে, লয়ে যায় পিঠে ফেলে
বুন মাগী কুন্তল-বরণা ;—"

সরলার গণ্ড ধরি, সাবিত্রী বলিল, "মরি,
কি মধুর নূতন তুলনা।
পাগলের মত ধনি, যা ইচ্ছা করিছ ধ্বনি,
হাসিতেছ আপন গৌরবে,
বলিতেছ কত কথা, জিব কি হয় না ব্যথা,
পার না কি থাকিতে নীরবে ?
তোমার তো বড় কেশ, আছে কি না আছে শেষ,
তুমি কি বাঁধিবে বরে তায় ?"
সরলা সহাসে বলে, "আমার চিকুরদলে
জ্বালাতন করে না আমায়।
দেখ না কুন্তলে ধরে, পাক দিয়ে গোল করে,
জড়ায়ে রেখেছি কণ্ঠ বেড়ে,
নবীন-যোগিনী-বেশ, যাব কাশী কাঞ্চী দেশ,
রঙ্গিণী সঙ্গিনী সব ছেড়ে ;
কিংবা বেদে-বামাঙ্গিনী, গলে কাল ভুজঙ্গিনী,
বাড়ী বাড়ী রঙ্গ দেখাইব ;

অথবা বিপিনে আসি, গলায় দিব লো ফাঁসি,
পিট্‌পিটে কাস্তে ছাই দিব।"

সাবিত্রী সরলা বনে, ফুল তোলে এক-মনে,
হেন কালে বিমলা ডাকিল,
"আয় লো সখি রে ত্বরা, বিরজায় আদ-মরা,
হেরে মোর পরাণ উড়িল।"
দুই জনে দ্রুত-পায়, চলিত নক্ষত্রপ্রায়,
উপনীত সরসীর তীরে,
একেবারে দুই জন, বিপদের বিবরণ
জিজ্ঞাসিল বিমলা সখীরে।
বিষাদে বিমলা বলে, "ফুল তোলা শেষ হলে,
আইলাম সরোবর-কূলে,
দেখিলাম নলিনীরে, কেমন ভাসিছে নীরে,
সারি-গাঁথা রাজহংস-কুলে ;
পরে বট-তলে আসি, বিনাইয়ে লতা-রাশি,
রচিলাম সুখের দোলায়,
পদ্মপত্র পাতি তায়, বসাইয়ে বিরজায়,
কত যে দিলেম দোল তায় ;
লতার বন্ধন পরে, ছিঁড়িল পটাস করে,
পড়িল বিরজা ভূমিতলে,
নীরব সুন্দরী মরি, মূর্চ্ছা অনুভব করি,
বাতাস দিলাম পদ্মদলে ;
অঞ্চলে আনিয়ে জল, ধুয়ে দিনু করতল
মুখ চক্ষু চিবুক কপোল ;

এমন বিপদে ভাই, কভু আমি পড়ি নাই,
খাব না দেব না আর দোল।”

সাবিত্রী নিকটে গিয়ে, বিরজায় উঠাইয়ে,
বলে, “সখি, পেয়েছ বেদনা,
আমরা সঙ্গিনী হই, কি দিব তোমায় সই,
কথা কয়ে বল না বল না ?”
বিরজা বলিল, “ভাই, কিছুমাত্র লাগে নাই,
বলিতাম পাইলে যাতনা,
ফুল সহ ফুলাধার, হইয়াছে ছার খার,
এইমাত্র মনের বেদনা।”
বিরজার হাত ধরে, সাবিত্রী সান্ত্বনা করে,
“তার জন্যে ভাবনা কি ভাই,
এস না আবার তুলি ভাল ভাল ফুলগুলি,
কাননে কি ফুল আর নাই ?
নহে মম ফুলাধার, কর সখি, অধিকার,
পরিহার কর মনোদুখ,
কোমল হৃদয়ে ভাই, বিষম বেদনা পাই,
হেরি যদি তোর অধোমুখ।”

সরলা মুচকি হাসি, আনন্দ-সাগরে ভাসি,
কৌতুকেতে বিরজারে বলে,
“বুড় ধাড়ী এ কি কাজ, দোল খেতে নাহি লাজ,
সাত ছেলে হত বিয়ে হলে ;
আইবুড় বুড় মেয়ে, লজ্জার মাতাটি খেয়ে,
সরোবরে করিলে সুরঙ্গ,

আই আই মরে যাই, বিনা কৃষ্ণ দোলে রাই,
লতায় বাঁধিয়ে নব অঙ্গ।
দোলের দুরন্ত জোর, ভাঙ্গিয়াছে কটি তোর,
লজ্জায় বলো না কারো কাছে,
কটিভঙ্গ-কমলিনী, কৃষ্ণপ্রেমে কাঙ্গালিনী,
নীলমণি নাহি লয় পাছে।"
বিরজা বলিল, "হায়, সরলা পাগলপ্রায়,
কেমনে করিব তায় শান্ত,
শুন লো সরলে বলি, তুমি কমলের কলি,
পাবে লো অদন্ত অলি কান্ত।"

নূতন তুলিয়ে ফুল, চলিল অবলাকুল,
অনুকূল কল্লোলিনী-জলে,
বিমল শীতল বারি, দেয় অঙ্গে সারি সারি,
চুরি করে প্রবাহ অঞ্চলে,
নীরের আশ্রয় নিয়ে, নব অঙ্গ আবরিয়ে,
মোহন অঞ্চলে দিল টান,
প্রবাহ মানিল হার, ফিরে দিল ললনার
ললিত অঞ্চল সহ মান।
বসন বাঁধিয়ে গায়, গভীর জলেতে যায়,
ডুবে করে জল-পরিমাণ,
যোড় কর উচ্চ করি, ডুবে যায় সুধাধরী,
দশমীর দুর্গার সমান ;
ডুবিল বদন নীরে, তার পরে ধীরে ধীরে,
বাহু মণিবন্ধ করতল,

পুনঃ উঠি হাঁপাইয়ে, কূলেতে সাঁতার দিয়ে,
আসি মুছে বদন কুন্তল।

সরলা বলিল, "ভাই, ঘাটে জন প্রাণী নাই,
আমাদের তরিখানি তীরে,
শ্বেত অঙ্গ পরিপাটী, নাহি তায় মলামাটি,
রাজহংসী সম ভাসে নীরে,
ক্ষুদ্র দাঁড়-চতুষ্টয়, সহজে বাহিত হয়,
সুললিত শুভ্র হালখানি,
চল সবে তরি বাই, কূলে কূলে চলে যাই,
সারি গেয়ে ধীরে দাঁড় টানি।"

চারি বালা দাঁড় ধরি, বাহিতে লাগিল তরি,
মৃদুস্বরে গেয়ে সারি সুখে,
অবলার হীন বলে, জল কেটে তরি চলে,
আনন্দে ধরে না হাসি মুখে।
বিরজার দাড়ি ধরে, সরলা কৌতুক করে,
বলে, "কোথা যাও কুলনারি,
নব যৌবনের তরি, ভাসাইলে সহচরি,
না আসিতে নবীন কাণ্ডারী?
বিনা কাণ্ডারীর হাল, তরি হবে বান্‌চাল,
ঠেকে মন-চোরা বালুকায়।
কে বুঝি আসিছে ভাই, চল ত্বরা চলে যাই,
হংসেশ্বরী বিরাজে যথায়।"

লয়ে নিজ নিজ ফুল, চলিল অবলাকুল,
হংসেশ্বরী-মোহন-মন্দিরে।

মন্দিরের কলেবর, সুমার্জিত মনোহর,
পঞ্চ চূড়া শোভিতেছে শিরে,
সুন্দর সোপান তায়, ছাদোপরে উঠি যায়,
দেখা যায় জাহ্নবী-জীবন,
সম্মুখে প্রাঙ্গণ শোভা, তাতে কিবা মনোলোভা,
বারিপ্রদ [illegible]

মন্দিরের [illegible]

হংসেশ্বরী [illegible]
পুলকেতে [illegible]
চারি বালা সারি সারি, [illegible]
বসিল পূজায় পূতমনে।
পৃষ্ঠে বিলম্বিত কেশ, [illegible]
কুসুমিত তরুলতা সনে।
ভক্তিমতী বামাকুল, সিন্দুর চন্দন ফুল,
বিল্বদল নব নিরমল
করে তুলে সুযতনে, পূজিল পবিত্র-মনে,
হংসেশ্বরী-চরণ-কমল।

সাবিত্রী পবিত্র-মনে, মুক্ত করি সঙ্গোপনে
নবীন হৃদয় সুকোমল।
আনন্দ-প্রফুল্ল-মুখে, কামনা করেন সুখে,
সার ভাবি দেবী-পদতল,
"হংসেশ্বরি, দেহ বর, পাই বর কবিবর,
সুধাগর্ভ কল্পনায় যার

মহীরুহ মিষ্ট ভাষে, অরণ্য-লতিকা হাসে,
প্রস্তরে সঞ্চয় ফুলহার ;
শূন্যে হয় সুশোভন, মণিময় নিকেতন,
শোকাকুলে শান্তি-সুধা-দান।
মন্দের থাকে না লেশ, যাহা দেখি তাই বেশ,
পৃথ্বীতলে স্বর্গ দীপ্তিমান্।"

বিরজা সরোজাননী, বলে, "দেবি মা জননি,
হংসেশ্বরি, হও গো সদয়,
দেহ মাতা অনুমতি, সদাগর পাই পতি,
ধনশালী সাধু সদাশয় ;
সাজায়ে বাণিজ্য-তরি, বনিতায় সঙ্গে করি,
ভ্রমণ করিবে নানা দেশ,
জাতিব্রজে প্রবেশিব, স্থিরচিত্তে নিরখিব,
রীতি নীতি ব্যবহার বেশ ;
দেখিব আনন্দে ভাসি, মুঙ্গের পাটনা কাশী,
কান্যকুব্জ পঞ্জাব কাশ্মীর,
বোম্বাই বণিক-স্থল, নাগপুর নীলাচল,
সিংহল বেষ্টিত সিন্ধুনীর ;
বিলাতে গমন করি, দেখিব ইংলণ্ডেশ্বরী,
লণ্ডন—অলকা নিন্দি ধাম ;
ফিরে আসি নিকেতন, অপরূপ বিবরণ,
বলিব কৌতুকে অবিরাম।"

বিমলা বিমল-মনে, কোরক ভকতি সনে,
বলে, "হংসেশ্বরি, দেহ বর,

পতি পাই জমিদার, পরি মুকুতার হার,
হীরক বলয় মনোহর ;
স্বামী সনে সুখাসনে, বসি হরষিত-মনে,
সেবিকা তাম্বুল করে দান ;
আমায় ফেলিয়ে কভু, করিবে না প্রাণপ্রভু,
ধন-আশে প্রবাসে প্রয়াণ ;
অশন বসন ধন, অকাতরে বিতরণ
করিব দরিদ্র দীন হীনে,
মুছাইব দুঃখিনীর নলিন-নয়ন-নীর,
পিপাসুরে তুষিব তুহিনে ;
সুখে করি পাঠশালা, পড়াইব কুলবালা,
দু বেলা দেখিব নিজে বসি,
বালা বিদ্যাবতী হলে, আনন্দে পড়িব গলে,
হাতে পাব আকাশের শশী।"

সরলা মুদিয়ে আঁখি, হৃদয়েতে হাত রাখি,
বলে, "মাতা দেবি হংসেশ্বরি,
পতি আদরের ধন, রমণীর নারায়ণ,
পূজনীয় দিবা বিভাবরী।
দিও না গো ভগবতি, আমায় মাতাল পতি,
মাতালে আমার বড় ভয়,
রক্ত চক্ষু ভয়ঙ্কর, ধূলা-মাখা কলেবর,
জিহ্বায় জড়ান কথা কয়,
অকারণ চীৎকার করে জোরে অনিবার,
গর্দ্দভ গঞ্জার অচেতন,

কি জোর হাতুড়ি-হাতে, ভূমিকম্প মুষ্ট্যাঘাতে,
পদাঘাতে বজ্র-নিপতন ;
খানায় যখন পড়ে, আর নাহি নড়ে চড়ে,
কালনিদ্রা আসে নাক ডেকে,
মধুচক্র হয় গালে, মাছি বসে পালে পালে,
নিশ্বাসে উড়িয়ে থেকে থেকে ;
যদি কভু আসে ঘরে, বিছানায় বমি করে,
তাঁর গন্ধে পেতিনী পালায়,
চৈতন্য পাইবামাত্র, ফুঁয়ে ঝাড়ি পোড়া গাত্র,
মদ্যপাত্র ধরে মদ খায়।”-

আরাধনা করি শেষ সীমন্তিনীগণ,
ললাটে অর্পণ করি পূজার চন্দন,
নিজ নিজ বাসে গেল সহাস-বদনে,
হয়েছে বাসনা ব্যক্ত দেবীর সদনে।

ছয় মন্দিরের ঘাটে পতিতপাবনী
দেখিলেন পতিব্রতা বিধবা রমণী ;
দীননেত্রে দুঃখিনীর, বহিতেছে অশ্রুনীর,
দরদর অবিরাম ভিজায়ে অবনী,
ধূলা-ধূসরিত কেশ লুণ্ঠিত ধরায়
হেরিয়ে মলিন মুখ বুক ফেটে যায়।

নূতন বিধবা বালা বিদীর্ণ হৃদয়,
খুলিয়াছে কণ্ঠহার হাতের বলয় ;
ভূষণ ফেলেছে খুলি, পরণের চিহ্নগুলি
এখন রয়েছে মরি অঙ্গে সমুদয় ;

শূন্যময় সিঁতি, অস্তে গিয়েছে সিন্দুর,
সে যে সধবার স্বত্ব, ধব অস্তে দূর।

স্বামী সনে কামিনীর শাড়ী বিসর্জ্জন,
শ্বেতাম্বর শোকশীর্ণ-দেহ-আবরণ।
কি আছে সংসারে আর, অন্নজল পরিহার,
যে দিন মরেছে পতি সতীর জীবন ;
শোকাকুলা সবাকার, কেঁদে কণ্ঠ-রোধ,
উন্মাদিনী অবোধিনী মানে না প্রবোধ।

উপকূলে একাকিনী বালুকা-উপর
বিষাদে বসিয়ে বালা ব্যাকুল-অন্তর,
স্পন্দহীন শূন্যরব, শৈলময়ী অনুভব,
জীবিত লক্ষণ মাত্র চল নেত্রাম্বর।
আকাশ ভাবিছে বালা নিরাশ সাগরে,
না জানি কি অভাগিনী অভিলাষ করে।

দশম সর্গ

ছয় মন্দিরের ঘাট ছাড়িয়া জননী,
হুগলি নগরে দেখা দিলেন তখনি।
হুগলি নগর অতি রমণীয় স্থান,
পর্ত্তুগিজগণ আসি করিল নির্ম্মাণ ;
তাদের গিরিজা আজো বিরাজে তথায়,
তেমন গঠন এবে নাহি দেখা যায়।
অপরূপ পথ ঘাট, সুন্দর সোপান,
মনোহর হর্ম্ম্যরাজি ছুঁয়েছে বিমান।

পবিত্র এমাম্‌বাড়ী বিশাল ভবন,
অগণন বাতায়ন, বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ।
বিরাজে উঠানে এক ক্ষুদ্র সরোবর,
নানাবর্ণ মীন নাচে তাহার ভিতর।
মনোরম্য অট্টালিকা জাহ্নবীর তীরে
বিরাজে শীতল হয়ে সুরধুনী-নীরে।

চন্দ্রমা-মাধুরী-ধরী চুঁচুড়া নগরী,
জলকেলি-আশে যেন উপকূলোপরি,
সুরূপা রমণী এক ভঙ্গিমার সনে,
দাঁড়াইয়ে আভাময়ী সহাস-বদনে ;—
কাঞ্চন-কলস কক্ষে কালেজ ভবন,
পূর্ব্বকালে প্রাণকৃষ্ণ-নৃত্য-নিকেতন।
এই কালেজের ছাত্র দ্বারিক, বঙ্কিম,
প্রথম উকিল-শ্রেষ্ঠ ক্ষমতা অসীম।
দ্বিতীয় দুর্গেশনন্দিনীর জনয়িতা,
বঙ্গভূমি-আদি-বিদ্যা-কুমার-সবিতা।
বিশাল বারিক শোভে নিতম্বে রসনা,
রণ-কনসার্ট তায় কাঞ্চীর বাজনা।
হিঙ্গুলবরণ বর্ত্ম শোভে অগণন,
দুই ধারে হর্ম্ম্যশ্রেণী রম্য-দরশন ;
শোভিছে তাহারা যেন উজ্জ্বলিত হয়ে,
মণিময় কণ্ঠমালা সুন্দরী-হৃদয়ে।
অপূর্ব্ব উদ্যানরাজি নয়নরঞ্জন,
যেন ব্রজে বনমালি-কেলি-কুঞ্জবন।

নবীন নবীন তরু-পল্লব শ্যামল,
নগরী-নাগরী-শিরে কুঞ্চিত কুন্তল।
ফুটেছে উদ্যানে ফুল শোভা আভাময়,
মুকুতা কুন্তলে দোলে অনুভব হয়।

চন্দননগর ধাম ফ্রেঞ্চ-অধিকার,
কলেবর ক্ষুদ্র কিন্তু বড় ব্যবহার ;
গভর্নর আছে তার, বিচার-আলয়,
সৈন্যশালা, সেনাপতি, সৈন্য কতিপয় ;
পদ-অনুযায়ী তারা বেতন না পায়,
মহাদম্ভে কার্য্য কিন্তু করিছে তথায়।
ইংরাজের অধিকার-পয়োধি-ভিতরে
দ্বীপরূপ ফরাসীর নগর বিহরে।

ভদ্রপল্লী বৈদ্যবাটী পণ্ডিতের বাস,
শাস্ত্র-আলাপন যথা হয় বার মাস ;
বাজারে বেগুন আলু পালমের ঝাড়
গাদায় গাদায় করা, হারায়ে পাহাড় ;
সুপক্ক কদলী কত সংখ্যা নাহি তার,
মাসাবধি খাদ্য চলে রামের সেনার।

সুধাম শ্রীরামপুর শোভা অভিরাম,
হাতে ঝুলি, নামাবলী, মুখে হরিনাম।
এই স্থানে আদি মিশনরি-নিকেতন,
দিনামার-নরপতি-সনদে স্থাপন।
কিবা কালেজের বাড়ী দেখিতে সুন্দর,
অগণন বাতায়ন, দীর্ঘ কলেবর।

পিতলের রেল সহ ললিত সোপান,
অপূর্ব্ব প্রান্তর পথ, সুরম্য উদ্যান।
সর্ব্ব-অগ্রে ছাপাখানা এই স্থলে হয়,
মুদ্রিত হইল যাতে বঙ্গ-গ্রন্থচয়।
কাগজের কল হেথা অতি চমৎকার,
জন্মিছে কাগজ তায় বিবিধপ্রকার।

কায়স্থ-নিবাস কোননগর বিশাল,
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,
শিশুপালনের পিতা, প্রশান্তস্বভাব,
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব।

বামে হালিসহর নগর রসময়,
বিবাহ-বাসরে যথা নৃত্য গীত হয়।
বসতি করিত রামপ্রসাদ এখানে,
বিমোহিত হয় মন যার মিষ্ট গানে।

ভদ্রজন-বাসস্থান গরিফা, নৈহাটী,
ভাটপাড়া, যথা চতুষ্পাঠী পরিপাটী,
পণ্ডিতমণ্ডলী করে শাস্ত্র-আলাপন,
ব্যাকরণ ন্যায় স্মৃতি ষড় দরশন।
এই স্থানে রামধন কথক-রতন,
কলকণ্ঠ কলে কল করিত কলন,
সুললিত পদাবলি, বিরচিত তাঁর,
সকল-কথক-সুরে করিছে বিহার।
হলধর চূড়ামণি ন্যায়শাস্ত্রবিৎ,
ন্যায়ের টিপ্‌পনী সাধু যাঁহার রচিত।

মূলাজোড়, ইচ্ছাপুর, সশস্ত্র চাণক,
বিরাজে উদ্যান যথা হৃদয়-রঞ্জক।
গোঁসাই গোবিন্দ ভরা খড়দহ ধাম,
রসনায় গৌরাঙ্গ নিতাই অবিরাম।
পবিত্র আগোড়পাড়া গিরিজা-শোভিত,
গাইতেছে নর নারী দেভিদ-সঙ্গীত।

মন্দগতি ভগবতী চলে না চরণ,
উত্তরপাড়ায় ধীরে দিল দরশন।
সুস্থির হইল অঙ্গ, করিল বিশ্রাম,
দেখিতে লাগিল চেয়ে জয়কৃষ্ণ-ধাম,
রমণীয় অট্টালিকা সরসী বাগান ;
মনোহর বিদ্যালয়, ভিষজের স্থান,
বীণাপাণি-মনোরম পুস্তক-আলয়,
শত শত শাস্ত্রমালা যথায় সঞ্চয়।

হেন কালে হুহুঙ্কার করি ভয়ঙ্কর,
আইল প্রচণ্ড বাণ দীর্ঘ-কলেবর ;
কম্পিত হইল গঙ্গা, ফিরাইল গতি,
পতি-দরশনে যেতে এমন দুর্গতি !
নোয়াইয়ে শির বাণ সুরধুনী-পায়,
বলিতে লাগিল বাণী নগেন্দ্রকন্যায়,
"আমি গো সাগর-দূত, সাগরে বসতি,
এসেছি তোমায় লতে অতি দ্রুতগতি,
তোমার বিরহে তব পতি রত্নাকর
করিতেছে ছটফট পড়ে নিরন্তর,

অবিরত কাঁদিতেছে তোমার কারণ,
দিবসে বিশ্রাম নাই, রেতে জাগরণ,
নিতান্ত অধীর সিন্ধু মানে না প্রবোধ,
ভাঙ্গিতেছে চড়াইয়ে আপনার রোধঃ,
অতঃপরে কোপভরে পাঠালে আমায়,
বলে দিল, লয়ে যেতে সত্বরে তোমায়।
অতএব চল ত্বরা জাহ্নবী সুশীলে,
হারাবে প্রাণের পতি বিলম্ব করিলে।
জানি আমি পথ ঘাট সদা আসি যাই,
আমার সহিত চল, কোন ভয় নাই।"

নীরব হইল বাণ; জাহ্নবী বলিল,
"তোমায় হেরিয়ে বাপু চিত্ত জুড়াইল,
তুমি অতি বীর বাণ, তেজে প্রভাকর,
নির্ভয়ে তোমার সঙ্গে যাইব সাগর।
যেতে যেতে বল বাণ! নানা বিবরণ,
কলিকাতা কত দূর, নগরী কেমন?"
গঙ্গার বচনে বাণ নাচিতে লাগিল,
ভাসিয়ে আনন্দ-নীরে হাসিয়ে ভাসিল,
"বিবরণ বলি তবে শুন ভীষ্মমাতা,
ওই ঘুষুড়ির ট্যাঁক পরে কলিকাতা।
অপূর্ব্ব নগরী, মরি! কে বর্ণিতে পারে,
অলকা অমরাপুরী শোভা একাধারে।
বিরাজিত ঘাটে সিন্ধুপোত অগণন,
ভাসিতেছে জলে যেন দেবদারু-বন।

কলের জাহাজ কত, ছোট ছোট ছোট,
বজ্‌রা, ভাউলে, ভড়, কত গাদাবোট ;
কত দ্রব্য আসে যায় সংখ্যা নাহি তার,
হইতেছে বাণিজ্যের ষোড়শোপচার।
ওই গঙ্গা, দেখ বাগবাজারের ঘাট,
অপূর্ব্ব আহিরীটোলা বণিকের হাট,
ওই দেখ নিমতলা সমাধি শ্মশান,
সু-উচ্চ পাতুরেঘাটা জগন্নাথ-স্থান,
ওই দেখ টাঁকশাল টাকা-করা কল,
ওই রেলওয়ে ঘাট আরোহীর দল,
ওই দেখ বানহৌস প্রকাণ্ড ভুবন,
পরমিট, ডাকঘর নির্ম্মিত নূতন,
ওই মেট্‌কাফ্‌-হাল্‌ পুস্তক-আলয়,
আছে যথা সমাচার পত্র সমুদায়,
ওই গো বাঙ্গাল বেঙ্ক নোটের জনক,
ওই জলতোলা কল জীবন-দায়ক,
এই চাঁদপালঘাট সোপান সুন্দর,
দেখ দেখ নগরীর শোভা মনোহর,
প্রমদার মনোরম্য ইডেন উদ্যান,
লাল পাতা নব ফুল সুরভি-আঘ্রাণ,
সুদীর্ঘ গড়ের মাঠ সুদৃশ্য কেমন,
আচ্ছাদিত দূর্ব্বাদলে নয়ননন্দন,
পরিসর বর্ত্ম ব্যূহ হিঙ্গুল-বরণ,
উচু নীচু কোন স্থানে নহে দরশন,
বীরকীর্ত্তি মনুমেণ্ট পরশে গগন,
কলিকাতা-হাতে রাজদণ্ড সুশোভন,

তার কাছে শোভে এক দরমার ঘর,
গীত বাদ্য নাটলীলা তাহার ভিতর,
ভ্রমিতেছে কত লোক নানা বেশ ধরি,
শকটে চরণে কেহ কেহ অশ্বোপরি,
চেরেট বিরুচ বগী ফিটান সত্বরে
ঘুরিতেছে মাঠময় ঘর ঘর করে,
জামাজোড়া দাড়ী তেড়া কোচ্‌ম্যান্‌-গায়,
তুলে শির যেন তীর জুড়ী ছুটে যায় ;
প্রথমে সাহেব বিবি আলো করি যান,
রতিপতি রতি সনে হয় অনুমান,
দ্বিতীয়েতে অপরূপ শোভা বিমোহন,
বিলাতি বালিকা দুটি যুবতী দুজন
বসিয়াছে গায় গায় কেহ কারো কোলে,
ফুল-ভরা সাজি যেন মালি-করে দোলে,
তৃতীয়েতে সুসজ্জিত বাঙ্গালি সুশীল
ফিরিতেছে হাস্যমুখে খাইয়ে অনিল।
চতুর্থে চক্ষুর শূল লম্পট অধম,
বসেছে স্বৈরিণী সনে, হাবাতে বিষম,
কুলাঙ্গার দুরাচার, নাহি কিছু লাজ,
ধিক্‌ ধিক্‌ শত ধিক্‌, পড়্‌ মুণ্ডে বাজ।
কত দিনে ফিরিবে মা, বঙ্গের ললাট,
সভ্যতায় মুক্ত হবে অন্দর-কবাট,
বেড়াবে বাঙ্গালি বাবু গাড়ীতে বসিয়ে,
পতিপরায়ণা বামা বামেতে লইয়ে।

সারি সারি অট্টালিকা শোভা মনোহর,
প্রান্তরের ধারে ধারে শোভিত সুন্দর ;
বড় সাহেবের বাড়ী বড় বড় মত,
সুন্দর তোরণ শোভে, বাতায়ন কত,
প্রশস্ত প্রাঙ্গণ, উচ্চ দ্বার-চতুষ্টয়,
পাহারা দিতেছে তথা সেপাই-নিচয়।
বিশাল টাউন হাল, মোটা মোটা থাম,
হিতকার্য্য-সাধা সভা করিবার ধাম।
দক্ষিণে রক্ষিত দুর্গ শক্ত অতিশয়,
বিজয়পতাকা ওড়ে শক্র-পরাজয়,
প্রশস্ত প্রাচীর উচ্চ আচ্ছাদিত ঘাসে,
বিরাজে কামান, অরি নিশ্বাসে বিনাশে,
চৌদিকে গভীর গড় রচিত ইষ্টকে,
পূর্ণ হয় জলে যাহা চক্ষের পলকে ;
ক্ষুদ্র বর্ত্ম বক্রভাবে নেবেছে ভিতর,
অভেদ্য দুর্গের দ্বার নিতান্ত দুস্তর,
অকাট্য কবাট স্থূল বজ্রসম রোধ,
মিত্রগণ-সুগতি অরাতি-গতিরোধ।

মনোহর যাদুঘর আশ্চর্য্য আলয়,
ধরার অদ্ভুত দ্রব্য করেছে সঞ্চয়,
দেখিলে সে সব নিধি স্থিরচিত্ত হয়ে
ঈশ্বর-মহিমা হয় উদয় হৃদয়ে ;
বিরাজে পুস্তকপুঞ্জ বিজ্ঞান-দর্পণ,
মীমাংসা করেছে সবে জলের মতন।

রজনী হইল, মাতঃ, গেল দিনমণি,
নীলাম্বরে কনেবউ সাজিল ধরণী ;
দীপরত্ন হর্ম্ম্য-হারে জ্বলিয়া উঠিল,
ও পারে সন্ধ্যার গাড়ী বেগে ছেড়ে দিল ;
সদাগর গেল চলে চাবি তালা দিয়ে,
দলে দলে মুটেদল চলিল হাসিয়ে।
দ্বারবান্-গণ মিলে একত্র বসিল,
তুলসীর দোঁহারত্ন পড়িতে লাগিল।
খেয়া বন্ধ হল লোক নাহি যায় পারে,
স্পন্দহীন ফেরি বাস্পতরি নদী-ধারে ;
নৌকায় নাবিকগণ ভাত চড়াইল,
নাটুরে ঘষিয়ে দাদ তান ছেড়ে দিল।

এই বেলা একবার তুলিয়ে শরীর,
দেখ গঙ্গে, অপরূপ শোভা নগরীর ;
জ্বলিতেছে দীপপুঞ্জ, দুলিতেছে পাখা,
গ্যাসালোকে কলিকাতা যেন আভামাখা ;
মাঝে মাঝে পথ বয়ে আলো চলে যায়,
ঝরা-তারা-গতি যথা আকাশের গায়,
অনুমান, কলিকাতা করিয়াছে সাজ,
পরিয়াছে হীরা মণি পান্না পেসোয়াজ,
নাচিতেছে তব কাছে ভঙ্গিমায় ভরি,
শচীর সমীপে যথা উর্ব্বশী সুন্দরী।

নগরী-ভিতর, মাতা, অতি চমৎকার,
মন্দাকিনী-রূপ ধরে দেখ শোভা তার ;

কত বাড়ী কত বর্ত্ম সংখ্যা নাহি হয়,
নিবসে বিবিধ-দেশ-মানব-নিচয়।
ভাল-জল লালদীঘি হিম সরোবর,
চারি ধারে ফুলবন শোভা মনোহর,
দুই ধারে দুই ঘাট সুন্দর সোপান,
চৌদিকে লোহার রেল শূলের সমান ;
তার পর রাজপথ অতি পরিসর,
তার পরে হর্ম্ম্যমালা দীর্ঘ-কলেবর,
চারি দিকে অট্টালিকা মধ্যে সরোবর,
অপরূপ-দরশন অতীব সুন্দর।

প্রকাণ্ড প্রাসাদ উচ্চ জ্বর-হাস্পাতাল,
ছাদে উঠে ছোঁয়া যায় আকাশের গাল,
সুন্দর সোপান থাম ঘর-পরিকর,
নির্ম্মাণ করেছে যেন ক্ষোদিয়ে ভূধর।
দেখ মাতা, গোলদীঘি, বড় রক্ত জোর,
বিরাজে দক্ষিণ দিকে হেয়ারের গোর,
দীন দুঃখী শিশুদের পরম আত্মীয়,
বঙ্গের বদান্য বন্ধু প্রাতঃস্মরণীয়,
বাঙ্গালির উন্নতির নির্ম্মল নিদান,
যার জন্যে করেছেন সর্ব্বস্ব প্রদান।
উত্তরে বিরাজে হিন্দু কালেজ গম্ভীর,
গৌরবে উজ্জ্বল মুখ, উন্নত শরীর,
বিদ্যা-প্রবাহের মূল, সভ্যতা-আকর,
দিয়াছেন তেজঃপুঞ্জ রতন-নিকর।

দেয়ালে রয়েছে ওই হেয়ারের ছবি,
তারক দাঁড়ায়ে কাছে জ্ঞানালোক-রবি,
লায়ালের ট্যাব্‌লেট্‌ দয়া-পরিচয়,
উ(ই)ল্‌সনের ছবিখানি যেন কথা কয় ;
হেয়ারের শুভ্রমূর্ত্তি প্রস্তরে খোদিত,
কালেজের প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে স্থিত।

এই বার কর, মাতা, সুখে নিরীক্ষণ,
কালেজ রতনচয় মহামহাজন,—
সুবিজ্ঞ রসিককৃষ্ণ ইষ্ট-অভিলাষ,
মনোবৃত্তি-শাস্ত্রবিদ্‌ অধর্ম্মের ত্রাস,
প্রণয়ে হৃদয় পূর্ণ, সহাস আনন,
'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' কর দরশন ;
প্রবল-রসনা রামগোপাল গম্ভীর,
স্বদেশ-রক্ষার ভীম, সদা উচ্চ-শির,
অসমসাহস-ভরা, অন্যায়ের অরি,
সভ্যতার সেনাপতি, কল্যাণ-কেশরী ;
প্রসন্নকুমার ধীর বিজ্ঞ মহাশয়,
মনুর ব্যবস্থা-বেত্তা মঙ্গল-আলয় ;
নিরপেক্ষ হরচন্দ্র জানা নানা মতে,
সুবিজ্ঞ বিচারপতি ছোট আদালতে।

বাণের বচনে গঙ্গা হয়ে হরষিত,
জিজ্ঞাসিল মধুস্বরে ব্যগ্রতা-সহিত,
"বল বাণ বিচক্ষণ-ভয়ঙ্কর-কায়,
স্বাধীন-স্বভাব বিজ্ঞ পণ্ডিত কোথায় ?

পরাশর-অনুরাগী রম্য-রীতি-পাতা,
না দেখিলে তাঁরে বৃথা আসা কলিকাতা।”
গঙ্গার বচনে বাণ আনন্দে হাসিল,
ধীরে ধীরে জাহ্নবীরে বলিতে লাগিল,
“পূর্ব্ব দিকে একবার ফিরায়ে নয়ন,
দেখ ওই গুটিকত অমূল্য রতন,—
বিদ্যার সাগর বিদ্যাসাগর প্রবর,
দীনজন-লালন-পালন-তৎপর,
মাতৃভক্তি-ভরা চিত্ত, কাছে গিয়ে মার
অদ্যাপি শিশুর মত করে আবদার ;
বিধবা-বিবাহ বিধি যুক্তির বিচার,
খণ্ডাতে পারে নি কেহ শাস্ত্রমত তার ;
অমিয়া-লহরী-যুত রচনা-নিচয়,
ললিত-মালতীমালা-কোমলতাময়,
সাহিত্য-সহজ-পথ উপক্রমণিকা,
পড়িয়া পণ্ডিত কত বালক বালিকা ;
সংস্কৃত কালেজ যাঁর যতন কৌশলে,
লভিয়াছে এত যশঃ মানবমণ্ডলে ;
দেশ-অনুরাগ-স্রোতঃ বহিছে হৃদয়ে,
‘বেঁচে থাক বিদ্যাসিন্ধু চিরজীবী হয়ে।’
সুবিজ্ঞ ভরতচন্দ্র স্মৃতিশাস্ত্রবিৎ,
বঙ্গেতে যাঁহার সম নাহিক পণ্ডিত,
প্রাচীন নবীন স্মৃতি যাঁর কণ্ঠহার,
কান্তিপুষ্ট কলেবর ঋষির আকার।
ধীর প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহান্,
অলঙ্কার-গৃহে বিদ্যা করিতেছে দান,

সুকঠিন নৈষধ রাঘবপাণ্ডবীয়,
করেছেন উভয়ের টীকা রমণীয়।
সুতীক্ষ্ণ-শেমুষী তারানাথ মহাশয়,
শব্দশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বিচারে দুর্জ্জয়,
কাব্য ন্যায় স্মৃতি আদি শাস্ত্র আছে যত,
সকল সংগ্রহ আছে দেখ নানামত।
ওই জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন,
দর্শনেতে সুদর্শন, বিচারে শমন,
ন্যায় সাঙ্খ্য পাতঞ্জল আর বৈশেষিক
মীমাংসা বেদান্ত শাস্ত্রে দ্বিতীয় নাহিক।
সাহিত্য-শোভিত কবি মদনমোহন,
মরিয়া জীবিত দেখ কীর্ত্তির কারণ,
বিদ্যাসাগরের বন্ধু, বিদ্যায় মিলন,
বাসবদত্তার পিতা রসিক-রতন।
সাহিত্য-সবিতা শ্রীশ সুমিষ্ট পাঠক,
বিধবা সধবা করা পথ-প্রদর্শক,
লভিয়াছে পাঠালয়ে খ্যাতি চমৎকার,
কবিতার পুরস্কার একায়ত্ত তার।
বিদ্যাবিশারদ বিদ্যাভূষণ গম্ভীর,
সোমবারে সুধা ক্ষরে যার লেখনীর।
গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন বিদ্যারত্নাকর,
দশকুমারের অনুবাদক প্রবর।
সুপণ্ডিত বিজ্ঞ তারাশঙ্কর সুশীল,
কঠিনতা সনে যার মধুরতা মিল,
চন্দ্রাপীড়-সম শব পড়ে ধরাতলে,
কাঁদিতেছে কাদম্বরী ভাসি আঁখিজলে।

লম্বমান মৃত দেহ গলায় বন্ধন,
মেধার সাগর রামকমল রতন।
সুযোগ্য অনুজ কৃষ্ণকমল তিলক,
বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক।
সহকারী রাজকৃষ্ণ কাঞ্চন-বরণ,
যার করে জ্বলে টেলিমেকস রতন ;
হাস্যমুখ বিদ্যাবন্ত কিবা অধ্যাপক,
এক বৃন্তে যেন দুটি বিজ্ঞান-চম্পক।

মহামতি প্রসন্নকুমার মহাশয়,
বিদ্যা বিস্তারিতে দেশে প্রফুল্লহৃদয়,
মিষ্টভাষী বিচক্ষণ স্বভাব-গম্ভীর,
বাঙ্গালায় অঙ্কশাস্ত্র করেছে বাহির,
যোগ্যবর প্রিন্সিপাল সংস্কৃত কালেজে,
দেবগণ-মাঝে যেন দেবরাজ সাজে।

খৃষ্টধর্ম্মে মতি কৃষ্ণমোহন পবিত্র,
বিদ্যাবিশারদ অতিবিশুদ্ধ-চরিত্র,
স্বদেশের হিতে চিত্ত প্রফুল্লিত হয়,
লিখিয়াছে নীতিগর্ভ প্রবন্ধ-নিচয়।
বিজ্ঞেন্দ্র রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞান-আধার,
বিলাত পর্য্যন্ত খ্যাতি হয়েছে বিস্তার,
ভূতপূর্ব্ব-বিবরণে দক্ষতা অক্ষয়,
ক্ষত্র-বংশে তুলেছেন সেনরাজচয়,
রহস্যসন্দর্ভ-পত্র-যোগ্য-সম্পাদক,
পিতৃহীন ধনশালী শিশুর শিক্ষক।

সুভব্য ভূদেব বিজ্ঞ পণ্ডিত সুজন,
গুরুমহাশয়-গুরু শুভ-দরশন,
বঙ্গদেশ-সাহিত্যের উন্নতি-সাধক,
কাটিতেছে সুযতনে অজ্ঞান-কণ্টক,
রবি শশী ছাত্রদ্বয় অতি উচ্চমন,
ক্ষেত্রনাথ বীর, ধীর শরৎ রতন।
চোরবাগানের পুষ্প পিয়ারীচরণ,
যাহার ইংরাজী বই পড়ে শিশুগণ,
করিতেছে সুযতনে ভাল নিবারণ
হীনমতি সুরাপান-বিষম-শমন।

সহজ ভাষার পাতা পণ্ডিত বিশাল,
প্যারীচাঁদ 'আলালের ঘরের দুলাল'।
সাহসী কিশোরীচাঁদ ফীল্ড-সম্পাদক,
লিখিতে বলিতে পটু, স্বদেশ-পালক।
কনক-কন্দর্প-কান্তি দক্ষিণারঞ্জন,
সুলেখক সাহসিক, মধুর-বচন,
তাঁহার প্রদত্ত স্থানে দেখ বিরাজিত,
বালা-বিদ্যালয় সহ অশোক লোহিত,
বেথুন-স্থাপিত ওটি—দাতা, মহাশয়,
হেয়ারের তুল্য বন্ধু, সুশীল, সদয়।
জগদীশ পুলিস-রতন বিজ্ঞবর,
তানলয়ে গাইতেছে গীত মনোহর।
মহাকবি মাইকেল গাম্ভীর্য্য-মণ্ডিত,
প্রবল-কবিতা-স্রোতঃ বেগে প্রবাহিত,

যত্নশৈলে শব্দসিন্ধু করিয়া মন্থন,
অমিত্রাক্ষরের সুধা করেছে অর্পণ,
'তিলোত্তমা' 'মেঘনাদ' কাব্য চমৎকার,
'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে বাজে মধুর সেতার।
রাজেন্দ্র সুধীর বিজ্ঞ দত্ত-কুল-কেতু,
হোমিওপেথির বৈদ্য বিপদের সেতু।
জ্ঞানাগার কালীকৃষ্ণ স্বভাব-বিনত,
বারাসতে প্রাণরক্ষা করে শত শত।
মেডিকেল কালেজে নিদান অধ্যয়ন,
প্রজ্বলিত দেখ কত ভিষক-রতন,—
প্রবীণ নবীনকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ কবিরাজ,
যার করে মহারোগ পেয়ে যায় লাজ ;
প্রাণদানে দক্ষ দুর্গাচরণ প্রধান,
বিচক্ষণ কবিরাজ, জিহ্বায় নিদান,
শিখেছিল সূক্ষ্মমতি বিনা উপদেশ,
রোগব্যূহ-ব্যূহভেদ-করণ উদ্দেশ ;
গুণবন্ত চন্দ্র দেব রোগীর নিস্তার,
জর্ম্যান্-বৈদ্যশাস্ত্র-অনুবাদকার ;
জগদ্বন্ধু গুণসিন্ধু সুদক্ষ ভিষক,
সুপণ্ডিত কবিরাজ কালেজ-তিলক ;
নানাবিদ্যাবিশারদ মহেন্দ্র প্রবর,
নয়ন-রোগের শান্তি, দয়ার সাগর,
উষায় বসিয়া ঘরে করে বিতরণ
অকাতরে দীন জনে ঔষধ-রতন ;
দুর্গাদাস ব্যাধিত্রাস অধ্যাপকবর,
পালায় পরশে যার জ্বর ভয়ঙ্কর,

বাঙ্গালা সাহিত্যে ভাল আছে অধিকার,
'সুবর্ণ-শৃঙ্খল' নামে নাটক তাঁহার ;
দেয়ালে রয়েছে মধু ছবিতে চাহিয়ে,
শিখেছিল এনাটমি আগে জাত্ দিয়ে।

দেখি হিন্দু-প্যাট্রিয়ট্ পত্র মনোহর,
স্বদেশের শুভদানে ফুল্ল-কলেবর,
কোথা হতে হল পত্র ধরি কি উপায়,
তাহার সংক্ষেপ বার্ত্তা বলি তব পায়,
পক্ষিচঞ্চুচ্যুত বীজে ভীম তরুবর,
অবিরাম বারিস্রোতে ক্ষোদিত প্রস্তর,
প্রাজ্ঞে যদি করে অধ্যবসায় বরণ,
আশা ফলবতী হয়, অসাধ্য সাধন,
নিরুপায় হরিশ যতন সহকারে
লভিল বিপুল বিদ্যা কষ্টে অনাহারে,
লোকযাত্রা নির্ব্বাহের হল সমাধান,
আরম্ভিল প্যাট্রিয়ট্ দেশের কল্যাণ,
হরিশ উঠিল বেড়ে বিদ্যার প্রভায়,
বঙ্গকুল-চূড়ামণি, দীনের উপায়,
প্রজার পরমবন্ধু অতিহিতকর,
ভারত ভরিল যশে, হল সমাদর,
হরিশের লেখনীর জোর বিজাতীয়,
প্যাট্রিয়ট্ দেশে দেশে হল বরণীয়,
বেড়ে গ্যাল কলেবর, বিভব বাড়িল,
বিলাতে বিলাতবাসী গণ্য বলে নিল

মরেছে হরিশ দেশ ভাসিয়াছে শোকে,
ভাল লোক হলে বুঝি থাকে না এ লোকে ?
বিজ্ঞবর কৃষ্ণদাস এবে সম্পাদক,
সাহসিক প্রজাবন্ধু পারগ লেখক।
দেখ গো 'বেঙ্গলি' পত্রী, ভাষা সুললিত,
বিরাজে গিরিশ-করে বিদ্যা-বিমণ্ডিত।
'শিক্ষা সমাচার' পত্র শিক্ষা করে দান,
সজোর মধুর ভাষা, যায় নানা স্থান।
ইণ্ডিয়ান মিরারের পবিত্র শরীর,
ব্রাহ্মধর্ম্ম-কথা কয় বচন গম্ভীর।
ন্যাশন্যাল পেপারের ভাষা মনোহর,
সাধিতে স্বদেশ হিত লয়েছে আসর।
ওই দেখ 'প্রভাকর'-পত্র-যন্ত্রালয়,
এক বিনা একেবারে অন্ধকারময়,
মরেছে ঈশ্বর গুপ্ত রবি সম্পাদক,
লেখনীতে বিকাশিত কবিতা-চম্পক,
অনায়াসে বিরচিত সুধার পয়ার,
কবির দলের গীত বসন্তবাহার,
সমাদর করিত কোরক কবিগণে,
সকলের প্রিয়পাত্র, জানে সর্ব্বজনে,
রসিকের শিরোমণি কৌতুক-রতন,
ভেঙ্গেছিল ভাল মান সুধা বরিষণ।
অক্ষয়কুমার বিজ্ঞবর মহামতি,
পরিষ্কার মিষ্ট ভাষা করেছে সংহতি।
বাহ্যবস্তু ধর্ম্মনীতি চারুপাঠ-চয়,
এডিসন বঙ্গে বুঝি হয়েছে উদয়।

কবিবর রঙ্গলাল রসিক-রতন,
নানা ছন্দে কবিতারে করেছে বরণ,
চলিলে লেখনীলতা ইচ্ছা-সমীরণে,
নিমেষে ধরণী ভরে পয়ার-সুমনে,
দিয়াছে তনয়াদ্বয় সাহিত্য-সংসারে,
'কর্ম্মদেবী' 'পদ্মিনী' শোভিতা রত্নহারে

ওই দেখ রাজবাড়ী রম্য অট্টালিকা,
সম্মানের সরোজিনী সম্পদ-নায়িকা,
জ্বলিতেছে ঝাড়বৃন্দে বাতি-পরিষ্কর,
ঢুলিতেছে চন্দ্রাতপ শোভা মনোহর,
চৌদিকে দেয়ালগিরি সারি সারি থামে,
বিরাজে দালানে দুর্গা যেন গিরিধামে ;
পেতেছে গালিচা বড় ঢাকিয়ে প্রাঙ্গণ,
বিহারে চেয়ারশ্রেণী সংখ্যা অগণন,
বসিয়াছে বাবুগণ করি রম্য বেশ,
মাথায় জরির টুপি, বাঁকাইয়ে কেশ,
বসেছে সাহেব ধরি চুরট বদনে,
মেয়াম ঢাকিছে ওষ্ঠ মোহন ব্যজনে,
নাচিছে নর্ত্তকী দুটি কাঁপাইয়ে কর,
মধুর সারঙ্গ বাজে কল মনোহর,
সু-লয়ে মন্দিরে বাজে ধরা দুই করে,
সু-তানে তবলা বাজে রঞ্জিত কোমরে,
পাখা হাতে বেহারা অবাক শোভা হেরে,
তুষিতে সাহেবে শীধু মাঝে মাঝে ফেরে ;

সম্মান-সবিতা রাধাকান্ত মহারাজ,
আসীন লইয়ে বিজ্ঞ পণ্ডিত-সমাজ,
ঋষিরূপ বৃদ্ধ ভূপ শ্রদ্ধার ভাজন,
জ্ঞানজ্যোতিঃ বিস্ফারিত উজ্জ্বল নয়ন,
রাজা হয়ে করিয়াছে আদর বিদ্যার,
কল্পদ্রুম-সম 'শব্দকল্পদ্রুম' তাঁর,
নিরমল শুভ্র যশঃ করীন্দ্র-বরণ
স্থলপথে জরমানি করেছে গমন।

ওই দেখ পাকপাড়া রাজাদের ধাম,
চলিছে দয়ার কর নাহিক বিরাম,
বিরাজে প্রতাপচন্দ্র রাজা মহাশয়,
দেশ-অনুরাগে ভরা সুশীলতাময় ;
মরেছে ঈশ্বরচন্দ্র সুভব্য সোদর,
করেছিল নাটকের বিপুল আদর,
নিরানন্দে বেলগেছে-বিলাসকানন,
কাঁদিতেছে 'রত্নাবলী,' যত বন্ধুগণ।

দানশীল কালী সিংহ বিজ্ঞ মহোদয়,
সত্য 'সারস্বতাশ্রম' যাহার আলয়,
পণ্ডিতে পালন করে, আপনি পণ্ডিত,
'ভারতের' অনুবাদ পণ্ডিত সহিত,
বিপুল বিভব, যেন অবনী-ধনেশ,
দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ,
রহস্য কৌতুক হাসি রসিকতা ভরা,
'হুতোমপেঁচা'র ধাড়ী পড়েছেন ধরা।

মান্যবর রমানাথ ঠাকুর-রতন,
ভকতিভাজন বিজ্ঞ সভা-আভরণ,
মানীর সম্মান করে দীনের পালন,
ভদ্র-মহোদয়-ঘরে ভদ্র আচরণ।
বিমল যশের কেতু যতীন্দ্রমোহন,
নতভাব সদালাপ সুখ-দরশন,
সদা ব্যস্ত প্রজাগণ-মঙ্গলের লাগি,
সুকাব্য-নাটক-প্রিয় দেশ-অনুরাগী।

ওই দেখ রাজেন্দ্র-মল্লিক-রম্য-বাড়ী,
দ্বারে শিখ দ্বারবান ভয়ানক-দাড়ি,
রয়েছে দেশের পশু পক্ষী মনোলোভা,
রচিত সোণার গাছে মুক্তাফল শোভা,
ওই দেখ মতিশীল-সুন্দর-ভবন,
হীরা চুনি পান্না যথা অমূল্য রতন।
ভাগ্যবন্ত দিগম্বর সুখ্যাতি-ভাজন,
ব্যবস্থা-সভার সভ্য সত্যপরায়ণ।

ভুবনে কৈলাস-শোভা ভূ-কৈলাস ধাম,
সত্যের আলয় শুভ সত্য সব নাম,
চারি দিকে কাটা গড় কেমন সুন্দর,
খিলানে নির্ম্মিত সেতু, বর্ত্ম পরিসর,
পথের দু কূলে শোভে বকুলের ফুল,
তপন-তাপেতে তারা অতি অনুকূল;
বিরাজে ঠাকুর-ঘরে হেম-দশভুজা,
পট্টবাসাবৃত বিপ্র করিতেছে পূজা।

হাইকোর্ট বিচারের আসন-নীরজ,
এদেশের শম্ভুনাথ বসিয়াছে জজ,
সুদক্ষ বিচারে অতি, নিরীহ নিতান্ত,
গুণে যুধিষ্ঠির ধীর, রূপে রতিকান্ত।
আইন-পারগ রমাপ্রসাদ প্রবর,
সাধিতে স্বদেশ-হিত ছিল তৎপর,
প্রথমে বিচারপতি সেই বিজ্ঞ হয়,
অস্তমিত হল কিন্তু না হতে উদয়,
অভিষেক-দিনে গেল শমন-ভবনে,
কোথা রাম রাজা হয় কোথা গেল বনে !

সুখে দৃষ্টি কর ব্রাহ্মসমাজ-ভবন,
বিশ্বসংসারের সার-ধর্ম্ম-নিকেতন ;
মহামহামতি রামমোহন ধীমান্,
ভ্রম-কুজ্ঝটিকা-রবি জ্ঞানের নিদান,
বিকসিত রসনায় শত ভাষা তার,
বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পাতা, অধর্ম্ম-প্রহার,
দীপ্তিমতী জ্ঞানজ্যোতিঃ হইল উদয়,
দেবদেবী কদাচার অন্ধকার ক্ষয়,
সাধিতে স্বদেশ-হিত দেখিতে কৌতুক,
গিয়াছিল বিলাতেতে সুপ্রফুল্ল মুখ,
করেছিল বিধবা-বিবাহ অনুষ্ঠান,
সফল না হতে প্রাণ করিল প্রয়াণ ;
গিয়েছে মহাত্মা রোপি ধর্ম্মের পাদপ,
বিস্তারিত এবে বহু পল্লব বিটপ।

ধার্ম্মিক দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম-উপাসক,
ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ কলুষ-নাশক ;
ব্রহ্মধ্যানে গদগদ সনীর নয়ন,
ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তারিতে বিক্রীত জীবন।
সত্যেন্দ্র তাহার পুত্র আদি সিভিলান,
ধীরমতি ব্রাহ্মবর বঙ্গের সম্মান।
পূর্ণানন্দ হাস্য মুখ রাজনারায়ণ,
সুললিত ভাষা যার সুধা-বরিষণ,
ব্রাহ্মধর্ম্ম-মর্ম্ম-কথা বিকসিত তায়,
প্রথমে কেশব যাতে তত্ত্বজ্ঞান পায়।
ওই দেখ ব্রহ্মানন্দে বিমত্ত অঘোর,
তীব্রমূর্ত্তি ব্রাহ্মবীর কেশব কিশোর,
বহিছে প্রচণ্ড-বেগে ভরে জিহ্বাদেশ,
ব্রহ্ম-মহিমার বাণী ধর্ম্ম-উপদেশ।

দেখ আদি বারিষ্টর জ্ঞানেন্দ্রমোহন,
বিমল খৃষ্টানদল-কৌস্তুভ-রতন।
ওই দেখ আবদুল লতিফ ললিত,
বিচক্ষণ মুসল্‌মান সভ্যতা-শোভিত,
বাড়াইতে বিদ্যা-ভক্তি স্বজাতির দলে
স্থাপন করেছে সভা যতনে কৌশলে,
হতেছে তাহাতে দেখ অজ্ঞান-নিপাত,
যতন-তরুতে ফল ফলে অচিরাৎ।

দেখা হল কলিকাতা, চল ভবায়না,
সাগরের হবে রোষ, করিবে লাঞ্ছনা,—

থাক থাক ক্ষণকাল, জাহ্নবি সুন্দরি,
স্থলেতে জলজ-শোভা যাও দৃষ্টি করি,
বিনোদ-বাসনা লালবিহারী ধীমান্,
সরল-স্বভাব ধীর গভীর-বিজ্ঞান,
অবাধে লেখনী চলে, ভাষা মনোহর,
মধুর বচনে তুষ্ট মানবনিকর,
খৃষ্টধর্ম্ম-অবলম্বী ধর্ম্ম-সুধাপান,
অভিলাষী দিবানিশি দেশের কল্যাণ।”

অবশেষে বাণ বীর করিলেন চুপ,
পরিহার করে গঙ্গা মন্দাকিনী-রূপ।
ছাড়াইয়ে গড় গঙ্গা হরিষ-অন্তর,
মধুস্বরে বলিল বচন মনোহর,
“শুন হে সাগর-দূত বাণ মহাশয়,
খেজরির পথে যেতে বড় ভয় হয়,
ছাড়াইলে উলুবেড়ে ধরিবে ভীষণ
রেড়ো নদ দামোদর রুধির-বরণ,
রূপনারায়ণ নদ ভয়ঙ্কর-কায়
গেঁয়োখালি মোহানায় ধরিবে আমায়,
হীরাঘাট মরুভূমি নাহি কোন সুখ,
তার পরে ভয়ঙ্কর হল্‌দির মুখ,
যথায় কাঁশাই নদী সুবক্রগামিনী,
সুন্দর-মেদিনীপুর-নগর-শোভিনী,
খাইতেছে হাবুডুবু নাহিক সহায়,
এমন ভীষণ পথে ভদ্রলোকে যায়?

অতএব শুন বাণ পুরুষ-রঞ্জন,
এই পথে কর তুমি সত্বরে গমন,
লয়ে যাও বড় স্রোতঃ তরঙ্গনিচয়,
দেখো যেন চড়া এসে নাহি করে ক্ষয়।
ভীতা সঙ্কুচিতা সদা অবলা মহিলা,
কোমলা সুধীরা স্থিরা অতি লাজশীলা,
বাম দিকে যাব আমি করিয়াছি স্থির,
বনফুলে দামদলে ঢাকিব শরীর।”

শুনিয়ে গঙ্গার বাণী বাণ নতশির
চলে লয়ে ভাগীরথী-স্রোতঃ সুগভীর,
ছাড়াইয়ে খেজুরি নগরী অতঃপর,
প্রবেশিল মহাবেগে সাগর-ভিতর।
ছেড়ে দিয়ে বড় স্রোতঃ গঙ্গা চলে বামে,
উতরিল কালীঘাটে আদি-গঙ্গা নামে,
যথায় বিরাজে কালী ভীষণরসনা,
ভ্রম-ঘোরে তাঁরে নরে করে উপাসনা,
কুলবধূ, রাজরাণী, যাহাদের অঙ্গ
দেখে নি কখন কেহ ভেক কি ভুজঙ্গ,
বেড়ায় এখানে ঘুরে ধরিয়ে অঞ্চল,
যথায় যাত্রীর দল তথা অমঙ্গল ;
ছাগ-মেষ-মহিষ-রুধির করি পান,
বনের ভিতরে গঙ্গা করিল প্রয়াণ।
নিবিড় সুন্দরবন ব্যাঘ্র-ভয়ঙ্কর !
শুকাইল জাহ্নবীর ভয়ে কলেবর,

একাকিনী নারায়ণী কাঁদিতে লাগিল,
কালু রায় দক্ষিণ রায়ের পূজা দিল।
রাজপুর কোদালিয়া মালঞ্চ নগরে
গঙ্গার নয়ন-নীরে গঙ্গা ঘরে ঘরে,
ঘোষের বসের গঙ্গা, গঙ্গা ধান-বনে,
পরশনে দরশনে মোক্ষ গণে মনে।

মলিন-হৃদয়ে গঙ্গা চলিতে লাগিল,
গঙ্গাসাগরেতে পরে আসি উতরিল,
পরি তথা শাঁখা শাড়ী সিন্দুর চন্দন,
হাস্যমুখে সাগরে করিল আলিঙ্গন।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

জামাই বারিক

দীনবন্ধু মিত্র

[১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মূল্য পাঁচ সিকা

অগ্রহায়ণ, ১৩৫০

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৪—২৬।১১।৪৩

ভূমিকা

‘বিয়ে পাগলা বুড়ো’, ‘সধবার একাদশী’, ‘লীলাবতী’র হেমচাঁদ-নদেরচাঁদ প্রসঙ্গ লিখিয়া প্রহসনে দীনবন্ধুর হাত যখন পাকিয়া উঠিয়াছে, ‘জামাই বারিক’ প্রহসনটি সেই পরিণত বয়সের রচনা। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ইহা প্রথম প্রকাশিত হয়। ইহার বৎসরাধিক কাল পরে দীনবন্ধুর মৃত্যু হয়। দীনবন্ধুর জীবিতকালে ইহার একটি মাত্র সংস্করণ হইয়াছিল। সেই প্রথম সংস্করণই বর্ত্তমান সংস্করণে অনুসৃত হইয়াছে।

কথিত আছে যে, ‘জামাই বারিক’ কলিকাতার কোনও এক প্রসিদ্ধ পরিবারের ঘরজামাই করার পদ্ধতিকে ব্যঙ্গ করিয়া রচিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ‘দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী’র ভূমিকা”য় লিখিয়াছেন—“ ‘জামাই বারিকে’র দুই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।” রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘জীবন-স্মৃতি’তে ‘জামাই বারিক’ সম্পর্কে একটি কৌতুককর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কাহিনীটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। স্মরণ রাখিতে হইবে, ‘জামাই বারিকে’র প্রকাশকালে রবীন্দ্রনাথ একাদশবর্ষীয় বালক মাত্র।

> দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের জামাইবারিক প্রহসন যখন বাহির হইয়াছিল তখন সে বই পড়িবার বয়স আমাদের হয় নাই। আমার কোনো একজন দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া সেই বইখানি পড়িতেছিলেন। অনেক অনুনয় করিয়াও তাঁহার কাছ হইতে উহা আদায় করিতে পারিলাম না। সে বই তিনি বাক্সে চাবিবন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিষেধের বাধায় আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল, আমি তাঁহাকে শাসাইলাম, এ বই আমি পড়িবই।
>
> মধ্যাহ্নে তিনি গ্রাবু খেলিতেছিলেন—আঁচলে বাঁধা চাবির গোচ্ছা তাঁর পিঠে ঝুলিতেছিল। তাস খেলায় আমার

কোনোদিন মন যায় নাই, তাহা আমার কাছে বিশেষ বিরক্তিকর বোধ হইত। কিন্তু সে দিন আমার ব্যবহারে তাহা অনুমান করা কঠিন ছিল। আমি ছবির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া ছিলাম। কোনো এক পক্ষে আসন্ন ছক্কাপাঞ্জার সম্ভাবনায় খেলা যখন খুব জমিয়া উঠিয়াছে এমন সময় আমি আস্তে আস্তে আঁচল হইতে চাবি খুলিয়া লইবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু এ কার্য্যে অঙ্গুলির দক্ষতা ছিল না, তাহার উপর আগ্রহেরও চাঞ্চল্য ছিল—ধরা পড়িয়া গেলাম। যাঁহার চাবি তিনি হাসিয়া পিঠ হইতে আঁচল নামাইয়া চাবি কোলের উপর রাখিয়া আবার খেলায় মন দিলেন।

এখন আমি একটা উপায় ঠাওরাইলাম। আমার এই আত্মীয়ার দোক্তা খাওয়া অভ্যাস ছিল। আমি কোথাও হইতে একটি পাত্রে পান দোক্তা সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখিয়া দিলাম। যেমনটি আশা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। পিক ফেলিবার জন্য তাঁহাকে উঠিতে হইল ;—চাবি সমেত আঁচল কোল হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নীচে পড়িল এবং অভ্যাসমত সেটা তখনি তুলিয়া তিনি পিঠের উপর ফেলিলেন। এবার চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্য্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভর্ৎসনা করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না; তিনি মনে মনে হাসিতেছিলেন—আমারও সেই দশা। (১ম সংস্করণ, পৃ. ৮০-৮১)

কলিকাতার প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়—'ন্যাশনাল থিয়েটারে' ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ডিসেম্বর এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ ফেব্রুয়ারি জোড়াসাঁকোর মধুসূদন সান্যালের বাড়ীতে 'জামাই বারিক' অভিনীত হয়।

জামাই বারিক

[১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

"Of all the blessings on earth the best is a good wife ;
A bad one is the bitterest curse of human life."

সদ্‌গুণরাশি শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী বসু

সহৃদারচরিতেষু

ভ্রাতৃস্নেহভাজন রাসবিহারি !

তুমি যে যে প্রদেশে অবস্থান করিয়াছ সকলেরি অল্প অল্প বৃত্তান্ত তোমার লিপিসমূহে প্রাপ্ত হইয়াছি। সেগুলিন এমনি মধুর একবার পাঠ করিলেই কণ্ঠস্থ হইয়া যায়। যদিও আমি অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, তোমাকে কিন্তু কখন কোন স্থানের ইতিবৃত্ত দিই নাই—ইতিবৃত্ত দূরে থাক্‌ তোমার সমুদায় লিপির উত্তর দিয়াছি কি না সন্দেহ। বহুকালের পর তোমাকে একটি অপূর্ব্ব স্থানের ইতিবৃত্ত দিতে সক্ষম হইলাম, সে স্থানের নাম **"জামাই বারিক"**। ইতি।

অভিন্নহৃদয়

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র

নাটকোক্ত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

বিজয়বল্লভ … জমীদার।

অক্ষয়কুমার … বিজয়বল্লভের জামাতা।

পদ্মলোচন … অভয়কুমারের প্রতিবাসী।

মাধব বৈরাগী … আশ্রমধারী বৈষ্ণব।

স্ত্রীগণ

কামিনী…বিজয়বল্লভের কন্যা এবং অভয়কুমারের স্ত্রী।

ভবি ময়রাণী … কামিনীর প্রতিবেশিনী।

হাবার মা, পাঁচী } …বিজয়বল্লভের পরিচারিকাদ্বয়।

বগলা, বিন্দুবাসিনী } …পদ্মলোচনের স্ত্রীদ্বয়।

পারিষদগণ, চোর, জামাইগণ, দাসীগণ, বৈষ্ণবীগণ।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কেশবপুর, বিজয়বল্লভের বৈঠকখানা

বিজয়বল্লভ, ঘটক এবং পারিষদচতুষ্টয়ের প্রবেশ

বিজ। (গদিতে উপবেশনানন্তর) তবে ও সম্বন্ধ ছেড়ে দিতে হল।

ঘট। এমন পাত্র কিন্তু আর মিল্‌বে না, দেখ্‌তে কার্ত্তিকটি, লেখাপড়ায় যত দূর ভাল হতে হয়, বয়স কম বলে এবারে এন্‌ট্রান্স পাশ কর্‌তে ছ্যায় নি।

প্রথম পারি। প্রতিবন্ধকতা কি?

বিজ। আমি আভিরস কত্তে চাই—একটি কুলীনের মেয়ের সঙ্গে ছেলেটির বিয়ে দিয়ে তার পরে পৌত্রীটি সম্প্রদান করি, তা ছেলেটা ছুই বিয়ে কত্তে চায় না।

দ্বিতীয় পারি। ছেলের বাপের মত কি?

বিজ। একালে ছেলে কি বাপ্‌কে মানে? বাপের নিতান্ত ইচ্ছা আমার সঙ্গে এ ক্রিয়া করেন কিন্তু ছেলে বাপের নয়, কোনমতে ছুই বিয়ে কর্‌তে স্বীকার হয় না।

ঘট। যে কাল দিন পড়েছে, আভিরস প্রায় উঠে গেল—রামকানাই বাবু পুত্রের প্রথম স্ত্রী থাকা সত্ত্বে ধনের লোভে বড় মানুষের মেয়ের সঙ্গে তার আবার বিয়ে দিয়েছেন, সে জন্যে কারো কাছে মুখ দেখাতে পারেন না, ভদ্রসমাজে তাঁর হুঁকা বন্দ।

তৃতীয় পারি। তিনি না কালেজ আউট?

ঘট। তা নইলে তাঁকে কে নিন্দে কর্‌তো? তাঁর বন্ধুরা বলে "রামকানাই! এক কামড়ে তিনটি মাথা খেলে"।

চতুর্থ পারি। কার কার?

ঘট। পুত্রের, পুত্রের প্রথম স্ত্রীর, আর বড় মানুষের মেয়ের।

বিজ। এ বংশে আঙ্গিরস ভিন্ন একটিও মেয়ের বিয়ে হয় নি—আমি সুপাত্রের অনুরোধে কুলাঙ্গার হব? ও সম্বন্ধ বিসর্জ্জন দাও।

ঘট। তবে জঙ্গলবেড়ের কুঁচিল বাবুর ছেলের সঙ্গেই সম্বন্ধ স্থির করা যাক্।

বিজ। সুতরাং।

প্রথম পারি। ছেলেটি কেমন?

ঘট। কৃষ্ণবর্ণ কটা চুল, কূপ বলে হয় ভুল
সুগোল গভীর আঁখিদ্বয়,
কিবা শোভা নাসিকার, যেন কূর্ম্ম অবতার,
কপোল যুগল লৌহময়,
ঠোঁট হেরে সারে শোক, যেন দুটি মোটা যোক,
অবশ রুধির করে পান,
অতি লম্বা পদ দুটি, যেন গরানের খুঁটি,
কেটে মাটি করে খান খান;
বসনে বিষম আটা, কভু রজকের পাটা,
আজন্ম করে নি পরশন,
রাখাল রাজের ভাব, কাটেন গরুর জাব,
ধেনু লয়ে গোষ্ঠে গোচারণ;
গেঁটে কল্‌কে হাতে নিয়ে, ঘুঁটের আগুন দিয়ে,
খর্শান তামাক সেজে খায়,
লেখা পড়া হড়াপোড়া, কিন্তু কুলীনের গোড়া,
কুললক্ষ্মী অন্ধ করুণায়।

বিজ। তুমি শিং ভেঙ্গে বাচুরের দলে মিশেছ, তাই কুলীনের ছেলের এত নিন্দা কচ্চো, ছেলেদের ইচ্ছা ভাল পাত্রটির সঙ্গে বিবাহ হয়, তুমি তাদের সঙ্গে একমত হয়েছ।

ঘট। আমার মতামত কি, আমাকে যেমন অনুমতি কর্‌বেন আমি তেমনি কর্‌ব, তবে স্বরূপ বর্ণনা না কর্‌লে আমাকে পরিণামে দোষ দিতে পারেন।

দ্বিতীয় পারি। ছেল্‌টিকে জামাইবারিকে এনে ফেল্‌তে পাল্যে পাঁচ দিনে সংশোধন হবে, আপনি জামাইদিগের উন্নতির অনেক উপায় করেছেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ

বিজ। আস্‌তে আজ্ঞা হয়।

পদ্ম। বস্‌তে আজ্ঞা হয়।

বিজ। অভয়কুমার রাগ করে বাড়ী গিয়েছে, আমি তিন চার বার লোক পাঠালেম তা কোন মতেই এল না; শুন্‌ছি সে মহাশয়ের বড় অনুগত, আপনি অনুগ্রহ করে অভয়কে বুঝ্‌য়ে এখানে পাঠ্‌য়ে দেবেন।

পদ্ম। সে জন্যে আপনাকে অধিক বল্‌তে হবে না, আমি বাড়ী গিয়েই অভয়কে পাঠ্‌য়ে দেব।

বিজ। আমি জামাইদের যেমন যত্ন করি তা এঁরা সকলি জানেন। অভয় কিছু অভিমানী, একটু ত্রুটি হলেই বাড়ী যায়। আমি প্রত্যেক মেয়েকে এক একটি জমীদারি লিখে দিইচি।

ঘট। আপনি জঙ্গলবেড়ের কুঁচিল বাবুকে জানেন?

পদ্ম। তিনি কুলীনচূড়ামণি।

তৃতীয় পারি। তাঁর ব্যবসা কি?

পদ্ম। ছেলে মেয়ে বিক্রী করা। তাঁর সন্তানগুলিন খুব

দরে বিক্রী হয় ; তাঁর পিলে রোগা গন্নাকাটা কালপ্যাঁচা মেয়েটা দেড় হাজার টাকায় হাইষ্ট বিডারে বিক্রয় হয়েছে।

চতুর্থ পারি। তাঁর ছেল্‌টি কেমন ?

পদ্ম। ভগ্নীর ভাই।

চতুর্থ পারি। লেখা পড়ায় কেমন ?

পদ্ম। আমি তাকে এক দিন জিজ্ঞাসা কর্‌লেম "তোমরা কয় ভাই" ? সে বল্যে "তিন ভাই" ; আমি বল্যেম "কে কে ?" সে বল্যে "আমি, কালাকাকা, আর ভগীপিসি"। লেখা পড়ায় কেটে যোড়া দেন।

বিজ। তোমরা আবার ও কথা তুল্যে কেন ? পদ্মলোচন বাবু এসেছেন ওঁর সঙ্গে সদালাপ করা যাক্‌।

পদ্ম। আপনার এখানে সদালাপের শিবরাত্রি।

বিজ। কেন মহাশয় ?

পদ্ম। আপনি যুবরাজ অঙ্গদের ন্যায় লাঙ্গুল পাকুয়ে উচ্চ গদি প্রস্তুত করে উপরে বসে রইলেন, আর আমি নলডেঙ্গার নায়েবের মত নীচেয় বসে নিকেস দিচ্চি।

প্রথম পারি। আপনি ক্রোরপতি ভূস্বামীকে এমন কথা বলেন ?

পদ্ম। আমি ত আপনার মত ভাঁড় হাতে করে আসি নি যে উচিত কথা বল্‌তে সঙ্কুচিত হব।

প্রথম পারি। জমীদারদিগের উচ্চ আসন পরমেশ্বরদত্ত।

পদ্ম। আজ্ঞে না আপনার ভুল হচ্চে ; কার দত্ত আপনি জানেন না।

প্রথম পারি। কার দত্ত ?

পদ্ম। হনুমানের হৃদয়বিহারী দাশরথি দত্ত।

ঘট। মহাশয়, আপনার ভাব বুঝ্‌তে পাল্যেম না।

পদ্ম। যুবরাজ অঙ্গদ রাবণের সভায় লেজ পাকৃয়ে উচ্চ আসন করে বসে সভাস্থ লোকদিগের অপমান করিয়াছেন শুনিয়া রামচন্দ্র সন্তুষ্ট হয়ে বল্যেন যুবরাজ বর নাও ; যুবরাজ অঙ্গদ বল্যেন প্রভু এই বর দেন, যেন আমার লাঙ্গুল পাকান উচ্চ আসনখানি পৃথিবীতে প্রচলিত থাকে। রামচন্দ্র বল্যেন হে বীরশ্রেষ্ঠ বালিরাজাত্মজ ! তোমার প্রার্থনা অবশ্য ফলবতী হইবে ; তোমার প্রকাণ্ড শরীর তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়ে কলিযুগে তিনটি অবতার হবে, সেই তিন মহাত্মা তোমার লেজবিনির্ম্মিত আসন প্রচলিত রাখ্‌বেন।

ঘট। কোন্ খণ্ডে কোন্ অবতার হল ?

পদ্ম। মুখে মূর্খ জমীদার ; পেটে সোয়ালচুরির সদরআলা ; লেজে সুকতলার ডেপুটি বাবু।

দ্বিতীয় পারি। সুকতলাটি কি ?

পদ্ম। অনুরোধমিশ্রিত খোষামোদ।

ঘট। মূর্খ জমীদারে বানরের মুখের চিহ্ন কি ?

পদ্ম। মুখ খিচোয়।

ঘট। সোয়ালচুরির সদরআলায় বানরের পেট কই ?

পদ্ম। এজলাসে উৎকোচ আহার করেন।

ঘট। সুকতলার ডেপুটি বাবুতে বানরের লেজের লক্ষণ কি ?

পদ্ম। শতমুখীতেও সোজা করা যায় না।

তৃতীয় পারি। ডেপুটি বাবু কোথায় কর্ম্ম করেন ?

পদ্ম। কিষ্কিন্ধাবাদে।

ঘট। বিচারে কেমন ?

পদ্ম। ছয় কেটে ছুই।

ঘট। সে কি মহাশয় ?

পদ্ম। ডেপুটিবাবু এক দিন এক জন আসামীকে ছয় মাস মেয়াদ দিলেন, বাসায় এসে সেরেস্তাদার মহাশয়ের কাছে জান্‌লেন এমন অপরাধে দুই মাসের অধিক মেয়াদ হয় না, পর দিন কাছারি এসে ছয় কেটে দুই কল্যেন।

ঘট। ডেপুটিবাবু কি সেরেস্তাদারের বশীভূত?

পদ্ম। সেরেস্তাদার ডেপুটিবাবুর ব্ল্যাকষ্টোন।

ঘট। কলমের জোর কেমন?

পদ্ম। প্রায় বকলমে কাজ চলে।

তৃতীয় পারি। রিপর্ট লিখ্‌তে হলে কি করেন?

পদ্ম। কাগজ বগলে করে বন্ধুগণের শরণ লন।

ঘট। ডেপুটিবাবু না কি বড় রসিক?

পদ্ম। রেপ্‌কেসগুলিন বাবুর একচেটে; মেয়ে সাক্ষীর জবানবন্দি বাসায় বসে।

ঘট। ডেপুটিবাবু সভ্য কেমন?

পদ্ম। সভ্যতার মধ্যে দেখ্‌তে পাই যুবরাজ অঙ্গদের মত বৈঠকখানায় ঠ্যাং উঁচু করে লাঙ্গুল পাকান উচ্চ গদিতে বসে থাকেন, ভদ্রলোক এসে বিরক্ত হয়ে উঠে যায়।

ঘট। বোধ হয় বাবুজি মানের গৌরবে যুবরাজ অঙ্গদের মত ব্যবহার করেন।

পদ্ম। মান তো মানকচু, বন্য শূকরের দন্তে বিদারিত। বাবুর মান গুঁতোয় গুঁতোয় থেঁতো হয়ে গেছে।

চতুর্থ পারি। কিসের গুঁতো?

পদ্ম। একের নম্বর গুঁতো মেজেষ্টরের; দুয়ের নম্বর গুঁতো সেসান জজের; তিনের নম্বর গুঁতো হাইকোর্টের; চারের নম্বর গুঁতো গবরণমেণ্টের; পাঁচের নম্বর গুঁতো বেনামী দরখাস্তের। গুঁতাং পঞ্চ উপর্য্যুপরি।

ঘট। বোধ করি সেই জন্যে বাসায় এসে উচ্চ গদিতে আড় হয়ে পড়েন, ভদ্রলোক এলে গাত্রবেদনায় উঠ্‌তে পারেন না।

পদ্ম। সে জন্যে নয়।

ঘট। তবে কেন গদি ছেড়ে উঠেন না?

পদ্ম। পাছে লাঙ্গুল বেরুয়ে পড়ে।

ঘট। আপনার কলিকাতায় যাতায়াত আছে?

পদ্ম। বারেক দুবার গিয়েছিলেম।

ঘট। সেখানকার বাবুরা কেমন?

পদ্ম। কলিকাতা রত্নাকরবিশেষ—কোন কোন স্থল অমৃতে পরিপূর্ণ, কোন কোন স্থল বিষময়।

ঘট। কোন্ অংশটি বিষময়?

পদ্ম। যে অংশে খোঁড়া বাবুদের বাস।

ঘট। খোঁড়া বাবুরা কারা?

পদ্ম। যাঁরা লাঙ্গুল অবতারের মত উচ্চ আসনে উপবেশন করেন, ভদ্রলোক নিকটে গেলে সম্মান করিতে কৃপণতা করেন না, বিদায় দেওয়ার সময় আবার আস্‌তে আহ্বান করেন, কিন্তু প্রতিদর্শনের সময়, অর্থাৎ ভিজিট্‌ রিটারণের কাল উপস্থিত হলে, খোঁড়া হন।

ঘট। তাঁরা কি বারমেসে খোঁড়া?

পদ্ম। আজ্ঞে না, কারণ তাঁরা বিলাসকাননে যাবার সময় চতুষ্পদ হন।

বিজ। (গদি হইতে অবতরণপূর্ব্বক পদ্মলোচনের নিকটে বসিয়া) পদ্মলোচন বাবু আমাকে বড় অপ্রতিভ কল্যেন, তা আপনিও তো বৈঠকখানায় গদিতে বসেন।

পদ্ম। কিন্তু উপযুক্ত লোক এলে তাঁকে গদিতে নিয়ে বসি, যদি অধিক লোক হয় তাঁদের সঙ্গে নীচেয় বসি।

বিজ। মহাশয় অসভ্যতা মার্জ্জনা কর্‌বেন।

পদ্ম। ধনী লোকের নম্রতা বড়ই মনোহর।

বিজ। যদি অনুমতি করেন আপনাকে বাগানে নিয়ে যাই।

পদ্ম। আমি আপনার নিতান্ত অনুগত।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কেশবপুর, কামিনীর শয়নঘর

এক দিকে কামিনী, অপর দিকে ভবি ময়রাণীর প্রবেশ

কামি। এ কি ভাগ্‌গি, ময়রা দিদির আগমন—আজ্ সকালে কার মুখ দেখেছিলেম, তার মুখ রোজ্ দেখ্‌ব লো—কোন্ ঘাটে মুখ ধুয়েছিলেম, সেই ঘাটে রোজ্ যাব লো—তুমি বেঁচে,—আমি বলি ময়রা বুড়ো রাঁড় হয়েছে।

ভবি। কামিনী, নাতিনী, সতিনী আমার তুই,
তোর ঠাকুর্দ্দাদায় রেখে মাঝে তিন জনাতে
এক বিছানায় শুই—

কামি। মরণ আর কি, কত সাদি যায়।

ভবি। একবার দেখি, বুড়ো তোকে ন্যায় কি আমায় ন্যায়।

কামি। মুড়্‌কিমুখী ময়রা দিদি নবীন বয়েস তোর,
ছোট্টো মাজা নিরেট বাঁজা বড় কপাল জোর।
তোকে ছেড়ে কি আমায় নেবে?

ভবি। নিলেও নিতে পারে।

কাম। কেন লো?

ভবি। ভাতার যে তোর মনে ধরি নি।

কামি। তা বলে তো আর আমি বিয়ে করি নি।

ভবি। পথ থাক্‌লে কর্ত্তিস।

কাম। না থাক্‌লেও কর্‌বো।

ভবি। কাকে লো?

কাম। যমকে।

ভবি। অমন কথা বলিস্‌ নে।

কাম। যাই, মেজদিদির পাশে যাই, হাড়্‌টা জুড়ুক।

ভবি। মেজদিদি মল কেন? বল্‌ না ভাই।

কাম। বড় ঘরের বড় কথা, বললে কাটা যায় মাথা। মেজ জামাই বড় মদ খেত, বাবা তারে বাড়ীতে আস্‌তে বারণ করেছিলেন, এক দিন দরোয়ান দিয়ে বার করে দিচ্‌লেন—মেজদিদির চক্‌ দিয়ে টস্‌ টস্‌ করে জল পড়্‌তে লাগ্‌লো, নাওয়া-খাওয়া ত্যাগ করে সমস্ত দিন কাঁদ্‌লেন—কেনই বা কাঁদ্‌লেন; একে ঘরজামায়ে তাতে মাতাল, থাক্‌লেই বা কি আর গেলেই বা কি—আমরাও কি কাঁদি নে, কাঁদি, যদি ভাতারের মত ভাতার হয়—

ভবি। তার পর।

কাম। মেজদিদি বাবার কাছে গিয়ে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্লেন—"বাবা আমায় একখানি ছোট বাড়ী করে দেন আমি ওকে নিয়ে সেখানে থাকি, চাকরে তারে অপমান করে আমার প্রাণে সহ্য হয় না।"

ভবি। বাবা কি বল্লেন।

কাম। বাবা বল্লেন "বিধবা হয়ে মেয়ে যেমন বাপের বাড়ী থাকে তুমি তেমনি থাক—ভাব সে মরে গিয়েছে।" পোড়া কপাল আর কি, বাপের মুখে কথা দেখ—যখন মেজদিদি তার ভাতারকে ভালবাসে, তখন সে মন্দ হক্‌ ছোন্দ হক্‌ মাতাল হক্‌ গুলিখোর হক্‌ তার কাছে তাকে দেওয়াই ভাল।

ভবি। আহা! মেজদিদি মনে বড় ব্যথা পেলে, না?

কাম। ব্যথা পেলে, ব্যথা নিবারণও কল্লে—রাত্তিরটি পোহালো; সকালে দোর খুলে দেখি মেজদিদি গলায় খুর দিয়ে মরে রয়েছে, রক্তে ঢেউ খেল্‌চে। বেঁচেছে, ঘর্‌জামায়ের হাত এড়্‌য়েছে।

ভবি। বড় ডামাডোল হল?

কাম। হল না? বাবার হাতে দড়ি পড়ে পড়ে—কত লোক কত কথা বল্‌তে লাগ্‌লো, কেউ বলে বের্‌য়ে যাচ্ছিল, বাবা তাই কেটে ফেলেছেন, কেউ বলে চাকরের সঙ্গে, জামাই বাবু তাই খুন করেচেন—যে যা বলুক সে সব কথা মিছে; সতী লক্ষ্মীর দোষ দেব না—আমি যা বল্‌চি তাই সত্তি, সে আপনার দুঃখে আপনি মল।

ভবি। জামাই বাবু আর আসেন নি?

কাম। ঘর্‌জামায়ে আর থানার চাপরাসি সমান, চাপরাস যদ্দিন মান তদ্দিন, চাপরাস গেল মান ফুরালো—চাপরাস হার্‌য়ো জামাই বাবু দেশে দেশে ভেসে বেড়াচ্চেন।

ভবি। তোর ভাতারকে যদি তাড়্‌য়ে দেয়।

কাম। ওলাবিবির পূজ দিই—

ভবি। তা আর দিতে হয় না—

কাম। যে দোষে তাড়্‌য়ে দেয় এর সে দোষ নাই, মদ খায় না—গুলি খাও গাঁজা খাও, বেড়াতে চেড়াতে যাও, বাবা তাতে কথাটি কন না—মদ খেলে, না যমের বাড়ী গেলে, তবু মেজ্‌দি মরে কড়াকড়্‌ অনেক কমেছে। এখন দাদারাও একটু একটু খান।

ভবি। ভাব যেন নাত্‌জামাইকে চাকররা তাড়্‌য়ে দিলে—তুই তা হলে কি করিস?

কাম। কাঁদি কিন্তু মরি নে।

ভবি। কাঁদিস্ কেন?

কাম। আমার জিনিস আমি মারি, কাটি, বকি ঝকি, তাতে এসে যায় না, কিন্তু পরে কিছু বল্লে আমার মনে বাজে, হয় ত তাইতে কাঁদি।

ভবি। মরিস্ নে কেন?

কাম। শুধু শুধু মর্‌তে যাব কেন লো—এক দিন তাড়ালে বলে কি রোজ তাড়াবে। ঘরজামায়ের মান আর অপমান—ঘরজামায়ের গা, না গাণ্ডারের গা, মার্‌লে দাগ চড়ে না—তাদের মন লোহার গঠন, অপমানের হুল বেঁধে না, বরং ভোঁতা হয়ে যায়।

ভবি। আমার বোধ হয়, একটু ভারিক্কি হলে তোর ভাতারকে তুই ভালবাস্‌বি—

কাম। চুলোর দোরে না গেলে তো নয়।

ভবি। নাত্‌জামাই নাকি বড় রাগ করে গেছে, আর নাকি আস্‌বে না?

কাম। ঘর্‌জামায়ে পোড়ার মুখ,
মরা বাঁচা সমান সুখ।

আসে আস্‌বে, না আসে না আস্‌বে, আমার তায় কি?

হাবার মার প্রবেশ

ভবি। তোর না ত কি আমার, না এই হাবার মার?

কাম। হাবার মার, মাইরি ময়রা দিদি তোর মাথা খাই; এক রাত এক বিছানায়ে বাস হয়ে গিয়েছে। হাবার মার ঐ তো রূপ—দাঁতগুলি পড়ে উঠ্‌চে, চক্ষের কোণে ক্ষীরোদ মন্থন,

চুল সোণের মুড়ি, নার্‌কেলের তেলে জব জব, নিকি মরে পচা গন্ধ—উতিই আমার নটবর হাবুডুবু।

হাব। জামাই বাবুকে আস্তে গেল—

কাম। আমায় নিয়ে চুলোয় চল।

হাব। আ মরি মরি কথার শ্রী দেখ—কামিনি তোরে কেমন কেমন দেখ্‌চি—

কাম। কার সঙ্গে লো? আমার আঁধার মাণিক তোর হয়েছে—হাবার বাবার সঙ্গে দেখ্‌লি নাকি?

ভবি। তোর যে মুখ, হাবার বাবার বাবা হার মেনে যায়।

হাব। এবার এলে আর গ্যাদা করে হতছেদ্দা করিস নে—ছোট নোক হক্‌, গুলি খাক্‌, তোর ভাতার ত বটে, ফুল ফেলে তো মেরেচে—স্বামী গুরুনোক, তারে কি বার করে দিয়ে দোর দিতে আছে—বলে

স্বামী আমার গুরু জন,
এক রাজার নয় সাত রাজার ধন।

কাম। হাবার মা তুই আর জালাস্‌ নে ভাই, ময়রাদিদি এয়েছে দুটো মনের কথা কই—তোমার কথকতা কত্তে ইচ্ছে হয় বেদীতে গিয়ে বসো।

হাব। হ্যাঁলা কামিনি তুই আমারে বাঁদী বল্লি; তোরে হতে দেখিছি, কোলে পিটে করে মানুষ করিচি, তুই বুড়ো ধাড়ী নেংটা হয়ে বেড়াতিস, সাপের ভয় দেখ্‌য়ে তোরে কাপড় পরাতে শিখ্‌য়েছি—তুই আজ এত বড় হলি আমারে বাঁদী বল্লি; যাই দিকি গিন্নির কাছে।

কাম। হাবার মা তুই বড্ডো হাবা আমি বল্লেম বেদী, তুই শুন্‌লি বাঁদী। ময়রা দিদিকে জিজ্ঞাসা কর আমি বলিচি "বেদী" বাঁদী নয়।

ভবী। সত্যি রে হাবার মা কামিনী তোকে বাঁদী বলে নি—

কাম। মাইরি হাবার মা আমি তোরে মন্দ কথা বলি নি, রাগ করিস্ নে আমার মাথা খাস্—

হাব। বালাই, তোর মাথা কি আমি খেতে পারি—তোর ভাতার রাগ করে গেছে আমি ধড়্‌ফড়্ করে মর্‌চি।

কাম। তোমার সঙ্গে কি না নতুন প্রেম। আহা জামাই-বাবু এখানে নাই, হাবার মার বিছানাটি ফাঁৎ ফাঁৎ কচ্চে।

ভবি। ও হাবার মা নাত্‌জামাই তোর বিছানায় গিয়েছিল কেমন করে?

হাব। দেখে যা পাড়ার লোক চোরের দাগাদারি,
যে ঘরেতে রাঙ্গা বউ সেই ঘরেতে চুরি—
দেখে যা চোরের দাগাদারি। (নৃত্য)

ভবি। আ মরণ, নাচেন যে।

হাব। নাচ্‌বো না তো কি,
আমি কি ভেসে এসিচি,
কাল সকালে কেলে সোণার কোলে বসিচি। (নৃত্য)

কাম। পোড়ারমুখ, যেমন ঝক্‌ড়া কত্তে, তেমনি আমোদ কত্তে। এত বুড়ী, তবু রসের ডোবা।

ভবি। হাবার মা নাত্‌জামায়ের সঙ্গে কেমন নতুন পীরিত কল্লি বল্ না?

হাব। আমার সঙ্গে পীরিত করা,
জামাই বাবুকে প্রাণে মারা।

কাম। সে যে তোমার নয়নতারা।

হাব। তা তো তুমিই করে দিয়েছ। শুনিচি কুচবেহারে মাগ ভাড়া দেয়, বড়মানুষের মেয়েরা ভাতার ভাড়া দেয়।

কাম। তোর কাছে আমার এক রেতের ভাড়া পাওনা, জান্‌লি।

হাব। তোর রাত কত করে ?

কাম। কুলীন বাবুদের ফাটা পা।

ভবি। আমি কথাটি পাড়ি আর কামিনী উড়্‌য়ে দেয়—হাবার মা নতুন পীরিতের কথা বল্।

কাম। কেমন করে আমার সতীন হলি তাই বল্।

হাব। ময়না ময়না ময়না,
সতীন যেন হয় না।

কাম। মাচি, মাচি, মাচি,
সতীন হলে বাঁচি।

হাব। আমার মত সতীন হলে বটে—ময়রাদিদির মত সতীন হলে ষাঁড়ে ষাঁড়ে যুদ্ধ, ভাতার শালা পাঁটাছেঁড়াছিঁড়ি হয়।

কাম। ময়রাদিদি ন্যাজের দিকে।

ভবি। তা হলে আমি গিছি—তুমি কামদেবের বয়ার-কাটা কামার—মুড়ির সঙ্গে যা থাকে তা কামারের তুমি এমনি কোপ কর্‌বে, মুড়ির সঙ্গে সব ভাতারটুক্ কেটে নেবে—

হাব। তোমার হাতে থাক্‌বে কি ?

ভবি। ভাতারের ন্যাজটি।

কাম। ময়রাদিদি তুই ভয় করিস্ কেন—হাবার মারে জিজ্ঞাসা কর ওকে আস্ত দিয়েছিলেম।

ভবি। ওকে দেবার আটক কি—ও তো কাটে না, কেবল পাতা খাওয়ায়।

হাব। মাইরি দিদি আমি কিছু খাওয়াই নি—তুকুর রেতে কোথায় কি পাব বন—বাছা চুপ্‌টি করে শুয়েছিল—

ভবি। কামিনীর ঘরে কে ছিল ?

কাম। ময়রা বুড়ো।

ভবি। ময়রা বুড়ো তোর বড় মনে ধরেছে।

কাম। অদন্তের হাসি, বড় ভালবাসি—বুড়োর তুই বুক-পোরা ধন—এক খোলা সন্দেশ, টাট্‌কাগড়া, গরম, গরম। বুড়োর মাতায় টাক্ পড়েছে বটে, কিন্তু বয়সে নয়, কেবল তোমায় বয়ে বয়ে—তুমি জল বল্লে সর্‌বোত্ দেয়, ভাত বল্লে পায়েস, মাচ্ বল্লে মাকাল ঠাকুর।

দোজ্‌বরে ভাতারের মাগ।
চতুর্দ্দশীর চোদ্দ শাগ।

ভবি। তুইও ত দোজ্‌বরের মাগ।

কাম। আস্থিরসের দোজ্‌বরে
চিরকাল্‌টা জ্বাল্‌য়ে মারে।

ভবি। তাইতে দিলি হাবার মারে!

হাব। আহা! রাত পর দুয়ের সময়, লোকজন সব শুয়েছে, মাজের দরজায় চাবি পড়েছে, বাছারে ঘর থেকে বার করে দিয়ে খিল দিলে; ও কি সামান্নি। ওর মত কল্লা মেয়ে বাপের কালে দেখি নি—দশটা পাঁচটা নয়, একটা ভাতার, তার এই খর্, ছিক্ লো ছি—

কাম। ভ্যাদা ভেবে ভাতার ভেজিচি।

ভবি। তার পর।

হাব। বাছা কত বল্লে, "কামিনি, দোর খোলো, কামিনি, দোর খোলো, আমার মাতা খাও দোর খোলো"—চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী, কামিনী ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুম—

কাম। ঘুমবো কেন, আমি দোরের কাছে দাঁড়্‌য়ে।

হাব। বাছা ডাকাডাকি করে হাল্লাক, দোরে ঘা দিতে

পারে না পাছে বড়বাবু জেগে ওঠেন, কি করে কতক্ষণ দোর ধরে কাঁদ্‌তে নাগ্‌লো—

কাম। দূর পোড়াকপালি মিথ্যাবাদি—সে কাঁদ্‌বের ধন, আমাকে কত গাল দিতে লাগ্‌লো—যদি কাঁদ্‌তো, আমি তখনি দোর খুলে দিতেম—বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই কুলোপানা চক্কোর, কথায় কথায় তেঁজ, ঘরজামায়ে তেঁজী হয় কে কোথায় দেখেছে।

হাব। বাছা জোয়ারের এর মত দোরে দোরে ভেসে বেড়াতে নাগ্‌লো—

ভবি। তার পর বুঝি তোমার কোষায় উঠ্‌লেন?

হাব। আমার কি বিছানা আছে না শেজ আছে—একখানি ভাঙ্গা তক্তাপোষ, তার ওপর ছেঁড়া কাঁতাখান পাতা—বালিশ্‌টে ময়লা, ওয়াড় দিতে পারি নি—

কাম। তাতে আবার তোমার গোটানালে রাত্‌দিন রসবতী।

হাব। সাঁজের বেলা পাঁচি ছোটবাবুর পেটরোগা ছেলেডারে সেই বিছানায় বস্‌য়েছিল—শোবার সময় গিয়ে দেখি আমার মুণ্ডুপাত করে গিয়েছে; কি করি, বুড়ো হাবড়া মানুষ, রেতে চকে দেখ্‌তে পাই নে, পাঁচি আবাগী জামাইবারিকে রাম-রাবণের যুদ্ধ কচ্চে, ভয়ে ভয়ে বিছানার এক পাশে শুয়ে পড়্‌লেম।

কাম। ভাব্‌তে লাগ্‌লে কেলেসোনা কখন কুঞ্জে আগমন করবেন—

হাব। চকের পাতা না বুজ্‌তে বুজ্‌তে কামিনীর ঘরে গোলমাল—

কাম। ময়রা বুড়ো ধরা পড়েছে।

হাব। বাছা আমার ঘরে দাঁড়্যে ভাব্তে নাগ্লো, ঘুমে ঢুলে পড়্চে, আমার বিছানায় শোবার উজ্জুগ্—আমি দেখ্লেম মুণ্ডুপাতে বাছার বুঝি মুণ্ডুপাত হয়—বল্লেম জামাই বাবু, মুণ্ডুপাত বাঁচ্য়ে পাশঘেঁসে শুয়ে থাক, জামাই বাবু তাই কল্লেন।

কাম। এক পাশে হাবার মা, এক পাশে জামাই বাবু, মাজ্খানেতে কে?

হাব। মাজ্খানে আমার মুণ্ডুপাত।

ভবি। ঘুমের ঘোরে তোর গায় নাকি হাত দিয়েছিল?

হাব। মুণ্ডুপাত আড়াল ছিল।

ভবি। তার পর সকাল বেলা?

কাম। নিশি অবসানে দেখ্লেন কেলেসোনা কোল্ থেকে চুরি গিয়েছে।

হাব। সকাল বেলা উঠে শুনি জামাই বাবু রাগ করে বাড়ী গিয়েছে। তখনি লোক গেল, ফির্লো না—আবার আজ লোক গিয়েছে।

হাবার মার প্রস্থান।

ভবি। এবারে আস্বে?

কাম। আগুনে টেনে আন্বে।

ভবি। কিসের আগুন?

কাম। জঠোরের।

ভবি। ঘর থেকে বার করে দিচ্লি কেন?

কাম। একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে ঝক্‌ড়া হয়েছিল—

ভবি। পীরিতের ঝক্‌ড়া?

কাম। প্রেতের ঝক্‌ড়া।

ভবি। কথাটা কি?

কাম। আমি ভাই আঁধার ঘরে শুতে পারি নে; প্রদীপটে

নেবে নেবে; বল্লেম প্রদীপটেয় তেল দাও, সে বল্যে তুমি দাও; আবার বল্লেম আমি আরাম করে শুইচি তুমি গিয়ে তেল দিয়ে এস, সে বল্লে আমি বুঝি দৌড়ে বেড়াচ্চি, তুমি গিয়ে তেল দাও—আমার বড় রাগ হলো, রাগ হবারি কথা, বল্লেম আমার বিছানা থেকে তাড়ুয়ে দেব—সেও রাগ্‌লো, গদিতে ধপ ধপ করে নাতি মাল্লে, দোর খুলে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো, আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে খিল দিলেম। মাজের দরজায় চাবি বাইরে যাবার পথ নাই, নরম হয়ে কত ডাক্‌লে, তা আমি শুনেও শুন্‌লেম না।

ভবি। তার পর?

কাম। মুণ্ডুপাত।

ভবি। এটি নাত্‌জামায়ের অন্যায়—কত হুম্‌রো চুম্‌রো ভাতার মেগের কথায় প্রদীপে তেল দেয়, মাগকে উঠ্‌তে দেয় না, বিশেষ শীত কালে।

কাম। সেটি ভাই সেজদিদির ভাতারের দেখিছি—সেজ-দিদি যত বার বাইরে যায়, সে তত বার সঙ্গের সাথী; দোর খুলে দেয়, দোর দিয়ে আসে, জল খাব বল্লে গেলাসটি মুখে তুলে ধরে।

ভবি। যাই হক্‌ কামিনি, যাবার সময় একটা কথা বলে যাই, নাত্‌জামাইকে আর অপমান করিস্‌ নে, হাড়াই ডোমাই ভাল দেখায় না, লোকে তোরি নিন্দে করে।

কাম। ঘরজামায়ে ভাতার যার,
কাণের সোনা নিন্দে তার।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেলডেঙ্গা। পদ্মলোচনের দরদালান

পদ্মলোচন আসীন। অভয়কুমারের প্রবেশ

অভ। কি দাদা হরগৌরী হয়ে বসে রয়েছ যে—অর্দ্ধেক অঙ্গে তেল দিয়েছ, অর্দ্ধেক অঙ্গ রুক্ষ রেখেছ।

পদ্ম। আমার পক্ষাঘাত হয়েছে—তুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিয়েছে; ডান দিক্‌টে বড় আবাগীর, বাঁ দিক্‌টে ছোট আবাগীর। ছোট আবাগী এতক্ষণ তেল মাকাচ্চিল; চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঙ্গে মাখ্যেছে ডান অঙ্গ পড়ে রয়েছে—দেখ না ডান দিকে তেলের দাগটি লাগে নি; বড় আবাগী আসে, ডান দিকে তেল পড়্‌বে, নইলে এইরূপেই বসে থাক্‌তে হবে।

অভ। আপনি কেন ডান দিকে তেল দিয়ে নেয়ে ফেলুন না, বেলা তো অনেক হয়েছে।

পদ্ম। তা হলে কি আর আস্ত থাক্‌বো! বড় আবাগী হুদ্দাড় করে কিল মার্‌বে, কেঁদে বাড়ী মাথায় করবে, ঝাঁটা ফির্‌য়ে ঘাড় ভাঙ্গ্‌বে—বল্‌বে আমাকে একটু ভালবাস না, আমার অঙ্গটা আমার জন্যে রাখ্‌লে না, আপ্‌নি তেল দিলে।

অভ। তুমি তবে তো বড় সুখী—তুমি যে দেখি ঘরজামায়ের বাবা।

পদ্ম। ঘরজামায়ের এক বাঘিনী, আমার তুটি।

অভ। কিন্তু দাদা ঘরজামায়ের একটা এক সহস্র।

পদ্ম। ভুগি নি, বলতে পারি না। এরা এখন মার ধরেছে—

অভ। বলো কি?

পদ্ম। কথায় কথায়।

অভ। তবে তোমার জিঁত।

পদ্ম। আমার জিঁত অনেক রকমে—তুমি পেটে খেতে পাও আমি হপ্তায় আট দিন উপবাস করি—দুই আবাগী দুটো রসুইঘর করেছে—এ বলে আমার এখানে খাও ও বলে আমার এখানে খাও।

অভ। তাতে তো আরো খাবার সুখ।

পদ্ম। খাবার উদ্যোগ মাত্র—ভাত ব্যঞ্জন যেমন তেমনি থাকে।

অভ। তুমি তবে খাও কি?

পদ্ম। বড় আবাগীর কিল, ছোট আবাগীর চড়।

তেলের বাটি হস্তে বগলার প্রবেশ

বগ। ঠাকুরপো কবে এলে—এবারে না কি তাড়্য়ে দিয়েছে? তুমি কি মাগই পেয়েছ। আমাদের ইনি একবার *তাদের হাতে পড়েন মাগের সুখটা টের পান।*

অভ। তুমি স্বামীর গায় হাত তোল, তারা তা তোলে না।

বগ। গুণের নিধি বলেছেন বুঝি, আমার নিন্দে না করে জল খান না—আমি তোমার করিছি কি, তোমার বুকে ভাত রেঁদিচি, না তোমার পিণ্ডি চট্‌কিচি, যে যার তার কাছে আমার নিন্দে কর—

পদ্ম। তুমি মার্‌তে পার, আর আমি বল্‌তে পারি নে?

বগ। আমি তোমারে একা মারি? আঃ ড্যাকৃরা ভারতছাড়া—ছোটরাণীর নাম কর্‌তে পার না, সে তোমায় মারে না, সে তোমার মুখে বাসি আকার ছাই তুলে দেয় না;

ছোটরাণীর নাতিগুলো চামরব্যজন, ছোটরাণী হাস্‌লে মাণিক পড়ে, কাঁদ্‌লে মুক্ত পড়ে, চলে গেলে পদ্মফুল ফোটে—

ছোট মাগ পাটরাণী।
বড় মাগ ধানভানানী।

কি বল্‌বো ঠাকুরপো এখানে, তা নইলে এই তেল শুদ্ধ তেলের বাটি মাথায় ভাংতেম।

পদ্ম। বড়রাণী মারেন কি না বুঝ্‌তে পাচ্চো—

বগ। সাদে মারি, তোমার রীতের দোষে মারি—মারি খুব করি, ছোটরাণীকে ভয় কত্তে হবে নাকি, এই মাল্লেম, (সজোরে তেলের বাটি মস্তকে পতন)

অভ। সত্যি সত্যি মার্‌লে বউ।

বগ। আমি বাটি ফেলে মেরিচি, ছোটরাণী হলে ঘটি ফেলে মার্‌তো—দেখ্‌লে তো ভাই, ওঁর বিচার তো দেখ্‌লে—আমি কথা কইলে ওঁর গায় পোড়া কাট পড়ে, ছোটরাণী কিল মার্‌লে ওঁর গায় পুষ্পবৃষ্টি হয়।

পদ্ম। (দীর্ঘনিশ্বাস) তোমার বাটির ঘায় সচন্দন পুষ্পবৃষ্টি হচ্চে।

অভ। আহা রক্ত পড়্‌চে যে। বউ একটু তেল দাও।

বগ। মর্‌চি—ও দিক্‌টে বিন্দি পোড়াকপালীর—তার দিকে আমি তেল দিলে কথা জন্মাবে।

পদ্ম। তার দিক্‌টে ভেঙ্গে দিলে কথা জন্মায় না।

বগ। পোড়া কপাল পুড়্‌ছে, তারি দিকে টান্‌চেন—আমার দিকে ভুলেও টানেন না—(পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী দর্শন করিয়া) দেখ ঠাকুরপো, তুমিই ভাই এর বিচার কর, এই আংটিটে বিন্দি পোড়াকপালীর বাপ দিয়েছে, ওটা আমার হাতে দেওয়া, ছল করে আমারে অপমান

করা, আমার বাপকে গোরিব বলা, আমার বাপকে ছোট লোক বলা, বিয়ের সময় একটা আংটি দিতে পারে নি—

পদ্ম। কি আপদেই পড়িছি। সাদে কি তার আংটি তোমার হাতে দিইচি—বাঁ হাতটায় তেল দিতেছিল, তেল লাগে বলে বাঁ হাতের আংটি ডান হাতে দিইচি।

বগ। শুন্‌লি ঠাকুরপো, বিচার শুন্‌লি—যেমন হক্ একটা ভাগ বাঁটা হয়ে গেছে, ডান দিক্‌টে আমার দিকে পড়েছে—ভাগ বাঁটার পর আমার হাতে তার জিনিষ দেওয়া ওঁর কি উচিত—ভালাই চাও তো আংটি খুলে ফেল, নইলে নোড়া দিয়ে আঙ্গুল শুদ্ধ থেঁতো করে ফেল্‌বো।

পদ্ম। এই নাও খুলে ফেল্‌লেম। (অঙ্গুরী দূরে নিক্ষেপ)

বগ। তুমি এখন এক রকম হয়েছ ; আমার প্রতি তোমার আর ভালবাসা নাই, আমায় তুমি আর দেখ্‌তে পার না। বিন্দি পোড়াকপালী তোমায় কি খাওয়ালে, খাইয়ে আমাকে পর করে দিলে। আমার ঘরে আর বস্‌তে চান না। ঘরে না ঢুক্‌তে বলেন আমার হাতে অনেক কাজ, বিন্দির ঘরে ঢুক্‌লে বেরুতে চান না—আমার বিছানায় ছুঁচ ফোটে, না? বিন্দির গদি বড় নরম রাত দিন তাতে পড়ে থাক্‌তে ইচ্ছে করে।

বগলার প্রস্থান।

অভ। ছোট বয়ের দিকে দাদার একটু পক্ষপাত আছে।

পদ্ম। খুঁটোর জোরে ম্যাড়া নড়ে—আমার কাছে ইতর বিশেষ নাই, গহনা দুজনকেই সমান দিইচি, বরং বড়রাণীকে অধিক—তবে কি জান ভাই, ছোটরাণীর বয়েস কম, কাজেই এক ঘণ্টার জায়গায় দু ঘণ্টা বসতে হয়।

অভ। তিনিও কি মারেন?

পদ্ম। জুতোর বাড়ি। বড়রাণীর বাবা।

অভ। ছোট বউ ত এমন ছিলেন না।

পদ্ম। ঘড় আবাগীর দেখে শিখেছে। এখন বড় হয়েছে আপন গণ্ডা বুঝে নিয়েছে। সে দিন বড়রাণী পিটে করে খাওয়ালে—পিটে তো নয় পেটের পীড়ে—কতকগুলা কাঁচা-তেলমাখা চেলের গুঁড়ি সুমুখে দিয়ে বল্‌লেন পিটে খাও, কি করি ভয়্‌তে ভয়্‌তে খেলেম, জানি, না খেলে পিট থাক্‌বে না—কিন্তু ভাই, এক দিন পিটে খেয়ে তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়ে বসেছিলেম। ছোটরাণী ভারের কলসী, ও ছাড়্‌বে কেন, কাল সমস্ত দিন ধরে পিটে কর্‌লে, রেতে আমায় খেতে বল্লে—ছোটরাণী সকল বিষয়েই বড়রাণীর বাবা, পিটে করেচেন যেন কুকুরে উজ্‌ড়ে রেখেছেন। তাই কম করে খেলেম বলে কত আবদার, কি করি আবার খেলেম, বল্যেম বড়রাণীর পিটের চাইতে অধিক খেইচি, তবে ছাড়্‌লে। ঝক্‌ড়া, দোকর খরচ, মিথ্যা কথা, প্রবঞ্চনা, আমার হয়েছে অঙ্গের ভূষণ।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। পোড়া কপাল পুড়েছে, সত্যি সত্যি ফেলেছে—

পদ্ম। কি ছোটরাণী?

বিন্দু। আমার বিয়ের আংটি নাকি আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছ?

পদ্ম। (স্বগত) সর্ব্বনাশ করিছি। (প্রকাশে) না ছোটরাণি, আমি কি তোমার আংটি ফেল্‌তে পারি, হঠাৎ হাত থেকে এই উঠানে পড়ে গিয়েছে।

বিন্দু। আংটির পা হয়েছে, না আংটি বগী আবাগীর মত

নাফাতে শিখেছে, তাই উঠানে নাফ্‌য়ে গেল—তোমার মরণদশা ধরেছে তাই এই অলক্ষণগুণো কত্তে আরম্ভ করেছ—বগী আবাগী ঠিক বলেছে, আংটি আঁস্তাকুড়ে দিলে, এই বার ছোটরাণীর মাথায় ঘোল ঢেলে ঢাক বাজাতে বাজাতে বনবাস দেবে।

পদ্ম। বালাই, অমন কথা বল্‌তে নাই।

বিন্দু। তুমি আর বাকি রেখেছ কি? তুমি মর, যমের বাড়ী যাও, আমি বাপের বাড়ী বসে একাদশী করি; রাতদিন ঝাঁটা খাচ্চেন, তবু নজ্জা হয় না; কি বল্‌বো ঠাকুরপো রয়েছে, নইলে নোড়া দিয়ে একটি একটি করে দাঁত ভাংতেম।

অভ। ছোটবউ তুমি রাগ কর না, বড়বউ তোমাকে ক্ষেপ্‌য়েছে।

বিন্দু। পোড়ার মুখোর আস্‌কারা—সে কিনা বলে আমাকে বনবাস দেবে। আমার বনবাস হলে উনিও বাঁচেন, তিনিও বাঁচেন। আমি আর এখানে থাক্‌তে চাই না, আমি কালই চলে যাব, তুমি বগীকে নিয়ে নঙ্গনস কর।

পদ্ম। ছোটরাণি, একটু চেপে যাও, অভয় রয়েছে এখানে, মনে ভাব্‌বে কি।

বিন্দু। ওঁরে আমার নজ্জা নিবারণ কর্‌বের কঁত্তা রে—বগী আবাগী যখন পাড়ার লোকের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করে তখন ভাতার-গিরি ফলাও না, সে যে শক্ত মাটি দাঁত বসে না।

পদ্ম। তার তিন কাল গেছে এক কাল আছে তাই তারে কিছু বলি না, তুমি বউ মানুষ তাই বলি।

বিন্দু। তোমার আর খোসামুদে কথা বল্‌তে হবে না—তুমি যত ভালবাস তা আমি কাল টের পেইচি।

পদ্ম। কিসে?

বিন্দু। বড়রাণীর পিটে খেয়ে তুমি তিন দিন পেট ছেড়ে দিয়েছিলে, আর আমার পিটে খেয়ে একটিবার ঘটি ছুঁলে না। আমাকে ভালবাস না, তাই আমার পিটে খেলে না।

পদ্ম। মাইরি ছোটরাণি, তোমার পিটে আমি এক পেট খেইচি, বড়রাণীর পিটের ডবোল খেইচি।

বিন্দু। তা হলে আজ তোমার গঙ্গাযাত্রা হত। তাঁর পালায় পিটে খেলেন, আমার পালায় পেট ছেড়ে দিলেন; আমার পালায় পিটে খেলেন, তাঁর পালার দিন খুঁটি হয়ে বসে রইলেন।

পদ্ম। তুমি কেন একটু পটলের গেঁড়্ খাওয়ালে না, তা হলে যে ওর পালার দিন মরে থাক্‌তেম।

বিন্দু। তুমি এমনি নেমক্‌হারামই বটে, আমি ওঁর জন্যে এত করে মরি উনি ভাবেন আমি ওঁর মরণের চেষ্টা করি।

অভ। দাদা স্নান কর বেলা অনেক হয়েছে।

পদ্ম। শ্বশুরবাড়ী কবে যাবে? লোক এয়েছে নাকি?

অভ। দেরি আছে, যাবার আগে দেখা হবে।

পদ্ম। তোমার শ্বশুরের অন্তঃকরণটা স্বভাবতঃ মন্দ নয়, তবে খোসামুদেরা খারাপ করে তুলেছে।

অভ। তিনি যে সকল মেয়ে প্রসব করেছেন তাঁর গুণে বলিহারি যাই।

অভয়ের প্রস্থান।

পদ্ম। রাগ্‌টা পড়েছে কি?

বিন্দু। আমি কার উপর রাগ কর্‌বো, আমার আছে কে?

পদ্ম। আমি।

বিন্দু। তুমি কি আমার?

পদ্ম। তবে কার?

বিন্দু। বগী আবাগীর।

পদ্ম। তুমি যদি বুঝে দেখ, আমি তোমা বই আর কারো নই।

বিন্দু। বোঝাবুঝি পিটেতিই জান্তে পেরিচি। মত্তে গিচ্‌লেম পিটে কত্তে গিচ্‌লেম।

বগলার প্রবেশ

বগ। হ্যাঁরা ও হাড়হাবাতে প্যাত্‌না, তুই নাকি আমাকে বুড়োহাবড়া বলেছিস্—একেবারে অধঃপাতে গিয়েছ। বিন্দি পোড়াকপালীর আচ্ছা ওষুধ, বেস ধরেছে।

পদ্ম। কে বল্লে?

বগ। অভয় ঠাকুরপো বলে গেল। তোমার নাকি মৃত্যু ঘুন্‌য়ে এসেছে তাই এমনি করে অপমানের কথাগুণো মুখ দিয়ে বার কচ্চো; তুমি এখন আর মানুষ নও, তুমি এখন বিন্দির *বাঁদর।*

বিন্দু। বগি, তুই বিন্দি বিন্দি করিস্ নে, বল্‌চি ভাল—তোর ভাতার তোরে বুড়ো বলে থাকে তার সঙ্গে বোঝা পড়া কর্‌গে, আমার নাম কর্‌বি বেড়ীপেটা হবি।

বগ। হ্যাঁরা কালামুখ তুই আপনি বল্লি, না বিন্দি তোকে বলালে? কথা কস্ নে যে—বিন্দির দিকে দেখ্‌চিস্ কি—তুই যেমন তারি মতন (মস্তকে প্রকাণ্ড মুষ্ট্যাঘাত)

পদ্ম। বাবারে গিছি, মেরে ফেলেচে আবাগী।

বগ। বুড়ো বল্‌বি আরো গাল দিবি? হ্যাঁরা হাবাৎকুড়ে, হতোচ্ছাড়া, একচকো, পথেপড়া, আঁটকুড়ীর ছেলে, ভাইখাগীর ভাই, মড়িপোড়ানীর জামাই।

বিন্দু। ওরে আমার কুলীনকুমারি, গ্যাদায় মরি, তবু বেটীর বাপ ভিকারি—খুব করেছে বুড়ো বলেছে, আরো বল্‌বে, আর দশ বার বল্‌বে—বুড়োরে বুড়ো বল্‌বে না তো কি খুঁকী বল্‌বে না কি? তিন কাল গেছে এক কাল আছে, এখন এয়েচেন সতীনের ঝক্‌ড়া কত্তে। বৃন্দাবনে যাও, কালামুখি বৃন্দাবনে যাও, দোরে দোরে ভিক্ষে করে বেড়াও—

ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন।

বগ। ও সর্ব্বনাশি, বিন্দি রাঁড়ি, হতোচ্ছাড়ি, শতেকখোয়ারি, নয়ত্নয়ারি, মড়িপোড়ানীর মেয়ে, তোর বড় বৃদ্ধি হয়েছে, এত বৃদ্ধি ভাল নয়, তোর মরণবাড় বেড়েছে, আর দেরি নাই, পড়্‌লি, পড়্‌লি, পড়্‌লি; ছোট মুখে বড় কথা জেয়াদা দিন থাকে না। আমি বুড়ো হলে তোর ভাতার বুড়ো হত না? না তোর ভাতার দিদি বিয়ে করেছিল?

বিন্দু। তোকে আর জন্মে বিয়ে করেছিল।

বগ। দূর আবাগি ভালখাগি, মড়িপোড়ার ঝি; মড়িঘাটায় তোর বাপ কাট যোগায়; পোড়াকপালে অনামুখ টাকার লোভে মড়িপোড়ার মেয়ে বিয়ে কল্যে, মলে কাটের দাম নেবে না— বিন্দি রাঁড়ি তোর মড়িপোড়া বাবাকে বলে দিস্, আমি মলে কাঠগুণো যেন শুক্‌নো দেয়।

বিন্দু। তুমি মলে গোর দেবে, কাট লাগ্‌বে না।

বগ। গোর দেবে তোর বাপ্‌কে আর তোর বাপ্‌বয়সি ভাতারকে। ভালখাগি তুই যে ভাতার ভাতার করিস্, তোর ভাতারে আর আছে কি, ওতে কিছু বস্তু রেখেছি। তোর পাঁচ বৎসর আগে আমার বিয়ে হয়েছে, আমি পাঁচ বৎসর একা ভোগ করিচি, তার পর রগ্‌ড়ে মগ্‌ড়ে নিংড়ে চিংড়ে সাদা ফ্যাক্

ফ্যাক্ ফেঁসোওটা আঁবের আঁটিটে আঁস্তাকুড়ে ফেলে দিইচি, তুই কাটকুড়ানীর মেয়ে সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে খাচ্চিস্।

বিন্দু। তবে ভাগ ভাগ করে মরিস্ কেন, ওলো পাড়া-কুঁদুলি পাঁটিবেচার মেয়ে, তোর বাপ পুঁটি মাচের মত টাকা গুণে নিয়ে তবে তোকে বেচেছিল, যখন দেখ্লে তুই হিজ্ড়ে আমাকে বিয়ে কল্যে।

বগ। ওলো পোড়াকপালি, তোকে বিয়ে করে নি, তোকে নিকেও করে নি, তোকে রেখেছে—বাবুরা মেগের বয়স হলে যেমন রাখে, তেম্নি তোকে রেখেছে। তুই বারেণ্ডায় চিক ঝুল্য়ে দে, মেজেয় সাদা বিছানা কর্, তাকিয়ে বসা, বাঁধা-হুকোগুণো মেজে ঘসে রাখ্, খাটে দুই হাত পুরু গদি পাৎ, পায় বার গাছা মল দে, পাছাপেড়ে শাড়ী পর্, ফিরিঙ্গি করে খোঁপা বাঁধ্, বেঁধে বাবুকে নিয়ে সন্ধ্যার পর একটু পোর্ট খেয়ে মত্ত হ, আর লুকৃয়ে লুকৃয়ে বাবুর মুখে চুন কালী দে।

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী, রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন।

বগ। ওরে আমার শ্যালকাঁটা ফুলের কলি রে, ওরে আমার ডাব্ নারকেলের ন্যাওয়াপাতি, ওরে আমার মড়িপোড়ানীর কম্‌লে বাচুর; বাছার বুঝি দাঁত ওঠে নি, বাছা বুঝি মাড়ি দিয়ে কাম্ড়াচ্চে—ও আবাগি, সরে যা, ও পোড়াকপালি বুড়ো ভাতারের কাছ থেকে সরে দাঁড়া, কেমন কেমন দেখায়, বাপ ঝি বলে ভুল হয়—

আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিছি।

(পদ্মলোচনের দাড়ি ধরিয়া নৃত্য)

আমি ফচ্‌কে ছুঁড়ী, ফুলের কুঁড়ি মড়িপোড়ানীর ঝি,
বিয়ের পরে বুড়ো ভাতারকে বাবা বলিছি।

বিন্দু। (পদ্মলোচনের নাসিকায় কিল মারিয়া) তুই কেন আমাকে বিয়ে করেছিলি, তোর জন্যেই ত আমার এ ব্যাখ্যানা সইতে হয়—থাক্ তোর বুড়ীকে নিয়ে, আমি বাপের বাড়ী যাই।

বিন্দুবাসিনীর প্রস্থান।

পদ্ম। বড়রাণী তোমার জিঁত। তুমি হাজার হক্ আমার সময়ের মাগ—

বগ। তোমার আর গোড়া কেটে আগায় জল দিতে হবে না।

পদ্ম। আমি তোমাকে এক দিনও অমান্য করি নি, তুমি যখন যা চাও তাই দিচ্চি, তোমার শ্রীচরণের চুট্‌কি হয়ে পড়ে আছি।

বগ। তোমার আর ভাতারগিরি ফলাতে হবে না, তুমি ভাতারও না ভাতারের ভা-ও না; ভাতার বলি ও বাড়ীর বট্‌ঠাকুরকে, বড়দিদির আঁচল ধরে বেড়ায়—

পদ্ম। (গীত) আয় আমার অঞ্চলের নিধি
আঁচল ধরে পিছে পিছে—

বগ। পোড়ারমুখ, মরে যাও।

পদ্ম। যশোদার নীলমণি যেমন,
ননী খায়তো নেচে নেচে।

বগ। আমি পাগলও নই ছন্নও নই যে কথায় কথায় আমাকে ঠাট্টা করবে।

পদ্ম। সন্ধ্যা হলো এখন স্নান হলো না।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বেলডেঙ্গা, অভয়কুমারের ঘর

পদ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ

অভ। লোকের উপর লোক, লোকের উপর লোক, আর না যাওয়া ভাল দেখায় না, বিশেষ তোমার অনুরোধ, কাল যাব—যাওয়া মাত্র, অধিক দিন সেখানে থাক্‌তে হবে না—মাগটি গ্যাদায় গদ গদ, স্বামী চাকর বাকরের সামিল। বাইরে থাক্‌বের স্থান নাই, কাজেই চলে আস্‌তে হবে।

পদ্ম। জামাই বারিক।

অভ। জামাই বারিকে রাতদিন প্রেতকীর্ত্তন হচ্চে—কেউ সখীসম্বাদ গাচ্চেন, কেউ পাঁচালির ছড়া বল্‌চেন, কেউ গাঁজা টিপ্‌চেন, কেউ গুলি খাচ্চেন।

পদ্ম। তুমিও তো গুলি খাও।

অভ। জামাই বারিকে বাস কত্তে গেলে গুলি খেতে হয় আর দাড়ি রাখ্‌তে হয়।

পদ্ম। জামাই বারিকটে আমার দেখা হয় নি।

অভ। একটা বড় ঘর। জামাইবাবুরা শালা বাবুদের বৈঠকখানায় বস্‌লে শালা বাবুদের লজ্জা বোধ হয়, তাই কর্ত্তাবাবু বাড়ীর পাশে একটা বড় ঘর তৈয়ের করে দিয়েছেন, সব জামাইরা সেইখানে থাকে; জামাই, ভাইঝি জামাই, ভাগ্নিজামাই, নাত্‌জামাই, জামায়ের জামাই, সব সেই ঘরে থাকে।

পদ্ম। এখন কতগুলি আছে?

অভ। সাড়ে বায়ান্ন জন।

পদ্ম। আবার আদ্ পেলে কোথায় ?

অভ। চাপরাস হারাণে জামাইগুলোকে আদ্ বলে গুন্‌তি করে।

পদ্ম। রাত্রিতে শোবার সরঞ্জাম আছে ?

অভ। আছে বই কি—তিন কুড়ি খাট্ আছে—দড়ি দিয়ে ছাওয়া—তিন কুড়ি বালিশ আছে, তিন কুড়ি পাশবালিশ আছে; সব জামাইদের এক একটা ডাবা হুঁকো আছে, কলিকেও একটা করে; তামাক, টিকে, আগুন এক কোণে থাকে, এক জন চাকরের জিম্মা, তার হুকুম আছে তামাক দেবে; গাঁজা গুলি চরস নিজে নিজে সেজে খাও।

পদ্ম। ক দিন অন্তর বাড়ীর ভিতর যেতে পায় ?

অভ। তিন দিন, চার দিন, কেউ কেউ হপ্তা, কেউ কেউ মাস, কেউ কেউ বৎসর।

পদ্ম। কষ্ট বড়।

অভ। কষ্টের চূড়ান্ত। যদি খাবার সংস্থান থাকে, তা হলে কি আর সেখানে যাই। বিশেষ, গুলিটে অভ্যাস করে পরাধীন হয়ে পড়িছি, জামাই বারিকে অক্লেশে গুলির উপযুক্ত আহার মেলে।

পদ্ম। তবে দাঙ্গাফেসাত আর কর না, মান্‌য়ে জুন্‌য়ে গিয়ে সেখানে থাক।

অভ। আমার ত তাই ইচ্ছে তা আমারে যে রাখে না।

পদ্ম। কে ?

অভ। মাগ্ মনিব। এবারে যদি কিছু অহঙ্কারের চিহ্ন দেখি তা হলে তার মুখে নাতি মেরে বৃন্দাবনে চলে যাব।

পদ্ম। ভায়া আমাকে সঙ্গে নিও, আমি ডবোল মার আর

খেতে পারি নে। আবাগীরে পালা উঠ্‌য়ে দিয়েছে ; এখন জোর যার মুল্লুক তার, টানাটানি করে যে নিতে পারে। আমি সন্ধ্যার পর এবাড়ী ওবাড়ী বসে গল্প করি তার পর রাত ডুই প্রহর হলে বাড়ী যাই, ডুই আবাগী ঘুম্‌য়ে থাকে, যার ঘরে ইচ্ছে তার ঘরে ঢুকি। জেগে থাক্‌লে শম্ভু নিশম্ভুর যুদ্ধ হয়।

অভ। দাদা, এখন রাত হয় নি, এখন বাড়ী গেলে তোমাকে কুকুরমারা কর্‌বে, এস ডুই ভাইতে গিয়ে আহার করি, তার পর রাত অধিক হলে বাড়ী যেও।

পদ্ম। আচ্ছা ভাই।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেলডেঙ্গা, পদ্মলোচনের দরদালান

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। (স্বগত) আজ ভোর পর্য্যন্ত জেগে থাক্‌বো। অনেক রেতে বাড়ী আসেন, আর ন্নুঠ্‌ করে বগীর ঘরে যান। আজ যেমন আস্‌বে অমনি গলায় গামছা দিয়ে ঘরে নিয়ে যাব। বগী আবাগী ঘুম্‌য়েছে, শাড়াগুড়ি আর পাচ্চি নে। আমি দোর ভেজিয়ে দোরের আড়ালে দাঁড়্‌য়ে থাকি।

প্রস্থান।

বগলার প্রবেশ

বগ। বিন্দি পোড়াকপালী ঘুম্‌য়েছে। আজ যেমন আস্‌বে ওমনি ঘরে নিয়ে যাব। একটু ফাঁক পায় আর বিন্দি

আবাগীর ঘরে ঢোকে। আবাগী কি চালপড়া খাওয়ালে আমার বুক থেকে মিন্‌সেরে যেন ছিঁড়ে নিলে। এখন ইচ্ছেয় তো আমার ঘরে যায় না, ধরে বেঁধে যত নে যেতে পারি। আমি ঘরে গিয়ে বসি। যাই আস্‌বে আর গলায় আঁচল দিয়ে টেনে নিয়ে যাব।

প্রস্থান।

চোরের প্রবেশ

চোর। এরা সব ঘুম্‌য়েছে, এই বেলা মাল সরাবার সময়—বড় ঘরে ঢুকি।

বিন্দুবাসিনীর প্রবেশ

বিন্দু। (চোরের গলায় গামছা দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) তবে রে পোড়ারমুখো ড্যাকরা, এই তোমার ভালবাসা, ভুলেও কি একদিন আমার ঘরে যেতে নাই; আমি ঘুম্‌য়ে পড়ি, আর উনি টিপি টিপি বড়রাণীর ঘরে যান, বড়রাণীর দুদ বড় মিষ্টি, ছোটরাণীর দুদে গোবরের গন্ধ; মুখ ঢাকিস্‌ কেন? (নাসিকার উপরে কিল) তোর আজ হয়েছে কি, তোকে আমার বিছানায় শুইয়ে ঘটির বাড়ি মাতা ভেঙ্গে দেব।

বগলার প্রবেশ

বগ। (চোরের গলায় অঞ্চল দিয়া ঝাঁটা মারিতে মারিতে) বলি ও পোড়ার বাঁদর, বেদে চোর, যাচ্চো কোথায়; এ দিকে এস; আমিও তোর মাগ, আমাকেও বিয়ে করেচিস; ওকেও যেমন দেখিস্‌ আমাকেও তেমনি দেখ্‌তে হয়। আমি তো আর তোর মার পেটের বন না যে আমার বিছানায় শুলে তোমার সমন্বয়

কর্‌তে হবে? আয় ড্যাকরা ঘরে আয়, (পৃষ্ঠে কিল) আয় ড্যাকরা ঘরে আয়। (কিল)

বিন্দু। আরে পোড়ারমুখ কোথায় যাও—আজ তোমারে যমে ধরেছে, যমের হাত ছাড়াতে পার্‌বে না—তবু যে যাস হ্যাঁ রা বেহায়া বেইমান। (ঝাঁটা প্রহার) পোড়ারমুখে বাক্যি হরে গিয়েছে, মৌনবতী হয়েছেন। (নাসিকার উপর কিল)

বগ। ছোটরাণীর কিলগুণো বড় মিষ্টি, আর আমার কিলগুণো তেতো, তাই ছোটরাণীর দিকে ঢল্‌কে পড়্‌চো—পড়াচ্চি তোমাকে, বটি এনে তোমার নাক কেটে নিই।

পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্ম। বাড়ীর ভিতর এত গোলমাল কেন রে—তুই আবাগী কাটাকাটি করে মরচিস্ না কি? মর্ আপদ যাক্; আমি বলি ঘুম্‌য়েছে, ঘুম কোথা বুনো মহিষের যুদ্ধ বাদ্‌য়েছে।

বগ, বিন্দু। (চোরকে ছাড়িয়া) তবে এ কে?

পদ্ম। তোরা ভাতার গড়্‌য়ে ঝকড়া কচ্চিস্ না কি?

বগ। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে, এমন ঝাঁটাগুণো বৃথা গেল, এমন জোরের কিলগুণো বাজেখরচ হয়ে গেল।

পদ্ম। তুই ব্যাটা কে রে?

বিন্দু। চোর চুরি কর্‌তে এয়েছে। টিপি টিপি বগীর ঘরে যাচ্চিল, আমি বলি তুমি যাচ্চো, গলায় গামছা দিয়ে তাই মার্‌তে লাগ্‌লেম, তার পর বগী এসে যোগ দিলে।

পদ্ম। ওরে ব্যাটা সিঁদেল চোর, আমার ঘরে এয়েছ চুরি কত্তে, বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা রা হারামজাদা—চল্ ব্যাটা চল্ তোকে পুলিসে দেব—

চোর। মশাই গো, পুলিসে দেবেন না—এক দিনের মার বাঁচ্য়ে দিলেম।

পদ্ম। তুই ব্যাটা চোর তো ?

চোর। আমি চোর, না তুমি চোর।

পদ্ম। আমি চোর হলেম কিসে ?

চোর। তা নইলে রোজ রোজ সাত চোরের মার হজম কর কেমন করে ?

পদ্ম। এ কথা তুমি বল্‌তে পার।

চোর। আমি বিশ বছোর চুরি কচ্চি এমন বিপদে কখন পড়ি নি ; বাপ্ যেন চর্‌কি ঘুর্‌য়ে দিলে। জান্‌তেম ভাল মান্‌ষের মেয়েদের হাত নাকি ফুলের মত নরম, ওমা কোথায় যাব, এনাদের হাত যেন ফালপেটা হাতুড়ি।

পদ্ম। আচ্ছা বাপু আমি নেমক্‌হারামি কত্তে চাই নে, তোমাকে ছেড়ে দিলেম, তুমি বাড়ী যাও।

চোর। এঁরা আর এক চোট্ লেবেন।

চোরের প্রস্থান।

পদ্ম। তোদের জ্বালায় আমি কি দেশত্যাগী হব—তোরা চোরের সঙ্গে লড়াই দিস্ তোদের সাহস কি, এই রাত ঝাঁ ঝাঁ কচ্চে, গ্রামের লোক নিশুতি, সাড়া শব্দটি নাই, তোরা কি না এই রাত্রে চোর নিয়ে রণ বাদ্‌য়েচিস্—আমি আজ কারো ঘরে যাব না এই দরদালানে পড়ে থাক্‌ব।

বিন্দু। বুঝিচি, তোমার ফিকির আমি বুঝিচি—আমি ঘরে যাব আর তুমি বগী আবাগীর ঘরে ঢুক্‌বে।

পদ্ম। তুমি কেন আমার কাছে বসে থাক না।

বগ। বগী আবাগী ভেসে যাক্।

পদ্ম। তুমি না হয় চৌকি দাও। (উপবেশন)

বগ। আমার বেঁলা চৌকি দাও, আর বিন্দির বেঁলা কাঁছে বঁস—আ পোড়াকপালে একচকো; তোমার মুণ্ডুটো আজ ঝাঁটার গোড়া দিয়ে গুঁড়ো কত্তেম তা চোর ব্যাটা এসে সতীন হলো—ছোঁটরাণি আমার কাছে বস, ছোঁটরাণি, আমার গায় হাত বুলাও, ছোঁটরাণি আমার অন্তজল কর—পোড়ারমুখ্, মরে যাও, ছোটরাণীর কোল খালি হক্—বলে

স্বয়ো মেগের ষোল আনা দুয়োর নামে নাই,
একচখো ভাতারের মুখে বাসি আকার ছাই।

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন।

বগ। বিন্দি পোড়াকপালি তুই আর কথা কস্ নে, পোড়ারমুখ যদি বুঝতে পেরে থাকে তোকে ত্যাগ কর্‌বে—ও তো চোর না, তোর নাগর, তুই পোড়াকপালি বড় খেলয়ার, নাগর বলে আন্‌লি, চোর বলে ছাপালি—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন।

বগ। কালামুখী কচিখুকী হুদ তুল্‌চেন; এতক্ষণ মন চোরার গায় হুদ তুল্‌লেন, এখন ভাতারের গায় হুদ তুল্‌চেন—

বিন্দু। ভিক্ষা দাও গো ব্রজবাসী রাধাকৃষ্ণ বল মন,
আমি বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী এইচি বৃন্দাবন।

বগ। আজ্ থেকে তুই আর ভাতার পাবি নে, আমি এই ভাতারের কাছে বস্‌লেম। (পদ্মলোচনের দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া উপবেশন।) ওকে বিষ খাইয়ে মার্‌বো তবু তোকে দেব না—ভাতার যমকে দিতে পারি তবু সতীনকে দিতে পারি নে।

বিন্দু। তোর ভাগের দিকে তুই বস্‌লি, তাতে কি আমি কথা কই; আমার ভাগ ছুঁবি তো ঝাঁটার বাড়ি খাবি—

বগ। ছোঁব না তো কি তোকে ভয় কর্‌বো, এই ছুঁলেম। (পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কিল)

বিন্দু। আমার পায় তুই এক কিল মার্‌লি, আমি তোর পায় দুই কিল মারি। (পদ্মলোচনের ডান পায় দুই কিল)

বগ। তবে তোর পায় তিন কিল—(বাঁ পায় তিন কিল)

বিন্দু। তোর পায় এই চার কিল। (ডান পায় চার কিল)

বগ। বটে রা সর্ব্বনাশি, তবে দেখ্‌বি না কি কেমন করে তোকে রাঁড় করি—(বঁটি লইয়া পদ্মলোচনের বাঁ পায় এক কোপ)

বগলার প্রস্থান।

পদ্ম। পা-টা একেবারে গিয়েছে, দু আঙ্গুল কোপ বসেছে—উত্থানশক্তি রহিত।

বিন্দু। আহা পোড়াকপালী মাচ কোটা করে কেটে ফেলেচে—এস তোমায় আমি টেনে ঘরের ভিতর নিয়ে যাই।

প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রমথ গর্ভাঙ্ক

কেশবপুর জামাই বারিক

চারি জন জামাই আসীন

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) আমি ভাই আজ এক মাস বাড়ীর ভিতর যাই নি, প্রেয়সী আমাকে ডাইভোর্স কল্যেন না কি।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) হয়েছিল কি?

প্রথম জা। বাল্‌সেছিলেন তা আড়াই দিনে সেরে গিয়েছে; আজ এক মাস কুঁড়েপাতর লুস্‌চেন, বর্‌মা পনির মত ছুটে বেড়াচ্চেন, আমি বাড়ীর ভিতর যেতে চাইলেই গিন্নি বলেন কাহিল।

তৃতীয় জা। তোমার তবু একটা অছিলা আছে, আমি আজ দশ দিন জামাই বারিকের বরেগা গুণ্‌চি, আর তিনি সুস্থশরীরে খোসমেজাজে একা খাটে পড়ে আছেন। আমি পাঁচিকে রোজ বলি, পাঁচি আমার নামের পাসখানা নিয়ে আয়, আমি আজ বাড়ীর ভিতর যাব, তা বলে তোমার নামের পাস দিতে চান না।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) কদিন এখানে ছিলাম না এর মধ্যে অনেক কাণ্ড হয়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি যে—পাসগুলিন থাকে কোথা?

চতুর্থ জা। গিন্নির ঘরে। যারে যারে তিনি বোঝেন বাড়ীর ভিতর যাবার যোগ্য তার তার নামের পাস পাঁচির কাছে দেন, পাঁচি জল খাওয়ার সময় দিয়ে যায়।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) বিনা পাসে যাবার যো নাই?

তৃতীয় জা। না।

দ্বিতীয় জা। কোন দিন চেষ্টা করেছিলে?

তৃতীয় জা। আমি এক দিন বিনা পাসে যাবার চেষ্টা করেছিলেম, মাজের দরজার দরওয়ান ব্যাটা পাস দেখ্‌তে চাইলে, দেখাতে পাল্লেম না, অর্দ্ধচন্দ্র আহার করে ফিরে এলেম।

প্রথম জা। (গাঁজা টিপিতে টিপিতে) সময় না হলে আর আমাদের দরকার হয় না—আমরা যেন ভাই কুক্ সাহেবের আড়গড়ার মেল্ গ্যাণ্ডার ফিমেল্ গুস্—

দ্বিতীয় জা। সাবাস দাদা বেশ বলেছ—কি বল্‌বো গাঁজা টিপ্‌চি তা নইলে শেকৃহ্যাণ্ড কত্তেম—নেভার মাইন, কেনি দাও। (কনুইতে কনুইতে ঘর্ষণ) শালাবাবুদের পাস নাই?

চতুর্থ জা। তাদের হ'ল বাড়ী, তারা যখন মনে করে তখন বাড়ীর ভিতর যায়—বউমাদের পাস আছে বটে, তাঁদের কতকটা আমাদের দশা।

তৃতীয় জা। সে কদিন? যে কদিন খাঁড়া ধরতে না শেখে, তার পর জোর করে কেল্লা দখল করে।

দ্বিতীয় জা। (গাঁজা টানিয়া গীত)

(বাউলে সুর, তাল একতালা।)

মার দম্ কসে দম্ গাঁজার কল্‌কে তুলে,
না খেয়ে রয়েছে আমার পেট্‌টা ফুলে;
গাঁজা সেজে খাই, কত মজা পাই,
কেহ নাই মোর বাপের কুলে।
অভাগা কপাল, কান্তা যেন কাল
প্রহারে পয়জার ধরিয়ে চুলে।

প্রথম জা। (গাঁজা টানিয়া গীত)

(রাগ সিন্ধু জঙ্গলা, তাল খেমটা।)

বল কি হবে মিছে ভাবিলে এখন,
ভাবিতে উচিত ছিল বিবাহ যখন।
অষ্টরম্ভা বাপের বাড়ী, দু বেলা চড়ে না হাঁড়ি,
তাইতে আসি শ্বশুরবাড়ী, করি কাল যাপন।

দ্বিতীয় জা। নিবারণকে ডাক্ না ভাই, সাত কাণ্ট রামায়ণ শোনা যাক্।

তৃতীয় জা। তারা খোলা ছাতে গুলি খাচ্চে—ঐ এয়েচে।

পাঁচ জন জামাইয়ের প্রবেশ

দ্বিতীয় জা। নিবারণ একবার সাত কাণ্ট রামায়ণটা শুন্য়ে দাও।

পঞ্চম জা। ক্ষেতি কি বাবা—বেদী করে দাও।

প্রথম জা। এই তোমার বেদী (একখানি খাটে গুটিকত লেপ পাতন।)

দ্বিতীয় জা। তবে বেদীতে আরোহণ কর।

পঞ্চম জা। কিছু ভাল লাগ্‌চে না বাবা, মাগ মহাশয় রাগ করেচেন, পাঁচ দিন পাস পাই নি।

দ্বিতীয় জা। নেভার মাইন, রামায়ণ আরম্ভ করে দাও, আজ পাস পাবে।

পঞ্চম জা। (বেদীতে উপবেশনানন্তর) এক নিশ্বাসে সাত কাণ্ট রামায়ণ বলা সাধারণ বিদ্যার কর্ম্ম নয় বাবা। তবে শোন,—ঐ যে রোজ সকাল বেলা অর্থাৎ যামিনী বিগতা হলে পূর্ব্ব দিকে, পরমরুণয়া পশ্যতি দৃশাং, ভারি লাল, রক্তবর্ণ, হিঙ্গুলের মত, কাঁচা সোণার স্যায়, একখান্ চক্‌মকে থাল উদয় হয়, ওটা

সূর্য্য—তোমরা ভাব ও ব্যাটা কেবল সকালে উদয় হয়ে সমস্ত দিন আপিসের কাজ চাল্‌য়ে সন্ধ্যার সময় বাড়ী যায়, এমন নয়, ওর একটা বংশ আছে, তার নাম সূর্য্যবংশ। বংশটা ভারি বংশ, এখন নির্ব্বংশ। এই সূর্য্যবংশে, দশরথ নামে এক রাজা ছিল, মহাবলপরাক্রম ভূধর মহীধর ধরাধর সাগর নাগর ডাগর রাজা; অন্দরমহলে রাণীর পাল। পালঝাড়া রাণী, অর্থাৎ সকলেই বন্ধ্যা, একটিরও গর্ভ হয় না, বাড়ীতে ছেলের ভাঁজ নাই।

রাজা যাগ যজ্ঞ হোম নৈবিদ্দি স্বাস্থ্যরক্ষা কুশাসন সাগরমন্থন গন্ধমাদন কত কল্যেন কিছুতেই রাণীদের গর্ভের সঞ্চার হল না। রাজা ভেবে ভেবে চিন্তাজ্বরো মনুষ্যাণাং। তখন কুক সাহেবের আড়গড়া হয় নি, কি উপায়ে বংশ রক্ষা করেন।

তৃতীয় জা। জামাই বারিক ছিল না ?

পঞ্চম জা। রাণীদের সঙ্গে জামাই বারিকের শাশুড়ী সম্পর্ক, থাক্‌লেই বা কি হতো—রাজা কিংকর্ত্তব্য অনূঢ়া হয়ে খুব গ্যাঁটাগোঁটা অকালকুষ্মাণ্ড গোচ একজন ঋষিকে আনালেন, তার নাম রসশৃঙ্গ; ঋষিবর যোগ আরম্ভ কর্‌লেন। বাবা কার দ্বারা কি হয় কে বল্‌তে পারে, রসশৃঙ্গ তপোবনে ফিরে না যেতে যেতে মহারাজের চার কুমার উত্তমাশা অন্তরীপের ন্যায় বিহার কত্তে লাগ্‌লো। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। ছেলে চারটেকে গুরুমহাশয়ের পাঠশালে লিখ্‌তে দিলে। অল্প কালের মধ্যে ছেলেগুলো আমাদের শালাবাবুদের মত পদ্মপলাশ-লোচনবৎ ফুলে উঠ্‌লো। পরীক্ষার দিন উপস্থিত, রাজা কড়াংকেতে আপামর সাধারণ পারদর্শী, তাই নিজে জিজ্ঞাসা করবেন। রাম উপস্থিত, রাজা জিজ্ঞাসা কল্যেন "পঞ্চাশ কড়া" ? রাম বল্যে "বার গণ্ডা দু কড়া", রাজা রামের গালে

একটা প্রচণ্ড চড় মারিয়া বল্যেন "তোর কিছু বিদ্যা হয় নি তুই বনে যা"। লক্ষ্মণ উপস্থিত—"পঞ্চাশ কড়া"? "সাড়ে বার গণ্ডা"—প্রচণ্ড চড় মারিয়া রাজা বল্যেন যা ব্যাটা তুইও বনে যা। ভরত শত্রুঘ্ন উপস্থিত—"পঞ্চাশ কড়া"? দুই জনে একবারে বল্যে "পাঁচ গণ্ডা সাত কড়া"—রাজা একটু মুচ্‌কে হেসে বল্যেন "যা তোরা রাজা হগে"।

রাম লক্ষ্মণ পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হওয়া নিতান্ত মূঢ়ংমতি বিবেচনায় পঞ্চবটীর বনে উপসংহার করিয়া ডেরাডাণ্ডা ফেল্‌লেন। সেখানে সাঁওতালনন্দনদিগের সহিত হেঁড়েডুডু, নবীন তুড়কি, কপাটি কপাটি, ডাণ্ডাগুলি খেল্‌তে লাগ্‌লেন, অল্প দিনের মধ্যে সুমেরু শিখর নিকর পরাজিত দিগ্বিজয়ী বীর হয়ে উঠ্‌লেন। ইতিমধ্যে কিচ্‌কিন্দা অধিপতি বালি রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিণয় উপলক্ষে তাঁহার বৈঠকখানায় নৃত্য করিবার জন্য এক জোড়া খ্যাম্‌টাওয়ালি উপস্থিত হয়। নাচ আরম্ভ হয়েছে—বালি রাজা সিংহাসনে বক্রভাবে দীর্ঘ লাঙ্গুল উচ্চ করিয়া উপবিষ্ট; দুই পার্শ্বে হনুমান, জাম্বুবান, নল, নীল, গয়, গবাক্ষ প্রভৃতি লোমাচ্ছাদিত উচ্চপুচ্ছধারী মহোদয়গণ চেয়ারে বেঞ্চে কোচে বিরাজ কচ্চেন; জরির টুপি, মরেসা, শ্যামলা, কিংখাপের চাপকান, সাটিনের চায়না কোটে বানরকুল ঝলমল। রাম লক্ষ্মণ টিকিট পেয়েছিল—তারাও সভায় উপস্থিত—বুনোদের সঙ্গে থেকে ছোঁড়া দুটোর স্বভাব বিক্‌ড়ে গিয়েছিল—বালি রাজাকে বল্যে খ্যাম্‌টাওয়ালি দুটোকে আমাদের দাও, বালি বল্যে দেব না—ঘোর যুদ্ধ—বালি রাজা বধ। খ্যাম্‌টাওয়ালি দুটোকে দু ভাইতে ভাগ করে নিলে; যেটার নাম সীতা সেটা নিলে রাম, যেটার নাম সূর্পণখা সেটা নিলে লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ সভার্য্যাভ্রান্তরে শুচি হইয়া পঞ্চবটীর বনে আগমন

করে দেখেন সূর্পণখা মায়াবিনী রাক্ষসী, রাবণের ভগিনী— তৎক্ষণাৎ গজরাজবিনিন্দিত বারিদবৃন্দপরাজিত রজকরঞ্জন গর্দ্দভবৎ চীৎকার শব্দ কর্‌লেন, নয়ন দিয়া ক্রোধানল, হোমানল, দাবানল, বাড়বানল, বিরহানল, কামানল বাহির হইতে লাগ্‌লো—বল্যেন পাপীয়সি, কালামুখি, কলঙ্কিনি, কুরঙ্গনয়নি, কাঙ্গালিনি, তুমি দূর হও; এই বলে তার নাক কাণ কেটে নিয়ে তাকে বিদায় করে দিলেন। লঙ্কার রাবণ রাজা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো,—ছল করে রামের সীতা হরণ করে নিয়ে গেল, রাম বাতাহত কদলীবৎ মাতায় হাত দিয়ে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন।

রামটা ভ্যাবাগঙ্গারাম; লকার বুদ্ধিটে খর্জ্জুরকণ্টকবৎ তীক্ষ্ণ, ছল বল দুর্ব্বল কল কৌশল তার সকলি হস্তগত—বল্যো দাদা তুই কাঁদিস্‌ কেন? পাঁচ পয়সার টিকে কিনে আন্‌, আর পাঁচ বুড়ি পাকা কলা সংগ্রহ কর্‌, আমি তোর সীতা উদ্ধার করে দিচ্চি। রাম তাই কল্যেন। লক্ষ্মণ হনুমানদিগকে এক একটি কলা দিয়ে বশীভূত করে তাদের লেজে এক একখান টিকে ধর্‌য়ে বেঁধে দিলে। তার পর বল্যে যাও সব লঙ্কার চালে গিয়ে বস। হনুমানেরা কলা খেয়েচেন কলার কাজ না কল্যে কৃতঘ্নতা হয়—হুপ্‌ হুপ্‌ করে লঙ্কার চালে বস্‌লো আর লঙ্কা দগ্ধ হয়ে গেল। রাবণ সবংশে নিপাত—বেড়া আগুন পালাবার যো নাই—লঙ্কা ছারখার, সীতা উদ্ধার। ইতি সাতকাণ্ড রামায়ণং সমাপ্তমিদং। এই হচ্চে রামায়ণ, তা বেদীতে বসেই বলো আর চামর হাতে করেই বলো।

তৃতীয় জা। বাল্মীকির সঙ্গে মেলে না।

পঞ্চম জা। বেল্লিকের রামায়ণ বাল্মীকির সঙ্গে মিল্‌বে কেন? কিন্তু মূল এই।

পাঁচ জন জামাইয়ের প্রবেশ

চতুর্থ জা। বনমালী এয়েচে, এবারে পিরের গান হক্।

ষষ্ঠ জা। চার জন দোয়ার চাই।

চতুর্থ জা। জামাই বারিকে দোয়ারের ভাবনা নাই।

ষষ্ঠ জা। (চামর মন্দিরা লইয়া চার জন জামাইয়ের সহিত গীত।)

মাণিকপির, ভবপারে যাবার লা,
জয়নাল ফকিরি নেলে ফেনি খালে না,
মাণিকপির—

ষষ্ঠ জা। আল্লা আল্লা বল রে ভাই নবি কর সার,
মাজা তুল্‌য়ে চলে যাবা ভবনদীর পার।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। শুন রে ভাই বিবরণ, লবদ্বারে আছে জীবন,
কখন যে পালাবে বল্‌তে নাহি পারি ;
কোরাণেতে বয়েদ আছে, তুনিয়েটা ক্যাবল মিছে,
খোদার নাম বিনে জান্‌বা সকলি ঝক্‌মারি।
ব্যানে বিকেলে তুপহরে, জরু ছাবাল সাতে করে,
নামাজ পড়্‌বা মনডা করে স্থির ;
মানী লোকের রাখ্‌বা মান, গোরিব লোককে কর্‌বা দান
দরগায় গিয়ে ফয়তা দেবা ক্ষীর।
আপন গোণ্ডা বুঝে লেবা, পরের গোণ্ডা পরকে দেবা,
বড় গোনা কেজ্‌য়ে করা কাজিকো হয়রাণি।
পির প্যাকম্বর মাথায় ধরা, অন্ধকারে দেখে তারা,
হুসিয়ারুছে কাম্ কর্‌না ছোড়্‌কে শয়তানি।
ঝাট্‌বাৎমে না দেবা দেল্, সত্যছে বানাবা এক্কেল,
ভক্তিভাবে কর্‌বা পূজো বাপ্ মার চরণ।

গোনা বরাবর্ নাইকো বিষ, ভনে দ্বিজ গোলামনবিস্,
এই তো ধরম শাস্ত্রের লেখন।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ে কুবুদ্ধি ঘটিল,
বেসালির ভিতর দুগ্ধু রেখে পিরকে ফাঁকি দিল।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। কত কীর্ত্তি আছে রে ভাই, কওয়া নাইকো যায়।
দেখ সাদির সমে দোলার বিবি ডুলি চেপে যায়।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। ওরে, কদুকুমড়ো রাক্‌লে ফেলে, তুশ্‌চু নেরেল ব্যাল,
আজগবি দুনিয়ার খেলা সর্ব্বের মধ্যি ত্যাল।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। মুসল্‌মানের মোল্লা রে ভাই হাঁদুর মধ্যি সাধু,
কদুকুমড়ো ছেড়ে দিয়ে আকির মধ্যি মধু।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। আস্‌মানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহনাদ,
আর দিনের বেলায় সূর্য্যি ওঠে রাতির বেলায় চাঁদ।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতি, শিক্‌লি বাঁধা পায়,
আর ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ী মেগের নাতি খায়।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। কত কেরামৎ জান রে বন্দা কত কেরামৎ জানো,
মাজদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টানো।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। দুর্গির ছাওয়াল কার্ত্তিক রে ভাই মোরগ চেপে যায়,
আর পূজো পালি বাঁজাবিবির ছাওয়াল করে দেয়।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। রাতির বেলায় ভূতির ডরে ডর্‌য়ে ওঠে ছেলে,
আর হুড়্‌কো মেয়ে ঝম্‌কে ওঠে খসম কাছে এলে।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

তৃতীয় জা। বিরহ হবে না?

দ্বিতীয় জা। হবে না তোমায় কে বল্যে?

ষষ্ঠ জা। এই বার হবে—গেয়ে লাও তো ভাই।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। বিরহিণী বিবি আমার গো, বাঁদে নাকো চুল।
কল্‌জেতে ফুটেছে কাঁটা পঞ্চবাণের হুল।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। সায়েরে গিয়েচে স্বমী হাব্‌লি আঁধার করে,
পরাণ জ্বলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। মুখ ঘামেচে বুক ঘামেচে বিবির ভাসে যাচ্চে হিয়ে,
খসম যদি থাকৃতো কাছে রে পুঁচ্‌তো রুমাল দিয়ে।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। পিঁড়েয় বসে কাঁদ্‌চে বিবি, ডুবি আঁখির জলে,
মোল্লারে ধরেচে ঠাসে খসম খসম বলে।

চার জন জা। মাণিকপির— (ইত্যাদি।)

ষষ্ঠ জা। ষাঁড়ের মাথায় শিং দিয়েছে মান্‌ষির মাথায় কেশ,
আল্লা আল্লা বল রে ভাই পালা কল্লাম শেষ।

চার জন জা। মাণিকপির—(ইত্যাদি।)

তৃতীয় জা। এবারে পাঁচালি হক্‌।

পাঁচি এবং চার জন দাসীর প্রবেশ

দ্বিতীয় জা। পাঁচালিতে আর কাজ নাই, এখন পাঁচির পাঁচালি শোনা যাক্‌।

পাঁচি। আর সব কোথায় ?

প্রথম জা। খোলা ছাতে গুলি খাচ্চে।

পাঁচি। তোমাদের জল খাওয়াতে পাল্যে আমি আপনার কাজে হাত দিতে পারি। (দাসীদের প্রতি) ওগুনো ঐখানে রাখ্—তোর হাতে কি ?

প্রথম দা। সন্দেশের হাঁড়া।

পাঁচি। তোর হাতে ?

দ্বিতীয় দা। চিনির পানার গামলা।

পাঁচি। তোর হাতে ?

তৃতীয় দা। দুদের গামলা।

পাঁচি। তুই কি এনিচিস্ ?

চতুর্থ দা। শশা, কলা, পেয়ারা।

পাঁচি। দুদের উড়্কি এনিচিস্ ?

তৃতীয় দা। এই যে।

পাঁচি। তুই এনিচিস্ ?

দ্বিতীয় দা। এই যে।

দ্বিতীয় জা। পাঁচি তোর নাম পাঁচি হল কেন রে ?

তৃতীয় জা। পাঁচির পাঁচ জন ছিল বলে।

পাঁচি। এখন আর আমার পাঁচ জন নয়।

তৃতীয় জা। ক জন ?

পাঁচি। এখন জামাইয়ের পাল।

পঞ্চম জা। পাঁচি তুমি দ্রোপদী।

পাঁচি। না, আমি কুন্তী, বিয়ে না হতে বাবুদের বাড়ী—

তরুণ তপন রূপে বিমোহিত মন,
বিবাহ না হতে কুন্তী অর্পিল যৌবন।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তোর ছন্দ পতন হয়েছে।

পাঁচি। কোথায় ?

প্রথম জা। কুয়োর ভিতর।

পঞ্চম জা। ঠাট্টা কর না বাবা, আমার দাদা রিফিউ লেখেন।

প্রথম জা। তাঁর নাম কি ?

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্।

প্রথম জা। যিনি বৈষ্টব ছিলেন তার পর কল্‌মা কেটে কাজি হয়েছেন ?

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্‌কে বড় সাধারণ লোক জ্ঞান কর না—তাঁর রিফিউয়ের ভারি ধার—

প্রথম জা। খানা কাটা যায় ?

পঞ্চম জা। তুমি মূর্খ, রিফিউয়ের "ধার" বুঝ্‌বে কি, পাঁচি বুঝেছে।

পাঁচি। আঁশবঁটি।

পঞ্চম জা। পাঁচি তোর পতন হয় নি ?

পাঁচি। ভোঁতারাম ভাটের চক্ষু থাকে তো হয় নি।

তৃতীয় জা। আমার চকে তো নয়।

পঞ্চম জা। ভোঁতারাম ভাট্ বলেন কবিতা লেখার প্রণালী হচ্চে "তিন তিন তুই তিন তিন", তোমার তিন তিন তুই চার হয়ে গিয়েছে।

প্রথম জা। ওর যে বয়েস তিন তিন তুই সাত হতে পারে।

পাঁচি। ভোতারাম ভাট্ বুঝি জামাই বারিকে লেখা পড়া শিখেছিলেন ?

পঞ্চম জা। তোকে লেখা পড়া শেখালে কে ?

পাঁচি। কেন আমার স্বামী।

পঞ্চম জা। তোর স্বামী লেখা পড়া জানে ?

পাঁচি। তোমাদের চাইতে ভাল।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি ষোড়শী, রূপসী, সরসী, বায়সী—

পাঁচি। পোড়া কপাল আর কি বায়সী যে কাক।

পঞ্চম জা। কাকী; সী'র মিল কত্তে তোকে কাকী বলে ফেলিচি।

দ্বিতীয় জা। পাঁচি তুই এত গহনা পেলি কোথা?

পাঁচি। জামাই বারিকে।

পঞ্চম জা। পাঁচি, তুমি আমাদের কমিসারি জেনারেল; তুমি যে প্রমদা পরিমল পিঙ্গল প্রণালীতে রসদ সর্‌বরা কচ্চো, তুমি একটু গা ঢাকা হয়ে থেক।

পাঁচি। কেন গো?

পঞ্চম জা। লুশাই এক্‌সপিডিসানে ধরে নিয়ে যাবে।

পাঁচি। তাতে তোমাদের অধিক ভয়।

পঞ্চম জা। কেন লো?

পাঁচি। তারা বাঁধা খেগো বয়েল ধচ্চে।

পঞ্চম জা। ভাল বলেচ পাঁচি ঠাকুর্ঝি—আমি মরে যাই, তুমি আমার সঙ্গে সহমরণে চল।

পাঁচি। সহমরণে যে যাবার সেই যাবে—এখন তোমরা এক জায়গায় খাবে না আমার তানা পড়েন কত্তে হবে?

ষষ্ঠ জা। আমরা সব খোলা ছাতে খাব।

দশ জন জামাইয়ের প্রস্থান।

প্রথম জা। পাঁচি, আমার পেট জ্বলে উঠেছে আমাকে এইখানে দে। (একখানি রেকাব আর দুটি বাটী লইয়া উপবেশন।)

পাঁচি। (দাসীদের প্রতি) তোরা এদিকে আয়। (দুটি

গোল্লা, চারখানি শশা কাটা, একটি খোসাফেলা পেয়ারা, এক উড়্কি চিনির পানা, এক উড়্কি দুদ প্রদান।)

প্রথম জা। আর একটু দুদ দে, আজ বড় গুলি টেনিচি। (আহার)

তৃতীয় জা। পাঁচি আমার নামে পাস বেরয়েচে ?

পাঁচি। বল্‌তে পারি নে, পাসগুলিন আমার আঁচলে বাঁধা আছে।

দ্বিতীয় জা। আজ যে দেখি আঁচল ভরা পাস, বাবুদের বাড়ী শ্রাদ্ধ না কি, নইলে এত নাগা সন্ন্যাসীর আহ্বান কেন ?

তৃতীয় জা। পাঁচি, পাসগুলো পড়ে পড়ে আমার হাতে দে না ভাই।

পাঁচি। (অঞ্চল হইতে পাসগুলিন খুলিয়া পঠনানন্তর প্রদান।) যতীন্দ্রমোহন, দিগম্বর, রাজেন্দ্রলাল, কিশোরীচাঁদ, কৃষ্ণদাস, দ্বারিকানাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, অন্নদাপ্রসাদ, মনোমোহন, উমেশচন্দ্র, মুরলীধর, আশুতোষ, কালীমোহন, মোহিনীমোহন, হেমচন্দ্র জুনিয়র, জগদ্বন্ধু, মহেন্দ্রলাল, প্যারিচরণ, ভূদেব, জগদীশ, গুরুচরণ, গৌরদাস, হেমচন্দ্র সিনিয়ার, রঙ্গলাল, বঙ্কিম,—

তৃতীয় জা। আমার নাম এখন বেরুলো না, কি সর্ব্বনাশ, আর কখান আছে ?

পাঁচি। একখান।

তৃতীয় জা। পড় দেখি।

পাঁচি। মৌলভি আব্‌দুল্ লতিফ।

দ্বিতীয় জা। ও কার ?

তৃতীয় জা। ও তো ছোট জামাইয়ের, সে রাতদিন চশমা

চকে দেয় বলে তাকে আমরা আব্‌দুল্‌ লতিফ বলি—পাঁচি আমি আজ গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌বো।

অভয়কুমারের প্রবেশ

অভ। পাঁচি, আমার পাস বের্‌য়েছে ?

পাঁচি। তোমার পাস হার্‌য়ে গিয়েছে।

অভ। আমি তবে বাড়ীর ভিতর যেতে পাব না ?

পাঁচি। বিবেচনার স্থল।

অভ। তবে আমাকে পায়ে ধরে বাড়ী থেকে আন্‌লি কেন ?

দ্বিতীয় জা। সেখানে গর্ভযন্ত্রণা হয় বলে—আজ পাস পেয়িচি বাবা, আজ এক লাফে লঙ্কা ডিঙ্গাতে পারি—

হাবার মার প্রবেশ

হাব। অভয় কোথায় ? তার জন্যে এই লেখন এনিচি।

(অভয়ের গ্রহণ)

পাঁচি। হাতে লেখা পাস।

দ্বিতীয় জা। কাঠের বেরাল হলে কি হয়, ইঁদুর ধত্তে পার্‌লিই হল।

হাব। বলে—

নৌকা ডিঙে চাই নে আমি আজ্ঞে যদি পাই,
গঙ্গাজলে সাঁতার দিয়ে শ্বশুরবাড়ী যাই।

দ্বিতীয় জা। হাবার মা একটা গান কর্‌।

হাব। (গীত, রাগ সিন্ধু কাপি, তাল খেমটা।)

মনের মত নাগর যদি পাই,
প্রেমডোরেতে তারে আমার যৌবনে জড়াই,

মেতি আম্‌লা দিয়ে চুলে, সাজ্‌য়ে খোঁপা বকুলফুলে,
মুচকে হেসে কাছে বসে দুবেলা তার মন যোগাই।

(নৃত্য)

পাঁচি। তোমরা জলটল খাবে, না কেবল নাচ দেখ্‌বে ?

দ্বিতীয় জা। তুমি অগ্রসর হও, আমরা তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৎসবৎ ধাবমান হই।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কেশবপুর, কামিনীর শয়নঘর

কামিনী এবং হাবার মার প্রবেশ

কাম। হাবার মা তার গায় তো গন্ধ কচ্চে না, ও যখন বাড়ী থেকে আসে, তখন ওর গায় বোট্‌কা বোট্‌কা গন্ধ হয় —বাড়ীতে খেতে পায় না, তেল মাখে না, নায় না, কামায় না।

হাব। তোর আর কথা শুনে বাঁচি নে—আমি দেখিচি কেমন তেল মেখেছে, চুলগুলো যেন তেলে সাঁতার দিচ্চে।

কাম। তবেই আমার মাথা খেয়েছে ; বালিশের ওয়াড়-গুলিন মল্লিকাফুলের মত ধপ্ ধপ্ কচ্চে, এক দিন শুলেই ক্ষিতি মেথরাণীকে ডাকৃতে হবে।

হাব। তুই যে ঠ্যাকারের কথা কস, তাইতে তোর ভাতার রাগ করে যায়।

কাম। রাগ করে গেল, থাকৃতে তো পাল্যে না, তু করে ডাকৃতেই তো আবার এয়েচে।

হাব। রাত অনেক হয়েছে, তুই শো আমি তারে ডেকে আনি।

হাবার মার প্রস্থান।

কাম। (মুকুরের নিকট দাঁড়াইয়া আপন অঙ্গ দর্শন করিতে করিতে।)

এ কি বাবার বিবেচনা,
দেশে কি বর মেলে না,
স্যাওড়াগাছের কেলেসোনা,
গাঁজার খবর ষোলো আনা,
তারি হাতে এই ললনা!

(মুকুরের সমীপস্থ চেয়ারে উপবেশনানন্তর দীর্ঘনিশ্বাস)

কেন বা বাঁদিনু চুল, কেন মল্লিকার ফুল,
ঘিরে দিনু কবরীর গায়;
মুক্তপুঞ্জ অলকায়, কেন দোলাইনু হায়,
কেন আল্‌তা দিনু রাঙ্গা পায়;
কটিতটে চন্দ্রহার, মরি মরি কি বাহার,
কিবা হার পয়োধরোপরে;
ছাঁচি পানে দিয়ে খর, রঞ্জিয়াছি ওষ্ঠাধর,
মেদিপাতা দিছি পদ্ম করে;
নীল নেত্র মনোহর, যেন দুটি ইন্দীবর,
যোগ ভঙ্গ অপাঙ্গের নাম;
নবীন যৌবন ধন, কারে করি বিতরণ,
পরিণেতা পোড়া বাঞ্ছারাম।
ঘরজামায়ে অন্নদাস, পড়ে গুলি খাচ্চে ঘাস,
বার মাস করে জ্বালাতন।
এখনি নিকটে বসে, মাথা খাবে দাদ্ ঘসে,
ফাটা পায় ছিঁড়িবে বসন।

থাকে যবে নিজ ঘরে, স্বহস্তে লাঙ্গল ধরে,
মাথায় বিচালি বাঁধি আনে,
এমন চাষার কাছে, আমার কি সুখ আছে,
কি আছে কপালে কেবা জানে।

অভয়কুমারের প্রবেশ

অভ। কামিনি, এখন যে জেগে রয়েছ ?

কাম। টেবেলের উপর এক বোতল গোলাপজল আছে, ওটা সব তোমার গায় ঢেলে দাও, আতর ল্যাভেণ্ডার মুখে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মাখ, তার পর আমার কাছে এস।

অভ। আমি তা কর্‌বো না।

কাম। অন্য অন্য জামাইরা তো করে।

অভ। তারা জামাই বারিকের জাম্বুবান তাই করে—ও কথাগুলিন আমি ভালবাসি না, ওতে আমার অপমান বোধ হয়। কামিনি, তুমি এমন নির্দ্দয় কেন ? (কামিনীর চেয়ার ধারণ।)

কাম। (নাক টিপিয়া) ওঁরে মাঁ গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম ; কোঁথাঁয় যাঁবঁ, কিঁ কঁর্‌বো কেঁমন কঁরে রাঁত কাঁটাঁবোঁ—গঁন্ধে মলুঁম, গঁন্ধে মলুঁম, ওঁরে মা গঁন্ধে মলুঁম—

অভ। (চিৎ হইয়া পড়িয়া চীৎকার শব্দে) বাবা রে, মা রে, মলেম্ রে, মেরে ফেল্লে রে, কোথায় যাব রে—

কাম। দেখ, দেখ, হারাই ডোমাই হয়—বাড়ীর সকলে ওঠে।

অভ। ওরে বাড়ীর লোক তোমরা দৌড়ে এস, আমারে মেরে ফেল্লে—বাবা রে মা রে মলেম্ রে মেরে ফেল্লে রে—

পাঁচি, হাবার মা, বউ এবং পুরমহিলাচতুষ্টয়ের প্রবেশ

হাব। ও মা আমি কোথায় যাব, কি হলো, অভয় আমার অমন করে পড়ে কেন? গোঁ গোঁ কচ্চে যে।

পাঁচি। ফুলদিদি কি হয়েছে?

কাম। হবে আবার কি।

বউ। অভয়কুমার তুমি চেঁচাচ্চিলে কেন?

অভ। কামিনী আমায় দেখে নাক টিপে নাকি সুরে "ওঁরে মাঁ গঁন্ধে মলুঁম কোঁথাঁয় যাঁবোঁ" বল্‌তে লাগ্‌লো আমি ভাব্‌লেম পেৎনী।

বউ। (কামিনীর প্রতি) পোড়ারমুখী, সব বোনগুলিন এক, গন্ধ গন্ধ করে মরেন—ওঁদের গায় পদ্মের গন্ধ আর ওঁদের ভাতারদের গায় পচা নর্দ্দমার গন্ধ, পোড়ারমুখীরে গন্ধ গন্ধ করে রোজ মিছেমিছি আদ মন গোলাপজল নষ্ট করে—পাঁচি দৌড়ে যা ঠাকুরুণকে বল্‌গে, কোন ভয় নাই, অভয়কুমার ঘুমের ঘোরে ডর্‌য়ে উঠেছিল।

পাঁচির প্রস্থান।

হাব। শুলো বা কখন, ঘুমুলো বা কখন, এই তো এল—ভূতের ওজা ডেকে বাছারে একবার ঝাড়্‌য়ে নাও, বোধ হয় পেৎনীর দিষ্টি হয়েছে—

অভ। শুভদৃষ্টির সময় থেকে।

হাব। ইষ্টিদেবতার নাম কর।

বউ। তুমি শীগ্‌গির মর।

কামিনী এবং অভয়কুমার ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

অভ। হাবার মার কথা শুনি, ইষ্টিদেবতার নাম করি।

কাম। পোড়ারমুখ্‌, ছোটলোকের রীতির দোষ, অকারণ

বউমার কাছে আমাকে লাঞ্ছনা খাওয়ালেন, বউমাকে আমরা মায়ের মত মান্য করি তার কাছে আমার এই ঢলাঢলি, কাল সকালে কত ব্যাখ্‌খানা সইতে হবে, কারো কাছে মুখ দেখাতে পার্‌বো না। দাদা শুনে কি বল্‌বেন, মাই বা কি ভাব্‌বেন।

অভ। তুমিই তো এর কারণ।

কাম। আজ তোমারি একদিন আর আমারি একদিন, খাটে উঠ্‌বে আর ন দিদির মত কর্‌বো, নাতি মেরে নাব্‌য়ে দেব।

অভ। (দীর্ঘনিশ্বাস) বটে—এত দূর।

কাম। চক রাঙ্গাচ্চো মার্‌বে না কি ?

অভ। গোঁয়ার হলে মাত্তেম—(দীর্ঘনিশ্বাস) কামিনি—আমি তোমার স্বামী—কামিনি, আমি জন্মের মত যাই, তোমাকে একটি কথা বলে যাই, তোমার কথায় আমার চক্ষু দিয়ে কখন জল পড়ে নি, আজ পড়্‌লো—

কাম। আমার মাথা খাও রাগ কর না, খাটে এস।

অভ। এ শরীরে আর না।

প্রস্থান।

কাম। কত বার অমন রাগ দেখিচি। (খট্টাঙ্গ উপরে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শয়ন এবং ক্ষণকাল পরে খট্টাঙ্গে উপবেশন—দীর্ঘনিশ্বাস।) ঘুম্ তো হয় না। (দীর্ঘনিশ্বাস) আমি তো বিষম জ্বালায় পড়্‌লেম—"আজ পড়্‌লো"—আমিও তো আর রাখ্‌তে পারি নে—আমারও "আজ পড়্‌লো"। (রোদন) "তারা জামাই বারিকের জাম্বুবান"—"গোঁয়ার হলে মাত্তেম"—"আজ পড়্‌লো"—ও মা, কি করি বুক যে ফেটে যায়।

পাঁচির প্রবেশ

পাঁচি। ফুলদিদি তুমি এমন সর্ব্বনাশ করেছ, জামাইবাবুকে নাতি মেরেছ ; কর্ত্তার কাছে জামাইবাবু কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্যেন—

কাম। নাতি মেরিচি বলেচে ?

পাঁচি। নাতি মাত্তে চেয়েছ।

কাম। বাবা কি বল্যেন ?

পাঁচি। কর্ত্তামহাশয় গালে মুখে চড়াতে লাগ্‌লেন, আর বল্যেন অমন মেয়ের আর মুখ দর্শন কর্‌বো না—

কাম। অভয় কোথায় ?

পাঁচি। কর্ত্তা মহাশয় কত বল্যেন তা তিনি শুন্‌লেন না, রাগ করে চলে গিয়েছেন।

কাম। তবে আমাকে একখান খুর এনে দাও আমি মেজদিদির মত করি—

পাঁচি। তুমি যাও কোথা ?

কাম। মেজদিদির কাছে।

প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন, পদ্মলোচনের মঠ

অভয়কুমার এবং পদ্মলোচনের প্রবেশ

অভ। দাদা আর তো হাত পুড়্‌য়ে খেতে পারি নে—তুমি যদি অনুমতি দাও আমি কণ্ঠিবদল করি, আর কিছু করুক না করুক দু বেলা দুটো রেঁধে তো দেবে।

পদ্ম। হাত পোড়ান ছলনা, স্ত্রীলোক নইলে থাক্‌তে পার না। তাই বলো—তুমি এমনি মাগমুখো আবার পদাঘাত ভোজন কত্তে দেশে যেতে চাও।

অভ। পদাঘাত করে নি, কত্তে চেয়েছিল।

পদ্ম। এইবার গেলে হবে।

অভ। আমি ভাব্‌চিলেম আর একটা পরীক্ষা করে দেখি। শ্বশুরবাড়ী যাই, যদি স্নেহ মমতা করে তবে সংসারধর্ম্ম করি; কখন কখন তার স্বভাবটা বড় মিষ্টি হয়; কিন্তু দাদা, গ্যাদা মনে হলে সেখানে আর যেতে ইচ্ছা করে না, চিরকাল এইরূপ বাবাজি হয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা করে।

পদ্ম। আমি তো ভাই, বেশ আছি, এক বৎসর বৈষ্ণব হইচি হাড় গোড়গুলো যোড়া লেগেছে।

অভ। না দাদা যেতে আর মন সরে না, আবার যদি পদাঘাতের পালা পড়ে তা হলে হাতেরও যাবে পাতেরও যাবে, আবার কষ্ট করে বৃন্দাবনে আস্‌তে হবে—আমার যদি প্রথম স্ত্রী থাক্‌তো তা হলে আমি জামাই বারিকে জন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়ে নিজবাড়ীতে সংসারধর্ম্ম কত্তেম।

পদ্ম। মোদ্দা কথাটা একটা মেয়েমানুষ চাই।

অভ। ব্রজবাসিনীদের সন্ধান নিচ্‌লে।

পদ্ম। যাদের কেলীকদম্বের তলায় দেখেছিলে?

অভ। এমন মনোহর মাধুরী কখন দেখি নাই, যেমন রূপ তেমনি পরিচ্ছদ—স্বভাব যত দূর নরম হতে হয়—নরম স্বভাব স্ত্রীলোকের প্রধান ভূষণ।

পদ্ম। মাধব বৈরাগী বহু কাল বৃন্দাবনে আশ্রম করে আছেন, তিনি নিতান্ত দৈন্য নন, তাঁর আশ্রমের চারি দিকে ফুলের বাগান, বাগানের প্রান্তভাগে অতিথিশালা, সেখানে নিত্য সদাব্রত। তাঁর পূর্ব্ববাস কলিকাতার দক্ষিণ বারীপুর গ্রাম। তারা তাঁরি মেয়ে।

অভ। চারটিই?

পদ্ম। বড়টি তাঁর বৈষ্ণবী, ছোট তিনটি তাঁর কন্যা।

অভ। বড় মেয়েটিকে যদি আমায় দেয় আমি কণ্ঠিবদল করি।

পদ্ম। আমার ইচ্ছা ছোট দুটিকে যোড়া বিয়ে করি, বিয়ে করে বৃন্দাবনে একবার শম্ভুনিশম্ভুর যুদ্ধ দেখি।

অভ। ওদের যে নরম প্রকৃতি ওরা বোধ করি সতীনের সঙ্গেও ঝক্‌ড়া কত্তে পারে না—এমন নিটোল গোল গঠন কখন দেখি নাই, ওদের গায় গহনা দিলে কি শোভাই হয়।

পদ্ম। মৃণালে সোনার তাগা পরালে যা হয়।

অভ। দাদা তুমি ওদের বাড়ী গিচ্‌লে?

পদ্ম। গিচ্‌লেম—মাধব বৈরাগী পরম ধার্ম্মিক, অতি মিষ্ট স্বভাব, আমায় অতিশয় আদর কল্যেন আর বল্যেন বাবাজি তুমি নূতন বৈষ্ণব, তোমার যখন যে সাহায্য আবশ্যক হয় আমাকে বলো।

অভ। অমন বাপ না হলে অমন মেয়ে জন্মায়—মেয়েরা তোমার কাছে এল?

পদ্ম। আমি তো আর এখানে পত্নীদ্বয়ের পদাঘাতাহারী পদ্মলোচনবাবু নই যে তারা ভয় কর্‌বে—আমি এখানে বৈষ্ণব-চূড়ামণি পদ্ম বাবাজি, তারা নির্ভয়ে আমার কাছে বসে কথা কইতে লাগ্‌লো।

অভ। দাদা আমি এক দিন যাব।

পদ্ম। যে দিন ইচ্ছা।

অভ। বড় মেয়েটি কথা কইলে?

পদ্ম। ছুটি একটি—বড় মেয়েটি বড় লজ্জাশীলা, ছোট ছুটি তত নয়—মাধবের বৈষ্ণবী তো রসসরোবর, নাক্ দে মুখ্ দে চক্ দে কথা কয়।

অভ। তিনি কি এদের মা?

পদ্ম। এদের মা নাই, বৈষ্ণবীর সঙ্গে মাধব সম্প্রতি কণ্ঠিবদল করেছেন।

অভ। দাদা তুমি বৃন্দাবনে আছ তা কেউ জানে?

পদ্ম। জনপ্রাণী না—আমি দেখ্‌লেম ছু সতীনে আমাকে ছেড়ে পরস্পর কাটাকাটি আরম্ভ কর্‌লে তাই কারো কিছু না বলে চলে এলেম। তবে বৃন্দাবনে এসে আমার ভাইপোকে একখানি চিটি লিখিছি কিন্তু তাকে বারণ করে দিইচি আমার বৈষ্ণবাশ্রম কেহ না জান্‌তে পারে। তোমার কথা কেউ জানে?

অভ। আমার আছে কে তা জান্‌বে। দাদা বৈষ্ণবীদের সঙ্গে কণ্ঠিবদলের কথা হলো?

পদ্ম। তারা স্বয়ম্বরা হবে।

অভ। তবে তো আমার আশা নাই।

পদ্ম। তুমি এখন সাধু পুরুষ, এক দোষ ছিল গুলি, তা

তুমি বৈষ্ণব হয়ে ছেড়ে দিয়েছ; তোমায় পেলে আর কারো নেবে না।

অভ। তবে দেশের আশা ছেড়ে দিই ?

পদ্ম। ভাল করে বিবেচনা করা যাক্।

অভ। আর একবার দেখ্‌লে হতো—কিন্তু অনেক কাট খড়—না দাদা তোমায় পাঁচিকা এনে দিচ্চি, এইখানেই ভরাভর।

পদ্ম। আমি আহারের যোগাড় দেখি।

অভ। আমি মাধবের আশ্রমে যাই।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন, মাধব বৈরাগীর আশ্রম

এক দিকে মাধব, এক দিকে পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্ম। দণ্ডবৎ বাবাজি।

মাধ। দণ্ডবৎ বাবাজি।

পদ্ম। বাবাজির মঙ্গল ?

মাধ। রাধাকৃষ্ণের প্রসাদাৎ সকলি মঙ্গল। বাবাজি বসুন।

পদ্ম। যে আজ্ঞা বাবাজি।

মাধ। ছোট বাবাজির স্বভাব অতি মিষ্টি, আমার বৈষ্ণবী এবং কন্যা তিনটি তাঁকে অতিশয় ভাল বাসে। কণ্ঠিবদলে সকলেরি মত হয়েছে, এখন আপনারা অনুগ্রহ কর্‌লেই হয়।

বৈষ্ণবী চতুষ্টয়ের প্রবেশ

পদ্ম। বাবাজি, আপনি বৈষ্ণবকুলতিলক বৃন্দাবনভূষণ, আপনার সরলস্বভাবা সুশীলা তনয়ার পাণিগ্রহণ করা সাধারণ শ্লাঘা নয়—তবে একটা প্রতিবন্ধকতা ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। কি বাবাজি?

পদ্ম। অভয়কুমারের একটি স্ত্রী ছিল।

প্রথম বৈষ্ণ। তা তো ছোট বাবাজি বলেচেন—তার পায়ের এমনি জোর, ছোট বাবাজিকে এক পদাঘাতে বৃন্দাবনে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

"দেহি পদপল্লবমুদারম্।"

পদ্ম। আপনাদের ছোট বাবাজি অতিশয় স্ত্রৈণ, সেই পদাঘাতপ্রহারিণী প্রমদার কাছে পুনরায় গমন কর্‌বার মনস্থ করেছিলেন, বলেন প্রমদার উগ্রস্বভাব হক্ কিন্তু তার হৃদয় স্নেহশূন্য ছিল না।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি! তার স্নেহটা পায়ের দিকে অধিক নেবে পা হুটো রসেছিল।

মাধ। তবে তিনি আমার কন্যার সঙ্গে কণ্ঠিবদলে মত দিলেন কেমন করে?

পদ্ম। সম্পূর্ণ মত দেন নাই—তাঁর মনটা পারানি নৌকার মত একবার কেশবপুর একবার বৃন্দাবন যাতায়াত কচ্চিল।

প্রথম বৈষ্ণ। কুঞ্জবনে বাজ্‌লে বাঁশি ঘরে রয় না মন,
শ্যাম রাখি কি কুল রাখি রাধা ভেবে উচাটন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। সে স্ত্রীর কাছে যাওয়াই স্থির করেচেন বাবাজি?

পদ্ম। থাক্‌লে যেতেন।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। সে স্ত্রীর কি হয়েছে?

পদ্ম। এই লিপি পাঠ কর—আমার ভ্রাতৃপুত্রের লিপি।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি অনুমতি করেন তো সমুদায় লিপিখানি পাঠ করি।

পদ্ম। স্বচ্ছন্দে।

প্রথম বৈষ্ণ। (লিপিপাঠ।)

শ্রীচরণাম্বুজেষু।

আপনার লিপি প্রাপ্ত হইলাম। জীবন থাকিতে আর গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন না মনস্থ করিয়াছেন। আপনি ভবন মধ্যে যে ভীষণদর্শন দর্শন করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন তাহাতে প্রত্যাগমন কখনই মনোমধ্যে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু খুল্লতাত মহাশয়! অবস্থার পরিবর্ত্তনে স্বভাবের পরিবর্ত্তন হয়—আপনি যদি খুড়ীমাদিগের দুরবস্থা এক্ষণে একবার দর্শন করেন আপনি দয়ার্দ্রচিত্তে আবাসে আসিয়া বাস করিবেন সন্দেহ নাই। যে ভবনে অহরহ কলহ কোলাহলে বায়স বসিতে পাইত না, সেই ভবন এক্ষণে শূন্যময়, নীরব, সূচিকাপতন শব্দ শ্রবণগোচর হয়। সর্ব্বাচ্ছাদক স্বামীশোকে সপত্নীযুগল বিগ্রহের চিরসন্ধি করিয়া অবিরল বিগলিত জলধারাকুল লোচনে গলাগলি হইয়া রোদন করিতেছেন, শীর্ণ কলেবর, মলিন বসন, দীন নেত্র, আলুলায়িত কেশ। ছোট খুড়ী রন্ধন করিয়া বড় খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন, বড় খুড়ী রন্ধন করিয়া ছোট খুড়ীকে খাওয়াইতেছেন—একত্রে উপবেশন, একত্রে শয়ন, একত্রে রোদন, দেখিলে বোধ হয় যেন দুটি স্নেহভরা বিধবা সহোদরা—কেবল "হা নাথ! তুমি কোথায় গেলে" বলিয়া বিষাদ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন, আর বলিতেছেন "পাপীয়সীর সম্পূর্ণ শাস্তি হইয়াছে, এক্ষণে তুমি বাড়ী এস, আর কলহ শুনিতে পাইবে না।" আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যত দূর বুঝিতে পারি বোধ হয় আপনি যদি ভবনে পুনরাগমন করেন এক্ষণে আপনি সুখী হইবেন।

অভয়কাকার স্ত্রী আত্মহত্যা করিয়াছেন। ইতি

সেবক শ্রীনলিনীনাথ রায়।

বাবাজি! ছোট বাবাজি স্ত্রৈণ, না তুমি স্ত্রৈণ, লিপি শুনে আপনার চক্ষে জল কেন?

পদ্ম। লিপি শুনে তোমার ছোট বাবাজি গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদেছেন, দু দিন বিছানা থেকে উঠেন নি। বলেন আমি তার সেই রাগ রাগ মুখখানি আর দেখ্‌তে পাব না—এমনি স্ত্রৈণ দু দিন খেলে না।

প্রথম বৈষ্ণ। ভাব্‌লেন পদাঘাতের উপসংহার হলো।

দ্বিতীয় বৈষ্ণ। আপনি দেশে যাবেন?

পদ্ম। চিটি পড়ে মনটা কেমন হয়েছে, আর না গিয়ে থাকৃতে পারি নে। অভয়কুমারকে তোমাদের এখানে রেখে আমি দেশে যাই।

প্রথম বৈষ্ণ। ছোট বাবাজি ঘর্‌জামায়ে হবেন না কি?

পদ্ম। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

মাধ। এক্ষণে আর প্রতিবন্ধকতা নাই?

পদ্ম। কিছুমাত্র না।

মাধ। তবে দিন স্থির করুন।

পদ্ম। কথাবার্ত্তা স্থির হক্।

মাধ। বৈষ্ণব ভিখারির বিয়েতে কথা আর বার্ত্তা।

প্রথম বৈষ্ণ। দেওয়া থোওয়ার বিষয় বল্‌চেন?

পদ্ম। সেও তো একটা কথা বটে।

প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু!

মাধ। কি বল্‌চো বৈষ্ণবি।

প্রথম বৈষ্ণ। একটি হীরার আংটি দেব।

মাধ। অবশ্য।

প্রথম বৈষ্ণ। আর মেয়েকে আটগাছি সোনার দমদম।

পদ্ম। তোমার মেয়ে তুমি যা ইচ্ছে তাই দিতে পার।

প্রথম বৈষ্ণ। আপনি কেবল বরাভরণের বিষয়টি শুন্‌তে চান। কলিকাতার মত কর্‌বেন না; ছেলে যদি একটু ভাল হল, রত্নগর্ভা জননী আঙ্গোট্‌পাত পেতে বস্‌লেন, ঘড়ি দাও, ছড়ি দাও, শাল দাও, ছেলেকে একটি সোনার লেজ গড়্‌য়ে দাও। এটা অতি নীচ প্রবৃত্তি—মেয়ে যদি চকে লাগ্‌লো, মেয়ের বাপের যেমন সঙ্গতি তেমনি নিয়ে বিয়ে কর।

মাধ। আমি দীন দুঃখী, বরাভরণ কোথায় পাব।

প্রথম বৈষ্ণ। প্রভু!

মাধ। কি বল্‌চো বৈষ্ণবি।

প্রথম বৈষ্ণ। আপনি তো তামাক খান না, আপনি যদি অনুমতি করেন মল্লিক বাবুরা আপনাকে যে ফর্‌সিটে দিয়ে গেছেন সেটা বরাভরণ বলে দিই।

মাধ। বৈষ্ণবীর ইচ্ছে আর কৃষ্ণের ইচ্ছে আমার তাতে সম্পূর্ণ ইচ্ছে।

প্রথম বৈষ্ণ। বাবাজি আপনারা কিছু দেবেন না?

পদ্ম। ছোট বাবাজি অনেক বরাভরণ পেয়েছিলেন কিন্তু সঙ্গে কিছুই নাই।

প্রথম বৈষ্ণ। থাক্‌বের মধ্যে ভৃগুপদচিহ্ন।

পদ্ম। এক ছড়া সোনার গোট আছে তাই দেবেন।

মাধ। অদ্য রাত্রিতে শুভকর্ম্ম সম্পন্ন করা যাক্।

পদ্ম। আচ্ছা বাবাজি।

প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বৃন্দাবন, পদ্মলোচনের মঠ, অভয়কুমারের শয়নঘর

পদ্মলোচন এবং অভয়কুমারের প্রবেশ

পদ্ম। ভায়া তোমার বৈষ্ণবী রান্নাঘর আলোময় করে ফেলেছেন, বাছার কি মধুর স্বভাব। যখন আমাদের পরিবেশন কত্তে লাগ্‌লেন হাতখানি অন্নপূর্ণার হাতের মত দেখাতে লাগ্‌লো —বক্তার মাগ মরে, কম্‌বক্তার ঘোড়া মরে, তা তোমাতেই ফল্‌লো।

অভ। আহারটা হলো কেমন ?

পদ্ম। পরিপাটি।

অভ। বৈষ্ণবীর শেট্‌হ্যাণ্ড।

পদ্ম। মাধব বৈরাগীর অতবড় আশ্রমের সমুদায় রান্না তোমার বৈষ্ণবীর জিম্বা ছিল।

অভ। দাদা বৈষ্ণবীকে দিয়ে একদিন পাঁটা রাঁধা যাক্‌।

পদ্ম। তুমি কোন্ দিন মজাবে—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ মাধব বাবাজির কন্যা, ওঁয়াকে অমন কথা কখন ব'ল না—কণ্ঠিবদলের ডাইভোর্স আছে।

অভ। মন জেনে তবে বল্‌বো, আমি এখনো বৈষ্ণবীর সঙ্গে কথা কই নি, তার মুখ দেখি নি।

পদ্ম। তোমার বিছানার যে বড় বাহার, গদীর উপর সুচুনি পাতা, বালিসের আড়ং, দানে পেলে না কি ?

অভ। তা নইলে আর কোথায় পাব দাদা।

পদ্ম। আমি প্রস্থান করি, বৈষ্ণবী এখনি তামাক দিতে আস্‌বেন।

পদ্মলোচনের প্রস্থান।

অভ। (স্বগত) লালাবাবুদের মন্দিরের মুহুরিগিরিটে গ্রহণ কত্তে হলো, তা নইলে বৈষ্ণবীকে সুখে রাখ্‌তে পার্‌বো না—বৈষ্ণবী আমার নম্রতার নবনলিনী—ইচ্ছা প্রকাশ না কত্তে সম্পাদন করেন—সার্থক বৃন্দাবনে এসেছিলাম। (শয়ন)

সট্‌কায় ফুঁ দিতে দিতে বৈষ্ণবীর প্রবেশ এবং সট্‌কার নল ধীরে ধীরে অভয়কুমারের মুখে দিয়া বিছানায় বসিয়া অভয়কুমারের পদসেবন

বৈষ্ণবি! তুমি আহার কর গে, আমি নিদ্রা যাই। (ধূমপান)

বৈষ্ণ। যতক্ষণ আপনার নিদ্রা না আসে আমি ততক্ষণ আপনার পদসেবা কর্‌বো, আপনার নিদ্রা এলে আমি রান্নাঘরে যাব, হাঁড়ি তুলে এসিচি, হেন্‌সেল পেড়ে এসিচি।

অভ। বৈষ্ণবি, তুমি আহার কর গে, পদসেবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নি।

বৈষ্ণ। আমাদের আশ্রমের পুস্তকে পড়িছি, নারায়ণ ভোজন করে শয়ন কল্যে লক্ষ্মী পদসেবা কত্তেন।

অভ। বৈষ্ণবি, আমি তোমার মধুর বচনে মোহিত হলেম; তুমি মুখ তুলে আমার সঙ্গে কথা কও।

বৈষ্ণ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) মা! (অভয়কুমারের চরণযুগল বক্ষে ধারণপূর্ব্বক চুম্বন—বৈষ্ণবীর চক্ষের জল চরণে পতন।)

অভ। বৈষ্ণবি তুমি কাঁদ্‌চো?

বৈষ্ণ। (মুখ তুলিয়া) আমার দুটি বাসনা ছিল।

অভ। বল, আমি প্রাণ দিয়ে সম্পাদন কর্‌বো।

বৈষ্ণ। এক বাসনা তোমার পা দুখানি বুকে করে চুম্বন কর্‌বো, আর এক বাসনা স্বহস্তে তামাক সেজে এই ফর্‌সিতে তোমাকে খাওয়াব।

অভ। (একদৃষ্টে বৈষ্ণবীর মুখ নিরীক্ষণ) কেন?

বৈষ্ণ। নাথ! আমি তোমার পাতকিনী কামিনী। (মূর্চ্ছিতা হইয়া পতন)

অভ। আমার কামিনী, কামিনীর এই দুরবস্থা—(কামিনীর মস্তক উরুতে ধারণ করিয়া জল প্রদান) কামিনি! কামিনি! আমার সেই কামিনী এমন হয়েছে, চেনা যায় না! —কামিনি! কামিনি! কথা কও।

বৈষ্ণ। নাথ, আমাকে পাপীয়সী বলে যদি গ্রহণ না কর আমার আর আক্ষেপ নাই, আমার যা বাসনা ছিল তা আজ সফল করিচি। আমি আজ দু মাস তোমার অন্বেষণে বেড়াচ্চি—বাপ মুখ দেখেন্ না, মা মুখ দেখেন না, দাদা কথা কন না, ভেজেরা গঞ্জনা দেন—আমি কোথায় যাই, আমার কে আছে—দেখ্‌লেম সকল আবদার স্বামীর কাছে, আমি তোমার অন্বেষণে বেরুলেম।

অভ। কামিনি তুমি আর কেঁদ না—আমি তোমারি—আমি অতি নিষ্ঠুরের ন্যায় ব্যবহার করিছি।

বৈষ্ণ। নাথ! আমিই তার মূল—

অভ। কামিনি তুমি আমার জন্যে এত কষ্ট কর্‌বে জান্‌লে আমি কখন বৃন্দাবনে আস্‌তেম না।

বৈষ্ণ। তোমার জন্যে কষ্ট কর্‌বো না তো কার জন্যে কষ্ট কর্‌বো—সেই পাপ রাত্রিতে তোমার চক্ষে জল দেখ্‌লেম—তুমি বল্যে "আজ পড়্‌লো"—আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে গেল—সেই রেতে আত্মঘাতিনী হচ্ছিলেম তা পাঁচি হতে দিলে না—যদি সে রেতে তোমাকে পেতেম, আমি তোমার পা দুখানি জড়্‌য়ে ধরে রাগ নিবারণ কত্তেম।

অভ। কামিনি সে রেতের কথা তুমি আজও মনে করে রেখেছ?

বৈষ্ণ। সে রাত্রি আমার কালরাত্রি ; স্বামী হারা হলেম —সে রাত্রি আমার শুভরাত্রি ; স্বামীর মর্ম্ম জান্‌লেম। (উপবেশনানন্তর অভয়কুমারের হস্ত ধরিয়া) নাথ! আমি কাঙ্গালিনীর বেশে ভিখারিণী বৈষ্ণবী সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে তোমার মুখখানি দেখ্‌বো বলে কত দেশে গেলেম। আজ আমার পরিশ্রম সফল হলো—এখন তুমি পাতকিনীকে ক্ষমা কর, আমি তোমাকে একবার "অভয়" বলে ডাকি।

অভ। কামিনি তুমি পাপের অধিক প্রায়শ্চিত্ত করেছ। তোমার ক্লেশ দেখে আমি যার পর নাই প্রাণে ব্যথা পাচ্চি—তুমি শান্ত হও, আমি আর তোমার কাছ ছাড়া হবো না। (মুখ চুম্বন)

বৈষ্ণ। অভয়, তুমি এই ফর্‌সিটিতে তামাক খেতে ভাল বাস্‌তে আমি তাই উটি বড় যত্ন করে রেখিছি।

অভ। কামিনি তোমার স্নেহের সীমা নাই।

বৈষ্ণ। অভয় তুমি ঘরে এসে আপনি তামাক সেজে খেতে আর আমি খাস গ্যাদারি কোচে বসে থাক্‌তেম—এখন ভাবি কেন আমি দৌড়ে গিয়ে তোমার হাত থেকে কল্‌কে কেড়ে নিয়ে তামাক সেজে দিতাম না, আর আঁচল দিয়ে তোমার হাতটি মুছিয়ে দিতাম না। এখন আমি রোজ তোমাকে তামাক সেজে দেব।

অভ। আমি কল্‌কে কেড়ে নেব। কামিনি তুমি আমার আদরমাখা কামিনী, তোমাকে কি আমি আর কিছু কষ্ট কত্তে দেব।

বৈষ্ণ। অভয় তোমাকে আমি দেশে নিয়ে যাব আর এখানে থাক্‌তে দেব না।

অভ। দেশে যাব কিন্তু জামাই বারিকে আর যাব না।

বৈষ্ণ। সেখানে যাবে কেন, আমি যে বিষয় পেয়েচি তাই নিয়ে তোমার বাড়ীতে বাস কর্‌বো—আর যদি তোমার ইচ্ছা হয়

এখানেই তোমার পদসেবা কর্‌বো, বৈষ্ণবীর বেশ আর ত্যাগ কর্‌বো না।

অভ। বড় বৈষ্ণবীটি কে?

বৈষ্ণ। ময়রাদিদি।

অভ। মাইরি?

বৈষ্ণ। ময়রাদিদিই তো আমায় নিয়ে এল, ওর কল্যাণেই তো তোমাকে পেলেম।

অভ। তোমরা বুঝি মাধব বৈরাগীর আশ্রমে এসে উঠেছিলে?

বৈষ্ণ। মাধব বৈরাগী কে বুঝ্‌তে পাচ্চো না?

অভ। না।

বৈষ্ণ। ও যে আমাদের ময়রা বুড়।

অভ। বল কি? শালা এমন বৈরাগী সেজেছে কিছুমাত্র চেনা যাচ্চে না—ছোট বৈষ্ণবী দুটি?

বৈষ্ণ। ব্রজবালা।

ভবি ময়রাণীর প্রবেশ

ভবি। ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

বৈষ্ণ। পোড়ারমুখী রঙ্গ নিয়েই আছেন।

ভবি। ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

অভ। রসে যে খসে পড়্‌চো—শালীকে বৈষ্ণবীর বেশে এমন সুন্দর দেখাচ্চিলো।

ভবি। তবু তো আমার কণ্ঠি কণ্ঠে দিলে না।

অভ। তুমি যে শাশুড়ী।

ভবি। বৃন্দাবনের নাড়ী ভুঁড়ি,
দিদি শাশুড়ী শাশুড়ী,

দেড় কুড়িতে এক কুড়ি,
বড়াই বুড়ী নবীন ছুঁড়ী,
চেনা যায় না বামন শুঁড়ি,
বৈষ্ণব ঠাকুরুণ সাগ্‌রী খুঁড়ী,
খেয়ে বেড়াচ্চেন তপ্ত মুড়ি,
মাগ্‌গি বেলোয়ারির চুড়ি,
কণ্ঠিবদল ঝুড়ি ঝুড়ি।

অভ। ময়রাদিদি! মাধব বৈরাগী তোমার কে?

ভবি। ভেকের ভাতার।

অভ। ভেকের ভাতার কেমন?

ভবি। হৃদয় কটোর কৃষ্ণ ধন।

অভ। কামিনীর আমি কি?

ভবি। দাদার মতন ভাতারটি। (হাস্য)

বৈষ্ণ। পোড়ার মুখ, হেসে গেলেন একেবারে।

অভ। ময়রাদিদি তোমরা এলে কেমন করে?

ভবি। নাতজামাই!—থুড়ি, ছোট বাবাজি দণ্ডবৎ।

বৈষ্ণ। আবার রঙ্গ।

ভবি। নাতজামাই তুমি তো ভাই সেই রেতে চলে এলে—সকালে বাবুদের বাড়ী লোক ধরে না—আমি তাড়াতাড়ি কামিনীর ঘরে গেলেম, দেখি কামিনীর এক চক্ষে শতধারা, কামিনীর সেই অহঙ্কারপ্রফুল্ল মুখখানি এতটুকু হয়ে গেছে। কামিনীর স্নেহের স্রোত অহঙ্কার-পাহাড়ে আট্‌কে ছিল, ক্রমে স্রোত প্রবল হয়ে পাহাড় ভেদ করে বহিতে লাগ্‌লো, কামিনী কারো সঙ্গে কথা কয় না, কেবল আমার গলা ধরে বল্যে ময়রা-দিদি আমি কলঙ্কিনী হইচি, সতীর সর্ব্বস্বধন স্বামীর অবমাননা করিছি—ঐ দেখ কামিনীর ডাগর চক সাগর হয়ে উঠ্‌লো—

কেন দিদি আর কাঁদ কেন, যার জন্যে কান্না তাকে তো পেয়েছ।

বৈষ্ণ। ময়রাদিদি তুমিও যে কাঁদ্‌চো ভাই।

অভ। তার পর।

ভবি। কামিনী নায় না, খায় না, পরে না, চুল বাঁধে না, কেবল কাঁদে আর বলে আপনার সর্ব্বনাশ আপনি কর্‌লেম। পূজার সময় পাঁচ মেয়েতে নতুন কাপড় পরে আমোদ কত্তে লাগ্‌লো, কামিনী একাকিনী একখানি ময়লা কাপড় পরে ঘরের মেজেয় বসে কাঁদ্‌চেন, আমি কাছে গেলেম, বল্যে ময়রাদিদি আমার খাওয়া পরা ঘুচে গেছে, আমার স্বামীর উদ্দেশ নাই। ঐ দেখ কামিনী আবার কাঁদ্‌লো, আমি ভাই ইতি করি।

বৈষ্ণ। বল্ না, অভয় শুন্‌তে চাচ্চে।

অভ। তোমরা বেরুলে কবে।

ভবি। তোমার অনুসন্ধানে দেশ দেশান্তরে লোক গেল, সকলি নিরাশ হয়ে ফিরে এল, দাওয়ানজি তোমাকে জামালপুরের ষ্টেশানে ধরেছিলেন, তা তুমি বল্যে যে বাড়ীতে স্ত্রী স্বামীকে নাতি মারে সে বাড়ীতে আমি আর যাব না। ক্রমশঃ তোমার আশা সকলেই ছেড়ে দিলে, কেবল এক জন ছাড়্‌লে না, তোমার নাম আর কিছুতেই রইলো না, কেবল কামিনীর হৃদয়ে। কামিনী এক দিন আমাকে বল্যে "অন্য কেউ তাকে আন্‌তে পার্‌বে না, আমি গেলে আন্‌তে পারি—আমি পতির অন্বেষণে যাব স্থির করিছি, তোমাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।" আমি ময়রা বুড়োর কাছে উপস্থিত হলেম, বল্যেম ময়রা বুড়, তুমি কার, সে বল্যে আগে ছিলেম কামিনীর এখন তোমার।

বৈষ্ণ। পোড়ার মুখ, মরে যাও।

ভবি। আমি বল্যেম তবে পাত্ দত্ তোলো, আমার সঙ্গে তীর্থে যেতে হবে, সে অমনি কাপড় চোপড় পরে মাতায় পাগ্ড়ি ওটি হয়ে আমাদের সেতো হয়ে চল্লো—দেশে সোরৎ হলো কামিনী ময়রা বুড়োর সঙ্গে বের্য়ে গিয়েছে।

অভ। শালার মাথার টাক্ দেখ্লে আমাদেরি বেরুতে ইচ্ছে করে।

ভবি। তোমার বাড়ীতে গেলেম, ভাঁ ভোঁ কেউ কোথাও নাই—সেখানে এক নতুন বিপদ উপস্থিত; তোমার সেই ভাঙ্গা ঘরের মেজেয় পড়ে কামিনীর আছ্ড়াপিছ্ড়ি করে কান্না, বল্যে "এত দিন সোনার খাঁচায় ছিলেম আজ আমি নিজ বাড়ীতে এলেম, এই ভাঙ্গা ঘর আমার সোনার অট্টালিকা—ময়রাদিদি তুই যা আমি এই ভিটেয় পড়ে থাকি, অভয় শুন্লে আমাকে গ্রহণ কর্বে।"

অভ। ময়রাদিদি এবারে আমি কাঁদ্লেম; কামিনী আমার জন্যে এত কষ্ট করেছেন।

ভবি। তার পর ভাই আমি কল কৌশলে পদ্ম বাবাজির ভাইপোর কাছে জান্লেম তুমি বৃন্দাবনে পদ্মবাবাজির মঠে আছ। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, মনচোরার অনুসন্ধানে বিনোদিনীকে সঙ্গে লয়ে বাহু দোলাতে দোলাতে বৃন্দাবনে এলেম। তার পরে কেলীকদম্বতলায় বনমালীর প্রথম দর্শন; পূর্ব্বরাগ অর্থাৎ পদাঘাত স্মরণ; বিনোদিনীর বৈষ্ণবীর বেশ; মাধব বৈরাগীর আশ্রম; স্বস্তি সকল মঙ্গলালয়; লগ্নপত্র; কণ্ঠি-বদল; মিলন। ইতি পতি উদ্ধার পালা শেষ।

অভ। রাম কল্যেন সীতা উদ্ধার, কামিনী কল্যেন পতি উদ্ধার।

বৈষ্ণ। ময়রাদিদি আমার প্রধান সহায়, ওরে এক ছড়া মুক্তার মালা দেব।

ভবি। তোর ভাতারের গলায় দে সাজ্‌বে ভাল—কামিনি তোর মুখে আজ হাসি দেখে আমার প্রাণ জুড়ালো।

বৈষ্ণবীর প্রস্থান।

অভ। পদ্মবাবু আস্‌চেন।

পদ্মলোচনের প্রবেশ

পদ্ম। তোমার শ্বশুর এসেছেন।

অভ। মাধব বৈরাগী ?

পদ্ম। বিজয়বল্লভ।

অভ। কোথায় আছেন ?

পদ্ম। মাধব বৈরাগীর সঙ্গে এখানে আস্‌চেন—মিন্‌ষে কামিনি কামিনি বলে মাধবের গলা ধরে কাঁদ্‌চে, কামিনী পতি উদ্ধার করেছে শুনে আনন্দের সীমা নাই, মাধবকে ষোল ভরির সোনার হার পারিতোষিক দিয়েছেন।

ভবি। রক্তের টান, রাগ করে কি থাক্‌তে পারেন, ছুটে বের্‌য়েচেন।

পদ্ম। উনি কে—আমাদের বৈষ্ণব ঠাকুরুণ না ?

ভবি। দণ্ডবৎ বাবাজি।

অভ। উনি আমার দাদা হন।

ভবি। নাতজামাইয়ের ভাই,
শালা বল্যে ক্ষতি নাই।

পদ্ম। ময়রাদিদি সব কল্যে ঘটক বিদায় কল্যে না।

ভবি। ঘটক বিদায় দেব।

পদ্ম। কি ?

ভবি। ছোট মেগের হাতের রূপ-বাঁধান শতমুখী।

পদ্ম। তাদের আর সে ভাব নাই—এঁরা আস্‌চেন।

ভবি। আমি যাই।

ভবি ময়রাণীর প্রস্থান।

পদ্ম। ভায়া আমি তোমাদের সঙ্গে দেশে যাব।

অভ। তোমাকে কি আমি রেখে যাই।

বিজয়বল্লভ, মাধব বৈরাগী এবং কামিনীর প্রবেশ

বিজ। (কামিনীর হস্ত ধরিয়া) বাবা অভয়, তুমি আমার কামিনীকে ক্ষমা কল্যে তো ?

অভ। মহাশয়, কামিনী সাবিত্রী অপেক্ষাও সাধ্বী, কামিনীকে আমি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিচি।

বিজ। তবে আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, দেশে চল।

মাধ। এখন আমার আশ্রমে চলুন।

বিজ। তোমার আশ্রমে আজ মোচ্ছব।

সকলের প্রস্থান।

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী-

দ্বাদশ কবিতা

দীনবন্ধু মিত্র

[১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত]

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মূল্য আট আনা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫১

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৪—২৫. ৫. ৪৪

ভূমিকা

'দ্বাদশ কবিতা' দীনবন্ধুর খুব গৌরবজনক সৃষ্টি নহে, বস্তুতঃ যৌবনে "কালেজীয় কবিতা-যুদ্ধে" অথবা পরবর্ত্তী কালে ব্যঙ্গ-কবিতায় দীনবন্ধু যে সাফল্য দেখাইয়াছিলেন, তাঁহার গুরুগম্ভীর নীতিমূলক কবিতাতে সে সাফল্য কদাচিৎ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় লিখিয়াছেন—

তিনি সেই তরুণ বয়সে [কালেজে] যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ "সুরধুনী" কাব্য এবং "দ্বাদশ কবিতা" সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই।—'বঙ্কিম-রচনাবলী', বিবিধ, পৃ. ১৫-১৬।

ইহার কারণও বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"হাস্যরসে দীনবন্ধুর অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল।···সুরধুনী কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাস্যরসের আশ্রয় মাত্র নাই।"

'দ্বাদশ কবিতা' ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ছিল ৬৩। আখ্যা-পত্রটি এইরূপ ছিল—

দ্বাদশ কবিতা। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। কলিকাতা। নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত সন ১২৭২

এই "সন ১২৭২" ছাপার ভুল, ইহা "সন ১৮৭২" হইবে। বেঙ্গল লাইব্রেরি-সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকের তালিকায় ইহার প্রকাশকাল—২৮ মে ১৮৭২।

এই পুস্তকের "সূর্য্য" কবিতাটি প্রথমে ১৮ জানুয়ারি ১৮৭২ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় মুদ্রিত হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে 'দ্বাদশ কবিতা' প্রকাশিত হয় নাই, ইহা তাহারও একটি প্রমাণ।

সূচীপত্র

দ্বাদশ কবিতা

[১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত প্রথম সংস্করণ হইতে]

স্বদেশানুরাগী দীনপালক বিদ্যাবিশারদ

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়,

পরমারাধ্যবরেষু।

মহাশয়

কল্পনা কাননে প্রবেশপূর্ব্বক যত্নসহকারে কয়েকটি কবিতা-কুসুম চয়ন করিয়া **"দ্বাদশ কবিতা"** নামে এক ছড়া মালা সংকলন করিয়াছি। আপনি বর্ত্তমান বঙ্গভাষার জনক, বঙ্গভাষা আপনার তনয়া। ভক্তিসহকারে মালা ছড়াটি মহাশয়ের হস্তে অর্পণ করিলাম, যদি যোগ্য বিবেচনা করেন আপন তনয়ার কণ্ঠে দিয়া আমাকে চরিতার্থ করিবেন। ইতি।

স্নেহাভিলাষী

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

শকুন্তলার তনয় দর্শনে দুষ্মন্তের মনের ভাব

এমন সুন্দর শিশু কার ছেলে হায় রে,
নবনীত বিনিন্দিত কমনীয় কায় রে,
বদনে বালেন্দু হাসে, তারকা নয়নে ভাসে,
অধরে বান্ধুলি চারু কিবা শোভা পায় রে,
নিবিড় কুঞ্চিত কেশ শোভিছে মাথায় রে,
নব তামরস রাগ হাতের তলায় রে।

এ শিশু হেরিয়ে বুক কেন ফেটে যায় রে,
কেন বা উদয় বারি নয়ন কোণায় রে,
পরের সন্তানে মন, কেন হেন নিমগন,
অবিরাম দরশন করিবারে চায় রে,
বাসনা হৃদয়ে রাখি সোণার বাছায় রে।
অথবা তুলিয়ে ধরি তাপিত গলায় রে।

অতি আকুলিত চিত্ত হতে পরিচিত রে,
এগোয় পেছোয় প্রাণ হয়ে অতি ভীত রে,
কি করি কোথায় যাই, আমার যে কেহ নাই,
শূন্য হৃদয়েতে আশা অতি অনুচিত রে ;
আবার হৃদয় ভরে মধুর আশায় রে,
রোমাঞ্চিত কলেবর আ মরি কি দায় রে।

ভাগ্যবান্ বলে মানি শিশুর পিতায় রে,
এমন সোণার চাঁদ জীবন জুড়ায় রে ;
হাসি হাসি বসি কোলে, যবে আধো আধো বলে,
বাবা বাবা বলে বাছা অমৃত ছড়ায় রে,

কি আনন্দে নাচে প্রাণ পিতাই তা জানে রে,
স্বর্গের বিমল সুখ মনে মনে মানে রে।

কি পাপে এমন পাপ করিলাম হায় রে,
পরিতাপানলে প্রাণ এখন যে যায় রে।
সুখের ভবনে হানা, নয়ন থাবি
যদি না হতেম হেরে নয়ন তারায় রে,
আজ যে এমনি নব শিশু সুখময় রে,
বাবা বলে জুড়াইত ব্যথিত হৃদয় রে।

আমার পানেতে শিশু থাকে থাকে চায় রে,
স্নেহের সরোজ প্রাণে অমনি ফুটায় রে,
কি ভাবে শিশুর মন, কেন হেন নিরীক্ষণ,
হয়তো আমার কাছে বাছা কিছু চায় রে;
অভাগা অধম আমি কি দিব তোমায় রে,
পড়ে আছে, শূন্য কোল আয় বাছা আয় রে।

যখন জননী তব কোলে তুলে লয় রে,
ত্রিদিব-পবিত্র-শোভা ধরায় উদয় রে,
চুম্বি চারু চন্দ্রানন, করে সতী দরশন,
পতির বদনকান্তি তব মুখময় রে—
হয়তো টিপিয়ে গাল দয়িতে দেখায় রে,
নয়তো রোদন করে মনোবেদনায় রে।

ঘটিলে ঘটিতে পারে, যদি ঘটে যায় রে,
বিনত করিব শির প্রেয়সীর পায় রে;

ধরিয়ে কান্তার গলে, ডুবাইব আঁখিজলে,
খেদের বারতা ক্ষমা-ক্ষীরোদ-তলায় রে,
দেখিব কেমন কোলে ছেলে শোভা পায় রে,
নব কুসুমের শোভা ললিত লতায় রে।

চিন্তার প্রলাপে মরি ঘটিল কি দায় রে,
নিবারিতে মর্ম্মব্যথা নাহি কি উপায় রে,
আপন করম দোষে, পোড়ালেম পরিতোষে,
দেবতা-দুর্লভ নিধি ঠেলিলাম পায় রে,
এখন রোদন করা নিতান্ত বৃথায় রে,
ছিন্ন-তরুমূলে বারি দিলে কি গজায় রে।

আনন্দ-রচিত-চারু-নন্দন বদন রে,
আমার কপালে কভু নাহি দরশন রে ;
যে দিন নিষ্ঠুর মন, করিয়াছে বিসর্জ্জন,
ধর্ম্মদারা শকুন্তলা আমার জীবন রে,
ঘুচিয়াছে সেই দিন একবারে হায় রে
সুখপুত্রমুখদেখা মম বসুধায় রে।

চন্দ্র

দিবা অবসানে শশধর শ্বেতকায়,
আলো দিতে অবনীতে অনাদি আজ্ঞায়
উদয় হইল ওই গগনউপর,
কৌমুদী-শীতল শ্বেত ধরাকলেবর
আচ্ছাদিল মনোহর, জুড়ালো নয়ন,
মনোসুখে করি চাঁদ তোমায় বরণ !

দূর হেতু তব অঙ্গ ক্ষুদ্র দেখা যায়,
রজতের থাল যেন আকাশের গায়,
বস্তুত অনেক বড় তুমি নিশাকর,
বিরাজে তোমাতে কত অটবী, ভূধর,
সাগর, তটিনী, জীব, জন্তু অগণন,
বলিতে পারি না কিন্তু স্বভাব কেমন।

বেড়িয়ে তোমায় কত উজ্জ্বল বরণ
তারাবলি নীলাম্বরে দিল দরশন,
বিরাজিত যেন বনে শত গন্ধরাজ,
নীল চেলে জ্বলে কিম্বা চুম্‌কির কাজ।

পর উপকার হেতু তুমি হিমকর,
রবির নিকটে লও আলোক সুন্দর,
তার পরে কর দান চন্দ্রিকা ভুবনে,
সতের স্বভাব দয়া জানে সর্ব্বজনে ;
দিবাকর কর পড়ি তব কলেবরে,
প্রতিজ্যোতি হয়ে আসে পৃথিবী ভিতরে,
মুকুরে মিহির কর পড়িয়ে যেমন
ঘরের ভিতরে হয় ভানুর কিরণ।

কি শোভা তোমার শশি আকাশ উপরে,
শ্বেত পদ্ম ভাসে যেন নীল সরোবরে,
ইচ্ছা করে উড়ে যাই কাটিয়ে অনিল,
কোলে করে আনি ধরে, তোমায় সুশীল।
আবাল বনিতা বৃদ্ধ হিতার্থী তোমার,
চাঁদ আয়, চাঁদ আয়, বলে অনিবার।

ধরিতে তোমায় ইন্দু সিন্ধু ভয়ঙ্কর,
উথলিয়া উচ্চ করে স্বীয় কলেবর,
তাহাতে জোয়ার বান নদী মধ্যে হয়,
হুহুঃ শব্দে চলে যায় তরণী নিচয়।

ভালবাসে কুমুদিনী তোমার কিরণ,
আনন্দে প্রফুল্ল হয় পেলে দরশন ;
তুমি নাকি বিয়ে তারে করিয়াছ শশি ?
তবে ত শ্বশুরবাড়ী তোমার সরসী !
এস এস একদিন হেথায় নাবিয়ে,
করিব তোমায় সুখী সকলে মিলিয়ে।

সূর্য্য

অরুণের আগমন পাইয়ে সন্ধান,
অন্ধকার সনে নিশি করিল প্রস্থান।
উঠ উঠ দিবাকর, কিবা রূপ মনোহর,
অপরূপ আভাময় তোমার বিমান।
ধরা ধনী নীলাম্বর করি পরিহার,
পরিলেন পীত বাস কিরণে তোমার।

নাহি আর অন্ধকার, কোথা পালাইল,
গিরীশ গহ্বরে বুঝি গিয়ে লুকাইল ;
কেহ বা ভাম্বুর ডরে, কাফ্রির কলেবরে,
কেহ বা কামিনী কেশে এসে মিশাইল ;
অবশিষ্ট অন্ধকার অন্ধকূপে যায়,
খলের হৃদয়ে গিয়ে অথবা মিশায়।

বিষাদে বিষণ্ণমুখ বিহঙ্গম কুল
নীরবে বসিয়ে ডালে আঁধারে আকুল,
পেয়ে তব দরশন, আনন্দে মোহিত মন,
গাইল বিভাস রাগে সঙ্গীত মঞ্জুল।
কলকণ্ঠ সহকারে ললিতে কুহরে,
বিমোহিত জন মন সুমধুর স্বরে।

নিরানন্দে নৈশ নীরে নলিনী সুন্দরী,
বিষাদিত ছিল দামে বদন আবরি ;
বিভাকর নবোদয়ে, আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে,
হাস্যমুখী সরোজিনী সরসী-ঈশ্বরী ;
দোদুল্য প্রফুল্ল কায় প্রভাত সমীরে,
হেরে পতি বুঝি সতী কাঁপে ধীরে ধীরে।

অনল বেলুনবৎ বিমল আকাশে,
ভাসি ভাসি প্রভাকর প্রভা পরকাশে ;
প্রাপ্ত হয়ে শুভালোক, পুলকে পূর্ণিত লোক,
স্বকার্য্য সাধনে সব নিমগ্ন আশ্বাসে।
কৃষক চলিল মাঠে স্কন্ধে হল ধরা,
সুকুমার তাঁপে মাটি হয়েছে উর্ব্বরা।

মধ্যাহ্নে মিহির তব করাল কিরণ,
ফিরাইতে তব পানে পারি না নয়ন ;
কর রশ্মি বিতরণ, অনুমান বরিষণ,
অনল কণিকা পুঞ্জ উত্তাপ ভীষণ।
সে সময় সুশীতল তরুর ছায়ায়,
বসিলে দূর্ব্বার দলে জীবন জুড়ায়।

দে জল দে জল বলি ডাকে চাতকিনী,
পিপাসায় প্রাণ যায় তবু পাতকিনী
খাবে না নদীর নীর, নীরদ হইতে ক্ষীর
পড়িবে কুড়ায়ে যবে তাপিত মেদিনী,
উড়িয়ে উড়িয়ে পান করিবে তাহায়,
স্বভাব-অঙ্কিত-রেখা কে ছাড়িয়ে যায় ?

সে সময় সুশীতল বরফের জল
পরিতুষ্ট করে দেয় হৃদয়-কমল ;
তৃষ্ণায় উত্তপ্ত প্রাণ, বার বার করে পান,
অনুমান পশিয়াছে হৃদয়ে অনল ।
কে করিবে শীতকালে বরফে যতন,
অভাব বিহনে ভাল লাগে কি পূরণ ?

অপার মহিমা তব আদিত্য মহান্,
পৃথিবীর পয়ো লয়ে পৃথ্বীকে প্রদান ;
আতপে তাপিয়ে জল, উঠাইয়ে বাষ্পদল,
নবীন নীরদ কুলে কর বিনির্ম্মাণ ;
বারিরূপে বারিদের ধরায় পতন,
ফিরে তার কোলে যেন এল হারা ধন ।

তেজঃপুঞ্জ ত্বিষাম্পতি প্রচণ্ড প্রতাপ,
ক্ষুদ্র রাহু করে গ্রাস এ বড় প্রলাপ !
লোকে করে হাহাকার, দিবসেতে অন্ধকার,
তপন নিধন হায় এ কি পরিতাপ ।
পুনঃ প্রকাশিত তুমি পৃথ্বী প্রভাময়,
লুকাচুরি খেলা তব গ্রহণ ত নয় ।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের স্থির বিবেচনা,
গ্রহণ রাহুর গ্রাস কবির রচনা ;
গতিক্রমে নিশাপতি, পৃথ্বী রবি মধ্যে গতি,
একটি সরল রেখা তিনের ধারণা,
তখন তপনে শশী করে আবরণ,
অমনি অবনীতলে প্রকাশ গ্রহণ।

নয়নের ভুলে বলি সূর্য্যের "গমন,"
চলিলে তরণী যথা কূলের চলন ;
স্থিত ভানু এক স্থলে, ঘুরিতেছে গ্রহদলে,
অবিরত রবিকায় করিয়ে বেষ্টন।
মার্ত্তণ্ড প্রকাণ্ড অঙ্গ নাহি পরিমাণ,
ধরার সহস্র গুণ হয় অনুমান।

হয়ত সবিতা তুমি সহ গ্রহগণ,
শ্রেষ্ঠতর সূর্য্যে বেড়ে করিছ ভ্রমণ ;
তোমার সমান কত, ঘোরে ভানু অবিরত,
গ্রহ সহ সেই সূর্য্যে করিয়ে বেষ্টন ;
শ্রেষ্ঠতর সূর্য্য পরে স্বদলে লইয়ে,
ভ্রমিতেছে শ্রেষ্ঠতম তপনে বেড়িয়ে।

তা বড় তা বড় সূর্য্য আছে পর পর,
অনাদি অনন্ত দেব পরম ঈশ্বর,
বিরাজিত সর্ব্বোপর, জ্যোতির্ম্ময় কলেবর,
নিমেষে হতেছে সৃষ্টি শত প্রভাকর।
গগনে অগণ্য তারা কে তারা কে জানে,
তা বড় তা বড় সূর্য্য জ্যোতির্ব্বিদে মানে।

ল্যাপলাণ্ডে একবার হইয়ে উদয়,
ছয় মাস প্রভাকর প্রকাশিত রয় ;
দেবের আরতি যায়, ব্রাহ্মণেরা নাহি পায়,
সন্ধ্যা করিবার কাল সন্ধ্যার সময়,
মুসলমানের রোজা ভাঙ্গে না ছ মাস,
হয় ধর্ম্ম লোপ নয় জীবন বিনাশ।

ছয় মাস নিরন্তর থাকে অন্ধকার,
কালনিশি অনুরূপ নিশির আকার ;
নিশিতে করিছে স্নান, নিশিযোগে পূজা ধ্যান,
সম্পাদন নিশিযোগে আহার বিহার ;
সাগরে মারিয়ে তিমি তেলের সঞ্চয়,
ছয় মাস অবিরত তাতে আলো হয়।

যমুনা তনয়া তব শ্যামল বরণ,
বিরাজিত তটে তার সুখ বৃন্দাবন ;
যমুনার উপকূলে, লইয়ে গোপিনীকুলে,
করে কেলি বনমালী মুরলীবদন।
সুবাসিত স্বচ্ছ বারি শীতলতাময়,
স্নানে পানে পরিতৃপ্ত মানব নিচয়।

দুর্দ্দান্ত অঙ্গজ তব ভঙ্গি ভয়ঙ্কর,
শুনিলে তাহার নাম অঙ্গে আসে জ্বর ;
আতঙ্ক মণ্ডিত রূপ, আঁখি দুটি অন্ধকূপ,
সুগোল গভীর কাল ঘোরে নিরন্তর,
উচ্চ গণ্ডে কালশিরা করাল ভুজঙ্গ,
নাকের নাহিক চিহ্ন কেবল সুড়ঙ্গ।

"ভয়ানক গন্নাকাটা দন্ত দেখা যায়,
বিষমাখা খড়্গশ্রেণী যেন শোভা পায় ;
পেটের প্রকাণ্ড খোল, অবিরত গণ্ডগোল
আবরণ চর্ম্ম উড়ে গিয়াছে কোথায়,
নাড়ীতে জড়িত কত ভূত ভয়ঙ্কর,
গৃধিনী শকুনী শুনি শিবা নিশাচর"।

এ ষণ্ড মার্ত্তণ্ড তব যোগ্য সুত নয়,
বাপের মতন ব্যাটা কর্ণ মহাশয়,
সাহসিক বলবান, অকাতরে করে দান,
কল্পতরু হয় জ্ঞান ধরায় উদয় ;
দয়ার কারণে তার দাতা কর্ণ নাম,
যা যাচিবে তাই দিবে পূর্ণ মনস্কাম।

কোকিল

আনন্দ-বিহঙ্গ তুমি ও কাল কোকিল !
তোমার দ্বাদশ মাসে, আতর চন্দন ভাসে,
আন্দোলিত অবিরত বসন্ত অনিল,
যে দেশে বসন্ত যবে করে আগমন,
সে সময়ে সেই দেশে তব নিকেতন।

আলো-করা কাল রূপ নয়ন-নন্দন।
ভাল রূপ ভাল স্বর, পাইয়াছ পিকবর,
আঁখি শ্রুতি উভয়ের আদর ভাজন ;—
"কোকিল কুৎসিত পাখী" কে বলিল হায়।
কুৎসিত কবিত্বে কবি-অঙ্গ জ্বলে যায়।

আনন্দ প্রফুল্ল মনে করি উন্মীলন
অরুণ নয়নদ্বয়— যেন রক্ত কুবলয়
ভাসিতেছে কাল জলে বিকাশি নূতন—
হেরিতেছ অবনীর নব কলেবর,
সরস পল্লব লতা মঞ্জী মনোহর।

মঞ্জুল নিকুঞ্জ তব রসাল-শাখায় ;
সুরভি মুকুল পুঞ্জ, পরিমলে ভরে কুঞ্জ,
আবরিত করে কচি কোমল পাতায়,
মন্দ মন্দ গন্ধবহ আন্দোলিত হয়,
সুশীতল সুবিরল যেন দেবালয়।

এ হেন নিকুঞ্জে বসি হরিষ অন্তরে,
করিতেছ কুহু রব, শুনিয়ে মোহিত সব,
ত্রিদিব-সম্ভব-রব শ্রবণবিবরে।
সরলা কোকিলা কাছে সাদরে বসিয়ে,
সঙ্গীতে দিতেছে যোগ থাকিয়ে থাকিয়ে।

এমন পবিত্র স্থানে সুপবিত্র মনে,
বল কলকণ্ঠবর, করি এত সমাদর,
গাইতেছ কার গুণ বিকম্পিত স্বনে ;
যে দিল তোমার রবে এমন সুতার,
বিজনে কূজনে পূজা করিতেছ তাঁর।

শৈশবে বসন্তসখা! বায়সী তোমায়
সুযতনে সমাদরে লালন পালন করে,
সন্তান-জীবন-জীবি জননীর প্রায় ;

মহাসুখী তব মাতা পিকরাজপ্রিয়া,
পালিল সন্তানে কাকী কিঙ্করীকে দিয়া।

সেবিকা সন্তানে পালে ভূপালভবনে ;
তবে কেন বিরহিণী, শুনি কলকণ্ঠধ্বনি
ব্যথিত হৃদয়ে বলে সজল নয়নে,
"কাকের পালিত তুই কঠিনহৃদয় !
স্বর শরে বধ নারী নাহি ধর্ম্মভয়।"

কুহর কুহর পিক সুকোমল কলে,
শুনিয়ে মধুর তান, আনন্দে নাচিছে প্রাণ,
শুন না-ক বিরহিণী কাতরে কি বলে—
পাগলিনী বিরহিণী বিষাদে ব্যাকুল,
বিমল সুতার সুধা বিষ বলে ভুল।

তোমার ভোজন হেতু প্রিয় আয়োজন,
তেলাকুচা লতিকায়, কেমন শোভিছে হায়,
পরিণত বিম্বকুল হিঙ্গুলবরণ।
বামে লয়ে কোকিলায় কর হে আহার,
সকালে ললিত তানে গাইবে আবার।

প্রবাসীর বিলাপ

কোথায় জনমভূমি শুভ বঙ্গ দেশ !
তব ক্ষেত্রে শস্যরূপে বিরাজে ধনেশ,
বাহিনী তোমার অঙ্গে পবিত্র জাহ্নবী,
শ্রেষ্ঠতম হেরি তব প্রান্তর অটবী,

তব কোলে দোলে বিদ্যা, দেশ-অনুরাগ,
সুজনতা, সুবিচার, সৌহার্দ্দ, সোহাগ ;
তোমা বিনা কাঁদে প্রাণ মনে সুখ নাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

আর কি দেখিতে পাব পিতার চরণ,
স্নেহ বিকশিত মুখ শঙ্কা-নিবারণ।
বিপুল আয়াসে শিক্ষা করেছেন দান,
পটুতা হেরিলে কত সুখী হত প্রাণ।
শৈশবে পিতার পাতে বসিয়ে পুলকে,
খাইতাম সুখে অন্ন এলোমেলো বকে ;
বাসনা পিতার পাতে আজো বসে খাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

পরম আরাধ্যা দেবী জননী কোথায়,
বিপদ, ব্যসন, ব্যথা, যে নামে পলায়,
না হেরে আমায় মাতা ব্যাকুলিত মনে,
গিয়াছেন পরলোকে, বিভু দরশনে।
স্বর্গীয় জননীস্নেহ এত দিনে হত,
মা বলা হইল শেষ জনমের মত ;
ভিক্ষা করি খাব দেশে যদি মাতা পাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

সহোদর সুসহায় সংসার ভিতর,
রক্ষিতে সোদরে সদা বদ্ধ পরিকর,
আনন্দ প্রফুল্ল মুখে অমিয় বচন,
হাসিয়ে করেন দান স্নেহ আলিঙ্গন,

না হেরে সোদর-মুখ বিদরে অন্তর,
কত দিন রব আর হয়ে দেশান্তর ?
ধিক্ ধন অনুরোধে ছেড়ে আছি ভাই !
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

স্নেহের লতিকা মম সুশীলা ভগিনি !
কত শত দিন গত তোমায় দেখি নি।
ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ের দিন সহোদরা ঘরে
আনন্দ উৎসব হয় তুষিতে সোদরে ;
সমাদরে সহোদরে ভাইফোঁটা দান,
বসন চন্দন ধান গুয়া গোটা পান ;
জন্মে জন্মে হই যেন ভগিনীর ভাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

নীরস হৃদয় মম প্রণয়বিহীন,
কেমনে কামিনী ভুলে আছি এত দিন ?
ভুলি নাই বামাঙ্গিনি পবিত্রলোচনে !
দিবা নিশি হেরি মুখ মনের নয়নে,
ভাবিতে ভাবিতে কান্তি একতান মনে,
ভ্রমবশে আলিঙ্গন করি সমীরণে,
রহিব তোমার পাশে স্বর্গে দিব ছাই ;
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

কোথায় হৃদয়নিধি তনয় নিচয়,
কবে তোমা সবে হেরে জুড়াব হৃদয়।
কেহ পাঠে দেবে মন কেহ দৌড়াইবে,
কেহ কেহ কোল লয়ে বিবাদ করিবে,

কেহ করতালি দেবে কেহ বা নাচিবে,
আধ বোলে বাবা বলে কেহ বা হাসিবে।
দেখিতে এ সব পেলে স্বর্গ নাহি চাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

মায়ার মৃণাল মম মেয়েটি কোথায়,
মরি যে জননি! কোলে না লয়ে তোমায়,
চিত্রিত পুতুল পেলে সুখী শিশুকুল,
আমি শিশু তুমি মম খেলার পুতুল,
কহে নব তামরস দাম রসনায়
লেহন করিবে নাসা শৈশব লীলায়।
তাই তাই 'তমালিনি' তাই তাই তাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

বিপদ-নিস্তার বন্ধু-নিকর কোথায়,
আনন্দে হৃদয় নাচে যাদের কথায়,
উল্লাসিত হয় যারা আমায় হেরিয়ে,
অশুভ ঘটিলে এসে পড়ে বুক দিয়ে।
কবে তোমাদের কাছে বসিব হাসিয়ে,
মন খুলে কব কথা সরম ছাড়িয়ে,
বন্ধুর নিকটে দিন নিমেষে কাটাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

কোথায় যমুনা নদী তপননন্দিনী,
শৈবাল বিরাজে অঙ্গে কত কুমুদিনী,
কেমন বিমল বারি সুমধুর তার,
আমোদে মাতিয়ে তায় দিতাম সাঁতার,

কত তরি কত লোক বিজয়ার দিন,
কৈলাসে চলিছে গৌরী কাঁদিয়ে মলিন,
বাসনা যমুনাজলে এ দেহ ভাসাই।
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

কোথা সে বিলের কূলে বিটপী বিশাল,
চন্দ্রাতপ পায় যায় আতপে রাখাল।
যথায় বিকালে বন-ভোজনের দিন,
সমবেত কত পুর মহিলা প্রবীণ,
আনন্দে ভোজন করে শতদলদলে,
লাফালাফি খেলে মাঠে বালকেরা বলে,
বাসনা তাদের সনে লাফিয়ে বেড়াই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই।

খণ্ডগিরি

উড়িষ্যার অরবিন্দ কটক নগর,
পাথরে গঠিত গড় যাহার ভিতর,
কত লোক করে বাস হতে নানা দেশ—
মার্হাট্টা তৈলঙ্গি উড়ে বাঙ্গালি অশেষ,
ইহুদি পঞ্জাবি ভিল্লি কেঁয়ে মহাজন,
উড়িষ্যার পরগাছা "ক্যারা"* অগণন।
তিন পার্শ্বে বিরাজিত তটিনী তরল,
দেখিতে সুন্দর শোভা সুমধুর জল,

* যে সকল বাঙ্গালিরা বহুকাল উড়িষ্যায় বাস করিতেছে, তাহাদিগকে ক্যারা-বাঙ্গালি বলে।

বোধ হয় মহানদী কটক ছটায়,
উন্মাদিনী আলিঙ্গন করিতে তাহায়,
নগর নাগরে হৃদে ধরিতে অধীর,
কাটজুড়ি রূপে বাহু করেছে বাহির,
ঊর্দ্ধরেতা সম কিন্তু কটক প্রবর,
পাথরের বাঁধ ধৈর্য্য ধীর ধরাধর,
অভিসারিকার পাণি ফেলিছে ঠেলিয়ে,
ধীরতাবিহীন হলে মরিত ডুবিয়ে।
খণ্ডগিরি নামে গিরি কটক দক্ষিণে,
চারি দিকে ব্যাড়া যাহা নিবিড় বিপিনে,
ভয়ঙ্কর মনোহর বিজন বিশেষ
হেরিলে অমনি হৃদে উদয় ভবেশ।
অচলের অঙ্গ খুদে করেছে নির্ম্মাণ,
দালান, মন্দির, থাম, সরসী, সোপান;
সারি সারি গিরিগুহা খোদা নর-করে,
শত শত পাবে যত যাইবে উপরে,
নীচের গুহায় যাহা ছাদ দরশন,
উপর গুহায় তাহা হয়েছে প্রাঙ্গণ।
কোথাও দেখিতে পাবে গুহার অন্তরে,
যোগী-উপযোগী-বেদী শৈল-কলেবরে,
পাথরের নাগ-দন্ত পাথর দেয়ালে,
পাথর নির্ম্মিত কড়া গহ্বরের ভালে,
দেয়ালে দেখিবে কত খোদা সারি সারি
মহাতপা তপোধন ধ্যান ধর্ম্মধারী,
পবিত্র পরমহংস চিত্ত নিরমল,
অসাড় শরীর মহাপুরুষ পটল,

নিরাকারে করে ধ্যান একতান মনে,
অচলিত দ্বিরসন-দন্ত-পরশনে,
বিবসন বৌদ্ধব্যূহ বিশুদ্ধ হৃদয়,
জিন অনুগামী দিগম্বর জৈনচয়,
দেখিবে অনেক আরো জীব অনুরূপ,
মানব মানবী পরী রাণীসহ ভূপ,
কুরঙ্গ, শার্দ্দূল, করী, করী-অরি, হয়,
ভল্লুক মহিষ মেষ ছাগ ধেনুচয়।
পাগল পথিকগণ আসিয়ে হেথায়,
লিখে গেছে নিজ নিজ নাম কয়লায়,
যে নাম রাখিতে নরে নারে যজ্ঞ যাগে,
রাখিতে বাসনা তাহা কয়লার দাগে !!

গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ ভ্রমের সোপান,
অন্তরে ঈশ্বর পূজা বিশুদ্ধ বিধান,
মহাজন কীর্ত্তি এই খণ্ডগিরি ধাম,
নাই কিছু তাই তথা দেব দেবী নাম।
পৌরাণিক পুত্তলিকা দেখা ইচ্ছা হয়,
অচলের তলে যাবে মহন্ত আলয়,
লাল মাটি লেপা মঠ দেখিতে সুন্দর,
দেব দেবী অগণন তাহার ভিতর ;
হরির পবিত্র নাভি-নলিনী হইতে,
উঠিতেছে পদ্মযোনি বিশ্ব বিরচিতে,
ভুজঙ্গশয়নে বিষ্ণু আছেন নির্জ্জনে,
নারায়ণী সেবে পদ হরষিত মনে,
বৈদেহী বৈদেহী-ঈশ সৌমিত্রি সুধীর,

রুদ্র অবতার আর দশশির বীর,
বসন হরণ, রাজা রাধিকা সুন্দরী,
বীরদন্তে গিরিধর গিরি হাতে করি,
জগন্নাথ, বলভদ্র, সুভদ্রা ভগিনী,
লোকনাথ, সত্যবাদী, বিমলা উড়িনী।

সুগভীর কূপ এক আছে মঠাঙ্গনে,
ছেড়ে দিলে যায় গুণ বলির সদনে,
সুশীতল সুমধুর কিবা বারি তার,
বিপদে বন্ধুর বাণী যেমন সুতার।

অচলে "আকাশগঙ্গা" খোদা সরোবর,
ভাসিলে তাহাতে শান্ত হয় কলেবর,
"গুপ্ত গঙ্গা" নামে কূপ ভূধর কন্দরে,
দিতেছে বিমল বারি ঝির ঝির করে,
শীতল "ললিতা কুণ্ড" "রাধাকুণ্ড" আর,
করেছে পাথর কেটে সরের আকার।
নামগুলি আধুনিক সর পুরাতন,
উড়েরা দিয়েছে নাম মনের মতন।

মহীধরে মহীরুহ শোভে অগণন,
রমণীয় এলো মেলো সুখ দরশন—
পুন্নাগ, পলাশ, বাঁশ নতানো সুন্দর,
বারমেসে শোভাঞ্জন উড়ের আদর,
শিমুল, বকুল, বট, অশ্বত্থ বিশাল,
পিঁপুল, তেঁতুল, তাল, পিয়াশাল, শাল,
নিম, গাব, সহকার, বেল, আমলকী,
কণ্টকী, করঞ্জ, কুল, কদম্ব, কেতকী,

গন্ধরাজ, বনমল্লী, মালতী, বাদাম,
অশোক, চম্পক, বক, হরীতকী, জাম।

বন্ধুবিদায়

চিত্ত বিনোদিনী শোভা হেরিলাম হায়!
ভাবিতে যেমন, তা কি বাক্যে বলা যায়?
বিমল তটিনী তটে, লেখা যেন স্বচ্ছ পটে,
বন্ধুর নিকটে বন্ধু চাহিছে বিদায়।

দাঁড়াইয়ে দুই জনে করে দিয়ে কর,
অধীর অন্তর দুখে, স্থির কলেবর,
নাহি রব সুবদনে, দিবানিশি হাসি সনে
চলিত যাহাতে কথা শোভিয়ে অধর।

স্নেহরস পরিপূর্ণ সুকোমল মন,
বিরহ-ভাবনা-ভার করিছে দলন,
পতিত হতেছে তায়, প্রস্রবণ বারিপ্রায়
স্নেহবারি নাসাপাশে ভরিয়া নয়ন।

শৈশবে সজাতি তরু থাকি গায় গায়,
কলেবরে কলেবরে কালেতে মিশায়,
উভয়েরি এক দল, মুকুল কুসুম ফল,
এক রসে রসশালী উভয়ের কায়।

সেইরূপ বন্ধুযুগ হয় দরশন,
হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ অভেদ মিলন,

উভয়ের এক আশা, অধ্যয়ন, ভালবাসা,
এক ভাবে আন্দোলিত উভয়ের মন।

এ হেন প্রাণের ধনে কোথা যায় লয়ে,
সহে কি বিরহ ব্যথা বন্ধুর হৃদয়ে,
সৌম্য মূর্ত্তি পুনর্ব্বার, দেখিতে পাবে না আর
জীবন প্রবেশে যদি অন্তক আলয়ে।

উপকূলে অবস্থান করিছে তরণী,
প্রাণ হতে প্রাণ বন্ধু হরিবে এখনি,
বিদারি ছিদাম-মন, শূন্য করি বৃন্দাবন
কংসের স্যন্দন যথা হরে নীলমণি।

ফুলে ফুলে কাঁদি বন্ধু বলে অবশেষ,
"নিতান্ত যাইতে যদি হইল বিদেশ,
যাও যাও যাও ভাই, সদা যেন লিপি পাই,
সতত পবিত্র সুখে রাখুন পরেশ।

"নিবারি নয়ন-বারি তরি আরোহণ
কর সহোদর! আর কর না রোদন,
যত দিন মহীতলে, বিরহ-অনল জ্বলে,
সময়ে সময়ে শোক দেয় দরশন।"

বন্ধু হস্ত ধরি বলে কাঁদিয়ে আবার
"কি করিয়ে প্রবেশিব পুস্তক-আগার?
তবাসনে তুমি নাই, তথায় দেখিয়ে ভাই,
ধরাশায়ী হব আমি করি হাহাকার।

"আমার রোদনে তব, রোদন বাড়িল,
অশ্রুবারি স্থূলধারে বহিতে লাগিল ;
আমার বচন ধর, নয়ন মোচন কর,
ওই দেখ কর্ণধার তরণী খুলিল।"

কাতর পীড়িত স্বরে যাবার সময়,
উত্তর করিল বন্ধু ব্যাকুল হৃদয়—
"ভাবিয়ে বন্ধুর মুখ, কাঁদিলে বিমল সুখ,
বিরহে নয়নে তাই জল উপচয়।

"লোচন আকুল জলে আপনিই হয়
যবে এই শুভ ভাব মনেতে উদয়—
আমায় আমার বলে, আহা মরি মহীতলে,
ঈশ্বর কৃপায় আছ কোন সহৃদয়।

"দৈবের আদেশে দেশ ত্যজি সকাতরে
তোমারে ছাড়িয়ে আমি যাই দেশান্তরে,
বিদেশে বিরহে হায়, যদি এ জীবন যায়
মরিব তোমার মুখ ভাবিয়ে অন্তরে।

"বিজনে বিষণ্ণ মনে সতত ভাবিব,
বারিহীন মীন প্রায় যাতনা সহিব,
কোথাও না পাব সুখ, অন্তর ভেদিয়ে দুখ
সময়ে সময়ে মাত্র নিশ্বাসে ছাড়িব।"

স্নেহেতে বান্ধবে পরে করি আলিঙ্গন
তরণীতে উঠে বন্ধু মুছিয়া নয়ন।

চলিল জীবন-যান, উভয় বন্ধুর প্রাণ
বিরহ অনল তাপে হইল দহন।

কিনারায় থাকি বন্ধু তরি পানে চায়,
দাঁড়ায়ে অপর বন্ধু চলিত নৌকায় ;
ঘন ঘন হাত নাড়ি, বলে "যাও যাও বাড়ী
আবার হইবে দেখা অনাদি-কৃপায়।"

তরি যায়, হায় বন্ধু বিষাদে ব্যাকুল
অবিরাম আঁখিবারি চুম্বে উপকূল।
চাহিয়ে তরণী পানে, রহে স্থিত এক স্থানে
যতক্ষণ দেখা যায় নৌকার মাস্তুল।

কমিতে কমিতে তরি পানকৌড়ি প্রায়,
ভাসে নদী অঙ্গে দেখা যায় কি না যায়,
এই বারে একেবারে, অনিল ঢাকিল তারে
বন্ধুর তরণী আর দেখিতে না পায়।

ত্যজিয়ে তটিনী করে ভবনে গমন,
ভাসায়ে শ্মশানে যেন সহোদর ধন ;
যায় যায় ফিরে চায়, এই বুঝি দেখা যায়
যে তরি প্রাণের বন্ধু করিছে বহন।

কঠিন কাঠের তরি লোহায় যোজনা,
জানে না বিরহে বন্ধু সহে কি যাতনা,
বন্ধুর কোমল প্রাণ, পেতে যদি জল-যান
ফিরে আনি বন্ধুধনে করিতে সান্ত্বনা।

সংসারের গতি এই বিরহ মিলন,
পরিবর্ত্ত-প্রিয়-কোলে প্রকৃতি পালন,
কভু পরিতাপময়, কভু সুখ সমুদয়,
অবিরত বিনিময় হয় দরশন।

পরিণয়

সুপবিত্র পরিণয়, অবনীতে সুধাময়,
সুখ মন্দাকিনীর নিদান,
মানব মানবী দ্বয়, হৃদয়ের বিনিময়,
করিবার বিশুদ্ধ বিধান।
একাসনে দুই জন, যেন লক্ষ্মী নারায়ণ,
বসে সুখে আনন্দ অন্তরে,
এ হেরে উহার মুখ, উদয় অতুল সুখ,
যেন স্বর্গ ভুবন ভিতরে ;
প্রণয় চন্দ্রিকা ভাতি, ঘরময় দিবা রাতি,
বিনোদ কুমুদ বিকশিত,
আনন্দ বসন্ত বাস, বিরাজিত বার মাস,
নন্দন বিপিন বিনিন্দিত ;
যে দিকে নয়ন যায়, সন্তোষ দেখিতে পায়,
গিয়েছে বিষাদ বনে চলে।
সুখী স্বামী সমাদরে, কান্তাকর করে করে,
পীরিতি পূরিত বাণী বলে—
"তব সন্নিধানে সতি, অমলা অমরাবতী,
ভুলে যাই নর নশ্বরতা,

অভাব অভাব হয়, পরিতাপ পরাজয়,
ব্যাধি বলে বিনয় বারতা।"
রমণী অমনি হেসে, স্নেহের সাগরে ভেসে,
বলে "কান্ত, কামিনী কেমনে,
বেঁচে থাকে ধরাতলে; যেই হতভাগ্য ফলে,
পতিত পতির অযতনে ?"
নবশিশু সুখরাশি, প্রণয়-বন্ধন-ফাঁসি,
পেলে কোলে কাল সহকারে,
দম্পতীর বাড়ে সুখ, যুগপৎ চুম্বে মুখ,
কাড়াকাড়ি কোলে লইবারে।

সতীত্ব

পবিত্র ত্রিদিব ধাম ধরণী মণ্ডলে,
সতীত্ব ভূষণে নারী বিভূষিতা হলে।
অমরাবতীর শোভা কে দেখিতে চায়,
সতী সাধ্বী সুলোচনা দেখা যদি পায় ?
কোথা থাকে পারিজাত পৌলোমী-বড়াই,
সুরভি সতীত্ব শ্বেত শতদল ঠাঁই ;
নাসিকা মোদিত মন্দারের পরিমলে,
সতীত্ব সৌরভ যায় হৃদয় অঞ্চলে ;
মলিন বসন পরা, বিহীনা ভূষণ,
তবু সতী আলো করে দ্বাদশ যোজন,
কেন না সতীত্ব-মণি ভালে বিরাজিত,
কোটি কোটি কহিনুর প্রভা প্রকাশিত।

সতেজ স্বভাব সতী মলাহীন মন,
অণুমাত্র অনুতাপ জানে না কখন ;
অরণ্যে, অর্ণবে যায়, অচলে, অন্তরে,
নতশির হয় সবে বিমল অন্তরে,
চণ্ডাল, চোয়াড়, চাষা, গোমূর্খ গোঁয়ার
পথ ছেড়ে চলে যায় হেরে তেজ তার,
অপার মহিমা হায় সতীত্ব-সুজাত,
লম্পট জননী জ্ঞানে করে প্রণিপাত।
পাঠায় কন্যায় যবে স্বামী সন্নিধান,
ধন আভরণ কত পিতা করে দান—
পরমেশ পিতাদত্ত সতীত্ব স্ত্রীধন,
দিয়াছেন দুহিতায় সৃজন যখন,
বাপের বাড়ীর নিধি গৌরবের ধন,
বড় সমাদরে রাখে সুলোচনাগণ।

যুদ্ধ

রুধিরাক্ত ভীম মূর্ত্তি যুদ্ধ ভয়ঙ্কর,
অন্তক দক্ষিণ হস্ত অবনী ভিতর।
নরমুণ্ডে বিনির্ম্মিত, অট্টালিকা মনোনীত,
নিবসতি কর তুমি তাহার ভিতর।
শোণিতে সাঁতার দিতে সংহার সহায়,
নিপাত, বিনাশ, ধ্বংস সদা রসনায়।

প্রশস্ত গভীর তব উদর ভীষণ,
নীরশূন্য নীরনিধি দেখিতে যেমন ;

স্তূপাকার নরদেহ, গণিতে না পারে কেহ,
মহিষ, মাতঙ্গ, অশ্ব, ধেনু অগণন,
গোলা, গুলি, ডুলি, ঝুলি, খট্টাঙ্গ, শিবির,
সংগ্রহ ভরিতে তার কন্দর গভীর।

শোভে অঙ্গে করি রঙ্গে আতঙ্ক বর্ষণ
শমন রঞ্জন সজ্জা দুরন্ত দর্শন—
ভীমগদা ভিন্দিপাল, শূল শেল করবাল,
খাঁড়া ঢাল টাঙ্গি যেন কালের দশন,
কিরিচ, ভোজালে, তূণ, শরাসন, বাণ,
যমের নিশ্বাস নিন্দি বন্দুক কামান।

দাঁড়াইয়ে অশ্ব সেনা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে,
রতন প্রলম্ব শোভা তোমার হৃদয়ে,
পদাতিক পরিকর, কটিবন্ধ ভয়ঙ্কর,
শোভিতেছে যেন তব কোমরে নির্ভয়ে,
তূরী, ভেরী, জয়ঢাক বাজিছে মোহন,
অনুমান তব পদে ঘুমুর শোভন।

ভয়ঙ্কর কোলাহলে বহুবিধ বোল,
দূরেতে শ্রবণে যায় মাত্র গণ্ডগোল—
কোথাও বিজয় শব্দ, শুনিলে অমনি স্তব্ধ,
ভাবে শ্রোতৃ ভীত চিত্তে বড় ডামাডোল,
কোথাও রোদন ধ্বনি পশিছে শ্রবণে,
পড়িয়াছে কেহ বুঝি শূলের দংশনে।

বীরদম্ভে ভীমনাদে আহবে মাতিয়ে
বলিতেছে কোন বীর কৃপাণ ধরিয়ে—
"কেটে করি খান খান, রুধিরে করিব স্নান,
রাখিব মানীর মান নিজ প্রাণ দিয়ে,
আমূল বিন্ধিব শূল শত্রু কুল বক্ষে,
অবশ্য বধিব কার সাধ্য করে রক্ষে ?

"দম্ দম্ ছাড় গোলা গোলন্দাজ বীর,
আকাশে উড়ায়ে দেহ অরাতির শির ;
"বাজাও বিজয় ডঙ্কা, কাহারে না করো শঙ্কা,
বিক্রমে বিনত লঙ্কা সুবর্ণ শরীর—
পল্লবে অনল কভু থাকিবে না ঢাকা,
বীরত্বের পুরস্কার বিজয় পতাকা।"

হুহুঙ্কার করি কোন বীর মহাভাগ,
বিশাল হৃদয়ভরা দেশ অনুরাগ,
বলিতেছে "বলে ধরি, সংহার করিব অরি,
বিনতানন্দন যথা নাশে দুষ্ট নাগ,
এক কোপে শত শির করিব ছেদন,
শত্রুর শোণিত-স্রোতে ধুইব চরণ।

"বাঁচিয়ে কি ফল যদি স্বাধীনতা যায় ?
পড়িবে কি সিংহরাজ শৃগালের পায় ?
স্বদেশ রক্ষার তরে, সমরে কি কেহ ডরে,
শতগুণে হয় বলী স্বদেশ রক্ষায়—
খুলিয়ে নিডেলগণ্ ছেড়ে দেহ যম,
দুর্দ্দম্ দুর্দ্দম্ দম, দম, দম্ দম্।"

তুমুল সংগ্রামে ধূলা ছাইল গগন,
রসাতলে হয় বুঝি মেদিনী মগন—
কাঁপিছে কৃপাণ কুল, ঘর্ঘর ঘুরিছে শূল,
হুলু স্থূল গোলে ভুল পরকে আপন,
মালসাট মারে সেনা দাপে মহাবলে,
কাঁপে ধরা যেন সরা বাতাকুল জলে।

সৃষ্টিনাশা গোলা বৃষ্টি দৃষ্টি করে রোধ,
প্রলয়ের অনুরূপ যুদ্ধক্ষেত্র বোধ,
ঝর্ঝড় ছুটিছে গুলি, চূর্ণ মস্তকের খুলি,
গদাঘাতে জয় প্রাপ্ত জনমের শোধ ;
গোলা দগ্ধ গজ অশ্ব পড়িছে ধরায়,
বিনাশিত বস্ত্রাবাস অনলশিখায়।

আর্ত্তনাদ করি এক বীর মহাজন,
নিপতিত রণস্থলে হয়ে অচেতন,
কোথা পুত্র কোথা দারা, তারা যে নয়নতারা,
জনমের মত হারা আত্মীয় স্বজন,
কি বলিল শেষে বীর ভাসি আঁখিজলে ?
"কোথায় রহিলে প্রিয়ে প্রণয় কমলে !"

বিশ্বাস-ঘাতক যুদ্ধ; কারো নহ বাঁধা,
বুঝিতে তোমার ভাব লেগে যায় ধাঁধা,
ক্ষিতীশের সর্ব্বনাশ, বীরেশের বনবাস,
ভূপতি দাসের দাস ! তব কার্য্য সাধা ;
গৌরবে বসিয়ে ভূপ রাজসিংহাসনে,
মুহূর্ত্তে কারায় বন্দী তব পরশনে।

ভিখারী দ্বিতয়ে তুমি উপলক্ষ করি,
ছারেখারে দিলে লঙ্কা স্থবর্ণ নগরী,
রক্ষেশ দেবেশ-ত্রাস, করিয়ে সবংশে নাশ,
বিভীষণে দিলে রাজ্য সহ মন্দোদরী।
দুরাচার কুলাঙ্গার ওরে বিভীষণ,
কোন্ প্রাণে বিনাশিলি সোদর রতন ?

কোন্ অপরাধে রণ কৌরবের কুল,
গান্ধারী-হৃদয়-বন-কুসুম-মঞ্জুল,
বিনাশিলে সমুদায়, দুখে বুক ফেটে যায়,
রাখিলে না মা বলিতে একটি মুকুল।
অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্র শোকে অচেতন,
শত পুত্র হত রণে থাকে কি জীবন।

তব অবিচার হেরে দুঃখে অঙ্গ জ্বলে,
বড় পরিতুষ্ট তুমি দলিয়ে দুর্ব্বলে ;
ভারত ভূপতি চয়, নিরাপদে কাল ক্ষয়,
ধর্ম্ম কর্ম্ম যাগ যজ্ঞে করিত কুশলে,
দেশান্তর হতে আনি দুর্বৃত্ত যবন,
আক্ষেপ ক্ষীরোদে দিলে ভারত ভবন।

কেড়ে নিলে স্বাধীনতা দেশের ভূষণ,
সম্মান, সম্পদ, দণ্ড, রাজসিংহাসন ;
রাজত্ব করিলে ক্ষয়, ভেঙ্গে দিলে দেবালয়,
গোহত্যা করিলে হিন্দু দেবতা সদন,
মানসিংহ ভগিনীরে সজোরে ধরিয়ে,
নীচ কুল যবনের সনে দিলে বিয়ে।

চক্রবৎ ঘোরে তব কুদৃষ্টি, কল্যাণ—
যার করে হিন্দু রাজ্য করেছিলে দান,
ইংরাজে উন্নত করি, শেষে তারে কেশে ধরি,
ভয়ঙ্কর নির্ব্বাসন করিলে বিধান,
রত্নে রচা শিখী যার ছিল সিংহাসন,
টঙ্গুর মাটিতে তারে করিলে নিধন।

বিষাক্ত দশন তব সমর ভীষণ,
করেছিলে লণ্ডভণ্ড ইংলণ্ড ভবন ;
স্বদেশ ভূপতি সনে, প্রজাপুঞ্জ মত্ত রণে,
শমন সদনে গেল কত মহাজন—
রাজার পবিত্র শির করিয়ে ছেদন
কোরমওয়েলে দিলে রাজসিংহাসন।

বীরশ্রেষ্ঠ বোনাপার্ট বেলোনার বর,
কীর্ত্তিপূর্ণ কার্ত্তিকেয় বিপুল অন্তর,
গলে গৌরবের হার, বিজয় মুকুট তার,
পরাজিত রাজ্য তায় হীরকনিকর,
কৌশলে রুক্মিণীনাথ, বিক্রমে অর্জ্জুন,
ধন্য বোনাপার্ট রাজা ধন্য তব গুণ।

রাজবংশে জন্ম নয়, রাজবংশ-কর,
নিজপরাক্রমে বীর অপূর্ব্ব ভূধর,
টিরাণি করিয়ে লোপ, ভেঙ্গে গড়ে ইয়োরোপ,
পলকেতে পরাভূত হইল মিসর ;
প্রজার পালনে রাজা প্রজা পূজনীয়,
বাহুবলে বীর কেতু বীর বরণীয়।

বীরত্বে মোহিত হয়ে রাজা কত জন,
অনুজ্ঞা প্রতীক্ষা করেছিল অনুক্ষণ,
কেহ দিল সিংহাসন, কেহ রাজ আভরণ,
বিবাহ বন্ধনে কেহ তনয়া রতন,
নখর নিকরে রাজ্য ছিল বহুতর,
যারে ইচ্ছা বিতরণ করে নৃপবর।

নির্দ্দয় সংগ্রাম তুমি বল কোন প্রাণে,
প্রাণপুত্রে পরাভূত কর অপমানে ?
সমবেত ভূপচয়, বোনাপার্ট বন্দী হয়,
সপ্ত রথী ধরে যথা সুভদ্রাসন্তানে—
হায় রে বিদরে বুক মর্ম্ম বেদনায়,
পাঠাইলে হেন নিধি হীন হেলেনায়।

যে বলিনে বোনাপার্ট সম্মানের সনে,
বসেছিল বীরদম্ভে রাজসিংহাসনে,
তথা তার বংশধর, ফরাসির নৃপবর
বন্দী ভাবে কাটে কাল বিষণ্ণ বদনে।
কখন কি হয় রণে কখন কি হয়,
জয় কিবা পরাজয় সতত সংশয়।

আশা

আনন্দ-আকর আশা অবারিত গতি,
প্রবল প্রবাহ সম সদা বেগবতী,
অমর অনন্ত-বরে রক্ষিতে অবনী,
সুধাময়ী, মায়াবিনী, প্রবোধ জননী,

মনোবৃত্তি নিচয়ের মধুরা ভগিনী,
মরিয়া আপনি বাঁচে বাঁচায় সঙ্গিনী।
করবী কুসুম তরু করিলে ছেদন,
আবার পল্লব শাখা দেয় দরশন—
আশাতরু কলেবর যদি কাটা যায়,
মনোনীত পল্লবিত হয় পুনরায়।
আশামুখে চাষাচয় ক্ষেত্র পানে চায়,
মনঃক্ষেত্রে পূরানন্দ নাচিয়ে বেড়ায়,
হয়েছে সতেজ গাছ বারিদ বরণ,
পবন হিল্লোলে দোলে তরঙ্গ যেমন,
হেন কালে অনাবৃষ্টি সৃষ্টি করে নাশ,
বিনাশিত একেবারে চাষা-আশা-বাস,
ভস্মরাশি শস্যক্ষেত্র আতপ অনলে,
হাহাকার আর্ত্তনাদ কৃষকের দলে—
"আ মরি আকাট ওরে এ কি অবিচার!
অনাহারে মরে যাব সহ পরিবার,
রাত্তি পোহাইলে লাগে চাল চার পালি,
কেমনে কোথায় পাব খাব কি রে বালি?
কি দিয়ে শুধিব আর মহাজন ধার,
ভিটে মাটি হবে নাশ নাহিক নিস্তার—"
মুকুলিত আশালতা হৃদয়ে উদয়,
চাষার লোচন বারি বিমোচন হয়—
ভাবিতে ভাবিতে বলে "কেন অকারণ
নিরাশে মগন হয়ে করিব রোদন।
কোনমতে পরিবার চালাব এখন,
যতন করিয়ে বীজ করিব রোপণ,

এবার হইবে বাদ্বি মুষলের ধারে,
দুই বৎসরের শস্য পাব এক বারে,
শুধিব সকল ধার সুখী হবে মন,
কাটাইব সুখে দিন রাজার মতন।”
কারাগারে অন্ধকারে বন্দী করে বাস,
হয়েছে সম্যক তার সুখের বিনাশ,
বিরলে বিদরে বুক চক্ষে বহে নীর,
নীরবে বিলাপ করে অবশ শরীর—
“কোথায় সুখের সুখী দুঃখের দুঃখিনী
স্নেহভরা ধর্ম্মদারা পবিত্রা কামিনী ?
কত দিন, হায় পুত্র প্রিয় দরশন,
ধরি নি তোমায় বক্ষে করি নি চুম্বন !
অনাথিনী করশাখা ধরিয়ে দ্বিকরে,
কাঁদিতেছে বাছা মোর আহারের তরে,
অনুপায় অভাগিনী কি দেবে অশন,
অজানত, নিজনেত্রে নীর বরিষণ।
দুঃসহ যাতনা আর কেমনে সহিব,
গলায় বন্ধন দিয়ে এখনি মরিব—”
হেন কালে আশা আসি দেয় দরশন,
মনে মনে ভাবে বন্দী মুছিয়ে নয়ন—
“থাকি আর কিছু কাল ত্যজিব না প্রাণ,
ত্বরায় বিষাদ নিশি হবে অবসান,
কারাগার দ্বার মুক্ত হবে অচিরাৎ,
অপকৃষ্ট অধীনতা হইবে নিপাত,
চলে যাব হাস্যমুখে আনন্দিত মনে,
নিরমল সুখ পোরা নিজ নিকেতনে,

দয়ার পয়োধি বিভু করিবেন দয়া,
আনন্দে দেখিব জায়া তনয় তনয়া,
ভাত বেড়ে দেবে ভার্য্যা সানন্দ হৃদয়ে,
ভোজন করিব সুখে ছেলেদের লয়ে,
বেড়াইব হেথা সেথা যথা যাবে মন,
যখন হইবে ইচ্ছা আসিব ভবন,
দুঃখের পরেতে সুখ, সুখ যার নাম,
হৃদয় ভরিয়ে ভোগ হবে অবিরাম।”

আশাসুখে সুযতনে অধ্যয়ন করে,
বদ্ধ পরিকর ছাত্র পরীক্ষা সমরে,
বিজয় পতাকা পেতে হইল বিফল,
জ্বলিল কিশোর হৃদে নিরাশ অনল,
অপমান অনুমান অতিশয় দুখ,
কেমনে স্বজন কাছে দেখাইবে মুখ,
বিরলে বিলাপ করে গালে দিয়ে হাত,
হতাশে করিতে চায় জীবন নিপাত ;
জননীর মত আশা আসিয়ে তখন,
স্নেহভরে শান্ত করে শিশুর রোদন—
কেন বাপ্ হতাদর কর রে জীবনে,
এবার লভিবে জয় পরীক্ষার রণে,
অধ্যয়ন কর অধ্যবসায় সহিত,
সুত্তার সফল সুধা পাবে মনোনীত—
আশার অমিয় বাক্যে অমনি বিশ্বাস;
পাঠে ছাত্র দেয় মন না ছাড়ে নিশ্বাস।

জীবিকাবিহীন জন ব্যাকুলিত মনে,
লভিতে উপায় ফেরে ভবনে ভবনে—

দীন পালনের পিতা ধনী মহাশয়,
ভাবে মনে যাই তথা হবে দুঃখ ক্ষয়,
"দেবেন জীবিকা এক সদয় হৃদয়ে,
অভাব হইবে হত অভাগা আলয়ে।"
বড় আশা করি যায় ধনী বিদ্যমান,
যাতনার পরিচয় করেন প্রদান।
কাতর কাহিনী শুনি বধিরের কানে
ধনী বলে "কাজ খালি কোথায় এখানে?
ভালি জ্বালা দুই বেলা কি দায় আমার
কেন আস মম বাসে তুমি বার বার?—"
আশায় কেন যে আসে দীন ধনী স্থানে,
অভাব অনল-দগ্ধ দীনেতেই জানে—
অশনি-হৃদয়-ধনী-দুর্বিনীত ধ্বনি,
জীবিকা-বিহীন-জনে বাজিল অশনি,
মরিল আশার তরু পুড়িয়ে তথায়,
বজ্র নিপতিত হলে আর কি গজায়?
বাড়ী যায় নিরানন্দে করে হায় হায়,
আবার নবীন শাখা আশার গোড়ায়—
আশায় নির্ভর করি বলে মনে মনে
"বৃথায় গেলেম কেন ধনীর সদনে,
বিষম পাষণ্ড ধনী জানা পদে পদে,
সহোদরে হতভাগা দেখে না বিপদে।
পর উপকারী ভারি বাবু মহাশয়,
তাঁর কাছে গিয়ে সব দেব পরিচয়,
দেবেন জীবিকা তিনি ভাসিয়ে দয়ায়,
হাসি মুখে আসি বাড়ী কহিব ভার্য্যায়—"

আশাসুখে আসি দীন বাবুর সদনে,
নিজ সমাচার বলে বিনত বচনে,
শুনিয়ে বিনয় বাণী বাবু তোলে হাঁই
ট্যাপ্ ট্যাপ্ পড়ে তুড়ি সংখ্যা তার নাই,
নীরবে ভাবেন বাবু আঁখি উঠে ভালে,
দীনের সৌভাগ্য বুঝি ফলে এত কালে,
অধীর হইয়ে দুঃখী জিজ্ঞাসে তাহায়,
অনুমতি মহামতি কি হলো আমায় ;
মাথা তুলে বাবু বলে "পাইলাম লাজ
কোন স্থানে নাহি মম খালি কোন কাজ,
থাকিলে তোমায় দিতে বাধা কি আমার,
বাড়ী যাও খালি হলে পাবে সমাচার—"
আশার নবীন শাখা খসিয়ে পড়িল,
বিষণ্ণ বদনে দীন্ বাড়ীতে চলিল—
পরিতাপে পরিপূর্ণ ঘুরিয়ে বেড়ায়,
কোমল পল্লব পুনঃ হয় আশা গায়—
"ধনশালী জমিদার ধনপুরে আছে,
অনুরোধ লিপি লয়ে যাব তাঁর কাছে,
অগণন জন তথা হতেছে পালিত,
আহার পাইব আমি তাদের সহিত,
পরিতাপ পরিহার হবে এই বার,
উথলিবে পরিবারে সুখ পারাবার—"
জমিদার অট্টালিকা অতি সুশোভিত,
অনুরোধ পত্র করে তথা উপনীত।
দ্বারবান করে মানা যাইতে ভিতরে,
অনুরোধ লিপি দান করে তার করে,

লয়ে লিপি দ্বারপাল উপরেতে যায়,
দণ্ডবৎ করি রাখে জমিদার পায়,
লিপি পাঠ জমিদার করিয়ে নিমেষে,
ভেবে চিন্তে দীন জনে ডাকে অবশেষে।
লিপি দিয়ে জমিদার তরণী গঠিল,
আশা সুখে আসি দীন নিকটে বসিল।
খুলিয়ে প্রচণ্ড পেট জমিদার কয়,
"মম উপকারী লিপিদাতা মহাশয়,
করিতে পারিলে তাঁর বাক্যে কর্ম্ম দান,
প্রতি উপকার মাত্র করি অনুমান,
বন্দবস্ত হয়ে গেছে সকলি এবার,
পর সনে মনোরথ পূরিবে তোমার,
প্রণাম আমার দিও বন্ধুর চরণে,
অনুরোধ রলো তাঁর জাগরূক মনে—"
বিষম বিষাদে দীন হইল হতাশ,
তখনি উঠিল ছাড়ি বিলাপ নিশ্বাস—
"আর কোথা নাহি যাব করিলাম পণ,
নাহি যাব ঘরে ফিরে ত্যজিব জীবন—"
আশা বলে "দেখ বাপু আর এক বার
অবিচার করিবে কি বিধি বার বার?
নূতন সদরআলা এসেছে ধীমান,
করিবে সকলি সেই নূতন বন্ধান,
তার কাছে যাও তুমি সকলের আগে,
সফল হইবে সত্য মম মনে লাগে,
অনাহার পরিহার হইবে নিতান্ত,
বিফল হইলে তুমি করো জীবনান্ত।"

"আশার অমিয় বাক্যে করিয়ে বিশ্বাস,
সদরআলায় বলে নিজ অভিলাষ,
সজল লোচনে বাণী বলে অবিরত,
যোগ্যতার পরিচয় দেয় শত শত।
কাল আসিবার আজ্ঞা দীনজন পায়,
সেদিন মনের সুখে বাড়ী ফিরে যায়।
এখানে বিচারপতি অবিচার করে,
নিয়োজন অনক্ষর আত্মীয়নিকরে।
পরদিন দীনহীন আইল পলকে,
পক্ষপাতে বজ্রপাত আশার মস্তকে।
অবশেষে আশা শেষ আর কিছু নাই,
বিষাদ সাগরে মরে যমালয়ে যাই—"
নিরাশে রোদন করে নিতান্ত ব্যাকুল,
অজ্ঞাতে আশার তরু পরিল মুকুল—
ভাবে মনে "ভারি ভুল আমার হয়েছে,
পরাধীন হতে তাই এত দিন গেছে,
বিষয়ীর উপাসনা করিব না আর,
দেখাইব তাহাদের ক্ষমতা আমার,
আইন করিব পাঠ মনোনিবেশিয়ে,
উকিল হইব পরে পরীক্ষায় গিয়ে,
স্বাধীনতা সনে ধন করিব অর্জ্জন
ডাকিয়ে করিব দীনগণে বিতরণ,
সুখসিন্ধু উথলিবে ভবনে আমার
পরিতোষে পরিপূর্ণ হবে পরিবার।"
পড়িয়া পরীক্ষা দিল হইল সফল,
উকিল হইল গণ্য বাড়িল সম্বল,

সব আশা পূর্ণ তার এত দিন পরে,
জীবের জীবন রক্ষা আশা দেবী করে।
"পীতপক্ষী" নামে পাখী শোভা অভিরাম,
আনন্দে নন্দনবনে নাচে অবিরাম,
নিরানন্দ নাশা রব কণ্ঠে অবিরত,
শুনিলে শোকের শেষ দুঃখ পরিহত,
যদ্যপি বিকল অঙ্গ কভু তার হয়,
ভস্মরাশি হয় পুড়ে আর নাহি রয়,
সেই ভস্ম হতে জন্মে আবার তখনি,
নবীন সতেজ "পীতপক্ষী" গুণমণি,
আবার আনন্দে নাচে রবে হরে মন,
রমণীয় 'পীতপক্ষী' নাহিক পতন—
স্বর্গ হতে সেই "পীতপক্ষী" মনোহর,
উড়ে আসিয়াছে এই অবনী ভিতর,
করিয়াছে বাসা পাখী আশা নাম ধরে
দুঃখভরা মানবের হৃদয় কন্দরে।
জননী নবীন শিশু কোলে করি বসি,
আনন্দ অম্বুজে পূর্ণ হৃদয় সরসী ;
মুছান যতনে মুখ করেন চুম্বন,
থেকে থেকে নব শিশু সুখে আলিঙ্গন।
হৃদে থাকি আশা পাখী করে কলরব,
ভুবন ভিতরে হয় স্বর্গ অনুভব—
"বাঁচাবেন বিভু মম বাছার জীবন
বিমল আনন্দ বারি হবে বরিষণ,
ছয় মাসে সমারোহে সুখে ভাত দিব,
স্বজন বনিতা সহ বাড়ীতে আনিব,

গলায় গড়িয়া দিব কাঞ্চনের হার,
কেমন দেখাবে তাতে গোপাল আমার,
ধূলায় করিবে খেলা তুলে লব কোলে,
মা বলে ডাকিবে যাছু আধো আধো বোলে,
কালেজে পড়িতে দিব পরায়ে বসন,
বই হাতে করে যাবে বিদ্যা নিকেতন,
রাজা হবে যাদুমণি, হব রাজমাতা,
মনে মনে ভক্তিভাবে আরাধিব ধাতা,
দেশ দেশান্তরে যাবে বাছার মহিমা,
রত্নগর্ভা বলে মম বাড়িবে গরিমা,
বিয়ে দিয়ে, বউ নিয়ে, আমোদ করিব,
আমার মুকুতামালা তার গলে দিব,
কোলে করে লব বউ বদন চুম্বিয়ে,
নে.যাব পতির কাছে আহ্লাদে মাতিয়ে,
হাঁস্যিয়ে বলিব প্রাণকান্তে বার বার,
দেখ নাথ স্বর্ণলতা কেমন আমার,
আনন্দে প্রাণের পতি হেঁসে কথা কবে,
কোলে কোলে কনেবউ কোলে করে লবে,
বিরাজিত কত সুখ সময় ভিতরে,
সানন্দে বয়ের সাদ দিব ঘটা করে,
কৌতুক করিবে কত কামিনীর কুল,
বিলাইব ঘড়া তেল সিন্দূর তাম্বূল,
যেমনি সোণার চাঁদ মম অঙ্কে দোলে,
হইবে এমনি চাঁদ বউমার কোলে।”

সপ্ত তরি সদাগর ভাসায় সাগরে,
সুমধুর তানে আশা পাখী গান করে—

"সমীরণ সহকারে সন্তরি সাগর,
উপনীত অম্বুপোত বিলাত ভিতর ;
রেসম কুসম ফুল সর্ষপ তণ্ডুল,
বিলাতে বেচিলে হবে বিভব বিপুল,
সময় সুন্দর বটে দর মন্দ নয়,
দ্বিগুণ হইবে লাভ নাহিক সংশয় ;
বলিয়াছি বিনিময়ে আনিতে বসন,
সূতা জুতা ছুরি কাঁচি মদিরা লবণ,
সে সব আসিবে যবে কলিকাতা কূল,
বাণিজ্যের মহালক্ষ্মী হবে অনুকূল,
আবার করিব লাভ বিনিময়ে কত,
শচীনাথ সম সুখে রব অবিরত।"
ভবিকা ভরসা দেবী ভুবনমোহিনী,
অগোচর ব্রহ্মলোক সোপান গামিনী,
খুলিয়ে স্বর্গের দ্বার দৈব পরশনে,
বিমল অনন্ত সুখ দেখায় ভুবনে,
দেখাইয়ে সেই নিধি, জগতের সার,
মানবের পরিতাপ করেন সংহার।
চিরজীবী সুখ পদ্ম ভাবিলে বিজনে,
বিলাপ কি থাকে আর মনুজের মনে ?—
আনন্দে দম্পতী বাস করে ধরাতলে,
বিমোহিত সুখধাম সুখ পরিমলে,
দুয়ের জীবন এক দেহ মাত্র ভেদ,
কোনরূপে নাহি কভু বিরস বিচ্ছেদ,
কামিনী কান্তের গলা করিয়ে ধারণ,
বলে "নাথ এক দণ্ড বিনা দরশন,

বিদরে হৃদয় মর্ম্ম হেরি শূন্যময়,
দশ দিক্ অন্ধকার ভীষণ প্রলয় ;
যথায় তথায় যাও, বিনয় কামনা,
দাসীরে চরণ ছাড়া কখন কর না।”
পবিত্র চুম্বন দান করিয়ে বদনে
প্রাণপতি তোষে তায় অমিয় বচনে—
“অমল আদর মাখা আদরিণি প্রিয়ে,
আমার জীবনযাত্রা তোমায় লইয়ে,
পতিরতা স্নেহময়ী ধর্ম্মশীলা নারী
তোমায় ছাড়িয়ে আমি থাকিতে কি পারি!”
দুই জন ভাসিতেছে আনন্দ সাগরে,
পরস্পর হরষিত হেরে পরস্পরে,
নাহিক দুঃখের লেশ সরল হৃদয়ে,
সকল অভাব দূর পবিত্র প্রণয়ে।
অবনীর সব সুখ বিজলী কিরণ,
এই হলো এই গেল, থাকে কতক্ষণ ?
ভয়ে ভাবনায় কাঁপে রমণী হৃদয়,
রোগে পরাজিত পতি, আসন্ন সময়,
বসিয়ে মুখের কাছে বিষণ্ণ বদনে,
নীরবে রোদন করে বিষাদিত মনে—
প্রলাপে প্রাণের পতি প্রমদার পাণি,
ধরিয়ে সাদরে বলে কত মত বাণী—
“নিলাম বিদায় সতি হৃদ-সন্নিহিতে,
ব্রহ্মলোক হতে দূত এসেছে লইতে,
বিমুক্ত স্বর্গের দ্বার কনকনির্ম্মিত,
শত নবোদিত রবি বিভা বিকাশিত,

অনুকুল পরাকুল পারশুদ্ধ মন,
ললিত মন্দারমালা সুরভি চন্দন,
হাতে ধরি সারি সারি দাঁড়ায়ে তোরণে,
পূরানন্দ বিকশিত অরবিন্দাননে,
নে যাবে আমোদে তারা সাজায়ে আমায়,
করুণা কমলাসন অনন্ত যথায়,
দয়া পয়োনিধি পিতা মঙ্গল আকর,
প্রসারিত কত দূর মার্জনার কর !
ক্ষমা করিবেন পাপ পতিতপাবন,
শান্তি সুধা অবিরত হবে বরিষণ—"
কাতরে কামিনী কাঁদে নেত্রনীরে ভাসি,
"কোথা যাও প্রাণপতি পরিহরি দাসী,
এত ভালবাসা নাথ ভুলিবে কেমনে,
কি হবে দাসীর গতি ভাবিলে না মনে ?"
আকাশে তুলিয়ে আঁখি পতি ধীরে বলে
"ভুলিব না কভু মম হৃদয়-কমলে,
পবিত্র প্রণয় তব লইব তথায়,
স্বর্গের সমান জানা যাবে তুলনায়,
কেঁদ না কেঁদ না কান্তে কুররীনয়নে,
হইবে মিলন পুনঃ পবিত্র সদনে—"
হায় বিধি অবনীতে দারুণ বিধান,
রমণী সর্ব্বস্ব নিধি স্বামী অন্তর্দ্ধান,
"হা নাথ ! কি হলো মোরে !" বলে পতিব্রতা,
মূর্চ্ছিতা ধরণী তলে যেন ছিন্ন লতা।
"কি হলো কি হলো" বলি কাঁদে পাগলিনী
"নাহি জানিতাম আমি হেন অভাগিনী,

কি আর আমার আছে জগৎ সংসারে,
ব্যাপিয়াছে দশ দিশ নিরাশ আঁধারে,
কাজ কি জীবনে বিনা জীবন-জীবন,
বধিতে হবে না হবে আপনি নিধন।”
আহা মরি কি যাতনা মনুজের মনে,
আত্মীয় স্বজনে যদি, সংহারে শমনে—
কি যাতনা আহা মরি অনুভবে সতী,
হারা হলে ভূমণ্ডলে সুখময় পতি,
পতির বিহনে সতী ব্যাকুলিত মতি,
পাবকে মিশাতে চায় দূরিতে দুর্গতি,—
কে পারে সান্ত্বনা দিতে আছে কি সান্ত্বনা,
যায় না বিনাশ বিনা অন্তর বেদনা।

ভাবিকা ভরসা দেবী ভবভয়হরা
দয়াবিমণ্ডিত মুখ অমৃত অধরা,
করেতে মঙ্গল ঘট পূর্ণ শান্তিজলে
সুশীতল বরিষণ শোকের অনলে।
জননী সমান আসি স্নেহ সহকারে,
লইলেন কোলে তুলে বিধবা কন্যারে,
ধোয়ালেন শীর্ণ মুখ শুভ শান্তিজলে,
সমাদরে মুছালেন কোমল অঞ্চলে।
আবার অবলা বালা বিষাদে ব্যাকুল,
উষ্ণোদকে ত্যক্ত যেন অম্বুজ মুকুল,
কাতরে কাঁদিয়ে বলে “কি দশা আমার,
হারালেম স্বামীনিধি সংসারের সার,
জানি না গো কত বড় অসীম সাগর,
গিয়াছেন যার পারে একা প্রাণেশ্বর,

কি আছে সাগরে মরি কে বলিতে পারে,
ফিরে ত আসে না কেহ গিয়ে তার পারে,
বায়ু, বারি, বহ্নি, বিষ কিম্বা শূন্যময়
পতিহীনা অভাগীর যেমন হৃদয়,
অনাথা সহায়হীন কার সঙ্গে যাই,
কার কাছে প্রাণপতিসমাচার পাই ;
নাহি কি উপায় হায় ! হইল কি শেষ
অক্ষয় দম্পতি স্নেহ পবিত্র বিশেষ ?”
নীরব হইল বালা অমনি তখন
ভাবিকা ভরসা দেবী করিয়ে সিঞ্চন
শান্তিবারি বিধবার মলিন বদনে
প্রবোধ লাগিল দিতে মধুর বচনে—
“প্রবোধ গ্রহণ কর যাদে অবোধিনি !
আছে পন্থা যাদঃপতি লঙ্ঘন সাধিনী—
ধর্ম্ম আচরণ কর পূজ একমনে,
করুণা বরুণাগার অনাদি কারণে,
জানাও বাসনা তব ভক্তি সহকারে,
পরম পুলকে যাবে পারাবার পারে ;
হইবে ধর্ম্মের বলে সেতু মনোহর,
পারিজাত বিরচিত সাগর উপর,
আনন্দে তাহাতে বাছা করিবে গমন,
অবিলম্বে স্বর্গধাম পাবে দরশন,
তোরণে সজীব স্থির সৌদামিনী কুল,
সুশোভিত শুভ অঙ্গে আনন্দের ফুল,
ভগিনীর ভাবে তারা করি আলিঙ্গন,
লইবে তোমায় সুখে বিভুর সদন,

পবিত্র মিলন হবে ভক্তির ভবনে,
পূরানন্দে পরিপূর্ণ প্রাণপতি সনে,
বিচ্ছেদ হবে না আর্ রবে না ভাবনা,
হইবে অনন্ত কাল আনন্দে যাপনা।"
দেবীর বচনে বালা করিয়ে বিশ্বাস
নিবারিল অশ্রুবারি ছাড়িয়ে নিশ্বাস—
বলিল "জননি তুমি জননী সমান,
মৃত দেহে দিলে প্রাণ সুধা করি দান ;
প্রত্যয়ে ভরিল মন চিন্তা গেল দূরে,
অবশ্য পাইব পতি সুখ স্বর্গপুরে।
য দিন রহিবে মা গো এ দেহে জীবন,
তব অঙ্ক হয় যেন মম নিকেতন।"

রেলের গাড়ি

গড় গড় তাড়া তাড়ি, চলিছে রেলের গাড়ি,
ধারেতে নড়িছে বাড়ী, জানালায় পরে শাড়ী
রমণীরা দেখিছে।
ধন্য ধন্য সুকৌশল, জ্বালিয়ে অঙ্গারানল,
পরিতপ্ত করি জল, বার করি বাষ্প দল,
বেগে কল চলিছে।
কিবা তড়িতের তার, হইয়াছে সুবিস্তার,
অবনীর অঙ্গে হার, সমাচার অনিবার,
নিমেষেতে ধাইছে।
দুরিত হইল দূর, কালের ভাঙ্গিল ভুর,
বন্ধুর ভূধর চুর, এক দিনেই কানপুর,
পথিকেরা পাইছে।

পদার্থবিদ্যার বলে, খোদিয়ে ভূধর দলে,
সুড়ঙ্গ করেছে কলে, তার মধ্যে গাড়ি চলে,
অপরূপ দেখিতে।
শোণ নদ ভীমকায়, ইষ্টকের সেতু তায়,
কটিবন্ধ শোভা পায়, নির্ভয়েতে গাড়ি যায়,
দেবকীর্ত্তি মহীতে।
অশ্ব গজে দিয়ে ছাই, হাসিতে হাসিতে ভাই,
বোম্বাই নগরে যাই, পথে নেবে নাহি খাই,
কি সুবিধা হয়েছে।
এপাড়া ওপাড়া কাশী, পাঞ্জাবিয়া প্রতিবাসী,
সহজে মান্দ্রাজি আসি, পবিত্র গঙ্গায় ভাসি,
দিবানিশি রয়েছে।
রেলের কল্যাণে কবে, মঙ্গল সাধন হবে,
ভারতের জাতি সবে, এক মত হয়ে রবে,
সুমিলনে মিলিয়ে।
সাধিতে স্বদেশ হিত, মনে হয়ে হরষিত,
কবে বিজ্ঞ মনোনীত, বিলাতেতে উপনীত,
হবে মুখ খুলিয়ে।

সম্পূর্ণ।

কমলে কামিনী নাটক

দীনবন্ধু মিত্র

সম্পাদক :

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড

কলিকাতা

প্রকাশক

শ্রীরামকমল সিংহ

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মূল্য দেড় টাকা

ভাদ্র, ১৩৫১

শনিরঞ্জন প্রেস

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

৪—২. ৫. ৪৪

ভূমিকা

দীনবন্ধুর সৃষ্টিশক্তি যখন নিঃশেষপ্রায়, তখনই 'কমলে কামিনী' নাটক রচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন,

> দীনবন্ধুর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্ব্বে "কমলে কামিনী" প্রকাশিত হইয়াছিল। যখন ইহা সাধারণে প্রচারিত হয়, তখন তিনি রুগ্নশয্যায়।—পরিষৎ-প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনাবলী, "বিবিধ" খণ্ড, পৃ. ৮২।

ইহাই দীনবন্ধুর শেষ রচনা। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হয়। প্রথম সংস্করণের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ১৩৬। আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

> কমলে কামিনী নাটক। শ্রীদীনবন্ধু মিত্র প্রণীত। *Dun.* Dismay'd not this our Captains, Macbeth and Banquo? *Sold.* Yes: as sparrows, eagles; or the hare, the lion. *Macbeth.* কলিকাতা। নূতন সংস্কৃত যন্ত্রে মুদ্রিত। ১২৮০। ১৮৭৩। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ ডিসেম্বর তারিখে ইহা ন্যাশন্যাল থিয়েটারে সর্ব্বপ্রথম অভিনীত হয়।

কমলে কামিনী নাটক

Dun. Dismay'd not our Captains, Macbeth and Banquo?
Sold. Yes : as sparrows, eagles ; or the hare, the lion.

Macbeth.

বিদ্যা-দয়া-দাক্ষিণ্য-দেশানুরাগাদি-বিবিধ-গুণরত্ন-মণ্ডিত
পণ্ডিতমণ্ডলি-সমাদরতৎপর

রাজশ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর

সজ্জনপালকেষু

রাজন্ !

আপনকার সরলতাপূর্ণ মুখচন্দ্রমা অবলোকন করিলে অন্তঃকরণে স্বতঃই একটি অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হয়। আপনি ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব? না, আপনকার তুল্য বা অধিকতর অনেক ঐশ্বর্য্যশালীর মুখ নিরীক্ষণ করিয়াছি, কিন্তু তদ্দর্শনে তাদৃশ ভাবের আবির্ভার হয় নাই। আপনি বিদ্যানুরক্ত বলিয়া কি এ ভাবের আবির্ভাব? তাহাও নয়, ভবাদৃশ বহুতর বিদ্যানুরক্ত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছি, কিন্তু এতাদৃশ অপূর্ব্ব ভাব আবির্ভূত হয় নাই। ভবদীয় একমাত্র অকৃত্রিম অমায়িকতাই এ অপূর্ব্ব ভাবের নিদানভূত। আর একটি কারণ অনুভূত হয়; সেটিও ব্যক্ত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কমলা ও বীণাপাণি পরস্পর চিরবিরোধিনী; আপনি সেই চিরবিরোধিনী সহোদরাদ্বিতয়ের অবিরোধ সম্পাদন করিয়াছেন। "কমলে কামিনী" অপরের যেমন হউক, আমার বিলক্ষণ আদরের পাত্রী। আপনারে "কমলে কামিনী" উপহার দেওয়া মদীয় আন্তরিক অপূর্ব্বভাবের পরিচয় প্রদান মাত্র, ইতি।

স্নেহাভিলাষী
শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

রাজা	···	মণিপুরের রাজা।
বীরভূষণ	···	ব্রহ্মদেশের রাজা।
সমরকেতু	···	মণিপুরের সেনাপতি।
শিখণ্ডিবাহন	···	ঐ সহকারী সেনাপতি।
শশাঙ্কশেখর	···	ঐ মন্ত্রী।
সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম		ঐ সভাপণ্ডিত।
মকরকেতন	···	ঐ যুবরাজ।
বক্কেশ্বর	···	মকরকেতনের বয়স্য।

ব্রহ্মদেশের সেনাপতি, পারিষদগণ, অমাত্যগণ, বয়স্যগণ, বাদ্যকরগণ, সৈনিকগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ

গান্ধারী	···	মণিপুরের রাজার মহিষী।
বিষ্ণুপ্রিয়া	···	ব্রহ্মরাজার জ্যেষ্ঠা মহিষী।
সুশীলা		সমরকেতুর কন্যা এবং মকরকেতনের স্ত্রী।
রণকল্যাণী	···	ব্রহ্মরাজার কন্যা।
সুরবালা নীরদকেশী	} ···	রণকল্যাণীর সখীদ্বয়।
ত্রিপুরা ঠাকুরাণী	···	শিখণ্ডিবাহনের মাতা।

পুরস্ত্রীগণ, বালিকাগণ ইত্যাদি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মণিপুর, রাজসভা

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন, বক্কেশ্বর, পারিষদবর্গ আসীন, সৈনিকগণ দণ্ডায়মান

রাজা। নিপাত হবার অগ্রেই পিপীলিকার পালখ্ উঠে। ব্রহ্মদেশাধিপতি মনে করেছেন আমি জীবিত থাক্‌তে তাঁর অপদার্থ শ্যালক কাছাড়ে রাজত্ব কর্‌বে। মহারাজ গোবিন্দ সিংহের বংশ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রমাবৎ ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হলে কাছাড়ের সিংহাসন আমাকেই অর্শে, কিন্তু বিরোধ উপস্থিত হবার সম্ভাবনা আশঙ্কায়, আমার নিজ বংশের কাহাকেও কাছাড় রাজ্যের রাজা হতে দিলাম না, রাজা মনোনীত কর্‌বের সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রজাদিগের প্রতি অর্পণ কর্‌লাম।

শশা। কাছাড়ের যাবতীয় লোক, জমিদার, তালুকদার, সদাগর, কৃষক, রাজকর্ম্মচারী, সর্ব্ববাদিসম্মত হয়ে অতি উপযুক্ত পাত্র স্থির করেছিল—ভীমপরাক্রম ভীমের ন্যায় বিক্রম, ধনঞ্জয়ের ন্যায় রণপাণ্ডিত্য, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যপরায়ণতা, নারায়ণের ন্যায় বুদ্ধি—

সর্ব্বে। মহারাজ! শিখণ্ডিবাহন যখন রণসজ্জায় তুরঙ্গমে আরোহণ করে, আমাদের বোধ হয় ত্রিদিবেশ্বরের সেনাপতি কার্ত্তিকেয় অবনীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। জগদম্বা মঙ্গল কর্‌বেন, মহারাজ ধর্ম্মানুসারে কর্ম্ম করেছেন, বিজয় স্বতই মহারাজকে আশ্রয় কর্‌বে—

জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্ম্মো যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ॥

রাজা। প্রজাদিগের আবেদন পত্র আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করে রাজনীতি অনুসারে ব্রহ্মদেশাধিপতির সম্মতির নিমিত্ত ব্রহ্মরাজধানীতে প্রেরণ কর্‌লাম। ব্রহ্মরাজ অহঙ্কারে উন্মত্ত, মহিষীর ক্রীতকিঙ্কর, দূরদর্শিতাশূন্য, আমার লিপির উত্তর দিলেন না, উত্তরের পরিবর্ত্তে দূতের হস্তে একটি মৃত মূষিক-শাবক প্রেরণ কর্‌লেন! ব্রহ্মনরপতি অস্মদাদিকে মূষিক-শাবকবৎ বিনাশ কর্‌বেন। নিজ রাজধানীতে সিংহাসনে উপবেশন করে প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বী-পতিকে মূষিক বিবেচনা করা সহজ বটে, কিন্তু তিনি যদি একবার যুদ্ধক্ষেত্রের ভীষণ মূর্ত্তি হৃদয়ে চিত্রিত কর্‌তেন—সহস্র সহস্র সৈনিকের তরবারি ঝঙ্কার, অশ্ববৃন্দের নাসিকা-ধ্বনি, রণোন্মত্ত কুঞ্জরনিকরের বৃংহিত শব্দ, প্রজ্বলিত পটমণ্ডপ, উৎসাহিত সৈনিকের মার্ মার্, ত্রাসিত সৈনিকের হাহাকার, পিপাসান্বিত সৈনিকের দে জল, বিনাশিত সৈনিকের দেহরাশি, শোণিতস্রোত, কুক্কুর শৃগালের কোলাহল, ধূলাধূমে গগনাচ্ছাদিত—তিনি যদি একবার আলোচনা করে দেখ্‌তেন সমরে সংশয় আছে, বিজয়ের কিছুই স্থিরতা নাই—তিনি যদি একবার অনুধাবন কর্‌তেন সমুদ্র-কূল-বালুকা-সন্নিভ অগণনীয় সৈন্যসামন্তশালী অমিততেজা দিগ্বিজয়ী দশাননও সমরে সবংশে ধ্বংস হয়েছিল—তিনি যদি একবার চিন্তা করে দেখ্‌তেন ভারতবর্ষীয় ভূপতি সমুদায়, প্রকৃতিপ্রদত্ত কবচকুণ্ডল-বিভূষিত বীরকুল-কেশরী কর্ণ, অজাতশত্রু অর্জ্জুনের শিক্ষাগুরু দ্রোণাচার্য্য, মন্দাকিনীনন্দন গভীর ধীশক্তি-সম্পন্ন ভীষ্ম সহায় সত্ত্বেও সংগ্রামে ধার্ত্তরাষ্ট্রীয়কুল সমূলে নির্ম্মূল হয়েছিল—তিনি যদি মণিপুর যুদ্ধে পূর্ব্বতন ব্রহ্মাধিপতির দুর্দ্দশা একবার মনোমধ্যে স্থান দিতেন, তা হলে

কখনই এমত অর্ব্বাচীনের ন্যায় উত্তর দিতেন না, এমত রাজনীতি-বিগর্হিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না, এমত অধর্ম্মাচরণে পাগলের ন্যায় প্রবৃত্ত হইতেন না। ব্রহ্মাধিপতি কূপমণ্ডুক, কূপে বসে আপনাকে শত্রুহীন সম্রাট্ বিবেচনা কর্‌চেন, বহির্গত হলেই জান্‌তে পার্‌বেন তাঁর শমনস্বরূপ আশীবিষ আছে—ব্রহ্মাধিপতি বিবরের শৃগাল, বিবরে বসে আপনাকে সর্ব্বাধিপতি বিবেচনা কর্‌চেন, বহির্গত হলেই জান্‌তে পার্‌বেন তাঁর নিপাত সাধক মহিষ আছে, মাতঙ্গ আছে, শার্দ্দূল আছে, সিংহ আছে। কুসুম কাননে মহিষীর ভুজলতাস্পর্শসুখানুভবে জ্ঞানশূন্য হয়ে রাজ্ঞীর আজ্ঞায় রাজ্ঞীর ভ্রাতাকে কাছাড় রাজত্বে অভিষেক করেছেন। নবীনা মহিষীর ভুজবল্লী কোমল, কিন্তু মণিপুর-সেনার করাল করবাল কঠিন। দুরাত্মাকে আর আস্পর্দ্ধা দেওয়া উচিত নয়, এই দণ্ডে দুরাত্মার দণ্ড বিধান করা কর্ত্তব্য।

সাজ সাজ বীরকুল তুমুল সমরে,
সাহসে সংহার কর অরাতিনিকরে—
চর্ম্ম বর্ম্ম অসি শূল্ করিয়ে ধারণ
বীরদম্ভে বাজিরাজি কর আরোহণ,
সাপটি বিশ্বাসি অসি সৈনিক সম্বল,
কচুর মতন কাট শত্রুসেনাদল,
বর্ব্বর ব্রহ্মেশে কেশে করি আকর্ষণ
মণিপুর কারাগারে কর রে ক্ষেপণ।
দুর্ম্মতির দর্প চূর্ণ গর্ব্ব খর্ব্ব হবে,
মূষিক মার্জার কেবা বুঝিবে আহবে।

সকলে। (করতালি দিয়া) অবশ্য অবশ্য।

শশা। মহারাজ! পাঁচ বৎসর থেকে সেনাপতি সমরকেতু আমায় বলে আস্‌চেন অচিরাৎ ব্রহ্মাধিপতির সহিত আমাদিগের সমর উপস্থিত হবে। আমরা সেই অবধি সমরোপযোগী

আয়োজন করে আস্‌চি। পদাতিক, অশ্বসেনা, শস্ত্রপুঞ্জ, শিবির, বাহক আমাদের সকলই প্রস্তুত, যদি যুদ্ধ করাই স্থির সঙ্কল্প হয় তবে আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্রহ্মদেশ পরাজয় কর্‌তে পারি।

সম। মন্ত্রিবর আর "যদি" শব্দ প্রয়োগ কর্‌বেন না, যখন ব্রহ্মাধিপতি মহারাজের লিপির অবমাননা করেছেন, যখন ব্রহ্মাধিপতি দূতের হস্তে মৃত মূষিকশাবক প্রেরণ করেছেন, তখন যুদ্ধের আর বাকি কি? সমরানল সম্যক্‌ প্রজ্বলিত হয়েছে, বাকির মধ্যে আমার রণক্ষেত্রে গমন করে ব্রহ্মভূপতির মুণ্ডটি মহারাজের পদপ্রান্তে বিক্ষিপ্ত করা। ব্রহ্মমহীপতির মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না হবে, নতুবা তিনি কোন্‌ সাহসে মণিপুর মহীশ্বরের সহিত যুদ্ধ কর্‌তে উদ্যত হলেন। কি দুরাশা! কি অসহনীয় আস্পর্দ্ধা! কি ভয়ঙ্কর অপরিণামদর্শিতা! আমাদিগকে মূষিকশাবকবৎ বিনাশ কর্‌বেন! আমার হস্তস্থিত কৃপাণ দেখুন, এই কৃপাণের কল্যাণে আমি শত শত শত্রু নিহত করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে আমি নাগা পর্ব্বত কাছাড় রাজ্য হইতে মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে জয়ন্তী পর্ব্বতাধীশ্বরের সীমা বিস্তীর্ণ লালসা নিবারণ করেছি, এই কৃপাণের কল্যাণে শ্রীহট্টনরপতি সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন, এই কৃপাণের কল্যাণে ত্রিপুরাধিপতি লুসাই পর্ব্বতে আর হস্তি-ধারণ ক্ষেদা প্রস্তুত করেন না, এই কৃপাণের কল্যাণে বন্যজন্তু-তুল্য লুসাইদিগের আক্রমণ রহিত করেছি—এই কৃপাণ হস্তে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি ব্রহ্মসেনার শোণিতস্রোতে পদ-প্রক্ষালন করিব, প্রতিজ্ঞা রক্ষা না হয় কৃপাণ ভগ্ন করিয়া মেয়েদের ব্যবহারের নিমিত্ত সূচিকা নির্ম্মাণ করে দেব। মহারাজ! রণসজ্জায় সজ্জীভূত হউন, সহসা জিগীষা ফলবতী হবে। রণে

শিখণ্ডিবাহন সহায় থাকলে আমি পৃথিবীস্থ কোন রাজাকে শঙ্কা করি না।

সর্ব্বে। ব্রহ্মদেশাধিপতির পদাতিক-সংখ্যা অধিক, কিন্তু মহারাজের পদাতিকের ন্যায় সুশিক্ষিত নয়, তথাপি সংখ্যাধিক্য আশঙ্কার কারণ বটে। সেনাপতি সমর-কেতু কৌশলে অল্পতা পূরণ করবেন। মণিপুর অশ্বসেনা ভুবনবিখ্যাত, সংখ্যাও অধিক, কিন্তু অশ্বসেনা দ্বারা জয়লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা করা যেতে পারে না, আমার বিবেচনায় নাগা পর্ব্বত হতে বিংশতি সহস্র নাগা সৈন্য আনয়ন করা আবশ্যক—জনবল বড় বল—

শিখ। সিংহরাজ কি শৃগালশ্রেণী দেখে ম্রিয়মাণ হয়? শার্দ্দূল কি গড্ডলিকার সংখ্যাধিক্য দর্শনে সঙ্কুচিত হয়? খগপতি কি নাগকুলের সংখ্যাবলে ভীত হয়? মণিপুরের এক একটি সৈনিক ব্রহ্মদেশের এক এক শত সৈনিকের সমকক্ষ, সুতরাং ব্রহ্মনরপতির সেনার সংখ্যাধিক্য কোন প্রকারেই আমাদের আশঙ্কার কারণ হতে পারে না। কৌশলনিপুণ সেনাপতি সমরকেতু এবং দূরদর্শী সচিব শশাঙ্কশেখর পাঁচ বৎসর অবধি যে সমরায়োজন করেছেন তাতে একটি কেন দ্বাদশটি ব্রহ্মাধিপতি নিপাত হতে পারে, অতএব ব্রহ্মদেশের সৈন্যাধিক্যে ভীত হওয়া নিতান্ত ভীরুতার কার্য্য। সৈন্যাধ্যক্ষ সমরকেতু যদি বিংশতি সহস্র রণদক্ষ পদাতিক লয়ে রণস্থলে উপস্থিত হন আর আমি যদি দশ সহস্র অশ্বসেনা সমভিব্যাহারে তাঁহার সহায়তা করি, অব্যাজে ব্রহ্মাধিপতির অকর্ম্মণ্য গড্ডলিকাপ্রবাহ ঐরাবতী-প্রবাহে নিমগ্না হবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সভাপণ্ডিত মহাশয়ের সদুপদেশ আমার শিরোধার্য্য। নাগা-সৈন্য সংগ্রহ করা অপরামর্শ নহে। কিন্তু এটি যেন মহারাজের এবং সভাসদ্‌বর্গের প্রতীতি থাকে আমি "অধিকন্তু ন দোষায়"

বিবেচনায় নাগা সৈন্য সংগ্রহ অনুমোদন কর্‌চি, কিন্তু ব্রহ্মভূপতির সেনা-সংখ্যার অধিকতা আশঙ্কাবশতঃ নয়। আমি মুক্তকণ্ঠে অবিচলিত চিত্তে বলিতেছি, ব্রহ্মমহীপতির অপরিমেয় পদাতিক-সংখ্যায় অমিততেজা অজাতশত্রু মণিপুরেশ্বরের অণুমাত্র আশঙ্কা নাই। যদি ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যের সংখ্যাধিক্যে আশঙ্কা করার আবশ্যকতা হয়, তবে এই মাত্র আশঙ্কা করুন কাছাড় যুদ্ধে ব্রহ্মাধিপতির সৈনিক-সংখ্যা অধিক বলিয়া ব্রহ্মদেশের বহুসংখ্য বামাঙ্গিনী বিধবা হবে। শুনিলাম মহিষীর মনোরঞ্জনের জন্য স্ত্রৈণ ব্রহ্মভূপ আপনার শালাকে কাছাড়ের রাজা করেছেন, শুনিলাম বর্ম্মার অপকৃষ্ট সেনাপতির পরামর্শে আমাদের দূতের হস্তে মৃত মূষিকশাবক প্রেরিত হয়েছে। আমার এই তরবারি দেখুন ; এই তরবারি সেনাপতি সমরকেতু আমার শস্ত্রবিদ্যার নিপুণতার পুরস্কার স্বরূপ অপত্যস্নেহ সহকারে আমায় দান করেছেন ; বীরশ্রেষ্ঠ ধনঞ্জয় যেমন ভবানীপতির প্রদত্ত পাশুপত অস্ত্রকে পূজা করিতেন, আমি তেমনি আমার গুরুদেব-প্রদত্ত এই তরবারির পূজা করিয়া থাকি ; এই আরাধ্য তরবারির আশীর্ব্বাদে "ত্রাস" শব্দ আমার অভিধান হইতে উচ্ছেদ হয়েছে ; এই তরবারি হস্তে করে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রণস্থলে শালা রাজার মস্তক ছেদন করে মহিষীর মনোরঞ্জনের ব্যাঘাত জন্মাইব, এবং পাপমতি সেনাপতিকে সমরে পরাজিত করে মণিপুরেশ্বরের শিবিরে জীবিত আনয়ন করিব, এবং সকলের সমক্ষে মৃত মূষিক-শাবকটি তার দন্তদ্বারা কাটাইয়া লইব। আমি যদি বভ্রুবাহনের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, আমি যদি সেনাপতি সমরকেতুর সুশিক্ষিত ছাত্র হই, আমি যদি মণিপুর-মহীশ্বরের কৃতজ্ঞ সহকারী সেনাপতি হই, আমার এই দাম্ভিক প্রতিজ্ঞা অবশ্যই পরিপালন করিব। প্রতিজ্ঞা পরিপালন করিতে না পারি, আমার এই

পূজনীয় তরবারিখানি আমূল বক্ষোমধ্যে প্রবিষ্ট করে আমার অকিঞ্চিৎকর জীবনে জলাঞ্জলি দিব। হে রাজ্যেশ্বর! বিলম্বের আর প্রয়োজন নাই, রণবাদ্য সহকারে সমরক্ষেত্রে শুভযাত্রা করিবার অনুমতি প্রদান করুন, ব্রহ্মাধিপতি অচিরাৎ শমন-সদনে গমন করবেন।

কেমনে কৌরব-কুল-কুসুম-লতিকা,
বিভূষিত বিকসিত কুসুমনিকরে,
নবীন মুকুলে, নব ঘনরুচি দামে—
পাণ্ডব মাতঙ্গ পদে হইল দলিত,
দেখাইতে পুনরায় দেব চক্রপাণি
দর্পহারী পীতাম্বর পাঠালেন বুঝি,
দুর্ম্মতির দুষ্ট শিরে দুষ্ট সরস্বতী ;
নতুবা নীচাত্মা কেন, দিয়া জলাঞ্জলি
ধর্ম্ম আচরণে আর সুনীতি পালনে,
পড়িছে পতঙ্গ প্রায়, জানি পরিণাম,
মণিপুর-পুরন্দর-অশনি-অনলে ?
সাজ রে সমরে, ডঙ্কা বাজাইয়া তেজে,
তুলিয়ে অম্বরপথে বিজয়পতাকা।
মণিপুর-পুরবালা কমলারূপিণী,
কপোলে দুলিছে কিবা শ্যামল অলকা—
বীরকন্যা বীরজায়া বীরপ্রসবিনী—
লইয়ে মঙ্গলঘট রঞ্জিত সিন্দূরে,
পরিপূর্ণ পূত জলে মুখে আম্রশাখা,
স্থাপন করিবে দিয়ে শুভ উলুধ্বনি,
বিনোদ বেদীতে গঠা পবিত্র কর্দ্দমে,
সাধিতে সংগ্রামে হিত মঙ্গল বিজয়।
বীরবালা ফুলমালা ধরিয়ে মস্তকে,

নমস্কার পূর্ণ কুম্ভে কবি ভক্তি ভাবে,
কব যাত্রা বীরদল অরাতি দলনে।
সুরঙ্গে তুরঙ্গ সেনা—অটল আসনে,
ছুটিছে তুরঙ্গ তবু মাটি কাঁপাইয়া,
উঠিছে ভূধরে বেগে যেন বিহঙ্গম,
পশ্চাতে কেমন, ঘনে ক্ষণপ্রভা প্রায়,
নলকে অনলকণা নালে শিলা বাজি,
গজিয়াছে বাজিপৃষ্ঠে বুঝি বীরবর—
চালাইব রণস্থলে করে ধরি জোরে,
তেজঃপুঞ্জ তরবারি কুলিশ বিশেষ।
সমরে শিক্ষিত অশ্ব করি সঞ্চালন,
মহীলতা সম শত্রু করিব দলন।
বিফল বিলম্ব আর করা বিধি নয়,
উদ্যমে অর্দ্ধেক কার্য্য স্বতঃ সিদ্ধ হয়।
মণিপুর ধর্ম্মধাম সত্যের আলয়,
জয় জয় মণিপুর ভূপতির জয়।

সকলে। (করতালি দিয়া) মণিপুর-ভূপতির জয়।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন তুমি চিরজীবী হও, তোমার আশ্বাস বাক্যে আমার আশা শতগুণে উত্তেজিত হল, তোমার সাহসে আমি সাতিশয় উৎসাহিত হলেম। মণিপুর রাজবংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতি হার যদি অন্দর হইতে অপহৃত না হইত—(দীর্ঘনিশ্বাস) আমি আজ সেই গজমতি মালা তোমার গলায় দিয়ে, আমি যে তোমাকে পুত্র অপেক্ষাও স্নেহ করি তাহা প্রমাণ করিতাম। আমি সকলের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করচি কাছাড়ের সিংহাসনে তোমার অধিবেশন করাইব, হিড়িম্বা দেশাধিপতির রাজমুকুট তোমার সুরেশ-সুলভ-শিরে সুশোভিত হবে। আমার আর

কিছুমাত্র বক্তব্য নাই—একমাত্র জিজ্ঞাস্য ব্রহ্মাধিপতির সহিত যুদ্ধ করা সর্ব্ববাদিসম্মত ?

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মণিপুর, মকরকেতনের কেলিগৃহ

মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন, বক্কেশ্বর এবং বয়স্যগণের প্রবেশ

শিখ। ব্রহ্মদেশাধিপতির বিবেচনায় আমরা এতই দুর্ব্বল যে তিনি সপরিবারে কাছাড় রাজধানীতে উপস্থিত হয়েছেন। মহিলা সমভিব্যাহারে সমর করিতে গেলে অনেক ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা।

মক। না দাদা, আমার বিবেচনায় মহিলা সঙ্গে থাক্‌লে সমরে দুন বল হয়। সীমন্তিনী সর্ব্বমঙ্গলা, সীমন্তিনী শক্তি, সীমন্তিনী উৎসাহের গোড়া—

বক্কে। বীরপুরুষের ঘোড়া।

মক। বক্কেশ্বর অশ্ববিদ্যায় অদ্বিতীয়।

বক্কে। অদ্বিতীয় হতেম্ কি না বুঝ্‌তে পাত্তেন্, যদি ধরে বস্‌বের কিছু থাকৃত।

শিখ। কোথায় ?

বক্কে। ঘোড়ার পিটে।

মক। তাই বুঝি ঘোড়া চড়া ছেড়ে দিলে।

বক্কে। কাজে কাজেই—আমি সেনাপতি সমরকেতুকে বল্লাম মহাশয় যদি আমাকে অশ্বসেনাভুক্ত কর্‌তে ইচ্ছা হয় তবে

অশ্বের পৃষ্ঠদেশে এমন একটা কিছু স্থাপন করুন যাহা ছুটিবার সময় দুই হাত দিয়ে ধরা যায়।

শিখ। কেন জিন্ আছে, রেকাব আছে, লাগাম আছে, এতে কি তোমার মন উঠে না?

বক্কে। না।

মক। তবে তুমি চাও কি?

বক্কে। গোঁজ।

মক। তা বুঝি সেনাপতি দিলেন না?

বক্কে। সেনাপতি বল্লেন এক জনের জন্য গোঁজের সৃষ্টি করা যেতে পারে না; সেনাপতি মহাশয়ের সেটা ভুল, কারণ আমার মত একজন একটা কটক। সে সময় যদি গোঁজের সৃষ্টি কর্‌তেন আজ আমি কত কাজে লাগ্‌তেম, তিনি রণস্থলে আর একটি শিখণ্ডিবাহন পেতেন।

মক। ঘোড়া থেকে কত বার পড়েছ?

বক্কে। যত বার চড়িছি। আমার হাড়গুল বেয়াড়া পল্‌কা, এক একবার পড়িছি আর এক একখান হাড় পাকাটির মত মট্ মট্ করে ভেঙ্গে গিয়েছে। যার ঘরে হাড়ের ভাণ্ডার আছে সেই গিয়ে ঘোড়া চড়ুক্।

প্র, বয়। কাছাড় যুদ্ধে যাবে ত?

বক্কে। বর্ম্মার রাজা সপরিবারে এসেছেন বলে আমাদের মহারাজও সপরিবারে গমন কর্‌বেন স্থির করেছেন, সুতরাং আমাকে যুদ্ধে যেতে হবে কারণ আমি না গেলে পুরস্ত্রীদিগের শিবির রক্ষা কর্‌বে কে?

প্র, বয়। তুমি মেয়েদের শিবিরেই থাক্‌বে, যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে সাহস হবে না।

বক্কে। আমার আবার সাহস হবে না—আমি কি কম

পাত্র? আমি কি সামান্য যোদ্ধা? আমি নিজে লড়াকু, লড়াকের বংশে জন্ম। যে দিন শুন্‌লেম বর্ম্মার রাজার সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে সেই দিন থেকে আমি অহোরাত্র রণসজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে আছি, রণসজ্জায় ভ্রমণ করি, রণসজ্জায় আহার করি, রণসজ্জায় নিদ্রা যাই। যখন শুন্‌লেম ব্রহ্মাধিপতি আমাদের লিপি অমান্য করেছেন, তখন আমার নাকের ছিদ্রদ্বয় দিয়া বজ্রাগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগ্‌ল, আমার নয়ন-কোণে আকাশ-বিহারী ধূমকেতুর আবির্ভাব হইতে লাগ্‌ল, আমার দন্ত-কড়মড়িতে বন্ধ্যাঙ্গনাব গর্ভ সঞ্চার হইয়া সেই দণ্ডেই গর্ভপাত হইতে লাগ্‌ল। যখন শুন্‌লেম ব্রহ্মাধিপতি শালাবাবুকে কাছাড়াধিপতি করেছেন তখন আমার ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া গগনমার্গে উড্ডীয়মান হইতে লাগ্‌ল এবং ইচ্ছা হইল এই দণ্ডে একটা ভাইওয়ালা যুবতীর পাণিগ্রহণ কবে শালাবাবাজিব মস্তকটা হস্তদ্বারা ছেদন করিয়া ফেলি। যখন শুন্‌লেম বর্ম্মাব সেনাপতি আমাদের দূতের হাতে একটা মবা ইঁদুরের বাচ্চা পাঠ্‌য়েছে তখন আমার কেশদাম সেজারুর কাঁটার মত দণ্ডায়মান হইয়া উঠিল এবং আপাততঃ যথাকথঞ্চিৎ বৈরনির্যাতন হেতু কদলীবনে গমনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ কুঠাব দ্বারা একটি কদলীবৃক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিলাম। আমার হস্তে এই যে দীর্ঘকায় অসিলতা দেখ্‌তেছেন এখানি যুবরাজ মকরকেতন আমার ফলার-দক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ আমাকে দান করেছেন। এই অসিলতার মহিমায় আমি মদকালয়ে বিনা মূল্যে মিষ্টান্ন ভক্ষণ করি; এই অসিলতার মহিমায় গোপাঙ্গনারা আমার উদরপরিমাণ ঘোল দান করে; এই অসিলতার মহিমায় পুরমহিলারা আমাকে ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি এবং রাধাসরোবর-রসমাধুরী খাওয়াইতে বড় ভাল বাসেন। এই অসিলতা হস্তে করিয়া আমি প্রতিজ্ঞা

করিতেছি রণস্থলে শালাবাবুর কেশাকর্ষণ করে বলিব হে শ্যালক-কুলতিলক। তুমি রাণী আবাগীর আনুকূল্যে রাজত্ব গ্রহণ করিও না, কারণ তা হলে রাণীর সহিত তোমার সম্পর্ক ফিরে যাবে, যে হেতু শাস্ত্রের বচন এই "স্ত্রীভাগ্যে ধন আর স্বামীভাগ্যে পুত্র"। এই অসিলতা হস্তে করিয়া আমি আরো প্রতিজ্ঞা করিতেছি সেই ব্রহ্মদেশীয় পামর সেনাপতিকে রণে পরাজিত করে তার প্রেরিত মরা ইঁদুরের বাচ্চাটি তার নাসিকায় নোলক ঝুলাইয়া দিব। প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে না পারি অসিলতাখানি মড়াৎ করে ভেঙ্গে ফেলে পাঁচি ধোপানীর চর্‌কার টেঁকো গড়াইয়া দিব।

মক। বাহবা বক্কেশ্বর বেশ প্রতিজ্ঞা করেছ, কে বলে বক্কেশ্বরের বীরত্ব নাই। আমি বক্কেশ্বরকে সহস্র সৈনিকের সৈন্যাধ্যক্ষ করে সমভিব্যাহারে লব।

বক্কে। সে দিন আমি রাজসভায় ছিলেম, বীর পুরুষদের গাম্ভীর্য্য দেখে আমার মুখে রা ছিল না।

শিখ। দেখ মকরকেতন, ব্রহ্মাধিপতি অকারণ আমাদিগের যে অবমাননা করেছেন তাহাতে বক্কেশ্বর যে মনের ভাব প্রকাশ কল্যে আমাদের সকলেরই মনের ভাব ঐ। বক্কেশ্বরের প্রতিজ্ঞা সফল করে দিতে পারি তবেই আমার অস্ত্র ধরা সার্থক।

দ্বি, বয়। যুদ্ধযাত্রার আর বাকি কি?

শিখ। সকল প্রস্তুত, যাত্রা করলেই হয়।

মক। তোমরা লক্ষ্মীপুর পৌঁছিলে তবে আমি যাত্রা করব।

শিখ। সে বারাঙ্গনাটা যেন তোমার সঙ্গে না যায়।

মক। দাদা আমি যাকে স্ত্রী বলিয়া গণ্য করি তুমি তাকে বারাঙ্গনা বল? শৈবলিনীকে আমি বিবাহ করি নাই বটে কিন্তু আমার মনের সহিত তার মনের পরিণয় হয়েছে, সে আমায়

বেড়ে সাত পাক ফিরে নাই বটে, কিন্তু তার মন আমার মনকে বায়াম্ন পেঁচে বেষ্টন করেছে।

শিখ। তুমি কি পাগলের মত প্রলাপ বক্‌তে লাগ্‌লে—তুমি যখন সেনাপতি সমরকেতুর ধর্ম্মশীলা কন্যা সুশীলাকে সহধর্ম্মিণী বলে গ্রহণ করেছ, তুমি যখন সুশীলার সহিত দাম্পত্য-সুখে এত কাল যাপন করেছ, তুমি যখন সুশীলার গর্ভে অমন নয়ন-নন্দন নন্দন উৎপাদন করেছ, তখন তোমাতে আর কাহারও অধিকার নাই। যদি অন্য কোন মহিলা তোমাকে গ্রহণ করে সে পিশাচী আর তুমি যদি অন্য স্ত্রীতে আসক্ত হও তুমি কাপুরুষ।

মক। আমি শৈবলিনী ভিন্ন অন্য কামিনীর মুখ দেখি না।

বক্কে। কেবল শৈবলিনীকে রাখ্‌বের আগে এক পোন, আর রাখার পর দেড় দিস্তে।

মক। বক্কেশ্বর বুঝি সময় পেলে।

বক্কে। যথার্থ কথা বল্যে আপনি ত রাগ করেন না।

তৃ, বয়। রাজা রাজ্‌ড়ার স্ত্রীসত্ত্বে উপস্ত্রীতে অনুগামী হওয়া বিশেষ দোষের কথা নয়—

জায়ার যৌবন ধন হইলে বিগত,
ইন্দ্রের ইন্দ্রিয় দোষ নহে অসঙ্গত।

মক। আমি খোসামুদে কথা শুন্‌তে চাই না—প্রমাণ করে দাও শৈবলিনীকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করায় আমার দুষ্কর্ম্ম হয়েছে, আমি এই দণ্ডে তাকে পরিত্যাগ কর্‌চি।

শিখ। শৈবলিনীর শ হতে নী পর্য্যন্ত সকলই দুষ্কর্ম্ম। বারস্ত্রীকে স্ত্রী বলা সাধারণ মূঢ়তার লক্ষণ নয়। তোমার সব ভাল, কেবল একটি দোষ—তোমার উদার চরিত্র, তোমার বদান্যতা, তোমার দেশহিতৈষিতা দেখ্‌লে তোমাকে পূজা কর্‌তে ইচ্ছা

হয়, আর তোমার লম্পটতা দেখ্‌লে তোমার সঙ্গে এক বিছানায় বস্‌তে ঘৃণা করে। তোমার লোকভয় নাই, সমাজের ভয় নাই, ধর্ম্মভয় নাই, তাই তুমি এমত পাপাচরণে রত হয়েছ।

মক। দাদা তোমরা সমাজের ক্রীতদাস, সেই জন্য সমাজের অনুরোধে আমার দেবতাদুর্ল্লভ সুখের ব্যাঘাত কর্‌তে উদ্যত হয়েছ। আমাগত শৈবলিনীর জীবন। শৈবলিনী বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতী।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। ঠাকুরাণী আস্‌চেন।

মক। আসুন—উপযুক্ত সময় বটে, তাঁর পক্ষ বীরেরা উপস্থিত।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

বক্কে। কিন্তু আপনি অতিশয় পক্ষপাত কর্‌চেন।

মক। বক্কেশ্বর, তুমি আর বাতাস দিও না। দাদা, সুশীলা তোমাকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের মত ভক্তি করে, তুমি সুশীলাকে বুঝাইয়ে বল আমাকে আর জ্বালাতন না করে।

সুশীলার প্রবেশ

সুশী। (শিখণ্ডিবাহনের প্রতি) দাদা আমি আপনার কাছে এলেম্।

শিখ। সুশীলা তোমায় অনেক দিন দেখি নি ; তোমার ত সব মঙ্গল ?

সুশী। পরমেশ্বর যারে চিরদুঃখিনী করেছেন, তার মঙ্গল আর অমঙ্গল কি। সতীর সর্ব্বস্বনিধি স্বামিরত্নে বঞ্চিত হয়ে

আমি জীবন্মৃত হয়ে আছি। যুবরাজ আমায় ত পায় স্থান দিলেন না, এখন এমনি হয়েছেন আমার ছেলেটিকেও আর স্নেহ করেন না।

মক। যত পার বল, আমি বাঙ্‌নিষ্পত্তি করব না।

সুশী। যুবরাজ মায়ের প্রতি যে কটু ভাষা ব্যবহার করেছেন রাণী তাতে মনোদুঃখে মলিনা হয়ে রয়েছেন; সে কটু ভাষা মুখে আন্‌লেও পাপ আছে, আপনি আমার সহোদর আপনার কাছে সকল কথা বলে মর্ম্মান্তিক বেদনা কিঞ্চিৎ দূর করি। যুবরাজ তাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন শুনে রাণী অন্নজল ত্যাগ করেছেন। কত বুঝালেন, "এমন কর্ম্ম কখন কর না; কলঙ্কে দেশ ডুব্‌লো, আমার মাতা খাও মহাপাপ থেকে বিরত হও।" যুবরাজ উত্তর দিলেন "আমার যা ইচ্ছা তাই করব, আমায় রাগত কর না, পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম হবে না ত কি পুণ্যাত্মার জন্ম হবে।"

মক। আমার রাগ হলে জ্ঞান থাকে না।

সুশী। সেই অবধি রাণীর দুই চক্ষে শত ধারা পড়্‌চে, বল্‌চেন কত পাপ করেছিলেম তাই এমন কুপুত্র জন্মেছে। রাণী ত্বরায় শঙ্কট রোগে অভিভূত হবেন কারণ তিনি নিস্তব্ধ হয়ে আছেন, আহারও নাই নিদ্রাও নাই। আমার যত শীঘ্র মৃত্যু হয় ততই ভাল, যুবরাজের তাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই বরং নিষ্কণ্টকে সুখভোগ করতে পারবেন, কিন্তু মায়ের মুখ পানে একবার চাওয়া ত কর্ত্তব্য।

শিখ। মকরকেতন তুমি কি অপরাধে এমন সতী লক্ষ্মী ধর্ম্মপত্নীর অবমাননা কর আমি বুঝ্‌তে পারি না।

মক। উনি বড় বানান করতে ভোলেন।

সুশী। ও দোষটি যুবরাজেরও আছে।

মক। কিন্তু শৈবলিনীর নাই।

শিখ। তুমি সুশীলার সমক্ষে সে দুঃশীলার নাম উচ্চারণ কর না। বেটীর যেমন রূপ তেমনি স্বভাব।

বক্কে। পা দুখানি পিঞ্জরের শলা।

মক। আমি কি তার রূপে মোহিত হইচি? আমি তার বিদ্যায় মোহিত হইচি, তার বানান শুদ্ধ লেখায় মোহিত হইচি, তার কবিত্ব শক্তিতে মোহিত হইচি।

বক্কে। তবে চুড়ি চন্দ্রহার পরাবার এক জন উপযুক্ত পাত্র আমি বলে দিতে পারি।

চতু, বয়। উপযুক্ত পাত্র কে?

বক্কে। সাভ্‌ভোম মহাশয়।

শিখ। মকরকেতন তোমার অন্তঃকরণ ত স্নেহশূন্য নয়, তোমার সরলতার চিহ্ন ত শত শত দেখিছি, তবে তুমি তোমার সহধর্ম্মিণী সুশীলার প্রতি কেন এমন নিষ্ঠুর আচরণ কর।

মক। সুশীলা আমার পূজনীয়া সহধর্ম্মিণী, সুশীলা আমার শিরোধার্য্যা, কিন্তু সে আমার হৃদয়বিলাসিনী।

সুশী। দাদা আপনারা রাজ্যের শত শত শত্রু নিপাত কর্‌তে পারেন আর অভাগিনীর একটা শত্রু নিপাত হয় না! যুবরাজের চরিত্র সংশোধনের কি কোন উপায় নাই!

বক্কে। এক উপায় আছে কিন্তু বল্‌তে সাহস হয় না।

মক। বল না, আজ ত তোমাদের সপ্তরথী সমবেত।

বক্কে। বল্‌ব?

মক। বল।

বক্কে। উজ্জয়িনী দেশে জনৈক ক্ষত্রিয়াণী দুর্বিনীত দয়িতের দুরাচারে দশম দশার দ্বারদেশে নিপতিতা হইয়াছিলেন—

মক। কথকতা আরম্ভ কল্লে না কি?

বক্কে। বিরহবিকলহৃদয়া পতিপ্রাণা প্রণয়িনী কলঙ্ককলুষিত কুলাঙ্গার স্বামীকে সৎপন্থায় আনিবার জন্য কত পন্থাই অবলম্বন কর্‌লেন—অনুনয়, বিনয়, নয়ন-নীর, মলিনবদন, পদচুম্বন, স্নেহ, ভালবাসা, সরলতা, দীর্ঘনিশ্বাস, উপবাস, কিছুই বাকি রাখ্‌লেন না। নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, নীচ, ভ্যাড়াকান্ত, ভ্রান্ত কান্ত বন্য বরাহবৎ বন বিচরণে ক্ষান্ত হলেন না। পরিশেষে প্রমদা চামুণ্ডার মূর্ত্তি ধারণ কর্‌লেন—একদা স্বামী যেমন স্বৈরিণী বিহারে গমন কর্‌চেন, ভামিনী অমনি স্বামীর কেশাকর্ষণ করে স্বামিপদমুক্ত পাতুকা গ্রহণানন্তর পৃষ্ঠদেশে দ্বাদশটি প্রচণ্ড আঘাত প্রদান কর্‌লেন। স্বামী বল্লেন "কল্যাণি তুমি সাধ্বী, তুমি আমার চরিত্র সংশোধন করে দিলে—আমি আর যাব না, যার জন্যে যাই তা ঘরে বসে প্রাপ্ত হলেম।" পাতুকা ঔষধ বড় ঔষধ, যদি সেবন করাবার বৈদ্য থাকে।

মক। এরূপ সাহস অকৃত্রিম প্রণয়ের চিহ্ন। এ সাহস সুশীলার হয় না কিন্তু শৈবলিনীর হতে পারে।

সুশী। মহারাণীর অনুরোধ আপনারা যুবরাজকে বুঝায়ে বলুন আর কলঙ্ক বৃদ্ধি না করেন।

[সুশীলার প্রস্থান।

শিখ। তুমি সে কলঙ্কিনীকে পরিত্যাগ না কর নাই কর্‌বে কিন্তু তাকে সঙ্গে নিও না।

মক। সে যে আমার অর্দ্ধাঙ্গ, তার বিরহে আমার যে পক্ষাঘাত। দাদা প্রণয় যে কি পদার্থ তা ত জান্‌লে না কেবল তলয়ার ভেঁজেই কাল কাটালে।

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন যখন রাজবংশজাতা রাজবালার পাণি-গ্রহণে অসম্মত হয়েছেন তখন ওঁয়াকে চিরকাল আইবুড় থাকৃতে হবে। অমন সুন্দরী মেয়ে আর ত মিল্‌বে না।

মক। দাদা কাব্যেতে ইন্দীবরনয়নার বর্ণনা পড়েছেন, উনি সংসারে তাই চান। দাদার হৃদয়ে বোধ হয় পরিণয় কুসুমের সৃষ্টি হয় নি।

শিখ। স্বভাবতঃ সকলের হৃদয়েই প্রণয়ের পদ্মকলিকা বিরাজ করে, স্বজাতি সূর্য্যপ্রভা পাবা মাত্র বিকসিত হয়।

একজন পদাতিকের প্রবেশ

পদা। মহারাজ আপনাদিগকে ডাকৃচেন।

বক্কে। বোধ হয় আমাকে মহিলাদের শিবির রক্ষার ভার দেবেন।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মণিপুর, লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির

বরণডালা হস্তে গান্ধারী, মঙ্গলঘট কক্ষে সুশীলা, সিন্দূর চন্দন ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুলাধার হস্তে ত্রিপুরা ঠাকুরাণী এবং কুসুম-মালা এবং শঙ্খ হস্তে করিয়া অপর পুরমহিলাগণের প্রবেশ

গান্ধা। ধূপ ধুনা কুসুম চন্দনের গন্ধে লক্ষ্মীজনার্দ্দনের মন্দির আজ আমোদিত হয়েছে। লক্ষ্মীজনার্দ্দন যেন প্রফুল্ল মুখে আমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করৃচেন আর বল্‌চেন নির্ভয়ে কাছাড় যুদ্ধে যাত্রা কর।

ত্রিপু। মা সকলের আগে মঙ্গলঘট স্থাপন করুন।

গান্ধা। সুশীলা তুমি মঙ্গলঘট স্থাপন কর।

ত্রিপু। কি সুন্দর বেদী নির্ম্মিত হয়েছে, কি চমৎকার

আল্‌পনা দেওয়া হয়েছে, না জানি কোন্‌ কল্যাণীর এ শিল্পনৈপুণ্য ?

সুশী। রাজবালার।

ত্রিপু। রাজবালার মত মেয়ে আর ত চকে পড়ে না। কেন যে আমার শিখণ্ডিবাহন রাজবালাকে বিয়ে কর্‌তে অমত কল্লেন তা কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

সুশী। দাদা প্রতিজ্ঞা করেছেন আকর্ণবিশ্রান্ত নীলাম্বুজ-নয়ন যার তাকেই সহধর্ম্মিণী কর্‌বেন।

গান্ধা। রাজবালার চক্ষু দুটি একটু ছোট।

ত্রিপু। সুশীলা পূর্ণকুম্ভ কক্ষে করে কতক্ষণ দাঁড়্‌য়ে থাক্‌বে ? বেদীতে পূর্ণকুম্ভ স্থাপন কর।

সুশী। বীরপুরুষেরা অসিচর্ম্ম ধারণ করে প্রভাত হতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রণস্থলে যুদ্ধ কর্‌তে পারেন আর বীরাঙ্গনারা মঙ্গলঘট কক্ষে করে ক্ষণকাল দাঁড়াতে পারে না। **(সুশীলার মঙ্গলঘট স্থাপন, শঙ্খবাদ্য উলুধ্বনি।)**

সকলে। (তিন বার মঙ্গলঘট প্রদক্ষিণ করিয়া তিন বার মন্ত্র পাঠ।)

তলয়ার ফলাকা লক্‌ লক্‌ করে,
সেনার হাতে শত্রু মরে,
মরে শত্রু হরে ভয়,
আপন কুলের বিপুল জয়।

রাজা, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন এবং মকরকেতনের রণসজ্জায় প্রবেশ। নেপথ্যে রণবাদ্য

রাজা। (লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া) হে জনার্দ্দন, তুমি দুষ্টের দলন শিষ্টের পালন দর্পহারী নারায়ণ, তুমি অখিল

ব্রহ্মাণ্ডের প্রাণ, তুমি ভয়াতুর জীবের ত্রাণ, তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, তুমি অনাথার নাথ! হে ভক্তবৎসল ভগবান্! তুমি শ্রীকরকমলে সুদর্শনচক্র ধারণ করে সমরক্ষেত্রে আবির্ভাব হও, তোমার করুণাবলে প্রবল অরাতিদল দলন করি।

গান্ধা। (রাজার কপালে বরণডালা স্পর্শ) সমরে অমরের ন্যায় জয় লাভ কর।

সুশী। (রাজার হস্তে সচন্দন পুষ্পমালা দান) পরমেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মহারাজ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী হউন।

রাজা। সুশীলা তুমি বীরশ্রেষ্ঠ সেনাপতি সমরকেতুর মায়াময়ী কন্যা, তোমার হস্তের মালা আমি মস্তকে ধারণ কর্‌লাম অবশ্যই রণজয়ী হব।

ত্রিপু। (রাজার মস্তকে ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল দান) মহারাজ সীতাপতি রামচন্দ্রের ন্যায় জয়পতাকা উড়াইয়ে রাজধানীতে ফিরে আসুন।

রাজা। আপনি বীরেন্দ্রকুলের অহঙ্কার শিখণ্ডিবাহনের গর্ভধারিণী আপনার আশীর্ব্বাদ অবশ্যই সফল হবে।

সম। (লক্ষ্মীজনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া) হে জনার্দ্দন! তুমি দুর্দ্দান্ত উগ্রমূর্ত্তি উগ্রসেনের হন্তা, তুমি আমাকে শত্রু হননে বলদান কর।

গান্ধা। (সমরকেতুর কপালে বরণডালা স্পর্শ) যুদ্ধক্ষেত্রে জয়দুর্গা তোমাকে রক্ষা করুন।

সুশী। (সমরকেতুকে সচন্দন পুষ্পমালা দান) ষড়ানন-জননী হৈমবতী যেন আপনাকে রণস্থলে কোলে করে বসে থাকেন, শত্রুর অস্ত্র যেন আপনার অঙ্গ স্পর্শ কর্‌তে না পারে।

ত্রিপু। (সমরকেতুর মস্তকে ধান দূর্ব্বা আতপতণ্ডুল দান)

আকাশের নক্ষত্রমালার ন্যায় তোমার বিজয়কীর্ত্তি যেন দশ দিকে বিস্তারিত হয়।

শিখ। হে জনার্দ্দন! আমি কায়মনোবাক্যে পরমভক্তি সহকারে তোমার আরাধনা করি; হে ভক্তবৎসল কমলাপতি! ভক্তের অভিলাষ সম্পূর্ণ কর—হে কৌশলনিপুণ রুক্মিণীহৃদয়বল্লভ! তুমি যেমন ভক্তবৎসলতাপরবশ সমরপ্রান্তরে নরনারায়ণ ধনঞ্জয়ের রথে সারথি হয়েছিলে, তেমনি উপস্থিত তুমুল সংগ্রামে তুমি আমাদের পথপ্রদর্শক হও। হে পদ্মপলাশলোচন বিপদ্-উদ্ধার মধুসূদন! তুমি সমরক্ষেত্রে স্বহস্তে সৎপন্থা অঙ্কিত করে দাও, আমরা যেন সেই পন্থা অবলম্বন করে প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথ্বীপতিকে পরাজিত করি।

গান্ধা। (শিখণ্ডিবাহনের কপালে বরণডালা স্পর্শ) তুমি যেন—(শিখণ্ডিবাহনের ললাট অবলোকন) তুমি যেন সমরে ষড়াননের ন্যায়—(ললাট অবলোকন—হস্ত হইতে বরণডালা পতন।)

সুশী। ধর ধর। (ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর অঙ্কে মহিষীর পতন।)

ত্রিপু। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়েছে। (মুখে জল দান, অঞ্চলদ্বারা বায়ু সঞ্চালন।)

রাজা। মহিষী কয়েক দিন পীড়িতা—মূর্চ্ছারোগের লক্ষণ।

গান্ধা। (দীর্ঘনিশ্বাস) "পাপীয়সীর পেটে—পাপাত্মার জন্ম।"

রাজা। মহিষী কি বল্‌চেন?

সুশী। মা সুস্থ হয়েছেন? বল্‌চেন কি?

গান্ধা। এমন রাজদণ্ড ত কখন কারো কপালে দেখি নাই।

রাজা। গান্ধারি তুমি ঘরে গিয়ে শয়ন কর।

গান্ধা। আমার বরণ করা সম্পূর্ণ হয় নি। (গাত্রোত্থান,

বরণডালা গ্রহণানন্তর শিখণ্ডিবাহনের ললাটে প্রদান) তুমি নিজ বাহুবলে রাজসিংহাসনে উপবেশন কর।

রাজা। গান্ধারি তোমার হাত কাঁপ্‌চে, তুমি এখন সুস্থ হও নাই, তুমি আর বিলম্ব কর না গৃহে যাও। শিখণ্ডিবাহন তুমি ফুলমালা ধান দূর্ব্বা গ্রহণ কব, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

শিখ। যে আজ্ঞা। (ফুলমালা, ধান দূর্ব্বা গ্রহণ।)

[রাজা, সমরকেতু এবং শিখণ্ডিবাহনেব প্রস্থান।

গান্ধা। বাবা মকরকেতন তুমি পুত্র হয়ে আমাকে পাপীয়সী বল।

মক। তুমি আমায় রাগাও কেন?

গান্ধা। সন্তানের কুচরিত্র হলে বাপ মাব মনে বড় ব্যথা জন্মে।

মক। বাবা ত আমায় কিছু বলেন না।

গান্ধা। কিন্তু আমায় রত্নগর্ভা বলে উপহাস করেন।

মক। মা তোমার মুখ অতিশয় মলিন হয়েছে, তুমি এখন আমার বিষয় চিন্তা কর না, তাতে আরো অসুস্থ হবে।

গান্ধা। তুমি যখন না জন্মেছ তখন তোমার বিষয় চিন্তা করেছিলেম, এখনও তোমার বিষয় চিন্তা কর্‌চি, আর তোমার বিষয় চিন্তা কর্‌তে কর্‌তেই আমার মরণ হবে। এই ত মর্‌তে পড়েছিলেম।

মক। সে কি আমার জন্যে?

গান্ধা। আমার আর কে আছে?

মক। একটি পালিত পুত্র।

গান্ধা। পালিত পুত্র কে?

মক। হিংসা—তিনি আমার জ্যেষ্ঠ ভাই।

গান্ধা। আমি কার কি দেখে হিংসা কর্‌ব ?

মক। রাজদণ্ড।

ত্রিপু। না বাবা অমন কথা বল না, মহিষী আমার শিখণ্ডি-বাহনকে বড় ভাল বাসেন।

গান্ধা। তোমার মতিচ্ছন্ন ধরেছে।

মক। তা ধরুক কিন্তু আমি তোমার মত হিংসুটে নই। আমি বাবার মত সরল, তাই শিখণ্ডিবাহনকে দেবতার মত পূজা করি।

ত্রিপু। মা আপনি পাগলের কথায় কাণ দেবেন না।

গান্ধা। আমার কর্ম্মান্তির ভোগ।

[সুশীলা এবং মকরকেতন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

সুশী। তোমার কথাগুলি বড় তেত।

মক। কিন্তু সত্য।

সুশী। সময়বিশেষে সত্যকেও গোপন কর্‌তে হয়।

মক। সেটি আমার স্বভাববিরুদ্ধ।

সুশী। কেবল শৈবলিনী তোমার স্বভাবসিদ্ধ।

মক। আজ যে বড় তার নাম উচ্চারণ কল্যে ?

সুশী। পাগল হবার পূর্ব্বলক্ষণ, এত দিন হই নি এই আশ্চর্য্য।

মক। তুমি আমার গলায় মালা দিলে না ?

সুশী। একবার দিয়ে যে ফল পেইচি আর দিতে সাহস হয় না।

মক। জ্ঞানবান্ শিখণ্ডিবাহন তোমার যে প্রশংসা করে বোধ হয় আমি তোমায় চিন্‌তে পার্‌চি না।

সুশী। আগে চিন্‌তে এখন ভুলে গিয়েছ।

মক। আজ তুমি মনে করে দিলে।

সুশী। কত দিন মনে করে দিইচি কিন্তু আমার ভাগ্যে তোমার স্মরণশক্তিটি বড় দুর্ব্বল।

মক। তুমি না হয় ফুলের মালা দিয়ে সবল করে দাও।

সুশী। পতিরতা প্রণয়িনী—নিখিল জগতে
জীবন-ধারণ-পন্থা এক মাত্র যার
আনন্দভাণ্ডারপতিমুখ-দরশন—
নিপতিতা হয় যদি ছিন্নলতা প্রায়
দৈবের বিপাকে নিজ কপালের দোষে
পতি অনাদররূপ জ্বলন্ত অনলে,
কি যাতনা অনুভব অভাগা অবলা
বিষণ্ণ হৃদয়ে করে দিবা বিভাবরী
যে জেনেছে সেই বিনা কে বলিতে পারে ?
পূর্ণিমায় অন্ধকার ; পূর্ণ সরোবরে
শুষ্ককণ্ঠে শীর্ণ মুখে মরে পিপাসায় ;
সুখশূন্য সুলোচনা শূন্য মনে বসি
বিজনে বিষাদে কাঁদে যেন বিরাগিণী
দীননেত্রে নীরধারা বহে অবিরাম।
নারায়ণে সাক্ষী করি, আনন্দ আশায়
আবার দিলাম মালা স্বামীর গলায়।
যুবতীজীবন পতি সংসারের সার ;
এবার একান্ত নিধি একান্ত আমার।

(মালা দান।)

মক। সুশীলা তুমি সুশীলা। শিখণ্ডিবাহন যখন তোমার সেনাপতি হয়েছেন তখন সত্বরে তোমার শত্রু ক্ষয় হবে। কিন্তু সেনাপতি তারও আছে।

সুশী। তার সেনাপতি তুমি।

মক। আমি কেন হতে যাব।

সুশী। তবে কে ?

মক। তার কবিতা-কলাপ।

সুশী। কবিতা প্রলাপ।

[সুশীলার বেগে প্রস্থান।

মক। আহা! এমন সুমধুর কথাগুলি শুন্‌চিলেম, আপনিই বন্ধ করে দিলেম। সুশীলার কাছে আমি থাক্‌তে ভাল বাসি কিন্তু শৈবলিনীর নাম কল্যেই সুশীলা রাগ করে উঠে যায়। শৈবলিনীকে আর বাঁচান যায় না, চারি দিকে আগুন জ্বলে উঠেছে—মাতা পাগলিনী, পিতা দুঃখিত, বনিতা বিরাগিণী, শিখণ্ডিবাহন খড়্গহস্ত, বক্কেশ্বর বক্রচূড়ামণি।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাছাড়, রাজপথপার্শ্বস্থ রাজপ্রাসাদের শিখর

নীরদকেশী এবং সুরবালার প্রবেশ

নীর। দেখ ভাই আমি কেমন ছাদের উপরে রাজসভা সাজ্‌য়েচি। রাজকন্যা বল্যেন আমরা এক তালার ছাদে বসে যুদ্ধ দেখ্‌ব আমি তাই ছাদের উপর বিছানা করে একখানি সিংহাসন স্থাপন করিচি।

সুর। এখন রাজা মহাশয় এসে উপবেশন কর্‌লেই হয়। মণিপুর-রাজার কত তাঁবু দেখিচিস্‌, যেন রাজহংসগুলি সার বেঁধে দাঁড়্‌য়ে রয়েছে ; ঘোড়্‌সওয়ারই বা কত।

নীর। মহারাজ বল্‌ছিলেন মণিপুরের রাজা যখন এত অশ্বসেনা জুট্‌য়েছে তখন যুদ্ধে কি হয় বলা যায় না।

সুর। এখনই জানা যাবে। (রণবাদ্য) যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে।

নীর। এখান থেকে ভাল দেখা যাবে না, দোতালার ছাদে গেলে হত।

সুর। সেখানে রাণী আছেন রাজকন্যা তাই সেখানে যেতে চান্‌ না। রণকল্যাণীর নবীন বয়স, নতুন প্রাণ, ভরা যৌবন, রাত দিন রণ করে বেড়ায়, সে কি মায়ের কাছে মুখ গুঁজ্‌ড়ে বসে থাক্‌তে পারে।

নীর। রণকল্যাণীর চকের মত চক্ ভাই কখন দেখি নি, কেমন উজ্জ্বল, কেমন ডাগর, কে যেন কাণ পর্য্যন্ত তুলি দিয়ে

টেনে দিয়েছে ; শাস্ত্রে যে বলে "ইন্দীবরাক্ষী" রণকল্যাণী আমাদের তাই।

পুরমহিলাদ্বয় সমভিব্যাহারে রণকল্যাণীর প্রবেশ

রণ। কি লো সুরবালা কি যেন বল্‌বি বল্‌বি মত মুখখানা করে রইচিস্ যে।

সুর। তোমারি কথা হচ্চিল।

রণ। আমার কি কথা ?

সুর। তোমার চকের কথা।

রণ। আমার চকের মাতাটি খাচ্চিলে বুঝি ?

নীর। বালাই আমরা কি তোমার চকের মাতা খেতে পারি ?

সুর। এ কি মাছের চক্ ?

রণ। তবে কিসের চক্ ?

সুর। ঠার্‌বের।

রণ। তবে তোমায় ঠারি।

সুর। আমায় কেন ?

রণ। তবে কাকে ?

সুর। যার মুণ্ড ঘুরে যাবে।

রণ। মুণ্ডু ঘুরাবার পাত্র কই ?

সুর। দেবীপুরের রাজপুত্র।

রণ। মদ্যপায়ী।

সুর। কুণ্ডলার যুবরাজ ?

রণ। শেয়াল মার্‌তে হাতী চায়।

সুর। বীরনগরের বীরেশ্বর ?

রণ। অশ্ববিদ্যায় অষ্টবক্র।

সুর। মৈনাক বাসের নবীন রাজা ?

রণ। শস্ত্রধারণে সতীলক্ষ্মী।

সুর। বনপাশের বিজয় ?

রণ। জয়দেবের আততায়ী।

সুর। ময়ুরেশ্বরের মুক্তারাম ?

রণ। পেটের ভাঁজে ইঁদুর থাকে।

সুর। তোমার কপালে বর নাই।

রণ। এ বর মন্দ নয়।

প্রথম, পুর। রাজার মেয়ে কত বর যুটবে।

সুর। যৌবন যে যায়,
তাকে আট্‌কে রাখা দায়।
সোণার শেকল লোহার খাঁচা,
এর বেলাটি বিষম কাঁচা।
যৌবন জোয়ারের জল,
দেখ্‌তে দেখ্‌তে ঢলাঢল,
নাব্‌লে বারি রয় না আর,
ফুট্‌লে কলি ফক্কিকার।

রণ। মনে যৌবন যার,
ভাব্‌না কোথা তার ?
মাতায় পাকা চুল,
খোঁপায় ঘেরা ফুল।
এক একটি দন্ত খসে,
প্রেম লতাটি গজ্‌য়ে বসে।
কাল যদি যায় মনের সুখে,
মধুর হাসি শুক্‌ন মুখে।

সুর। থাক্‌তে বেলা নবীনবালা
প্রেম বাজারে যায়,

গেলে বুদ্ধি খুলে বুড়ী
কেউ না ফিরে [illegible]
[illegible]
গনের দিকে মন,
ঈশান বলে, সকল কালে
সুখ সাধনের ধন।

(প্রাসাদতলস্থ রাজপথ দিয়া সৈনিকগণের গমন)

দ্বি, পুর। আজ কত সৈনিক যে যাচ্চে তা গণে সংখ্যা করা যায় না।

রণ। (সিংহাসনে উপবেশন এবং সৈনিকগণের মস্তকে ফুল নিক্ষেপ।) আমাদের সৈন্য কেমন সুসজ্জিত হয়েছে, যেন দেবতারা তরবারি হস্তে করে গমন কচ্চেন। পুরুষ হওয়ার চাইতে আর সুখ নাই।

নীর। শত শত পুণ্য কল্যে তবে পুরুষ হয়।

সুর। মেয়েদের পদসেবা কর্‌বের জন্যে।

রণ। সেও যে একটা সুখ।

সুর। সে সুখভোগ ইচ্ছে কল্যে কর্‌তে পার।

রণ। কেমন করে ?

সুর। নির্জ্জনে বসে "প্রাণ প্রেয়সি" বলে আপনার টুক্‌টুকে পা দুখানিতে হাত বুলাও।

রণ। আমি ত পুরুষ নই।

সুর। খাবার সময় গরস ছোট কর।

রণ। তা হলেই বুঝি পুরুষ হল ?

সুর। অনেক মেয়ে ডাগর গরসের অনুরোধে নত পরা ছেড়ে দিয়েছে।

রণ। তোমার মুণ্ডু।

প্রথ, পুর। পুরুষ হলে পাঁচ রকম দেখা যায়।

রণ। পুরুষেরা যখন মাতায় পাগ্ড়ি, কোমরে কিরিচ্, হাতে তলয়ার, অঙ্গে কবচ, পৃষ্ঠে ঢাল্ ধরে ঘোড়ায় চড়ে যায়, আমার বড় হিংসে হয়। অশ্বারোহী সৈন্য অতি মনোহর। আমাদের দেশে যদি স্ত্রীলোকদিগের সৈনিক হবার রীতি থাক্‌ত আমি একটি প্রবল বামাসৈন্য সঙ্কলন কর্‌তেম, স্বয়ং তার সেনাপতি হতেম।

সুর। কি হতে?

রণ। সেনাপতি।

সুর। সেনাপত্নী।

রণ। তোমার পিণ্ডি। আমি কি ভাই মন্দ বল্‌চি, আমরা পুরুষদের চাইতে কিসে কম্, আমরা শূরবীর পেটে ধর্‌তে পারি আর শূরবীরের মত অস্ত্র ধর্‌তে পারি না! আমাদের বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, কৌশল আছে, যেখানে বলে না পারি সেখানে কৌশলে সারি। বল্‌তে কি আমার ভাই ইচ্ছা কচ্চে এই দণ্ডে রণসজ্জায় সজ্জীভূত হয়ে অশ্বারোহণে সমরক্ষেত্রে গমন করি।

নীর। লোকাচারবিরুদ্ধ বলে লোকে দুষ্‌তে পারে।

রণ। লোকাচার ত লোকে করে; লোকাচার হয়ে গেলে লোকে দোষ দেখ্‌তে পাবে না।

সুর। বামাসৈন্যের একটি বিশেষ দোষ আছে।

রণ। সভাপণ্ডিত মহাশয়ের মীমাংসা শুন।

সুর। কখন কখন ঘোড়াগুল দম্‌ফেটে প্রাণ যায় বলে কেঁদে উঠ্‌বে আর কচ্ছপের মত চল্‌তে থাকবে।

রণ। কখন্?

সুর। যখন সৈনিকগণের অরুচি হবে।

রণ। তুমি অরুচির রুচি,
কচ্‌মচে কর্‌কচি,
ইচ্ছা করে তোমার নাকটি কেটে
করি কুচি কুচি ॥

(নাসিকা ধারণ, হস্ত হইতে পদ্মফুলের মালা পতন)

সুর। (মালা তুলিয়া দিয়া) তুমি এমন মালা কোথায় পেলে ?

রণ। গাঁথ্‌লেম।

সুর। মালায় যে বড় মন গেল ?

রণ। মন উচাটন হলে কেউ গান করে, কেউ কবিতা লেখে, কেউ ভ্রমণ করে, কেউ মালা গাঁথে।

সুর। মালা ছড়াটি দেবে কাকে ?

রণ। যাকে বিয়ে কর্‌ব।

সুর। তবে আমার গলায় দাও। পুরুষের সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে না। বর ভায়ারা হার মেনে হাল্‌ ছেড়ে দিয়েছেন।

রণ। না পেলে প্রেমের নিধি প্রেম কভু হয় লো ?
ভাবের অভাব হয় সদা মনে ভয় লো।
কামিনী-কোমল-প্রাণ কমলের কলি লো,
সরল স্বভাব স্বামী অনুকূল অলি লো।

প্রথ, পুর। দুটি অশ্বসৈনিক এই দিকে আস্‌চে—ও বাবা এমন বেগে অশ্ব চালান ত কখন দেখি নি, আকাশ হতে যেন দুটি তারা খসে পড়্‌চে।

রণ। তাই ত, কিছু ত চেনা যাচ্চে না কেবল দৌড় দেখা যাচ্চে, ঘোড়া ত পায় চল্‌চে না, যেন বাতাসে উড়ে আস্‌চে।

(রাজপ্রাসাদতলস্থ পথে ব্রহ্মদেশের সেনাপতির অশ্বারোহণে প্রবেশ
এবং বেগে প্রস্থান, শিখণ্ডিবাহন অশ্বারোহণে
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান)

স্থুর। আমাদের সেনাপতি মহাশয় যে।

রণ। ভয়ে পালাচ্চেন না কি?

স্থুর। অঙ্গে রক্তের ঢেউ খেল্‌চে।

নীর। কি সর্ব্বনাশ, সেনাপতি বুঝি যুদ্ধে হেরে গেলেন।

রণ। তাঁকে তাড়্‌য়ে নিয়ে গেল উটি কে?

দ্বি, পুর। বোধ হয় মণিপুর-রাজার সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডিবাহন।

রণ। যিনি ঘোড়া চড়ে নদী পার হন।

স্থুর। বয়স্‌ ত অধিক নয়।

রণ। কি চমৎকার চুল।

নীর। আহা! একটা ছোঁড়ার কাছে সেনাপতি পরাজিত হলেন।

প্রথ, পুর। পরাজিত হবেন কেন, বোধ হয় কৌশল করে অবোধ শত্রুকে আপন কোটে নিয়ে এলেন।

রণ। যে তেজে আমাদের দলে প্রবেশ করেছে ও সৈনিকটি অবোধ নয়; ও আপন বীরত্বে নির্ভর করে এত দূর পর্য্যন্ত এসেছে—

স্থুর। আবার এই দিকে আস্‌চে।

ব্রহ্মদেশের সেনাপতি এবং শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ এবং যুদ্ধ

শিখ। একে বলি বীরত্ব—সম্মুখযুদ্ধ কর—পলায়ন করা কি সেনাপতিকে সাজে?

ব্রহ্ম, সেনা। তুমি অতি শিশু, তোমায় বধ কর্‌তে আমার মায়া হয়।

শিখ। শিশুর হাতে পূতনা বধ হয়েছিল।

ব্রহ্ম, সেনা। তবে রে পামর, ছোট মুখে বড় কথা, এই তোমার শেষ। (অস্ত্রাঘাত, শিখণ্ডিবাহনের ঢাল দিয়া রক্ষা।)

শিখ। তোমায় প্রাণে মারা আমার অভিপ্রায় নয়। যদি পারি তোমায় জীবিত পরাজিত কর্‌ব। দেখ দেখি হার মান কি না। (অস্ত্রাঘাত)

ব্রহ্ম, সেনা। বীর পুরুষ স্থির হও, আমি নিরস্ত্র হলেম। (তরবারি পতন) সহকারী সেনাপতি তুমি ধন্য, আমার প্রাণ যায়, আমি মলেম।

কামিনীগণ। পড়্‌লেন যে, পড়্‌লেন যে।

শিখ। আমি থাক্‌তে বীর পুরুষ ভূমিশায়ী হবেন। (অশ্ব হইতে ব্রহ্ম-সেনাপতিকে আপনার অশ্বে লইয়া সেনাপতিকে বগলে ধারণ)

ব্রহ্ম, সেনা। জল না খেয়ে মরি—জল—জল—ছাতি ফেটে গেল।

শিখ। পিপাসা হয়েছে। (দন্তে বল্‌গা ধারণানন্তর জিনের ভিতর হইতে জলপূর্ণ স্বর্ণপাত্র বাহির করিয়া সেনাপতির মুখে ধারণ, সেনাপতির জল পান। রণকল্যাণীর হস্ত হইতে পদ্মের মালা শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে পতন)

স্থর। ঠিক্ পড়েছে।

শিখ। (গলায় মালা ধারণ, রণকল্যাণীর মুখাবলোকন, উষ্ণীষ পতন)

ইন্দীবর বিনিন্দিত বিশাল নয়ন
মুখ স্থখ সরোবরে ভাসিছে কেমন।

[বেগে অশ্বারোহণে সেনাপতিকে লইয়া প্রস্থান।

নীর। ও বাবা এমন জোর ত কখন দেখি নি, সেনাপতি মহাশয়কে কচি খোকার মত নিয়ে গেল।

প্র, পুর। পদ্মের মালা যেমন অবলীলাক্রমে নিয়ে গেল সেনাপতিকেও তেম্‌নি।

সুর। দুটি জিনিস্‌ নিয়ে গেল, না তিনটি ?

নীর। দুটি।

সুর। তিনটি।

দ্বি, পুর। তিনটি কই ?

সুর। সেনাপতি—কমলমালা—আর একজনের কোমল মন।

রণ। কার লো ?

সুর। যার মনে মন নাই।

রণ। তোমার মুখে ছাই।

সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ

প্র, সৈ। সেনাপতির বোধ হয় মৃত্যু হয়েছে।

দ্বি, সৈ। তা হলে কেবল মাতাটা কেটে নিয়ে যেত।

প্র, সৈ। আজ্‌কের যুদ্ধে আমাদের হার বল্‌তে হবে।

দ্বি, সৈ। কেন সেনাপতি গেলে কি আর সেনাপতি হয় না ? কত যুদ্ধে রাজা পরাজিত হয়েছে তবু দেশ পরাজিত হয় নি। আমরা নূতন সেনাপতি করে আবার যুদ্ধ করব্‌।

প্র, সৈ। সেনাপতি মহাশয়ের অশ্বটি এখানে দাঁড়্‌য়ে কাঁদ্‌চে।

দ্বি, সৈ। ঘোড়াটি নিয়ে যাই।

রণ। সুরবালা পাগ্‌ড়িটা কুড়্‌য়ে দিতে বল।

সুর। ও গো ঐ পাগ্‌ড়িটা তুলে দাও।

প্র, সৈ। দুঃখের বিষয় মণিপুরের সহকারী সেনাপতি পাগ্‌ড়ি ফেলে গিয়েছেন যাতে পাগ্‌ড়ি থাকে সেটি ফেলে যান নাই। (শিখণ্ডিবাহনের উষ্ণীষ প্রদান)

রণ। (উষ্ণীষ ধারণ) কেমন ধরিচি।

[অশ্ব লইয়া সৈনিকদ্বয়ের প্রস্থান।

সুর। কি সুন্দর কাজ !

রণ। সোণার চুম্‌কিগুলি বড় কৌশলে বিন্যাস করেছে—আমি এরূপ পারি—ও সুরবালা মণিপান্নায় কেমন অক্ষর তুলেছে দেখ্।

সুর। বোধ হয় শিল্পকারের নাম—"সুশীলা"।

রণ। সু—শী—লা। (দীর্ঘ নিশ্বাস। হস্ত হইতে উষ্ণীষ পতন।)

[রণকল্যাণীর চঞ্চল চরণে প্রস্থান।

প্র, পুর। যুদ্ধে হার হয়েছে বলে রাজকন্যা বড় ব্যাকুল হয়েছেন।

নীর। চক্ষু দুটি ছল ছল কচ্চে, জল যেন পড়ে পড়ে।

দ্বি, পুর। তা হতেই পারে, যুদ্ধে হার হওয়া সহজ অপমান নয়।

সুর। এক দিনের যুদ্ধেই জয় পরাজয় স্থির হয় না। আমরা আজ হার্‌লেম্ হয় ত কাল জিৎব। রণকল্যাণীর চক্ষে যে জন্যে জল এসেচে তা আমি বুঝিচি।

নীর। বল্ না ভাই।

সুর। পাগ্‌ড়িতে সুশীলার নাম দেখে।

নীর। সুশীলা কে ?

প্র, পুর। বোধ হয় ঐ ছোঁড়ার মাগ্।

দ্বি, পুর। ছোঁড়া বেয়াড়া মাগ্‌মুখ, তাই মেগের নাম মাতায় করে যুদ্ধ করে। লোকে কথায় বলে—

মাগ্‌ মাগ্‌ মাগ্‌,
মাগ্‌ মাতার পাগ্‌।

ছোঁড়া কাজে তাই করেছে।

রণকল্যাণীর পুনঃ প্রবেশ

রণ। সুরবালা বল্‌ দেখি আমি কোথা গ্যাছ্‌লুম ?

সুর। চক্ মুছ্‌তে।

রণ। তুই পাগ্‌ড়িটা নিয়ে আয়।

সুর। সুশীলা হয় ত শিল্পকারের বউ, পাগ্‌ড়ি বেচে খায়।

রণ। তুই তার কাছে একটা পাগ্‌ড়ির বায়না দিস্‌।

সুর। তোমার ত ইচ্ছে, এখন সে নিলে হয়।

সাগর তলে রতন রয়,
সুখের পথটা সহজ নয়।
হাতীর মাতায় মুক্তা থাকে,
বার করে লয় মানুষ তাকে,
যত্নে পড়ে বনের পাকী,
চেষ্টা কল্যে না হয় কি ?

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। বিষ্ণুপ্রিয়ার বসিবার কক্ষ

বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বীরভূষণের প্রবেশ

বিষ্ণু। ছোট রাণী আমাকেও খেলে রাজ্যটাও খেলে। ছোট রাণীর কুহকে যদি না পড়্‌তে এমন সর্ব্বনাশ হত না।

বীর। সর্ব্বনাশ কি?

বিষ্ণু। রণে পরাজয়।

বীর। সেনাপতি পরাজিত হয়েছেন বলে কি আমি পরাজিত হলেম? সেনাপতির সহোদরকে সেনাপতি করেছি।

বিষ্ণু। সেনাপতিকে যে ধরে নিয়ে গেছে, সে বেঁচে থাক্‌তে যুদ্ধে জয় হবে না।

বীর। আপাততঃ যুদ্ধ রহিত কর্‌বের প্রস্তাব করিছি। আমি মণিপুরের রাজাকেও ভয় করি না, তার সেনাপতিদিগকেও ভয় করি না। মনে করি ত মণিপুর ছারখার করে চলে যেতে পারি। কাছাড়ের ভদ্রলোকেরা আমার অনুগত, কিন্তু তারা শালার অধীনে থাক্‌তে অপমান বোধ করে।

বিষ্ণু। তারা ত আর ছোট রাণীর প্রেমের অধীন নয় যে তার ভেয়ের অধীন হয়ে সুখ পাবে।

বীর। আমি সেই জন্যে সন্ধির সূচনা কর্‌চি। এখন বোধ হচ্চে আমার এ আড়ম্বর করা পরামর্শসিদ্ধ হয় নি।

বিষ্ণু। তখন কি না মাতাল হয়ে ছিলে।

বীর। আমি মদের বিদ্বেষী, আমার ঘরে মদ আসে না।

বিষ্ণু। জন্মায়।

বীর। কোথায়?

বিষ্ণু। ছোট রাণীর অধরে।

বীর। তবে আমি সুধাও পান করে থাকি।

বিষ্ণু। কোথায়?

বীর। বড় রাণীর রসনায়।

বিষ্ণু। তুমি পারিষদের সঙ্গে পরামর্শ কর্‌লে না, মন্ত্রীর মন্ত্রণায় কাণ দিলে না, সমরসভার উপদেশ নিলে না। কুহকিনী কাণে ফুঁ দিলে আর যুদ্ধ কর্‌তে বের্‌য়ে এলে।

বুড় বয়েসে নবীন নারী,
জ্বর বিকারে বিলের বারি।
আদ্‌মরা তার নয়ন বাণে
দেখ্‌তে পাই নে চকে কাণে।

বীর। সেনাপতি মণিপুরের রাজাকে সর্ব্বদাই অবজ্ঞা কর্‌তেন। তিনিই ত লিপির উত্তরস্বরূপ মূষিকশাবক পাঠ্‌য়েছিলেন।

বিষ্ণু। সেনাপতি ইঁদুরভাতে ভাত রেঁধেছেন, এখন নরপতি আহার করুন।

বীর। তুমি ত আমার প্রসাদ নইলে খাও না, লেজ্‌টি তোমার জন্যে রাখ্‌বো, তুমি ডাঁটার মত কচ্‌মচিয়ে চিবিয়ে খেও।

বিষ্ণু। আমি কেন খেতে যাব। যে তোমায় এমন রান্না শেখালে সেই খাবে।

বীর। মণিপুরীরা জান্‌ত সেনাপতি মূষিক প্রেরণের মূল, সুতরাং আমার অতিশয় আশঙ্কা হয়েছিল মণিপুর-শিবিরে সেনাপতির বিশেষ দুর্গতি হবে, কিন্তু সুখের বিষয় তিনি সেখানে সুখে আছেন।

বিষ্ণু। মণিপুর-রাজার বড় মহত্ত্ব।

বীর। রাজার মহত্ত্ব নয়।

বিষ্ণু। তবে কার ?

বীর। বীরকুলপূজনীয় শিখণ্ডিবাহনের। সকলে একমত হয়ে স্থির করেছিল সেনাপতির নাসিকায় মূষিক বেঁধে দোর দোর নিয়ে বেড়াবে, শিখণ্ডিবাহন বল্যেন "মৃত মৃগরাজকে পায় দলনা করা শৃগালের কার্য্য, বীরপুরুষের অবমাননা কাপুরুষের লক্ষণ; সেনাপতিকে সম্মানে রাখ্‌লে ব্রহ্মাধিপতির মূষিক প্রেরণের প্রচুর পরিশোধ হবে।" শিখণ্ডিবাহন সেনাপতিকে সহোদরস্নেহে

আপন শিবিরে নিয়ে রেখেছেন। শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডি-বাহন।

বিষ্ণু। সেনাপতিকে শিখণ্ডিবাহন যখন ঘোড়ার উপর তুলে নিলেন সে সময় তাঁর দারুণ পিপাসা, তিনি তখনই পিপাসায় প্রাণত্যাগ করতেন যদি শিখণ্ডিবাহন জিনের ভিতর হতে জল বার্ করে না খাওয়াতেন।

বীর। শক্রর মুখে জলদান বীরত্বের পরাকাষ্ঠা।

বিষ্ণু। আমার রণকল্যাণী ত পাগ্‌লী; সেই সময় শিখণ্ডি-বাহনের মাতায় পদ্মের মালা ফেলে দিলে।

বীর। বেশ করেছে। রণকল্যাণীর মহৎ অন্তঃকরণের চিহ্ন এই। বীরত্ব শক্রতেই হউক আর মিত্রেতেই হউক সমান পূজনীয়।

বিষ্ণু। কিন্তু সেনাপতির সেই দশা দেখা অবধি বাছা আমার বিরসবদন হয়ে আছে। রাত দিন হেসে বেড়ায়, সেই অবধি বাছার মুখে হাসি নাই।

বীর। তাই বুঝি রণকল্যাণী আমার কাছে আসে না, পাছে আমি লজ্জা পাই।

বিষ্ণু। নীরদকেশী বল্যে রণকল্যাণী মনে বড় ব্যথা পেয়েছে; কেবল একা বসে ভাবে, সময়ে নায় না, সময়ে খায় না, রেতে চকের পাতা বুজে না।

বীর। মা আমার বড় যুদ্ধপ্রিয়। আমার কাছে বস্‌লে কেবল যুদ্ধের গল্প হয়। মহাভারত রামায়ণ রণকল্যাণীর মুখস্থ। সে দিন বল্‌ছিল অর্জ্জুনের চাইতে কর্ণের বীরত্ব অধিক, ইন্দ্র আর নারায়ণ সহায়তা না কল্যে অর্জ্জুন কর্ণকে মার্‌তে পার্‌তেন না। লক্ষ্মণ শক্তিশেলে পড়্‌লে রামচন্দ্রের বিলাপ বর্ণনা করে, আর রণকল্যাণীর পদ্মচক্ষে জলের উদয় হয়।

বিষ্ণু। রণকল্যাণীর যুদ্ধ দেখ্‌তে বড় সাধ্‌।

বীর। রণকল্যাণী যখন চার বছরের তখন একদিন আমার কিরীট মাতায় দিয়ে আর আমার তলয়ার দুই হাতে ধরে বলেছিল "বাবা আমি তোমার থম্নে নলাই কলি।"

বিষ্ণু। তুমি কোলে করে আমায় এনে দেখালে।

বীর। কাছাড়ের যুদ্ধ উপস্থিত শুনে রণকল্যাণী বল্যে বাবা আমি যুদ্ধ দেখ্‌তে যাব। সেই জন্যে সপরিবারে কাছাড়ে এলেম। রণকল্যাণী আমার যে আব্‌দার নেয় আমি তাই করি। শ্বেত হস্তীর জন্যে আমায় পাগল করে দিচ্‌লো কত কষ্টে শ্বেত হস্তী জুটয়েছিলেম।

বিষ্ণু। এখন একটি মনের মত পাত্র জুটলে বাঁচি।

বীর। সে ত আর তোমার আমার হাত নয়।

বিষ্ণু। কত পাত্র এল, কত পাত্র গেল।

বীর। অপাত্রে বিবাহ হওয়া অপেক্ষা চিরকুমারী থাকা ভাল। মেয়ের মনোমত পাত্র পেলেই বিয়ে দেব।

বিষ্ণু। সেটা মুখের কথা, কাজের সময় বলে বস্‌বে রাজ-নিয়ম অতিক্রম করে কি কুলাঙ্গার হব।

বীর। কু পিতা হওয়া অপেক্ষা কুলাঙ্গার হওয়া ভাল।

বিষ্ণু। কুলের গৌরবে কত পিতা প্রতিকূল,
না বিচারি বালিকার জীবনের হিত,
অবহেলে ফেলে কন্যা কমল কলিকা,
অবিরত পাপে রত অপাত্র অনলে।
দুহিতা স্নেহের লতা জানে ত জনক,
তবে কেন কুলমান অভিমানবশে
সম্প্রদানে স্বর্ণলতা শমনে অর্পণে ?
সুযতনে তনয়ায় বিদ্যা কর দান,
সদাচারে রত রাখ দেহ ধর্ম্ম জ্ঞান।

রণকল্যাণীর প্রবেশ

রণ। বাবা মন্ত্রী মহাশয় এই লিপিখানি আপনার হাতে দিতে বলেছেন। বোধ হয় মণিপুর-রাজার লিপি।

বীর। (লিপি গ্রহণ) আমি রাজসভায় যাই।

বিষ্ণু। এত ব্যস্তই কি ?

রণ। বাবা পত্রখান পড়ুন না।

বীর। রণকল্যাণীর আব্‌দার শুন।

বিষ্ণু। আমারও শুন্‌তে ইচ্ছা হচ্চে।

বীর। রণকল্যাণী তোর ইচ্ছে কি, "নলাই" না সন্ধি ? (রণকল্যাণী লজ্জাবনতমুখী।) কথা কও না কেন মা ? তুমি যে ছেলেকালে বল্‌তে "বাবা তোমার থম্নে নলাই কলি।"

বিষ্ণু। রণকল্যাণীর কি হয়েছে। ওঁর সঙ্গে এত গল্প করেন, এত রূপকথা বলেন, এখন একটা কথার জবাব দিতে পারেন না।

বীর। রণী যা বল্‌বে তাই কর্‌ব। যুদ্ধ না সন্ধি ?

রণ। সন্ধি।

বীর। তুই ভয় পেইচিস্‌ !

রণ। না বাবা। আমাদের যে পদাতি আছে আমরা মণিপুর্‌ তুলে ব্রহ্মদেশে নে যেতে পারি।

বীর। দেখ্‌লে রণীপাগ্‌লীর কেমন সাহস। তবে যে সন্ধি কর্‌তে বল্‌চিস্‌।

রণ। এই পত্রে হয় ত সন্ধির কথা লেখা আছে।

বীর। তুমি পড় আমরা শুনি।

রণ। (লিপি গ্রহণানন্তর পাঠ।)

পুণ্যপুঞ্জবিভূষিত মহাবলপরাক্রমশালী
রাজশ্রীমহারাজ বীরভূষণ ব্রহ্মদেশাধিপতি
অখণ্ড প্রবল প্রতাপেষু।

ভ্রাতঃ!

আপনার অনুগ্রহলিপি প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই সুখী হইলাম। অস্মদাদির প্রতীতি হইয়াছিল ব্রহ্মরাজধানীর নিয়মানুসারে লিপির দ্বারা লিপির উত্তর দেওয়া অতীব গর্হিত। কিন্তু পরাজয়পরবশ সমাগত ব্রহ্মসেনাপতির অনুকূলতায় অবগত হইলাম সে নিয়ম অভিমানান্ধতার জারজ, প্রকৃত রাজনিয়ম নহে। আপনি সপ্ত দিবসের নিমিত্ত সমর রহিত রাখিবার প্রার্থনা করিয়াছেন। সম্মান সহকারে পরম সুখে ভবদীয় প্রার্থনায় সম্মতি দিলাম। আপনি যদি রাজনীতি প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হয়েন, সপ্ত দিবসের নিমিত্ত কেন চিরকালের জন্য সমরানল নির্ব্বাপিত করিতে আমি প্রস্তুত। সন্ধি সম্পাদন সম্বন্ধে অস্মদের অখণ্ডনীয় প্রস্তাব—কাছাড়সিংহাসনে শ্যালক মহোদয়ের পরিবর্ত্তে শ্রীমান্—শ্রীমান্—

বীর। তার পর।

রণ। বড় জড়ানে লেখা।

বীর। দেখি—(লিপি পাঠ।)

শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশন।
রাজশ্রীগম্ভীর সিংহ।

কখন হবে না। আমার জেদ্ যদি না রইল তাঁরও জেদ্ থাক্‌বে না—"অখণ্ডনীয় প্রস্তাব"।

বিষ্ণু। তবে যে তুমি বল্যে, "শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।"

বীর। শিখণ্ডিবাহন জারজ। কাছাড়ের একজন প্রধান অমাত্য আমায় বলেচে ওর বাপের ঠিক্ নাই।

বিষ্ণু। তুমি ত আর তার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্চ না।

বীর। জারজকে মেয়ে দিতে পারি কিন্তু রাজ্য দিতে পারি না।

বিষ্ণু। এটা জেদের কথা।

বীর। কাছাড়ের প্রজারা আপত্তি কর্‌বে।

[বিষ্ণুপ্রিয়া এবং বীরভূষণের প্রস্থান।

রণ। শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি—"শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহনের অধিবেশন—" আমার কি রাজরাণী হতে বাসনা—তা হলে ত এত দিন হতে পার্‌তেম। আমার ইচ্ছা ধর্ম্মপত্নী হই। "শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন"—বাবা আমার গুণগ্রাহী। মণিপুরের মহারাজ এত বড় লিপি লিখ্‌লেন আর সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের কেউ নয় এ সংবাদটি লিখ্‌তে পার্‌লেন না।

অবলা রমণী অরবিন্দ মনে
কত কীটক ভীষণ, ভীত গণে।
বিপদে ললনা কি উপায় করে,
কুল-পিঞ্জর-কন্দর কেশ ধরে।
অভিলাষ সদা অভিরাম জনে,
পথ সঙ্কুল কণ্টক রীতি গণে।
কুররী নয়নে কত কাঁদি বসে,
নাহি আপনি আপন ভাব বশে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। শিখণ্ডিবাহনের শিবির

শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ

শিখ। ব্রহ্মেশ্বর আমাকে জারজ বলেছেন—ব্রহ্মাধিপতি সেই ইন্দীবরনয়না অরবিন্দমুখী রণকল্যাণীর পিতা—অবধ্য। ব্রহ্মনরপতির প্রতি আমার বিদ্বেষ নাই—আমার কঠিন কৃপাণ কলেবরে সুকোমল কমলরাজি বিকসিত হয়েছে। যুদ্ধে জলাঞ্জলি—জীবনেও বা দিতে হয়। নীলাম্বুজনয়নার অম্বুজমালা আমাকে জীবিত রেখেছে। হে ব্রহ্মেশ্বর! আমার পূজনীয় তরবারি তোমার পাদপদ্মে নিপাতিত কর্‌লাম—কাছাড় রাজ্য তোমাকে দিলাম—পৃথিবী তোমাকে দিলাম—অমরাবতী তোমাকে দিলাম—বিষ্ণুলোক তোমাকে দিলাম—ব্রহ্মলোক তোমাকে দিলাম—তুমি এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত তোমার কল্যাণময়ী রণকল্যাণীর মুখচন্দ্রমা আমাকে দেখিতে দাও। কবি-বিরচিত ইন্দীবরাক্ষী সংসারে বিরাজমানা। ব্রহ্ম-সেনাপতি বল্যেন রাজা, রাজপুত্র, রণকল্যাণীর মনে ধরে নি—রণকল্যাণী অবিবাহিতা।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সমরকেতু এবং সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌমের প্রবেশ

রাজা। শিখণ্ডিবাহন তুমি এমন ম্রিয়মাণ কেন? তোমার বীরত্ব-বিস্ফারিত নয়ন উজ্জ্বলতাহীন—তোমার সুবচনগর্ভ রসনা অবশ—তুমি কি শক্রর কটূক্তিতে সঙ্কুচিত হয়েছ?

শিখ। আজ্ঞে না।

সর্ব্বে। অসম্ভব নয়। শক্রর শস্ত্র অঙ্গ বিক্ষত করে, শক্রর কটূক্তিতে হৃদয় বিকল।

সম। আমরা সন্ধি করিব না—আমরা যুদ্ধ দ্বারা পণ রক্ষা করিব। দুর্ম্মতি ব্রহ্মাধিপতি সম্যক্ পরাজিত হয়েও স্বভাব পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই—এত বড় আস্পর্দ্ধা, মণিপুর-মহারাজের সহকারী সেনাপতি বিজয়মণ্ডিত শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে। সাত দিন পরে সমর আরম্ভ হউক; শিখণ্ডিবাহন যেমন সেনাপতিকে পরাজিত করে শিবিরে এনেচেন আমি তেমনি দাম্ভিক ব্রহ্মভূপতিকে মহারাজের শিবিরে আনয়ন কর্‌ব। আমি পুনর্ব্বার বলিতেছি আমি সন্ধি চাই না যুদ্ধ চাই। ব্রহ্মভূপতি বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে শিখণ্ডিবাহনকে সিংহাসনে সংস্থাপন করিতে স্বীকৃত হন, সন্ধি, নতুবা যুদ্ধ—যুদ্ধ, যুদ্ধ, যুদ্ধ। সমকক্ষ সম্রাটে সম্রাটে সন্ধি হয়, পরাজিত পামরের সঙ্গে সন্ধি শশবিষাণের ন্যায় অসম্ভব। পরাজয়-পরিপীড়িত ভূপতির সন্ধির প্রস্তাব করা নিতান্ত অসংগত—প্রাণ ভিক্ষা প্রার্থনা করাই তার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শশা। আমরা জয়লাভ করিচি, ব্রহ্মসেনাপতি আমাদের শিবিরে আবদ্ধ রয়েছেন, আমাদের উতলা হইবার প্রয়োজন কি। ব্রহ্মেশ্বর একটি কৌশল অবলম্বন করেছেন; তিনি স্বয়ং শিখণ্ডি-বাহনকে জারজ বলেন না, তিনি কাছাড় রাজধানীর কতিপয় অমাত্যের দ্বারা এ আপত্তি উত্থাপন করায়েছেন। মণিপুর-মহারাজের প্রতিজ্ঞা আছে প্রজার অনভিমতে কাছাড়ের রাজা মনোনীত করিবেন না; অতএব অমাত্যগণের আপত্তি খণ্ডনে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। সাত দিন সময় আছে, সেনাপতি সমরকেতু যদি আমায় সাহায্য করেন, শিখণ্ডিবাহন যে জারজ নয় তাহা আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।

সম। দিতে পারি, কিন্তু দেব কেন? শিখণ্ডিবাহন ত ব্রহ্মাধিপতির কন্যার পাণিগ্রহণ কচ্চে না যে কুলজির আবশ্যক। তলয়ারে তলয়ারে মীমাংসা তাতে আবার জন্মবৃত্তান্ত কি?

বাহুবলে রাজ্য গ্রহণ তাতে জারজের কথা আস্‌বে কেন? অমাত্যগণের যদি কোন আপত্তি থাকৃত তা হলে তারা আবেদন-পত্রে ব্যক্ত করৃত। ব্রহ্মেশ্বরের কুপরামর্শে এ আপত্তির সৃষ্টি—খণ্ডন কর্‌তে ইচ্ছা করেন আমার আপত্তি নাই।

রাজা। মন্ত্রীর প্রস্তাবে আমি সম্মত।

সর্ব্বে। শিখণ্ডিবাহন যখন সেনাপতি সমরকেতুর নিকটে শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কর্‌তেন তখন লোকে তাঁর জন্মকথা আন্দোলন করত, এখন শিখণ্ডিবাহনকে সকলে রাজার মত পূজা করে, কার সাধ্য সে কথা মুখে আনে। ব্রহ্মাধিপতির যে কুটিল স্বভাব আমাদের প্রমাণ অগ্রাহ্য কর্‌তে পারেন।

সম। তলয়ারের প্রমাণ গ্রাহ্য কর্‌বেন।

[শিখণ্ডিবাহন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিখ। লোকে বলে ব্রহ্মদেশ হতে সূর্য্যদেব ব্রহ্মমূর্ত্তি ধারণ করে উদয় হন—এ কথা অলীক না হবে, নইলে অমন প্রভাত-সূর্য্যরূপিণী তপতীতুল্যা রণকল্যাণীর আবির্ভাব হল কেমন করে।

পরাণ কাতর, নবীন বাসনা
হৃদয়ে উদয়, অবশ রসনা,
পদ্মের প্রলম্ব দিলে পদ্মাসনা,
কি ভাবি জানিব কেমনে মনে।
প্রেম পরিপূর্ণ পূত পরিণয়,
মেদিনী মণ্ডলে মকরন্দময়,
সম্পাদিত শুভ ক্ষণে যদি হয়,
সুনীল নলিনীনয়না সনে।

মকরকেতন, বক্কেশ্বর এবং বয়স্যচতুষ্টয়ের প্রবেশ

মক। ছল করে জেদ্ বজায় রাখ্‌বেন।

বক্কে। এক একটা ইঁদুর কলে পড়েও কুটুর কুটুর করে চালভাজা খায়। ব্রহ্মনরপতি কলে পড়েছেন তবু ছল ছাড়্‌চেন না।

শিখ। ব্রহ্মভূপতি আমাদের প্রস্তাবে অস্বীকার নন। বোধ হয় সন্ধি হবে।

বক্কে। তা হলে আমার রণসজ্জা ত বৃথা হবে। আমি যে অসিলতা উঠিয়েচি তা এখন ফেলি কোথা ?

মক। কদলীবৃক্ষের বক্ষে।

বক্কে। না—পরশুরামের প্রাণ সংহারের জন্যে শ্রীরামচন্দ্র যে বাণ টেনেছিলেন তা ছাড়্‌লে পরশুরাম পঞ্চত্ব পেতেন। পরশুরাম প্রাণভিক্ষা চাইলেন। রামচন্দ্রের উভয়সঙ্কট, এ দিকে টানা বাণ রাখা যায় না, ও দিকে গোরিব ব্রাহ্মণের প্রাণ নষ্ট। ভেবে চিন্তে পরশুরামের স্বর্গারোহণের পথে বাণটি নিক্ষেপ কল্যেন। আমি সেইরূপ কর্‌ব।

মক। তুমি কোথায় ফেল্‌বে।

বক্কে। মকরকেতনের শৈবলিনীরূপ স্বর্গারোহণের পথে।

মক। দাদা শৈবলিনীর সংবাদ শুনেছ।

শিখ। স্বৈরিণীর সংবাদে আমি কাণ দিই না।

মক। শৈবলিনী আমায় পরিত্যাগ করেছে।

বক্কে। বিচ্ছেদ বাঘের হাতে
প্রাণ বাঁচানো ভার,
খাঁচা খুলে কাদা-খোঁচা
পাল্‌য়েছে আমার।

মক। দাদা এই লিপিখানি পড়, শৈবলিনীর কি উদার মন জান্‌তে পার্‌বে।

শিখ। আমি তার হাতের লেখা পড়্‌তে পারি না।

মক। আমি পড়ি। (লিপি পাঠ)

প্রাণেশ্বর !

তোমাকে প্রাণেশ্বর বলিতে আর আমার অধিকার নাই, তবে অভ্যাস নিবন্ধন বলিতেছি। সহৃদয় মহদাশয় শিখণ্ডিবাহন তোমাকে যে ভৎ´সনা করেছেন তাহাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আমি তোমার প্রতি অহিতাচরণ করিতেছি। সুশীলা তোমার সহধর্ম্মিণী ; সুশীলা তোমার স্নেহময় তনয়ের গর্ভধারিণী ; তুমি সুশীলার হৃদয়-মৃণালের পবিত্র পদ্ম, সে পদ্মে বিমোহিত হওয়া আমার স্বার্থপরতার পরাকাষ্ঠা।

ধর্ম্মশীলা সরল-স্বভাবা সুশীলার হৃদয়-মৃণাল ভঙ্গ করিয়া পবিত্র পদ্ম গ্রাস করিতে বারবিলাসিনীর মনেও করুণ রসের সঞ্চার হয়—আমি লোকাচারে বারবিলাসিনী বস্তুতঃ বার-বিলাসিনী নই। আমি স্পষ্টাক্ষরে ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া বলিতেছি আমি তোমাকে বিবাহিত পতি বলিয়া জানিতাম। আমি যে বারবিলাসিনী নই এ কথা আর কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেনই বা করিবে, কিন্তু তুমি বিশ্বাস করিবে।

একশত বার, যাবজ্জীবন। (লিপি পাঠ) আমি সুশীলার সরল মনে ব্যথা দিয়া মহাপাপ করিয়াছি। সেই পাপের পাবন-স্বরূপ আপনার নির্ব্বাসন বিধান করিলাম। চতুর শিখণ্ডিবাহন পরিচারিকার মুখে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমাকে এক তোড়া স্বর্ণমুদ্রা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তোড়াটি পেটিকায় রহিল, তাঁহাকে প্রতিঅর্পণ করিয়া বলিবে, বারবিলাসিনী, নীচ-কুলোদ্ভবা শৈবলিনী, যদি হৃদয়-পেটিকার রত্নরাশি পরিত্যাগ করিয়া জীবিতা থাকে, সামান্য স্বর্ণাভাবে তার ক্লেশ হইবে না। আমি ভিখারিণীর বেশে প্রস্থান করিলাম। ইতি।

তোমার সংজ্ঞাশূন্য শৈবলিনী।

শিখ। এমন চমৎকার লিপি আমি কখন দেখি নি। শৈবলিনীর অতিশয় উচ্চ মন। আমি যদি আগে জান্‌তেম তোমার সঙ্গে এক দিন তার নিকটে যেতেম।

মক। তুমি তার নাম কল্যে বেশ্যা বলে উড়্‌য়ে দিতে তাঁা তার কাছে যাবে কেমন করে। এখন সে তপস্বিনী হয়ে বের্‌য়ে গেল, এখন তোমার ইচ্চে হচ্চে তার সঙ্গে বাক্যালাপ কর।

বক্কে। আম্ শুকুয়ে আম্‌সি, জল শুকুয়ে পাঁক্,
বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী, আগুন মরে থাক্।

মক। দেখ দেখি দাদা, বক্কেশ্বর করুণ রসের সঙ্গে কৌতুক রস মিশ্রিত করে।

বক্কে। আনারসে লবণকণা,
খেয়ে তৃপ্ত ভক্ত জনা।

প্রথ, বয়। তুমি যে এমন লিপি পেয়ে জীবিত আছ এই আশ্চর্য্য।

মক। আমার ত আর সে ভাব নাই। সে দিন মঙ্গলঘটের সম্মুখে লক্ষ্মী জনার্দ্দনকে সাক্ষী করে সুশীলা আমার গলায় মালা দিয়েছে, সেই অবধি আমি সুশীলার একায়ত্ত।

শিখ। (দীর্ঘনিশ্বাস) অমন করে মালা দিলে কে না বশীভূত হয়। সে কি পদ্মের মালা?

মক। পদ্মের মালা।

শিখ। জগৎ সংসারে রমণীরত্ন সার রত্ন। রমণী না থাক্‌লে পৃথিবী অন্ধকারময় হত। রমণী জীবন ধারণের মূল।

মক। কি দাদা প্রণয়ের পদ্মকলিটি ফুট্‌লো নাকি? তোমার মুখে স্ত্রীলোকের এমন প্রশংসা কখন ত শুনি নি। সে দিন তুমি ব্রহ্মরাজার অন্দর মধ্যে প্রবেশ করেছিলে, বোধ হয় স্বজাতি সূর্য্য প্রভা পেয়ে থাক্‌বে।

শিখ। আমি শৈবলিনীর মনের উচ্চতা অনুধাবন কর্‌চি।

মক। শৈবলিনী সুশীলার হিতের জন্য সর্ব্বত্যাগী। আমি কি সাধে তার প্রণয়-পিঞ্জরে বদ্ধ ছিলেম। শৈবলিনীর বর্ণ-বিন্যাসটা দেখ্‌লেন ত। পত্রখান আর একবার পড়্‌ব।

বক্কে। আর পড়্‌তে হবে না, খেউ কল্যেই শিকারী কুকুর বলে বুঝা যায়। পণ্ডিত রেখে লেখা পড়া শেখালে বক্কেশ্বরও বিদ্যাবাগীশ হতে পারেন।

মক। দাদা স্বাক্ষরটা দেখেছেন "তোমার সংজ্ঞাশূন্য শৈবলিনী"।

বক্কে। তোমার ডঙ্কা মারা কলঙ্কিনী।

শিখ। প্রমদা স্বভাবতঃ প্রেমদা, বারাঙ্গনা হলেও মধুরতা-শূন্য হয় না।

মক। বক্কেশ্বর তোমার সাধু শিখণ্ডিবাহনের ব্যাখ্যা শুন।

বক্কে। সুশীলা রাণীর জয়। সুশীলার কাছে শৈবলিনীবধ কাব্য পাঠ করব আর ডোল পূরে চন্দ্রপুলি খাব।

মক। শৈবলিনী কি তোমায় খেতে দিত না ?

বক্কে। দিত কিন্তু ঔষধ গেলার মত খেতেম। শৈবলিনীর সন্দেশ খাওয়া উচিত নয়।

দ্বি, বয়। তবে খেতে কেন ?

বক্কে। ক্ষিদে পেত বলে।

সঙ্গদোষে ভাই,
বেশ্যাবাড়ী খাই,

গোটু মজ্‌লে জিজির মজে সন্দেহ তার নাই।

মক। বক্কেশ্বর বড় জ্বালাচ্চ, মৃগয়ায় নিয়ে গিয়ে এর শোধ দেব।

বকে। হদ্দ গয়া হবে আর কি?

মক। দাদা তুমিই আমার চরিত্র সংশোধনের মূল, তুমি যদি আমায় ভাল না বাস্‌তে তা হলে আমি ছার্‌খারে যেতেম।

[শিখণ্ডিবাহন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

শিখ। মকরকেতনের কাছে ধরা পড়েছিলাম আর কি—মকরকেতনের যেমন মিষ্ট স্বভাব তেম্‌নি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি—ওর কাছে আমার মনের ভাব ব্যক্ত করা উচিত, ওর মত বিশ্বাসী বন্ধু আমার আর কে আছে। সুশীলার সুখের সীমা নাই—পদ্মের মালা বড় পয়মন্ত—পদ্মের মালা ছড়াটি একবার গলায় দিই। (গলদেশে পদ্মের মালা প্রদান।)

একজন পদাতিকের প্রবেশ

পদা। এক মাগী বৈষ্ণবী আপনার কাছে আস্‌তে চায়।

শিখ। তোমরা কি যুদ্ধশিবিরের রীতি জান না, যে সে আস্‌তে চাইবে আর আমায় এসে সংবাদ দেবে? তোমরা তাকে অম্‌নি অম্‌নি বিদায় করে দিতে পার নি। ভিক্ষা চায় ভিক্ষা দিয়া বিদায় করে দাও।

পদা। আমরা তাকে অম্‌নি অম্‌নি বিদায় করে দিতেম, কিন্তু সে আপনার পাগ্‌ড়ি এনেচে।

শিখ। আমার পাগ্‌ড়ি? আমার পাগ্‌ড়ি?

পদা। আজ্ঞা হাঁ।

শিখ। আস্‌তে দাও, একাকিনী আস্‌তে দাও।

[পদাতিকের প্রস্থান।

তবে রণকল্যাণী পাগ্‌ড়ি তুলে লন্ নি। আমি ভেবেছিলেম মালা দান সুলক্ষণ, পাগ্‌ড়ি তুলে লওয়া তার পোষকতা।

সুরবালার বৈষ্ণবীর বেশে প্রবেশ

সুর। গোপীজনমনোরঞ্জন, বৃষভানুদুলারীকালেনয়নাঞ্জন, ত্রিভুবন-ভব-ভয়ভঞ্জন, বৃন্দাবন স্বামী, তোঁহারি মঙ্গল করে। দরিদ্র বৈষ্ণবী ভূখী হোঁ। হে গুণধাম মোরি মুখ্ পর্ আপ্‌কা নেহারিয়ে? দর্পণ নহি, এহ্ নেত্র হায়্, নাক্ হায়্ কাণ্ হায়্, ওষ্ঠ হায়্, দন্ত হায়।

শিখ। তুমি কে?

সুর। ব্রজবালা।

শিখ। কুলবালা।

সুর। (গলদেশ অবলোকন করিয়া) কুলবালার কমল মালা।

শিখ। সুরবালা।

সুর। সোনার বালা।

শিখ। কার হাতের?

সুর। আজো কারো হাতে পড়ে নি।

শিখ। তোমার বেশে বেশ ঢাকে নি তোমার অধর-কোণে হাসি রাশ বেঁধে রয়েছে। আর বঞ্চনা কর কেন আমায় পরিচয় দাও।

সুর। আমি ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবী, ভেকের জন্যে ভেসে বেড়াচ্চি!

শিখ। ভেক্ কেন নাও না?

সুর। মানুষ কই?

শিখ। মোট্ বইবের মানুষ জোটে আর তোমার ভেকের মানুষ জোটে না?

সুর। বাঁশবাগানে ডোম্ কাণা,
দেখি সব শালারা গুণ্‌টানা,

আছে একটি নিধি মনের মত,
তার গুণের কথা কইব কত,
সে রণ করে রমণী মারে,
পালায় লয়ে পদ্ম হারে।

শিখ। আমি কি এক শালা ?

সুর। তা নইলে সিংহাসনে উঠ্‌তে চাও।

শিখ। আমার সহোদরা নাই।

সুর। শূরতা আছে।

শিখ। তুমি কি পাগ্‌ড়ি দিতে এসেচ ?

সুর। পাগ্‌ড়িও দেব পাগ্‌ড়ির বায়নাও দেব।

শিখ। কাকে ?

সুর। উষ্ণীষরচয়িত্রী শিল্পকারবালা সুশীলাকে।

শিখ। সুশীলা সেনাপতি সমরকেতুর সরলস্বভাবা দুহিতা, যুবরাজ মকরকেতনের সহধর্ম্মিণী, আমার ধর্ম্মভগিনী।

সুর। চিরজীবিনী হন্‌।

শিখ। তুমি সুশীলার প্রতি যে বড় সদয়।

সুর। সুশীলা মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জানেন।

শিখ। বোধগম্য হল না।

সুর। সুশীলার নামটি শিলাখণ্ডবৎ প্রচণ্ডবেগে এক কুমারীর মস্তকে পতিত হয়েছিল। তিনি সেই অবধি মূর্চ্ছিতাবস্থায় আছেন। সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের ভগিনী শুন্‌লে পুনর্জীবিতা হবেন।

শিখ। নামে এমন ভয় ?

সুর। শিখণ্ডিবাহনের শিরোভূষণে লেখা বলে।

শিখ। তাতে হল কি ?

সুর। তাতে হল সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের মাগ্‌।

শিখ। শিখণ্ডিবাহনের গুরুকন্যা, ধর্ম্মভগিনী।

সুর। তা আমরা জান্‌ব কেমন করে? আমাদের দেশে মাগ্‌ মাতায় করা রীতি আছে, ভগিনী মাতায় করা রীতি নাই।

শিখ। ব্রহ্মসেনাপতি আমায় বল্যেন রাজকন্যা রণকল্যাণীর সহচরী সুরবালা যেমন মিষ্টভাষিণী তেমনি বিদ্যাবতী। তার প্রমাণ পেলেম।

সুর। আমায় আপনি জোর করে স্বর্গে তুল্‌চেন। আমি স্বর্গমহিলা নই।

শিখ। তুমি স্বর্গের সেতু।

সুর। তা হলে সকলেরই হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গ হবে।

শিখ। কেন?

সুর। আমি ফুলের ভরটি সইতে পারি না।

শিখ। তবে আমায় ফুলের মালা দেওয়া হল কেন?

সুর। সুপাত্র ভেবে।

শিখ। কমলমালা কখন পারিজাতমালা, কখন কাল ভুজঙ্গিনী।

সুর। পারিজাতমালা কখন্?

শিখ। যখন ভাবি মালাদান পরিণয়ের চিহ্ন।

সুর। কালভুজঙ্গিনী কখন্?

শিখ। যখন ভাবি আমার রাজবংশে জন্ম নয়।

সুর। রাজবংশে জন্ম হলে রাজবংশী হয়। অনেক রাজবংশী নিরাশ সাগরে নৌকার দাঁড়ি হয়েছেন। রাজবংশস্রষ্টার করে প্রাণ সমর্পণ।

শিখ। সুরবালা! তুমিও মৃতসঞ্জীবন মন্ত্র জান।

সুর। শুভকার্য্য প্রায় সম্পাদন। বিশ্বেশ্বর পাত্ পেতে বসে, অন্নপূর্ণা অন্ন হস্তে দণ্ডায়মানা, বাকি ভোজন।

শিখ। তুমি তার মূল।

সুর। আমি ঘট্‌কী। এখন একটা দর দিলে প্রস্থান করি।

শিখ। 'আমি কেন দর দেব?

সুর। যেমন কাল পড়েছে; পূর্ব্বকালে পরিণয়ের হাটে কন্যা বিক্রয় হত, এখন ছেলে বিক্রয় হয়। এখন মেয়ের ত বিয়ে নয় সত্যভামার ব্রত করা, বরের ওজনে স্বর্ণদান, ষোল টাকার দর পাকা সোনা, কষে লব।

শিখ। তুমি আমায় বিনা মূল্যে কিনে লও।

সুর। তা হলে ক্রিয়া শুদ্ধ হবে না। কিছু মূল্য দিই।

শিখ। কি?

সুর। পাগল করা পাগ্‌ড়িটি। (উষ্ণীষ প্রদান)

শিখ। আমি যুদ্ধে জলাঞ্জলি দিইচি।

সুর। তবে এখন কচ্চেন কি?

শিখ। বিরস বদনে,
সজল নয়নে,
বসিয়ে বিজনে,
নিরখি মনে।
সে বিধু বদন,
সে নীল নয়ন,
সে মালা অর্পণ,
আনন্দ সনে।

সুর। করিলাম পণ,
পাবে দরশন,
হইবে মিলন,
বিবাহ পাশে।
পাগল হৃদয়
যার জন্যে হয়

সে হলে সদয়
অমনি আসে।

শিখ। সুরবালা! এই পুস্তকখানি নিয়ে যাও। (পুস্তক দান)

সুর। রণকল্যাণী “জয়দে” প্রিয়া স্বপ্নে জান্‌লেন না কি?

শিখ। সেনাপতি বলেছেন।

সুর। বৈষ্ণবী তবে ভিক্ষায় গমন করুক।

শিখ। কবে আস্‌বে?

সুর। আপনি এখন খুব পাগল হন নি তাই “কবে” বল্‌চেন, পাগল হলে বল্‌তেন কখন আস্‌বে।

শিখ। আজ কি আস্‌তে পার্‌বে?

সুর। বলুন না কেন আজ যাব।

শিখ। তা কি ঘট্‌তে পারে?

সুর। সুরবালা না পারে কি?

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। রাজধানীর অন্দরের কুসুম-কানন

রণকল্যাণীর প্রবেশ

রণ। যার মন উচাটন তার কুসুম-কাননে কর্‌বে কি। কেনই বা মন উচাটন হয়—এক হাতে ত তালি বাজে না। এক হাতে তালি বাজে না বলেই ত মন উচাটন হয়। শিখণ্ডিবাহনকে দেখ্‌বের আগে আমি যে রণকল্যাণী ছিলাম, সে রণকল্যাণী আর হতে পাব না। হয় ত ভাল হব। জীবনটা একটানা স্রোতের তরণীর মত এক রকম চলে যাচ্চিল বেশ। বড় ধাক্কা লাগ্‌ল—

চড়ায় ঠেকেচে, গতিশক্তি হীন। আর কি নৌকা চল্‌বে? কেন মালা দিলেম? কি বীরত্ব, কি মহত্ত্ব, কি সহৃদয়তা, কি অশ্বসঞ্চালন। শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডি-বাহন। আমি কি মালা দিলেম? মালা নিয়ে মন উড়ে গেল। না ঘটে নাই ঘট্‌বে, আর ভাব্‌তে পারি নে। চিরকুমারী হয়ে থাক্‌ব। কিন্তু সে রণকল্যাণী আর হতে পাব না। না ঘট্‌বেই বা কেন? অমন ব্যস্ত তবু স্থিরনেত্রে আমায় নিরীক্ষণ কল্যেন। অমন ব্যস্ত তবু আমার সমক্ষে কমলমালা গলায় দিলেন। সুশীলা শিল্পকারের মেয়ে। সুরবালা শীঘ্র আস্‌বে বলে গেল এখন এল না। সে যত শীঘ্র পারে আস্‌চে আমার বিলম্ব বোধ হচ্চে। প্রেমপিপাসায় দণ্ডে দিন।

গীত।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালী।

কি হেরিলাম আহা মরি
কিবা রূপের মাধুরি,
আসিতে না পারি ফিরে এলেম ধীরে ধীরে।
দেখিতে রূপ প্রাণ ভরে,
পারি নাহি লাজভরে,
যদি বিধি দয়া করে,
পুনরায় দেখায় তারে,
লাজের মুখে ছাই দিয়ে
চাইব ফিরে ফিরে।

সুরবালার প্রবেশ

সুর। বৃন্দাবন স্বামী তোঁহারি মঙ্গল করে, দরিদ্র বৈষ্ণবী ভুখী হোঁ।

রণ। বৈষ্ণবীর বেশে এলে, মেয়েরা দেখ্‌লে বল্‌বে কি।

সুর। বল্‌বে সুরবালা ভেক্‌ নিয়েচে।

রণ। সমাচার কি ?

সুর। সুরবালা গর্ভবতী।

রণ। তোমার পোড়ার মুখ।

সুর। এত সমাচার এনিচি, আমার পেটে ধচ্চে না।

রণ। বোধ হয় যমক হবে।

সুর। না, অনুপ্রাস।

রণ। সুশীলা কে ?

সুর। সুশীলা শ্রীমান্‌ শিখণ্ডিবাহনের বনবিহঙ্গবাদিনী, বিজলিবরণা, বিমলেন্দুবদনা, বিলম্বিতবেণীবিভূষিতা, বিবাহিতা বনিতা।

রণ। অনুপ্রাসের জন্ম হল যে।

সুর। কিন্তু জারজ নয়।

রণ। জারজ না হলে তোমায় জীবিতা পেতাম না।

সুর। প্রসূতির কথায় তোমার বিশ্বাস হয় না ?

রণ। তোমার আনন্দমাখা নয়ন বল্‌চে জারজ, তোমার হাসিবিকসিত অধর বল্‌চে জারজ, তোমার জারজ বল্‌চে জারজ।

সুর। এটা তোমার গরজ।

রণ। এখন বল সুশীলা কে ?

সুর। সুশীলা শিখণ্ডিবাহনের অভিসারিকা।

রণ। তোমার মরণ। তা আমি দেখ্‌লেও বিশ্বাস করিতে পারি না ; শিখণ্ডিবাহন সংসারকাননে পুণ্যতরু।

সুর। রণকল্যাণী মুক্তিলতা।

রণ। সুরবালার মাতা।

সুর। অভিসারিকায় তোমার মন যায় না ?

রণ। রঙ্গে ইতি কর।

সুর। তবে সত্য ইতিহাস বলি।

রণ। আদ্যোপান্ত।

সুর। শিখণ্ডিবাহন ভাই বড় চতুর। আমি এত গোপী-জনমনোরঞ্জন বল্যেম, এত বৃন্দাবনস্বামী তোঁহারি মঙ্গল করে বল্যেম, কিছুতেই ভুল্যে না, আমায় খপ্ করে ধরে ফেল্যে।

রণ। তুমি অমনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লে?

সুর। আমি কি ঘট্‌কালি কর্‌তে গিয়ে বিয়ে কল্যেম না কি?

রণ। তার পর।

সুর। বল্যে তুমি সুরবালা।

রণ। মাইরি?

সুর। সেনাপতির কাছে বসে বসে আমাদের সব খবর নিয়েছেন।

রণ। তবে তিনিও উচাটন।

সুর। তাঁর হার জিত দুই হয়েছে।

রণ। হার্‌লেন কিসে?

সুর। রণকল্যাণীর নয়ন-বাণে।

রণ। সুশীলা কে?

সুর। শিখণ্ডিবাহনের বন্।

রণ। তোমার মুখে ফুল চন্দন।

সুর। সহোদরা নয়।

রণ। তবে কি?

সুর। সুশীলা সেনাপতি সমরকেতুর মেয়ে, যুবরাজ মকর-কেতনের স্ত্রী, শিখণ্ডিবাহনের গুরুকন্যা, ধর্ম্মভগিনী।

রণ। বল্যেন কি?

স্থর। বল্যেন রণে জলাঞ্জলি দিয়ে কেবল মনের নয়নে রণকল্যাণীর মুখাবলোকন কর্‌চি।

রণ। রণকল্যাণী ভাগ্যবতী।

স্থর। রণকল্যাণীর কমলমালা অবিরল গলদেশে দিয়া আছেন।

রণ। রণকল্যাণীর জীবন সফল।

স্থর। বল্যেন রাজবংশে জন্ম নয় বলে আশঙ্কা হয়।

রণ। রাজবংশের সৃষ্টিকর্ত্তার মুখে এ কথা ভাল শুনায় না।

স্থর। রণকল্যাণীর সম্প্রীতি জন্যে একখানি পুস্তক দিয়েছেন। (পুস্তক দান)

রণ। জয়দেব। এ সেনাপতি বলে দিয়েছেন, তিনি আমায় পদ্মাবতী বলে উপহাস কর্‌তেন। এমন সুন্দর লেখা ত ভাই কখন দেখি নি, যেন নবদূর্ব্বাদলশ্যামাবলি—

ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয় সমীরে
মধুকর নিকর করম্বিত কোকিল কূজিত কুঞ্জ কুটীরে।

স্থর। শিখণ্ডিবাহনের স্বহস্তে লেখা।

রণ। (পুস্তক বক্ষে ধারণ) সুরবালা আমার সুখের সীমা নাই—সুরবালা আমার জীবনতরণী এত দিন পরে প্রেম-সাগরে ভাস্‌ল—

স্থর। তোমার চক্ষে জল কেন ভাই—আর ত কাঁদ্‌বের কারণ নাই। (আলিঙ্গন)

রণ। সুরবালা তুমি আমার সহোদরা, তুমি আমায় বড় স্নেহ কর। আমার প্রাণ শুকুয়ে গ্যাছ্‌ল—তুমি আমার মৃত মুখে অমৃত দান কর্‌লে—আমি আনন্দে কাঁদি—

প্রাণ যারে চায়,
প্রেম পিপাসায়,

সে যদি আমায়,
আপনি চায়।
অখিল সংসার
সুখের ভাণ্ডার,
প্রেম পারাবার
ভাসিয়ে যায়।

সুর। মণিপুর-শিবিরে রাসলীলার বড় ধুম।

রণ। রণজয়ের চিহ্ন।

সুর। রাজা অনুমতি দিয়েছেন, সাত দিন যুদ্ধ বন্ধ রইল, সকলে আনন্দ করে বেড়াও।

রণ। রাসমঞ্চ হবে কোথায়?

সুর। রাজার পটমণ্ডপের সম্মুখে। কি সুন্দর রাসমণ্ডপ প্রস্তুত করেছে যেন একটি রাজছত্র। চন্দ্রাতপটি সুগোল, লাল বর্ণ, তার ঝালরে তবকে তবকে পদ্মমালা। খুঁটিগুলি কাঠের কি বাঁশের তা বল্‌তে পারি না। খুঁটির গায় পদ্মের মালা এমন ঘন করে জড়ুয়ে দিয়েছে খুঁটির গা দেখা যাচ্চে না। রাসমণ্ডপের মধ্যস্থলে পদ্মের সিংহাসন। পদাতিক প্রহরী রয়েছে নইলে একবার রাধিকা হয়ে বসে আস্‌তেম।

রণ। কৃষ্ণ সাজ্‌বে কে?

সুর। রাজবাড়ীর রাসলীলায় যুবরাজ মকরকেতন কৃষ্ণ সাজ্‌তেন, তাঁর বিয়ে হয়েছে, এখন শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজেন।

রণ। রাধিকা?

সুর। রাজবালা।

রণ। রাজবালা কে?

সুর। নাগেশ্বরের রাজকন্যা, মণিপুর-রাজার ভাগিনী, রণকল্যাণীর সতীন।

রণ। সুরবালার শালী।

সুর। রাজবালা রাধিকা সাজ্‌তে রাজি নয়—

রণ। কেন ?

সুর। শিখণ্ডিবাহন কৃষ্ণ সাজ্‌বেন বলে।

রণ। শিখণ্ডিবাহনের উপর যে অভিমান ?

সুর। শিখণ্ডিবাহন যা কর্‌তে নাই তাই করেছেন।

রণ। কি ?

সুর। যাচা কন্যা কাচা কাপড় পরিত্যাগ।

রণ। তা হলে সুশীলা রাধিকা হবে।

সুর। তুমি স্বপ্ন দেখ্‌ছ না কি ? সুশীলার যে বিয়ে হয়েছে, বিয়ের পর মেয়েরা ত রাসলীলায় সাজে না।

রণ। তবে তুমি রাধিকা সাজ।

সুর। সাজ্‌বে কেন ? যার শ্যাম সেই রাধা হবে।

রণ। সুরবালা শিখণ্ডিবাহনকে না দেখ্‌লে আমি ত আর বাঁচি নে। চল না কেন আমরা রাসলীলা দেখ্‌তে যাই।

সুর। এখন ত সন্ধি হয় নি।

রণ। আমরা পুরুষ সেজে যাব।

সুর। দুটি কম্‌লে বাচুর চাই।

রণ। তোমার কম্‌লে বাচুরে হবে না, তোমার জন্যে একটি ষাঁড় চাই।

সুর। তোমার জন্যে একটি হাতী চাই।

রণ। নিশ্চয় যাব।

সুর। ধাত্রী যদি অনুকূল হন আমি আর একটি সংবাদ প্রসব করি।

রণ। তুমি সাত ব্যাটার মা হও।

সুর। তা হলে কি শরীরে কিছু থাক্‌বে ?

রণ। চিরযৌবনার ভয় কি?

সুর। মহিলাশিবিরে গিয়েছিলেম। বেছে বেছে একটা বুড়ী দাসীকে বশীভূত কর্‌লেম। আমি বল্যেম এ মায়ি বৃন্দাবন-স্বামী তোঁহারি মঙ্গল করে। সে বল্যে "বৈষ্ণবঠাকুরাণি নমস্কার আমার বয়ের ছেলে হয় না কেন?" আমি বল্যেম তুই আঁতুড় বাঁধ্‌, আমি তোর বয়ের ছেলে করে দিচ্চি। ঝুলি হতে এক-খানি ভাঙ্গা হলুদ বার্‌ করে বল্যেম, যশোময়ী মা যশোদা এই হরিদ্রা অঙ্গে লেপন করে পঞ্চামৃত ভক্ষণ করেছিলেন, এই হরিদ্রা বেটে তোর বয়ের পেটে মাখ্যে দে, হরিদ্রা শুষ্ক না হতে হতে উদর স্ফীত হবে। মাগী হরিদ্রাখানি আঁচলে বেঁধে ভ্যানর্‌ ভ্যানর্‌ করে পর্‌চে পাড়্‌তে লাগ্‌ল।

রণ। হরিদ্রা পেলে কোথা?

সুর। যাবার সময় হরিদ্রা, কেলেধান, আতপচাল, গেঁটে কড়ি, কুমিরের দাঁত সংগ্রহ করে গ্যাছ্‌লেম।

রণ। তুমি এখন ভ্যানর্‌ ভ্যানর্‌ করে পর্‌চে পাড়। .

সুর। মণিপুর-রাজার দুই রাণী ছিল। বড় রাণী মরে গিয়েছেন, ছোট রাণী বেঁচে আছেন। বড় রাণীর একটি ছেলে হয়। ছেলে ত নয় যেন চাঁপা ফুলের কলিটি; কপালে রাজদণ্ড। রাজপুরী আনন্দে উথ্‌লে উঠ্‌ল, রাজা স্বয়ং সূতিকাগারে এসে সুবর্ণকৌটার সহিত গজমতির মালা দিলেন। ছোট রাণী হিংসায় কাঁকুড় ফাটা। ধনমণি ধাত্রীর সহযোগে সোনার কটো শুদ্ধ মতির মালা আর বড় রাণীর হৃদয়-কটোর মতিটি নদীর জলে নিক্ষেপ কল্যেন। শোকে সূতিকাগারে বড় রাণীর প্রাণত্যাগ হল।

রণ। সপত্নীর দ্বেষ কি ভয়ঙ্কর!

সুর। কেউ কেউ বলে শিখণ্ডিবাহন বড় রাণীর সেই সোনার চাঁদ।

রণ। তা হলে কি এত দিন অপ্রকাশ থাকে।

সুর। ছোট রাণীর ভয়ে কেউ কি এ কথা মুখে আন্‌তে পারে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। শিখণ্ডিবাহনের পটমণ্ডপের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ

রাজা, শশাঙ্কশেখর এবং সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌমের প্রবেশ

শশা। শিখণ্ডিবাহন যে তাঁর গর্ভজাত নয় তা তিনি স্বীকার করেছেন।

রাজা। ত্রিপুরাঠাকুরাণী আমার সমক্ষে আস্‌তে অসম্মতা কেন?

শশা। তিনি শিখণ্ডিবাহনকে কোথায় কি প্রকারে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তা আমাদের কাছে বল্‌তে অস্বীকার, কিন্তু মহারাজ জিজ্ঞাসা কল্যে অস্বীকার কর্‌তে পার্‌বেন না বলে মহারাজের সম্মুখে আস্‌তে অস্বীকার।

সর্ব্বে। ত্রিপুরাঠাকুরাণী সেনাপতি সমরকেতুকে বড় ভক্তি করেন, তাঁর কাছে কোন কথা গোপন কর্‌বেন না।

শশা। ত্রিপুরাঠাকুরাণী ভুবনপাহাড়ে শৈলেশ্বর দর্শন কর্‌তে গিয়েছেন সেনাপতি স্বয়ং তাঁকে আন্‌তে গিয়েছেন।

রাজা। বোধ করি তাঁরা কাল আস্‌তে পারেন।

পারিষদচতুষ্টয়ের প্রবেশ

প্র, পারি। শিখণ্ডিবাহন আর মকরকেতন বড় কৌতুক করেছেন। মৃগয়ায় বক্কেশ্বরকে ঘোড়া চড়্‌য়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।

রাজা। পড়ে গেছে না কি?

প্র, পারি। আজ্ঞা না।

রাজা। তবে ভাল। বক্কেশ্বর পাগল হক্ যা হক্ ওর মনটি বড় ভাল।

দ্বি, পারি। বক্কেশ্বরের অজ্ঞাতসারে এঁরা পঞ্চাশ জন মণিপুরের অশ্বসৈনিককে ব্রহ্মদেশের অশ্বসৈনিক সাজ্যে বলে দিলেন, তাঁরা যখন মৃগয়ায় রত থাক্বেন সৈনিকেরা তাঁহাদের আক্রমণ করিবে। শিখণ্ডিবাহন এবং মকরকেতন বেগে অশ্ব-সঞ্চালন করে পাল্যে আস্বেন, বক্কেশ্বরের চক্ষু বন্ধন করে ব্রহ্মশিবিরের নাম করে মণিপুরশিবিরে ধরে আন্বে।

শশা। বক্কেশ্বর ত ঘোড়া চড়ে না।

প্র, পারি। সে কি ঘোড়া চড়্তে চায়, মকরকেতন অনেক যত্নে ঘোড়ার পিটে একটি গোজ্ বস্যে দিলেন তবে সে ঘোড়ায় উঠ্ল।

রাজা। বক্কেশ্বর যে ভীরু তার যদি প্রতীতি হয় যে তাকে ব্রহ্মশিবিরে ধরে এনেচে সে ভয়েতেই মরে যাবে।

মকরকেতন, শিখণ্ডিবাহন এবং বয়স্যপক্ষের প্রবেশ

মক। বক্কেশ্বরকে যখন সৈনিকেরা বেষ্টন করে চক্ষু বাঁধিতে লাগ্ল বক্কেশ্বরের যে কান্না, বল্যে "ও শিখণ্ডিবাহন! এই তোমার বীরত্ব! পাগলটাকে শত্রুহস্তে ফেলে পালালে।"

শিখ। সৈনিকদের বল্যে "বাবাসকল! আমায় ছেড়ে দাও আমি যোদ্ধা নই, আমি পাচক ব্রাহ্মণ। বাবাসকল তোমাদের মহারাজ সাত দিন যুদ্ধ বন্ধ রেখেছেন তাই আমি এত দূর এইচি, নইলে মহিলাশিবিরের সীমা অতিক্রম করতেম না।"

কমলে কামিনী নাটক

পদাতিকগণে বেষ্টিত অশ্বারোহণে বক্কেশ্বরের প্রবেশ

বক্কে। বাবাসকল আমার ভাষা তোমরা না বুঝতে পার, আমার চক্ষের জলে ত বুঝ্‌তে পাচ্চ আমি তোমাদের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাচ্চি।

প্র, পদা। রেরাণ্ডি বয়রাণ্ডি দেক্‌লাছুলা থেইলু, মেইটা মিটি মহিটা কের্‌কা কেল্টা ফাং ফুই, তেম্পুবাণ্ডি পেম্পেরালে পিণ্ডিলু।

বক্কে। আমি কেবল তোমাদের পিণ্ডি বুঝ্‌তে পাল্যেম। তোমাদের শিবিরে কি দোভাষী নাই।

প্র, পারি। এ বর্ব্বর কে?

বক্কে। আহা! মাতৃভাষার বর্ব্বরটিও মধুর। বাবা আমি কোথায় এলেম?

প্র, পারি। মহারাজ রাজাধিরাজ ব্রহ্মমহীপতির শিবিরে।

বক্কে। মহারাজ কোথায়?

প্র, পারি। তোমার সমক্ষে। যোড় করে প্রণাম কর।

বক্কে। আমি মস্তক নত করে প্রণাম করি। (মস্তক নত করিয়া প্রণাম।)

প্র, পারি। তুই ব্যাটা ভারি পাষণ্ড, মহারাজের নিকটে যোড় কর কর্‌তে পার না?

বক্কে। যোড় কর কেন আমি যোড় পায় লাফ দিতে পারি। আমি দুই হাতে গোঁজ ধরে রইচি আমার যোড় কর কর্‌বের কি যো আছে?

প্র, পারি। ঘোড়ার পাছায় খুব জোরে চাবুক মার ত, ঘোড়াটা ছুটে যাক্।

বক্কে। (চীৎকার শব্দে) বাবা পড়ে মর্‌ব, বাবা হাড় ভেঙ্গে যাবে, বাবা আমার পল্‌কা হাড়। (প্রগাঢ়রূপে গোঁজালিঙ্গন।)

প্র, পারি। মার না এক চাবুক। (অশ্বের পৃষ্ঠে চাবুক প্রহার, পদাতিকের অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া বেগে অশ্ব সঞ্চালন।)

বক্কে। সাত দোহাই মহারাজ, ব্রহ্মহত্যা হয়, পড়্‌লেম, পড়্‌লেম, শালার ব্যাটা শালাদের মায়া দয়া কিছু নাই। (অশ্ব হইতে পদাতিকদ্বয়ের হস্তে পতন)।

রাজা। (জনান্তিকে) নীরব হয়ে রইল যে, পঞ্চত্ব হল না কি?

বক্কে। বাবা তোমাদের শিবিরে যদি বৈদ্য থাকে, ডেকে আমার হাতটা দেখাও, আমার বোধ হয় নাড়ী ছেড়ে গিয়েছে; হাড়গুলি বোধ হয় আস্ত আছে। (হাড় টিপিয়া দেখন।)

দ্বি, পারি। তোর আছে কে?

বক্কে। আমার তিন কুলে কেউ নাই, আমি ধর্ম্মের ষাঁড়, নাম বক্কেশ্বর।

দ্বি, পারি। তবে একখান তলয়ার পেটে পূরে দিয়ে ব্যাটাকে মেরে ফেল্‌।

বক্কে। সাত দোহাই বাবা, পেটের ভিতর তলয়ার পূরে দিলে নাড়ী কেটে যাবে। আমার কাঁদ্‌বের লোক আছে।

দ্বি, পারি। কে আছে?

বক্কে। আহা মরি, বিচ্ছেদে প্রাণ ফেটে যায়। এত ভালবাসা, এমন মধুর স্বভাব, এমন কোমলাঙ্গ, এমন শ্বেতারবিন্দ বর্ণ, সকলি ব্যর্থ হল।

দ্বি, পারি। কার কথা বল্‌চিস্‌।

বক্কে। আহা! আমা অবর্ত্তমানে হৃদয়বিলাসিনী আমার কার মুখ পানে চাইবেন? আহা আমা অবর্ত্তমানে আদরিণীকে কে তেমন আদর কর্‌বে।

দ্বি, পারি। তার নাম কি?

বঙ্কে। চন্দ্রপুলি।

তৃ, পারি। তুই আমাকে চিনিস্ ?

বঙ্কে। যাকে চিনি না, তাকে চক্ষু খোলা থাক্‌লেও চিন্‌তে পারি না, এখন ত চক্ষু বাঁধা।

তৃ, পারি। আমি কাছাড়ের নবাভিষিক্ত নবীন রাজা—

বঙ্কে। চিন্‌লেম, আপনি শ্যালক-কুলতিলক—

তৃ, পারি। ব্যাটাকে মশানে নিয়ে কেটে ফেল্ আমাকে এমন কথা বলে।

বঙ্কে। বাবা তুমি মাতুল মহাশয়।

তৃ, পারি। তবে যে শালা বল্লি।

বঙ্কে। অভ্যাসবশতঃ।

তৃ, পারি। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশের জল খাওয়াব।

বঙ্কে। আপাততঃ একটু কাছাড়ের জল দাও মামা, আমি পিপাসায় মরি।

রাজা। (জনান্তিকে) জল দাও। (পারিষদ দ্বারা বঙ্কেশ্বরের সম্মুখে জলপাত্র রক্ষা।)

তৃ, পারি। জল দিয়েছে খা না, ভাব্‌চিস কি ?

বঙ্কে। মামার বাড়ী শুধু জলটা খাব।

তৃ, পারি। তবে চাস্ কি ?

বঙ্কে। কাহনটাক্ রসমুণ্ডি।

তৃ, পারি। হা কর্ আমি তোর গালে রসমুণ্ডি দিই।

বঙ্কে। মাতুল, আমি হা করে করে খাই তুমি দিতে থাক। যদি ছোটারে হয় তবে বুড়ি ধরণে দাও। (হা করণ) কতক্ষণ হা করে থাক্‌ব। (রসমুণ্ডি ভক্ষণ।) বাবা, মামা জল দাও গলায় বাদ্‌চে। (জলপান।) মামা তোমার জন্মেরও ঠিক্ নাই, হাতেরও ঠিক নাই, জলে মুখ চক্ ভাস্‌য়ে দিলে বাবা।

তৃ, পারি। বক্কেশ্বর, আর কিছু খাবি ?

বক্কে। আমার এক রকম খেয়ে তৃপ্তি হয় না। রকমফের্ কল্যে ভাল হয়।

তৃ, পারি। তবে একখান খিরচাঁপা দিচ্চি প্রাণ ভরে খাও। (একখান পুরাতন ছিন্ন পাদুকা বক্কেশ্বরের হস্তে প্রদান।)

বক্কে। (হস্ত দ্বারা পাদুকা স্পর্শ করিয়া) মামা দেশ-বিশেষে আহার ব্যবহার কত ভিন্ন হয়।

তৃ, পারি। কেন রে।

বক্কে। এগুল আপনারা নিজে খান, আমাদের দেশে এ-গুল কুকুরে খায় ! আপনারা এরে বলেন খিরচাঁপা, আমরা বলি ছেঁড়া জুত। (পাদুকা স্পর্শ করিয়া) মামা খিরচাঁপা যে মস্তকহীন ; প্রসাদ করে দিলেন না কি ?

তৃ, পারি। তুই খা না,—খিরচাঁপা বড় সুখাদ্য।

বক্কে। মামা আপনি কাছাড়ের রাজা হয়েছেন আপনাকে খিরচাঁপা কিনে খেতে হবে না। একটু ইঙ্গিত কল্যেই প্রজারা আপনাকে খিরচাঁপায় চাপা দিয়ে রাখ্বে।

তৃ, পারি। তোমার বড় নষ্ট বুদ্ধি। তোমাকে আমি কোড়া দিয়ে সরল করে দিচ্চি।

বক্কে। সাত দোহাই মামা, মের না বাবা, আমি রসমুণ্ডি খেতে পারি কিন্তু মার খেতে পারি না, মারগুল একটুও মুখপ্রিয় নয়। (এক ঘা কোড়া প্রহার। চীৎকার শব্দে।) বাবা রে শালার ব্যাটা শালা মেরে ফেলেছে।

তৃ, পারি। তুই আমায় শালা বল্লি।

বক্কে। আপনি মাতুল মহাশয়, আপনাকে কি আমি শালা বল্‌তে পারি।

তৃ, পারি। তবে কারে বল্লি।

বক্কে। ঐ কোঁড়াগাছটাকে।

চতু, পারি। ওরে বর্ব্বর যোদ্ধাধম বক্কেশ্বর!

বক্কে। মহাশয় আমি যোদ্ধা নই, আমি শুধু বক্কেশ্বর।

চতু, পারি। তবে যে শুন্‌লেম তুমি মহিলাশিবিরের রক্ষক!

বক্কে। সেটা উভয়তঃ।

চতু, পারি। উভয়তঃ কি?

বক্কে কখন মেয়েরা আমায় রক্ষা করেন, কখন আমি তাঁদের রক্ষা করি।

চতু, পারি। তবে তোমাকে কি গুণে মহিলাশিবিররক্ষক কল্যে?

বক্কে। রসবোধ কম বলে।

চতু, পারি। তোমাকে আমি গুটিকত সংবাদ জিজ্ঞাসা করি; যদি সত্য বল তোমার নিস্তার, নতুবা তোমার গলায় পাতর বেঁধে জলে ফেলে দেব।

বক্কে। আমি অসময়ে মিথ্যা বলি না।

চতু, পারি। মিথ্যা বল কখন্?

বক্কে। প্রাণের দায়ে আর পেটের দায়ে।

চতু, পারি। তোমাদের রাজা কেমন?

বক্কে। মণিপুরের মহারাজা বদান্যতার বারিধি, পরাক্রমের হিমগিরি, যশের হরিণ-পরিহীন-হিমকর, ধর্ম্মের শ্বেতপুণ্ডরীক, প্রজা পালনে রামচন্দ্র, অরাতি দলনে পরশুরাম।

রাজা। (জনান্তিকে) জিজ্ঞাসা কর কোন দোষ আছে কি না।

চতু, পারি। তুই আমাদের কাছে ভাটের মত গুণ বর্ণনা করতে এইচিস্? (কোড়া প্রহার।)

বক্কে। মেরে ফেল্যে বাবা, বড় লেগেচে। আমি দিব্বি কচ্চি বাবা, আর সত্য বল্‌ব না।

চতু, পারি। রাজার দোষ আছে কি না তাই বল্‌।

বক্কে। রাজার একটা দোষ আছে, সেটা কিন্তু মহৎ দোষ। সে দোষটা আজ কাল বড়লোকের মধ্যে সাধারণ।

চতু, পারি। কি দোষ?

বক্কে। বৌও।

[সলাজে রাজার প্রস্থান।

চতু, পারি। তোমাদের মন্ত্রী কেমন?

বক্কে। মন্ত্রী মহাশয় কুমন্ত্রণার জাম্বুবান্‌। জাম্বুবানের পরামর্শেই রাজত্বের এত অমঙ্গল ঘট্‌চে। ঐ জাম্বুবানের কুমন্ত্রণায় আপনাদিগের এমত দুর্গতি হয়েছে।

চতু, পারি। তোদের সভাপণ্ডিত কিরূপ।

বক্কে। বিদ্যার কূপ। সাত বৎসরে শিবের ধ্যান মুখস্থ করেছেন। ব্যাকরণে বন্য কুক্কুট, শাস্ত্রমত আহার করা যায়। "বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা" করে তাঁরও নাম বের্‌য়েছে, ছাত্রদেরও নাম বের্‌য়েছে!

চতু, পারি। তাঁর কি নাম?

বক্কে। গৌতম।

চতু, পারি। ছাত্রদিগের?

বক্কে। সহস্রলোচন।

চতু, পারি। যুবরাজ মকরকেতনের বিষয় কিছু বল্‌তে পার?

বক্কে। ওটা পাগল, ছাগল, ভোগল। লম্পটের চূড়ামণি, উনি রাজা হলে প্রজারাও সব রাজা হবে।

চতু, পারি। কেন?

বক্কে। ঘরে ঘরে রাজপুত্রের আবির্ভাব।

চতু, পারি। মকরকেতনের সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের সম্পর্ক কি?

বক্কে। খুড়ভগ্নীপতি।

চতু, পারি। ঠাট্টা? (কোড়া প্রহার।)

বক্কে। আপনাদের যেমন প্রশ্ন। মকরকেতন হল রাজপুত্র, আর শিখণ্ডিবাহন হল ছোটলোক; ওদের ভিতর আবার সম্পর্ক কি?

চতু, পারি। শিখণ্ডিবাহন না কি বড় যোদ্ধা!

বক্কে। তা মৃগয়ায় প্রমাণ হয়েছে। পাষণ্ডটা এমনি পাজি, গোরিব ব্রাহ্মণকে শক্র-হস্তে ফেলে পালাল। লোকে বলে সেনাপতি সমরকেতুর প্রধান শিষ্য, প্রধান গর্ভস্রাব। ছোঁড়ারে ধরে এনে আপনারা শূলে চড়ৃয়ে দেন।

চতু, পারি। শিখণ্ডিবাহনের চরিত্র কেমন?

বক্কে। আস্ত ছিল সম্প্রতি একটি বড় রকম ছিদ্র হয়েছে।

চতু, পারি। বিশেষ করে বল।

বক্কে। মকরকেতনরূপ শ্যাওড়া গাছে বহুকাল হতে শৈবলিনীরূপ একটি পেত্নী বাস করৃত। শিখণ্ডিবাহন চাল্‌পড়া খাইয়ে পেত্নীটে নাবালেন। শিখণ্ডিবাহন বড় বিশ্বাসঘাতক। মকরকেতন ওকে দাদা বলে। দাদার মত কাজ করেছেন। উপভাদ্রবধূর উপবঁধু হয়েছেন। রাত্রদিন সেই পচা পেত্নীর পা-ধোয়া জল খাচ্চেন।

চতু, পারি। প্রমাণ কি?

বক্কে। তার দত্ত পদ্মমালা গলায় দিয়ে বসে থাকেন।

মক। তুরাতুণ্ডি কম্নকেণ্ডি কাকুণ্ডি। (বক্কেশ্বরের পৃষ্ঠে দুই কিল।)

বক্কে। মেরে ফেলেছে বাবা—শালার হাত যেন হাতুড়ি। তোমরা কিল্‌কে বুঝি কাকুণ্ডি বল?

শিখ। চেপ্‌পাচণ্ডু চট্টচাত্‌। (বক্কেশ্বরের মস্তকে চপেটাঘাত।)

বক্কে। তোমাদের চট্টচাত্‌ বুঝি চপেটাঘাত? তোমাদের ভাষাটা ঠেকে শিখ্‌চি।

মক। মুরারণ্ডি মুক্কি মুণ্ডু (গলাটিপ।)

বক্কে। তোমাদের মুণ্ডু বুঝি গলাটিপ। বাবা চাপাচাপি কল্যে ভুলে যাব, তাতে আবার আমার মেধা কম্‌।

চতু, পারি। তুই এখন চাস্‌ কি?.

বক্কে। আমার চক্ষু খুলে দাও আমি রাজদর্শন করে মণিপুর-শিবিরে যাই।

চতু, পারি। তোমায় ছেড়ে দিতে পারি যদি তুমি অঙ্গীকার কর যে একটি মণিপুরমহিলা আমাদের নিকট পাঠ্‌য়ে দেবে।

বক্কে। একটা কেন, একটা মহিলা শিবির পাঠ্‌য়ে দেব।

চতু, পারি। আর তোমার ঘোড়াটা রেখে যেতে হবে।

বক্কে। ঘোড়াটাকে আমি বড় ভাল বাসি, ওর একটা বিশেষ গুণ আছে, ফেলে দিয়ে দাঁড়্‌য়ে থাকে। মহারাজের ইচ্ছা হয় রেখে যাচ্চি।

চতু, পারি। আর তোমার তলয়ার রেখে যেতে হবে।

বক্কে। যে আজ্ঞে।

চতু, পারি। আর তোমার নাসিকাটি রেখে যেতে হবে।

বক্কে। যে আজ্ঞে—আজ্ঞা না, ওটা সেখানে গিয়ে পাঠ্‌য়ে দেব।

মক। কুন্তিকন্দা কাকুণ্ডি।

বক্কে। কি বাবা কাকুণ্ডি বলচ যে, আর এক ঝাড়্‌বে না কি?

মক। আমি তোমার চক্ষের বন্ধন মোচন করে দিই।

(চক্ষের বন্ধন মোচন।)

বক্কে। বাবা চক্ষু বুঝি গিয়েছেন, অন্ধকার দেখ্‌চি যে— (সকলের মুখাবলোকন করিয়া) আমি এখানে!

মক। বক্কেশ্বর এতক্ষণ কি কচ্চিলে!

বক্কে। তোমাদের বুকে বসে দাড়ি তুল্‌ছিলেম।

মক। কেমন জব্দ।

বক্কে। দশ চক্রে ভগবান্ ভূত।

মক। কাকুণ্ডি আহার কর্‌বে?

বক্কে। কিল্‌গুলি বুঝি তোমার? এমন খোস্‌খৎ আর কে লিখ্‌তে পারে। মহারাজ কোথায়?

সর্ব্বে। রাজা মহাশয় তোমার কথাতে বড় সন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই শুনেই বাড়ীর ভিতরে গিয়েছেন।

মক। সার্ব্বভৌম ঠাকুর্দ্দা গৌতম হয়েছেন।

সর্ব্বে। কিন্তু আমার অহল্যা নাই তোমার অহল্যাকে দিয়ে নাম রক্ষা কর্‌তে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। রাজার পটমণ্ডপের সম্মুখ। রাসমণ্ডপ।

রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, মকরকেতন, বক্কেশ্বর, পারিষদগণ, বয়স্যগণ এবং পদাতিকগণের প্রবেশ এবং উপবেশন

রাজা। অতি পরিপাটি রাসমণ্ডপ নির্ম্মিত হয়েছে।

শশা। শিখণ্ডিবাহনের শিল্পনৈপুণ্য। শিখণ্ডিবাহন

রাসলীলায় আমোদ কর্‌তেন না। কিন্তু এবার তাঁর সে ভাব নাই। আনন্দে পরিপূর্ণ। রাসলীলা সুসম্পন্ন কর্‌বের জন্য বিশেষ যত্নবান্।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন এমন ভয়ঙ্কর সমরে জয়লাভ করেছেন, হৃদয় প্রফুল্ল না হবে কেন?

সর্ব্বে। সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল হয়েছে।

রাজা। আমার হৃদয়-প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ হয় নাই। যে দিন শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের সিংহাসনে সংস্থাপন কর্‌ব সেই দিন আমার হৃদয়-প্রফুল্লতা সম্পুর্ণ হবে। সে দিন আমি স্বয়ং রাসমণ্ডপ প্রস্তুত করব।

বক্কে। বক্কেশ্বর কৃষ্ণ সাজ্‌বেন।

রাজা। নৃত্যটা তোমার স্বভাবসিদ্ধ। তোমার হাঁট্‌নাই নাচ্‌না।

বক্কে। যখন রণবাদ্য হয় তখন আমি একা একা নৃত্য করি।

রাজা। কোথায়?

বক্কে। মহিলাশিবিরের পশ্চাতে।

রাজা। তোমাকে কাছাড়াধিপতির মন্ত্রী কর্‌ব।

শশা। উপযুক্ত জাম্বুবান্ বটে কেবল লাঙ্গুল অভাব।

বক্কে। মন্ত্রী মহাশয় লাঙ্গুলকাণ্ড অধ্যয়ন করেন নাই, তাই লাঙ্গুলের অভাবে আক্ষেপ কচ্চেন।

রাজা। লাঙ্গুলকাণ্ডে লেখে কি?

বক্কে। লঙ্কাকাণ্ডের পর শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যার সিংহাসনে অধিরূঢ় হলে মন্ত্রী জাম্বুবান্ বল্যেন ঠাকুর আমি কোথায় যাই। রামচন্দ্র বল্যেন তুমি মরে কলিতে রাজাদিগের মন্ত্রী হবে। জাম্বুবান্ বল্যেন কলিতে রাজসভায় মনুষ্যের মত বস্‌তে হবে কিন্তু কক্ষতলে লাঙ্গুল থাক্‌লে সেরূপ বসিবার ব্যাঘাত ঘটিবে।

রামচন্দ্র বল্যেন জন্মান্তরে লাঙ্গুল স্থানভ্রষ্ট হবে, স্বস্থান পরিত্যাগ করে লাঙ্গুল মন্ত্রীদিগের মনের সঙ্গে মিশে যাবে। সেই জন্য মন্ত্রীদিগের মন লাঙ্গুলবৎ চিরবক্র।

রাজা। তবে তোমার মন্ত্রী হওয়া দুষ্কর।

বক্কে। কেন মহারাজ ?

রাজা। তোমার মন অতিশয় সরল।

বক্কে। মন্ত্রী হলেই বাঁকা হবে।

প্র, পারি। ব্রহ্মাধিপতি বড় বিপদে পড়েছেন। তিনি বলেছিলেন কাছাড়ের অমাত্যেরা শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে, এখন কোন অমাত্য সে কথা বল্‌তে স্বীকার কচ্চে না।

রাজা। সাত দিন গত হলেই সকল বিষয় মীমাংসা হবে।

খোল করতাল লইয়া বাদ্যকরগণের প্রবেশ এবং বাদ্য

বক্কে। রাসলীলা নবনলিনী, খোলকরতাল তার কাঁটা।

সর্ব্বে। সখীগণ সমভিব্যাহারে রাধিকা সঙ্গীত কর্‌তে কর্‌তে আগমন কচ্চেন।

নেপথ্যে সঙ্গীত

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা

কি হল কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল
কোথা গেল শ্যাম আমারি।
জান যদি বল আমাকে, তমাল, কোকিল,
ওরে শুক শারি।
হয়তো এসেছিল গুণমণি,
নাহি নিরখিয়া কুঞ্জে কমলিনী,
ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে চিন্তামণি
গিয়াছে আপনি আমিতে প্যারি।

অসিত নিশিতে নিকুঞ্জে আসিতে
নিশিতে মিশিল বুঝি নীলমণি।
ঘনশ্যামের, অনুমানি, ঘনশ্যামে
বাড়িল যামিনী যৌবন যামে।
ফিরে দাও ফিরে দাও গুণধামে
রজনি তোমার চরণে ধরি।

রণকল্যাণীর রাধিকাবেশে, সুরবালার দূতীর বেশে এবং অপরাপর বালাগণের সখীবেশে প্রবেশ

রণকল্যাণীর পদ্মাসনে উপবেশন

পদ্মাসন বেষ্টন করিয়া সখীগণের নৃত্য

সঙ্গীত

রাগিণী খাম্বাজ, তাল একতালা

কি হল কাহাকে জিজ্ঞাসিব বল—ইত্যাদি

রাজা। রাধিকার কি চমৎকার রূপ! এমন মুখের শোভা আমি কখন নয়নগোচর করি নাই। বাছার নয়নযুগল যেন দুটি নববিকশিত ইন্দীবর। এ রূপরাশি লাবণ্যময়ী কমলিনী না জানি কোন্ ভাগ্যবানের দুহিতা।

বক্কে। কাছাড়নিবাসী ভাট্ বামনদের মেয়ে। ওরা দুজন এসেছে।

শশা। এমন মনোমোহিনী কমলিনী কস্মিন্ কালে কেহ দেখে নাই। আমার বোধ হয় আমাদের রাসলীলার কমলাসনে স্বয়ং কমলিনী বিরাজিতা।

সর্ব্বে। বাছার মুখচন্দ্রমা স্বভাবতঃ লজ্জাবনত। রক্তোৎপলবিনিন্দিত ওষ্ঠাধর। সুকুমার-আভা-বিস্ফারিত-বিশাল-লোচনদ্বয়ে দুটি সন্ধ্যা-তারকা শোভা পাচ্চে। আমার বোধ হয় কমলাসনে সর্ব্বলোকললামভূতা বিষ্ণুপ্রিয়া কমলা আবির্ভূতা।

প্র, পারি। কাছাড় প্রদেশে এমন অলৌকিক রূপলাবণ্য-সম্পন্না রমণীরত্নের আবির্ভাব অসম্ভব; আমার বোধ হয় জনক-নন্দিনী জানকী পদ্মসিংহাসনে উপবেশন করেছেন।

বঙ্কে। আমার বোধ হয় ব্রহ্মরাজের রাজলক্ষ্মী পরাজয়ে লজ্জা পেয়ে বিজয়ী শিখণ্ডিবাহনকে সম্প্রীত কর্‌তে রাধিকার বেশে রাসলীলায় সমাগতা।

রাজা। বাছার কবরীচক্রে কমলমালা, গলদেশে কমলমালা, করকমলে কমলমালা, কমলাসনে উপবেশন; আমার বোধ হয় রাইকমলিনী "কমলে কামিনী"।

সকলে। কমলে কামিনী।

সর্ব্বে। মহারাজ অতি রমণীয় নাম দিয়েছেন—রাইকমলিনী "কমলে কামিনী"।

বঙ্কে। লীলার সময় যায়।

সুর। প্যারি! প্রেমবিলাসিনি! পীতবাস-হৃদয়াম্বুজ-বাসিনি! সাত আদরের কমলিনি! পাগলিনীর ন্যায়, মণিহারা ফণিনীর ন্যায়, যূথভ্রষ্টা হরিণীর ন্যায়, যোড়া ভাঙ্গা কপোতীর ন্যায়, বিষণ্নমনে, বিরসবদনে, জলধারাকুললোচনে, বিজন বিপিনে, একাকিনী যামিনী যাপন কর্‌তে হল।

রণ। দূতি শিখ—(লজ্জাবনতমুখী।)

সুর। শিখিপুচ্ছচূড়া শিরে বল্‌তে বল্‌তে চুপ কল্যে কেন?

রণ। দূতি কৃষ্ণের চরণারবিন্দে আমি কুল দিয়েছি, মান দিয়েছি, সরম দিয়েছি, সুনাম দিয়েছি, যৌবন দিয়েছি, জীবন দিয়েছি; কৃষ্ণ আমার কত যত্নের নিধি তা আমি জানি আর আমার প্রাণ জানে।

সুর। প্যারি, প্রেমময়ি, অবোধিনি! তুমি কালের মত

কার্য্য কর নাই। তুমি সাত রাজার ভাণ্ডার দিয়ে মাণিক ক্রয় কল্যে, তোমার হাতে এসে বেলে পাতর হল, তুমি কিন্‌লে কোকিল, তোমার পিঞ্জরে এসে হল কাক; তুমি সাধুর মূল্য দিলে হয়ে পড়্‌ল লম্পট। তুমি বহুমূল্য দানে রত্ন ক্রয় কর্‌বের সময় কাহাকে জানালে না, কাহাকে দেখালে না, একবার যাচাই করে নিলে না।

রণ। সখি, পরের চক্ষে কি প্রেম হয়, মনোমধ্যে সন্দেহের অণুমাত্র সঞ্চার হলে কি মন বিমোহিত হয়। সখি আমার শ্যামসুন্দর মদনমোহন কি যাচাই কর্‌বের রত্ন? আমি দেবতা-দুর্ল্লভ নবদূর্ব্বাদলরুচি যশোদাদুলালকে নিরীক্ষণ কর্‌লেম আর আমার হৃদয় বিমুগ্ধ হয়ে গেল, অমনি পরমানন্দ সহকারে বরমাল্য প্রদান কল্যেম।

সুর। প্যারি! তুমি কৃষ্ণের কুহকে পতিতা হয়েছিলে, তোমায় ইন্দ্রজালে বশীভূতা করেছিল, তোমার সর্ব্বস্বধন ভুলায়ে লয়ে গিয়েছে।

রণ। সখি! ত্রিভুবননাথ চক্রপাণির কুহকচক্রে অখিল ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত, আমি অবলা কুলবালা সেই চক্রপাণির কুহকে ভ্রমপ্রমাদে পতিত হব আশ্চর্য্য কি? কিন্তু সখি বল্‌তে কি আমার ভ্রম হয় নাই, আমার সর্ব্বস্বধনের বিনিময়ে আমি তার সহস্র গুণে ধন প্রাপ্ত হয়েছিলেম; ভূলোক, নাগলোক, গন্ধর্ব্ব-লোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক যে পদ সহস্র বৎসর কঠোর তপস্যা করে প্রাপ্ত হয় না, সেই পাদপদ্ম আমি বক্ষে ধারণ করেছিলেম। শ্যাম আমার অমূল্য নির্ম্মল অয়স্কান্তমণি, আমি হৃদয়কন্দরে যত্ন করে লুকায়ে রেখেছিলেম, চোরে হৃদয় বিদীর্ণ করে অপহরণ করেছে।

সুর। প্যারি, শ্যামসোহাগিনি! তুমি সরলতার সরোজিনী পীতাম্বরের প্রবঞ্চনা তোমার বিশ্বাস হয় না?

রণ। না দূতি।

সুর। নটবরের লম্পটতা তোমার বিবেচনায় অসম্ভব?

রণ। হাঁ দূতি।

সুর। যামিনীর যৌবন গত, দীপমালার আভা মলিন, তাম্বূল তিক্ত, তোমার বক্ষঃস্থ কমলমালা রসহীন, কুঞ্জদ্বারে কোকিলিকূজনে নিশি অবসানবার্ত্তা প্রচারিত; কৃষ্ণ তবে কোথায় গেলেন?

রণ। জান্‌ব কেমন করে?

সুর। শ্যামের আসার আশা কি এখন আছে?

রণ। নইলে কি আমি জীবিতা থাকৃতেম।

সুর। প্যারি, সুখময়ি, রাজনন্দিনি, আর আশা নাই, তুমি শয়ন কর। তোমার নূতন প্রেম, তোমার একটি প্রেম, তাই আজো প্রেমপ্রবাহের চোরাবালি দেখ্‌তে পাও নাই, আমরা বহুকাল প্রেম করিছি, পাঁচ সাতটা হয়ে গেছে, আমরা আভাসে সব বুঝ্‌তে পারি। তোমার মদনমোহন মদনবাণে বারমহিলা-কক্ষে কাত্‌ হয়ে পড়ে আছেন।

রণ। সখি সে কি সম্ভব?

সুর। তুমি যখন আমাদের মত হবে তুমি তখন এমনি করে নবীন বিরহিণীদের উপদেশ দেবে।

রণ। সখি আমি করি কি?

সুর। নাসিকার ধ্বনি করে নিদ্রা যাও।

রণ। সখি যার মন উচাটন তার কি নিদ্রা হয়?

সুর। রাইকিশোরি তুমি আজো প্রেমের কলিকা, কার মুখে শুনেছ মন উচাটন হলে নিদ্রা হয় না; আমরা দেখে

শিখিছি, ভুগে শিখিছি। বিরহিণী মুখে বলেন আহার নাই কিন্তু ভোজনপাত্রের পার্শ্বে দেশের ডাঁটা চিবায়ে বিন্ধ্যাচল নির্ম্মাণ করেন, মুখে বলেন নিদ্রা নাই কিন্তু নাসিকাধ্বনিতে গর্ভিণীর গর্ভপাত হয়। তুমি চেষ্টা কর নিদ্রা হবে।

রণ। সখি আমি যদি শয়ন করি অচিরাৎ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূতা হব।

সুর। একটা গোরুচরাণে রাখালের জন্যে? পোড়া কপাল আর কি! সূর্য্য উদয় না হতে হতে আমি তোমায় দ্বাদশটি রাখাল এনে দেব, বৎসরে বৎসরে তার একটা করে গেলেও দ্বাদশ বৎসর কেটে যাবে।

রণ। সখি কৃষ্ণ আমায় পরিত্যাগ করেছেন আর আমি এ প্রাণ রাখ্‌ব না। কৃষ্ণপ্রেমে কুল দিয়েছি এখন প্রাণ উপহার দিয়ে ধরাশায়িনী হই।

সুর। সে কেমন প্রকাশ করে বল দেখি।

পদ্মাসন বেষ্টন করিয়া সখীগণের নৃত্য

সঙ্গীত। রাগিণী ঝিঁঝিট, তাল একতালা।

প্রাণ যায়, প্রাণ যায়, প্রাণ যায়,
প্রাণ সজনি।
কৃষ্ণ কই, কৃষ্ণ কই, বল সই
বিফলে গেল যে রজনী।
প্রেম পিপাসায় নাশে প্রমদায়
কি উপায় করে রমণী।
দিলেম আপনা হতে কুলে কালি,
জলে বাঁধলেম বাঁধ দিয়ে বালি,
মলে যদি এসে বনমালী,
বল শ্যাম বলে মরিল ধনী।

স্থুর। প্যারি! ধৈর্য্যাবলম্বন কর, মরিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন, মরা ত হাতধরা, নিশ্বাস বন্ধ করা বই ত নয়। তোমার কৃষ্ণ আস্‌বেন। (নেপথ্যে বংশীধ্বনি।) ঐ শুন মুরলীবদন মুরলীধ্বনি করে মৃত জীবনে জীবন দিতেছেন।

কৃষ্ণবেশে শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ এবং নৃত্য

স্থুর। মদন মোহন!
মুরলী বদন!
বল বিবরণ
কোথায় ছিলে।

বাঁধি প্রেম জালে
কে নিশি জাগালে,
কে বল কপালে
সিন্দূর দিলে।

নরেশ নন্দিনী,
কুলের কামিনী,
বিপিন বাসিনী
তোমার তরে।

বিনা দরশন,
বিষণ্ণ বদন,
ফুলেছে নয়ন
রোদন করে।

আর নিশি নাই,
কেঁদে কেটে রাই,
ঘুমায়েছে ভাই,
তুল না তায়।

নীরবে শ্রীহরি !
কর হে শ্রীহরি,
উঠিলে সুন্দরী
ঘটিবে দায়।

শিখ। (সুরবালার মুখাবলোকন। জনান্তিকে সুরবালার প্রতি) সুরবালা তুমি দূতী ?

সুর। রাজনন্দিনী কমলিনী, তোমার দর্শনলালসায় কুঞ্জবনে পদ্মাসনে জীবন্মৃতা।

শিখ। দূতি আমি কমলিনীর নিকটে গমন করি।

সুর। অনুমতি লবে না ?

শিখ। আমি অনুমতির অপেক্ষা কর্‌তে পারি না।

সুর। শনিবারের জামাইয়ের মত ব্যস্ত হলে যে। তোমার কমলিনীর নিকটে তুমি যেতে চাইলে বাধা দেবে কে ? কিন্তু ভাই রাগে রগ্‌রগে আঁচ্‌ড়ালে কাম্‌ড়ালে আমার দায় দোষ নাই।

শিখ। দূতি, তোমার রাজনন্দিনী কমলিনীর নখরনিকরে নিশাকর বিহরে, তোমার শিরীষকুসুমকিশোরসুলভ কিশোরীর দন্তগুলি কুন্দকলি ; নখর দশনে আমার চন্দ্রিকা কুসুম পরশন হবে।

সুর। তোমার ঔষধ আছে।

শিখ। কি ঔষধ ?

সুর। হাতা পোড়া।

শিখ। (রণকল্যাণীর সম্মুখে দণ্ডায়মান।)

প্রাণপ্যারি প্রাণেশ্বরি,
অভিমান পরিহরি,
চেয়ে দেখ দয়া করি,
ইন্দীবর নয়নে।

আমি আশা তুমি ফল,
আমি তৃষ্ণা তুমি জল,
বনমালী অবিরল
প্রেমে বাঁধা চরণে।

রণ। অবলার মনে,
এমন বচনে,
কেন অকারণে,
হান হে বাণ।

স্বামীর চরণ,
সতীর জীবন,
সদা আরাধন,
পাইতে ত্রাণ।

কুলের রমণী,
আইল আপনি
হৃদয়ের মণি
দেখার আশে।

শেষ উপাসনা,
অতীত যাতনা,
পূরিল বাসনা
বস না পাশে।

(পদ্মাসনে রণকল্যাণীর পার্শ্বে শিখণ্ডিবাহনের উপবেশন, সকলের করতালি)

শিখ। (জনান্তিকে) তুমি এখানে এলে কেমন করে ?

রণ। আমি তোমায় একবার দেখ্‌বের জন্যে বড় ব্যাকুল হয়েছিলেম। (মূর্চ্ছিতা হইয়া শিখণ্ডিবাহনের অঙ্কে নিপতিতা।)

শিখ। কমলিনী সত্য সত্য মূর্চ্ছিতা হয়েছেন।

স্থর। (রণকল্যাণীর নিকটে গিয়া) দেখি।

রাজা। মেয়েটি অমন হয়ে পড়্‌ল কেন ?

স্থর। ভয় নাই ওর ওরূপ হয়ে থাকে। ভাট্‌বামনের মেয়ে, গাছতলায় রাসলীলা করা অভ্যাস, রাজসভার শোভা দেখে ভ্রমি গিয়েছে। কৃষ্ণ মহাশয়! কমলিনীকে কোলে করে নাট্যশালায় লয়ে চলুন, মুখে চকে জল দিলেই সুস্থ হবে।

রাজা। আহা বিপ্রবালা অতি সুন্দর লীলা কচ্চিল, আর বিলম্ব কর না লয়ে যাও।

[রণকল্যাণীকে বক্ষে করিয়া শিখণ্ডিবাহনের প্রস্থান।

রাজা। বাছা তোমাদের লীলায় আমি বড় সম্প্রীত হইচি, এই মুক্তার মালা ছুছড়া তোমাদের ছুজনকে পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করি।

স্থর। মহারাজ দুঃখিনী বিপ্রকন্যাদের লীলায় সম্প্রীত হয়েছেন এই আমাদের অপর্য্যাপ্ত পুরস্কার, রাসলীলা আমাদের ব্যবসায় নয়, মুক্তামালা গ্রহণে অস্বীকার মার্জ্জনা করবেন।

[স্থরবালার প্রস্থান।

রাজা। এ মেয়েটি বড় মিষ্টভাষিণী।

বক্কে। এ বেটি কোন পুরুষে বামনের মেয়ে নয়।

রাজা। কেন বক্কেশ্বর ?

বক্কে। বামনের মেয়ে হলে ছান্‌লাতলায় মেয়ের মায়ের সুত গেলার মত কোঁত্‌ করে মালা গিল্‌তো।

রাজা। তোমার শাশুড়ী সুত গিয়েছিলেন না সুত গিলেছিলেন ?

বক্কে। সুতও না সুতও না।

রাজা। তবে কি ?

বক্কে। কেবল কলা।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। মহিষীর পটমণ্ডপ

শয্যোপরি গান্ধারী অচেতনাবস্থায় শয়ানা, সুশীলা আসীনা

সুশী। মহারাজকে কখন্ ডাক্‌তে বলিছি। যে ভয়ঙ্কর কথা অজ্ঞান অবস্থায় প্রকাশ কচ্চেন আর কাহাকে ত এখানে আস্‌তে দিতে পারি না। সত্যপ্রিয় মকরকেতন সত্য কথা বলে এ সর্ব্বনাশ কল্যেন—"পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম"—আমার মকরকেতন ত পাপাত্মা নয়। মকরকেতনের চরিত্রে আর কোন দোষ নাই, মকরকেতন এখন পূজনীয় পুণ্যাত্মা। শৈবলিনীর নাম কল্যে বলেন "সুশীলা আমি পাপ হতে মুক্ত হইচি আর পাপ কথা বলে কেন আমায় লজ্জা দাও।"

গান্ধা। পাপীয়সী—পাপীয়সী—পাপীয়সীর গর্ভে পাপাত্মার জন্ম—মন্থরা—

সুশী। কি সর্ব্বনাশ! বাক্‌রোধ হয়ে মর্‌তেন ভালই হত। মকরকেতন যে অভিমানী, যদি বুঝ্‌তে পারেন তাঁর জননী এমন ভয়ঙ্কর পাপ করেছেন, আত্মহত্যা কর্‌বেন। মকরকেতনের মন বড় সরল, এ গরলে বিকল হয়ে যাবে।

রাজা, সমরকেতু এবং কবিরাজের প্রবেশ

রাজা। এ কি ভয়ানক ব্যাধি; মহিষী নিদ্রিতা কি জাগ্রতা নির্ণয় করা যায় না। মহিষীর চক্ষু কখন উন্মীলিত কখন মুকুলিত। নিদ্রিতাবস্থায় ভ্রমণ করেন, নিদ্রিতাবস্থায় জাগ্রতের ন্যায় কথা কন।

কবি। নিদানশাস্ত্রে এ ব্যাধিটা মহারোগ বলে পরিগণিত। এ এক প্রকার উৎকট মনোবিকার জন্য উন্মাদ-বিশেষ, এর লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"চিত্রং ব্রবীতি চ মনোনুগতং বিসংজ্ঞো গায়ত্যথো হসতি রোদিতি চাপি মূঢ়ঃ।"

আমাদের মহিষীর ঠিক্ এইমত লক্ষণই অনুভব হচ্ছে। কিন্তু এ রোগে প্রাণের আশঙ্কা নাই। "চিন্তামণিরস" নামক মহৌষধ সেবনে এ রোগের আশু প্রতীকার হবে। আমি ঔষধ সংগ্রহ করে আনি।

মকরকেতনের প্রবেশ

মক। জননী আমার এমন অচেতন হয়ে রইলেন কেন? আমার জননীর জীবনের আশা কি নাই? আমি কি মাতৃহীন হলেম। মায়ের মনে আমি বড় কষ্ট দিইচি, সেই জন্যেই মা আমার এমন সঙ্কট রোগগ্রস্ত হয়েছেন।

কবি। প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। "চিন্তামণিরস" সেবন কর্‌লেই অচিরাৎ আরোগ্য লাভ কর্‌বেন। চিন্তামণিরস ঔষধ সামান্য নয়। শাস্ত্রে ইহার আশ্চর্য্য গুণ বর্ণন করেছেন।

চিন্তামণিরসোনামা মহাদেবেন কীর্ত্তিতঃ।
অস্য স্পর্শনমাত্রেণ সর্ব্বরোগঃ প্রশাম্যতি॥

গান্ধা। কৌশল্যার রামচন্দ্র, কৈকেয়ীর ভরত, ধুনি তুই সর্ব্বনাশী—(গান্ধারীর মুখে সুশীলার হস্ত প্রদান।)

রাজা। বাবা মকরকেতন তুমি রাজসভায় যাও। তোমাকে বল্যেম অনেক সম্ভ্রান্ত লোক সমাগত, কাছাড়ের অমাত্যগণ উপস্থিত, সিংহাসনে বসে তাঁহাদের সম্ভাষণ কর।

মক। আমি মাকে একবার দেখ্‌তে এলেম।

রাজা। আমি মহিষীর কাছে আছি, তুমি রাজসভায় যাও।

[কবিরাজ এবং মকরকেতনের প্রস্থান।

রাজা। সমরকেতু আমার বিপদের সীমা নাই। মহিষী যে সকল কথা ব্যক্ত কচ্চেন শুন্‌লে হৃৎকম্প হয়। মকরকেতনের যে উগ্র স্বভাব শুন্‌লে কি সর্ব্বনাশ কর্‌বে আমি তাই ভেবে দশ দিক্‌ শূন্য দেখ্‌চি।

সম। মকরকেতন কোন কথা শুনেছে ?

রাজা। কথার ত শৃঙ্খলা নাই। এখানকার একটা, ওখানকার একটা। কবিরাজ বলেন যত ব্যাধি বৃদ্ধি হবে তত কথার শৃঙ্খলা হবে। মকরকেতনকে আমি এখানে থাকৃতে দিই না, বিশেষ আমি এখানে থাক্‌লে সে এখানে আসে না।

সম। ধুনী দাই জীবিতা আছে ?

সুশী। ধুনী বেঁচে আছে কিন্তু তাকে অনেক দিন দেখি নি। মহিষী তাকে বড় ভাল বাস্‌তেন কিন্তু কয়েক বৎসর সে মহিষীর চক্ষের বিষ হয়েছে, তাই আর রাজবাড়ী এসে না।

গান্ধা। (গাত্রোত্থান এবং ভ্রমণ।) পাপীয়সী—পাপের তাপ কি ভয়ঙ্কর—প্রাণ পুড়ে গেল—পুড়ে ভস্ম হল না। পাপের আগুন পাঁজার আগুনের মত গোমে গোমে জ্বলে। জল দাও, এক কলসী জল দাও, সহস্র কলসী জল দাও—আরো জ্বলে। গোমুখী হতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত গঙ্গার যত জল আছে একেবারে ঢেলে দাও—ও মা! ও পরমেশ্বর! পাপানল নির্ব্বাণ হয় না আরো জ্বলে। একটা প্রাণ পোড়াতে এত আগুন—খাণ্ডবদাহনে এত আগুন হয় নি। পাপের প্রাণ পোড়ে না কেবল পরিতপ্ত হয়। জ্বলে গেল, জ্বলে গেল, প্রাণ একেবারে জ্বলে গেল। জল দাও, জল দাও—অনন্তসীমা, অতলস্পর্শ, সমুদায়

শীতলসাগর শুষ্ক করে জল দাও, পাপের আগুন নেবে না। হে সুশীতল নীলাম্বুনিধি! পাপীয়সীর পাপানলে তোমার নির্ব্বাপিকা-শক্তি তিরোহিত হল! (পর্য্যঙ্কে উপবেশন এবং রোদন।)

রাজা। গান্ধারি তুমি রোদন কর কেন?

সম। অনুতাপতপ্ত মুখ কি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে।

গান্ধা। কৌশল্যা—বড় রাণী কৌশল্যা—সপত্নীদ্বেষ—মন্থরার কুমন্ত্রণা—বামাবুদ্ধি—মহারাজ মার্জ্জনা করুন। পাপীয়সীকে পদাঘাত কল্যেন—পাপীয়সী পদাঘাতের পাত্রী, বেশ করেছেন।

রাজা। সমরকেতু আমি কি করি, কোথায় যাই, আমার প্রাণ বিয়োগ হল; গান্ধারী উৎকট পাপে কলুষিতা হলেও আমার অনাদরের যোগ্যা নয়। গান্ধারী আমার জীবনাধার মকরকেতনের গর্ভধারিণী। গান্ধারী যদি কোন পাপ করে থাকেন এ ভীষণ অনুতাপে তার প্রচুর প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে।

গান্ধা। আমি তোমার কনিষ্ঠা মহিষী গান্ধারী—ও কি, এমন ভীষণ মূর্ত্তি কেন? দন্ত দ্বারা অধর কাট্‌চেন কেন? আমি তোমার আদরমাখা গান্ধারী—ও কি মহারাজ, এমন আরক্ত লোচন কেন? পাপীয়সীকে মেরে ফেল্‌বেন—মের না, মের না, মের না—স্ত্রীহত্যা কল্যে তোমার নির্ম্মল করকমল কলুষিত হবে।

রাজা। আমি এ যন্ত্রণা আর দেখ্‌তে পারি না। গান্ধারি আমি তোমায় কখন বড় কথা বলি না আমি তোমায় পদাঘাত করব?

গান্ধা। মহারাজ কোথায়—আমার হৃদয়বল্লভ কোথায়—আমার দশরথ কি রামচন্দ্রের শোকে প্রাণত্যাগ করেছেন। এই যে মহারাজ পাপীয়সীর প্রাণ নষ্ট কর্‌বেন বলে অসি উত্তোলন

করে দাঁড়্যে রয়েছেন। মহারাজ, আমার মনে আর দ্বেষ নাই, আমার মনে আর হিংসা নাই, আমার হৃদয় এখন যথার্থ বামাহৃদয়, একটি স্নেহের সরোবর। যদি সাধ্যাতীত না হত আমি এই দণ্ডে তোমার রামচন্দ্রকে মাতৃস্নেহ সহকারে কোলে করে এনে তোমার কোলে দিতেম। বড়রাণী পুণ্যবতী কৌশল্যা, আমি পাপমতি কৈকেয়ী, ধুনী দাই আমার মন্থরা। বড়রাণীর সদ্যোজাত রাজদণ্ডসুশোভিত রামচন্দ্র দেখে আমার হিংসা হ'ল—আঃ! দুর্নিবার হিংসা, তুমি আর স্থান পেলে না, অভাগিনীকে চির-কলঙ্কিনী কর্‌বের জন্যে এই পোড়া হৃদয়ে উদয় হলে। (বক্ষে করাঘাত।) অর্থপিশাচী ধুনী সর্ব্বনাশী বল্যে মহারাজ স্বর্ণ কৌটাশুদ্ধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতির মালা দান করেছেন। হিংসায় অন্ধ হলেম, ধুনীর কুমন্ত্রণায় মহারাজের অমূল্য নিধি, বড়রাণীর বত্রিশ নাড়ীছেঁড়া ধন, সোনার কটো শুদ্ধ বিসর্জ্জন দিলেম। আমার কি নরকেও স্থান আছে—বড়রাণী আমাকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত ভাল বাস্‌তেন, আমি এমনি দুরাচারিণী সেই স্নেহময়ী সহোদরার হৃদয়ে অনল জ্বেলে দিলেম, দিদি আমার পুত্রশোকে সূতিতাগারে প্রাণত্যাগ কল্যেন; প্রাণেশ্বর আমার কত কাঁদ্‌লেন, পাগলের মত হয়ে কত দিন গিয়ে দেশান্তরে রইলেন।

সম। ধুনীকে এখনই আন্‌তে হবে।

গান্ধা। প্রাণকান্তের কান্না দেখে আমার প্রাণ ফেটে গেল। বাড়ী অন্ধকারময়। গর্ব্বিতা গান্ধারীর অহঙ্কার চূর্ণ—পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হল, আমি মণিপুর-মহারাজের প্রিয়া মহিষী, স্বর্ণপর্য্যঙ্কে অবস্থান; মলিন বেশে, দীননেত্রে কাঁদিতে কাঁদিতে ধুনী দাইয়ের পর্ণকুটীরে গেলেম, ধুনী দাইয়ের পায় ধরে কাঙ্গালিনীর মত কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেম। বল্যেম ধুনি! মহারাজের

জীবনাধার নবশিশু কোথায় রেখে এলি। ধুনী বল্যে বিন্দু সরোবরে। তার সঙ্গে বিন্দু সরোবরে গেলেম, কত খুঁজলেম বাছাকে পেলেম না। ধুনী বল্যে রাখিবামাত্র কে তুলে নিয়ে গিয়েছে।

রাজা। হয়ত আমার প্রাণপুত্র অদ্যাপি জীবিত আছেন।

গান্ধা। সেনাপতি সমরকেতু ধুনীর মস্তক ছেদন কচ্চেন, মহারাজ বারণ করুন্। অল্পপ্রাণী দাইয়ের মেয়ে ওর অপরাধ কি। পাপীয়সী রাজমহিষী গান্ধারীকে বধ কর্তে বলুন। মের না, মের না, মের না, সাত দোহাই সেনাপতি! ধুনীকে বধ কর না, আমার মকরকেতনের অমঙ্গল হবে। মকরকেতনকে যে দিন কোলে কল্যেম সেই দিন বুঝ্তে পাল্যেম বড়রাণী কেন সূতিকাগারে প্রাণত্যাগ কল্যেন।

সুশী। বাবা ধুনীকে মার্বেন না। তাকে মাল্যে আমাদের অমঙ্গল হবে।

রাজা। মা তুমি কেঁদ না আমরা ধুনীকে কিছু বল্ব না।

গান্ধা। (করযোড়ে) বাবা রামচন্দ্র! বাবা রঘুনাথ! বাবা শিখণ্ডিবাহন! আমার প্রাণকান্তের প্রাণ পুত্র শিখণ্ডিবাহন! তুমি দুষ্ট দশাননকে নষ্ট করে সিংহাসনে উপবেশন করেছ; আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ—বিমাতার কথা বিশ্বাস হয় না—ছুরি দাও, আমি হৃদয় চিরে দেখাচ্চি। (বক্ষে নখাঘাত।) শিখণ্ডিবাহন! তুমি আমার বুকজুড়ানে ধন, বাবা তোমার মা নাই আমি আর কি তোমার বিমাতা হতে পারি? বাবা অভাগিনীকে একবার চাঁদমুখে মা বলে ডাক আমি পাপ হতে মুক্ত হই। ভয় কি যাদু তুমি আমায় নির্ভয়ে মা বলে ডাক। আহা! হা! প্রাণ ফেটে যায়, কেন এমন দুর্ম্মতি হয়েছিল—

বাবা! তুমি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী বিষ্ণু অবতার, কেন হতভাগিনীকে চিরকলঙ্কিনী কল্যে।

সম। শিখণ্ডিবাহন কোথায়?

রাজা। জয়ন্তী পর্ব্বতে বামজঙ্ঘা দর্শন কর্‌তে গিয়েছেন।

গান্ধা। মহারাজকে ডাক। (দণ্ডায়মানা) মহারাজ, আর কেঁদ না, আমি তোমার হারানিধি কুড়ায়ে পেয়েচি, বিন্দু সরোবরে পড়ে ছিল, কোলে করে এনিচি, মায়ের মত কোলে করে এনিচি। মহারাজ একবার কোলে কর, মণিপুর সিংহাসনে বসাও। তোমার খোকার গলায় গজমতিমালা কেমন সুন্দর দেখাচ্চে। ঐ দেখ, কপালে রাজদণ্ড। শিখণ্ডি-বাহনের কপালে রাজদণ্ড। বরণ করতে দেখ্‌তে পেলেম। মহারাজ আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌চি শিখণ্ডিবাহন তোমার বড়রাণীর গর্ভজাত সেই অমূল্য মাণিক।

রাজা। সমরকেতু! শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন কর্‌বের জন্য আমার প্রাণ পাগল হল।

সমর। আলিঙ্গনের সময় না হলে আলিঙ্গন কর্‌তে পারেন না। এটি সাধারণ ব্যাপার নয়!

গান্ধা। আহা মরি কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়েছে! শিখণ্ডি-বাহন রামচন্দ্রের ন্যায় সিংহাসনে উপবেশন করেছেন, আমার মকরকেতন ভরতের ন্যায় রাজছত্র ধরে দণ্ডায়মান। বাবা শিখণ্ডিবাহন তোমার কাছে আমার এক ভিক্ষা, তুমি আমার মকরকেতনকে পাপীয়সীর গর্ভজাত বলে ঘৃণা কর না। মকর-কেতনকে তুমি কনিষ্ঠ সহোদরের মত ভাল বাস্‌তে, এখন মকর-কেতন সত্য সত্য তোমার কনিষ্ঠ সহোদর। পাপীয়সীর পেটে পাপাত্মার জন্ম হয় নি, পুণ্যাত্মার জন্ম হয়েছে, মকরকেতন বল্যেন "মা আমি তোমার মত হিংসুটে নই আমি বাবার মত সরল।"

আমার মকরকেতন কোথায়, মকরকেতনকে ডেকে আনি।
(পর্য্যঙ্কে শয়ন এবং নিদ্রা।)

সুশী। এই নিদ্রা ভাংলেই সহজ হবেন, ব্যাধির কোন চিহ্ন থাক্‌বে না।

রাজা। আশ্চর্য্য পীড়া। এ পীড়ার ঔষধ কি ?

সমর। এ পীড়ার ঔষধ অনুতাপ।

[রাজা এবং সমরকেতুর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাছাড়, রণকল্যাণীর অধ্যয়নকক্ষ

নীরদকেশী এবং সুরবালার প্রবেশ

নীর। এর নাম ছান্‌লাতলা পার, এ ত বিয়ে নয়। রাজার মেয়ের বিয়ে কত বাজি হবে, কত বাজনা হবে, নৃত্য গীত হবে, তেল সন্দেশ থাল ঘড়া বস্ত্রালঙ্কার বিতরণ হবে, ও মা কিছুই না।

সুর। এ ত বিয়ে নয়, কেবল দুই হাত এক করা। মহারাজ বলেছেন শিখণ্ডিবাহনকে সঙ্গে করে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যাবেন, সেখানে গিয়ে সমারোহ করবেন।

নীর। সেখানে গিয়ে বিয়ে দিলেই হত।

সুর। রণকল্যাণী যে প্রাণত্যাগ করে। রাসলীলায় শিখণ্ডি-বাহনের বক্ষে উঠে পাগল হয়ে গেল। শিখণ্ডিবাহন কুসুমকানন পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন, কাননদ্বারে রণকল্যাণী শিখণ্ডি-বাহনের গলা ধরে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল, বল্যো তোমায় ছেড়ে দেব না ; শিখণ্ডিবাহন বারম্বার মুখ চুম্বন কল্যেন, বারংবার আলিঙ্গন

কল্যেন, কত সান্ত্বনা কল্যেন তবে শিবিরে ফিরে গেলেন। শিখণ্ডিবাহনের হৃদয় ভাই স্নেহের সাগর।

নীর। শিখণ্ডিবাহন স্বর্গের ইন্দ্র। আমি তার কথা বল্‌চি না আমি তাড়াতাড়ি বিয়ের কথা বল্‌চি।

সুর। রণকল্যাণী শয্যায় শয়ন করে রোদন কর্ত্তে লাগ্‌ল, বল্যে "সুরবালা আমি শিখণ্ডিবাহনকে না দেখে থাক্‌তে পারি না।" আমি মহিষীর কাছে সকল কথা বল্যেম, মহিষী আমায় সঙ্গে করে রাজার কাছে নিয়ে গেলেন, রাজা শুনে আনন্দসাগরে ভাস্‌তে লাগ্‌লেন, বল্যেন "বিষ্ণুপ্রিয়ে আজ আমার জীবন সার্থক, অমন বীরকুলকেশরী কন্দর্পকান্তি শিখণ্ডিবাহন আমার জামাতা হলেন।" মহারাজ আমার কাছে শিখণ্ডিবাহনের মস্তকে কমল-মালা নিক্ষেপ করা অবধি কুসুমকাননের দ্বারে শিখণ্ডিবাহনের বিদায় পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত আনন্দপ্রফুল্লমুখে শ্রবণ কল্যেন। মণিপুরেশ্বর রণকল্যাণীকে "কমলে কামিনী" বলেছেন বলে মহিষীর বা কত হাসি, মহারাজের বা কত হাসি। গান্ধর্ব্ব বিবাহের অনুমতি দিলেন। আমি ঘটক ঠাকুরুণের বেশে শিবিরে গিয়ে শিখণ্ডিবাহনকে নিয়ে এলেম, কুসুমকাননে শুভ বিবাহ সুসম্পন্ন হয়ে গেল।

নীর। বরকনে কোথায়?

সুর। কুসুমকাননে। রণকল্যাণী আহ্লাদে ফুলে দশটা হয়েছে, শিখণ্ডিবাহনকে পল্লবন, তমালবন, নিধুবন, লতাকুঞ্জ, প্রস্রবণরাজি, হিমসরোবর, মনঃসরোবর, রাজহংস, কলহংস, নীল মৎস্য, পীত মৎস্য, দেখ্যে নিয়ে বেড়াচ্চে।

নীর। আহা! মনের মত স্বামী হওয়ার চাইতে রমণীর আর সুখ কি। রণকল্যাণী ভাগ্যবতী তাই এত রাজপুত্র ত্যাগ

করেছিল। রণকল্যাণীর সুখের জন্যেই এমন ভয়ঙ্কর যুদ্ধ উপস্থিত হয়েছিল।

স্থুর। রণকল্যাণীর যেমন মা তেমনি বাপ। লোকে শিখণ্ডিবাহনকে জারজ বলে। মহারাজ বল্যেন জারজ হউক আর নাই হউক তা আমার জানিবার প্রয়োজন নাই, শিখণ্ডিবাহন সুপাত্র, রণকল্যাণী শিখণ্ডিবাহনকে ভাল বাসে, এই পর্য্যন্ত আমার জানা আবশ্যক।

নীর। শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের রাজা করবেন?

স্থুর। তার আর সন্দেহ আছে। সৈন্যসামন্ত সব ব্রহ্মদেশে পাঠিয়ে দিলেন।

রণকল্যাণীর প্রবেশ

স্থুর। একা যে?

নীর। শিখণ্ডিবাহন কোথায়?

স্থুর। কুসুমকাননে মাধবীলতা কেড়ে নিয়েছে।

রণ। সুরবালা আর কি সে ভয় আছে, পরিণয়-শৃঙ্খল পায় দিইচি, যখন মনে করব শেকল ধরে টানব আর হৃদয়ে এসে বিরাজ করবে।

স্থুর। শেকল ধরে না কি খেলায়?

রণ। ইচ্ছে কল্যে তাও পারি।

নীর। বালাই অমন কথা কি বলতে আছে, স্বামী যে গুরুলোক।

স্থুর। স্বামীকে গুরুলোক বল্যেই কেমন যেন সার্ব্বভৌম মহাশয় সার্ব্বভৌম মহাশয় বোধ হয়; লম্বোদর, নামাবলিতে গাত্রাচ্ছাদন, আর্কফলালঙ্কৃত মস্তক, কোষাকুষি নিয়ে বিব্রত,

তিথি-নক্ষত্র দেখে মেগের কাছে আস্‌চেন ; অমন স্বামীর পোড়া কপাল।

রণ। তুমি কেমন স্বামী চাও ?

সুর। লড়ায়ে ম্যাড়ার মত। নেচে কুঁদে বেড়াবে, তুড়ি দিলেম খপ্‌ করে গায় এসে পড়্‌ল, তার সময় অসময় নাই।

রণ। সুরবালা শূরবীর। তুই ভাই একটা লড়ায়ে ম্যাড়া ধরে স্বামী করিস্‌। নীরদকেশীর মতে আমার মত, স্বামী গুরুলোক।

সুর। দেখ দিদি ভক্তিভাণ্ড সাবধান যেন গোরুর গায় পা লাগে না হাম্বা করে ডেকে উঠ্‌বে।

রণ। তোমার পোড়ার মুখ। (সুরবালার অলকা ধরিয়া টানন।)

সুর। ও কি ভাই অলকাপহরণ কেন ?

রণ। গোরু বাঁধা দড়া কর্‌ব।

সুর। যৌবনের গাম্‌লা পূর্ণ থাক্‌লে গোরু বাঁধতে হয় না।

রণ। যৌবন কি বিচালি ?

সুর। স্বামী যেমন গোরু লোক।

নীর। শিখণ্ডিবাহন কোথায় গেলেন।

রণ। বাবার কাছে বসে গল্প কচ্চেন। বাবার আনন্দের সীমা নাই ! মাকে বল্‌চেন আর ছোটরাণীকে তিরস্কার কর না, ছোটরাণীর কল্যাণে যুদ্ধ হল, যুদ্ধের কল্যাণে এমন সোনার চাঁদ জামাই পেলে। মা বল্যেন সপত্নী আমার সর্ব্বমঙ্গলা।

নীর। যুদ্ধ না হলে রণকল্যাণী চিরকাল আইবুড় থাকৃত।

রণ। সুরবালা আমার সে কথা তোর মনে আছে ?

সুর। তোমার কথা না আমার কথা।

রণ। তোমার কথা আমার কথা এক কথা, তোমায় আমায় ভিন্ন কি? এক জীবন এক অধ্যয়ন এক শয়ন।

সুর। এক স্বামী।

রণ। দূর্ পোড়াকপালী।

সুর। সুরবালা সকল বিষয়ে এক কেবল স্বামীর বেলায় সতীন।

রণ। শিখণ্ডিবাহন এখনি আস্‌বে।

সুর। আমি এখনি আস্‌ব।

[সুরবালার প্রস্থান।

নীর। তোমার সঙ্গে শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে হয়েছে বলে সুরবালা আহ্লাদে গলে পড়্‌চে।

রণ। সুরবালা আহ্লাদে আট্‌চালা! সুরবালা না থাক্‌লে আমি মরে যেতেম। সেনাপতির পুত্রের সঙ্গে সুরবালার বিয়ে দেব, ও তাকে বড় ভাল বাসে।

নীর। বড় সুন্দর ছেলে, মহারাজ তাকে পুত্রের মত স্নেহ করেন।

শিখণ্ডিবাহনের প্রবেশ

বস ভাই এই সিংহাসনে বস তোমার বাম পাশে রণকল্যাণীকে বস্‌য়ে দিই, যুগল রূপ দেখে নয়ন সার্থক করি। (শিখণ্ডিবাহন এবং রণকল্যাণীর সিংহাসনে উপবেশন।)

শিখ। সুরবালা কই?

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের কুন্তল শিথিল করিয়া দিতে দিতে) সুরবালার জন্যে দিশেহারা হলে দেখ্‌চি যে।

শিখ। সুরবালা সুমধুরহাসিনী, মকরন্দভাষিণী, সুরবালাকে দেখ্‌লে আমার বড় আনন্দ হয়।

নীর। রণকল্যাণীকে দেখ্‌লে তোমার আনন্দ হয় না?

শিখ। রণকল্যাণীকে আর ত আমি দেখ্‌তে পাই না। রণকল্যাণী আর শিখণ্ডিবাহন একাঙ্গ হয়ে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হয়েছে।

রণ। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশে নিয়ে যাব।

শিখ। বরের বাড়ী কনে যায় না কনের বাড়ী বর যায়।

নীর। আমি পান আনি।

[নীরদকেশীর প্রস্থান।

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের স্কন্ধে মুখ রাখিয়া) যাবে ত, যাবে ত। আমি বাবাকে বলিচি শিখণ্ডিবাহনকে ব্রহ্মদেশে নিয়ে যেতে হবে।

শিখ। তুমি কাছাড়ের নবাভিষিক্তা নূতন রাজ্ঞী, রাজ্য বিশৃঙ্খল, এ সময় কি রাজ্যেশ্বরীর উচিত রাজ্য ছেড়ে যাওয়া।

রণ। আমায় তুমি সঙ্গে করে নিয়ে এস।

শিখ। মহারাজও তাই বল্‌ছিলেন।

রণ। তবে যাবে, বল, বল, বল।

শিখ। তুমি আমার ইন্দীবরাক্ষী রাজলক্ষ্মী তোমার কথায় কি আমি না বল্‌তে পারি। (নয়ন চুম্বন।)

রণ। কাকে সঙ্গে নে যাবে?

শিখ। মকরকেতনকে।

রণ। আর সুশীলাকে। সুশীলার বড় শান্ত স্বভাব, সুশীলাকে আমি বুকে করে রাখ্‌ব।

শিখ। মহারাজ সুশীলাকে বোধ হয় যেতে দেবেন না।

রণ। আমি মহারাজের কাছে বিনয় করে বল্‌ব মহারাজ তোমার দুঃখিনী "কমলে কামিনী" অমূল্য মুক্তামালা গ্রহণ করে নাই, সেই দুঃখিনী "কমলে কামিনী" এখন ভিক্ষা চাচ্চে ভগিনী

সুশীলাকে কিছু দিনের জন্যে "কমলে কামিনীর" আরাধ্যা সঙ্গিনী হতে দেন।

শিখ। "কমলে কামিনী" যদি এমন মধুর বচনে ভিক্ষা চান, কেবল সুশীলা কেন, মহারাজ সর্ব্বস্ব দিতে পারেন।

রণ। তবে স্থির হল, সুশীলা যাবে। বড় আনন্দ হবে। সুশীলাকে আমার শ্বেত হস্তী দেখাব, সে বড় শান্ত হাতী, সুশীলা শ্বেত হস্তীর গায় হাত বুলাবে। তুমিও কখন শ্বেত হস্তী দেখ নি, তোমাকেও আমি শ্বেত হস্তীর কাছে নিয়ে যাব। ব্রহ্মদেশে যেমন পুষ্প আছে এমন আর কোন দেশে নাই। সুশীলাকে কাঞ্চনটগর দেখাব, কন্দর্পচাঁপা দেখাব, স্থলপদ্ম দেখাব, শ্বেত পদ্ম দেখাব, নীল পদ্ম দেখাব।

শিখ। নীল পদ্ম এখানে আছে।

রণ। তোমার কাছাড়ে আর নীল পদ্ম হতে হয় না।

শিখ। তবে এ দুটি কি? (অঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা রণকল্যাণীর নয়নদ্বয় ধারণ।)

রণ। ও যার নীল পদ্ম তার নীল পদ্ম, সকলের নয়।

শিখ। (দুই হস্তে রণকল্যাণীর কপোলযুগল ধারণ করিয়া নয়ন নিরীক্ষণ) না প্রাণেশ্বরি, তোমার নয়ন প্রকৃত নীল পদ্ম।

রণ। কবির নীল পদ্ম, প্রণয়ীর নীল পদ্ম, আমার শিখণ্ডি-বাহনের নীল পদ্ম; হয় ত মকরকেতনের বেগুনফুল।

শিখ। মকরকেতন কি অন্ধ।

রণ। তা নইলে শৈবলিনীর সঙ্গে সুশীলার বিনিময় হয়।

শিখ। মকরকেতনের চরিত্রে আর কোন দোষ নাই, সুশীলা এখন পরম সুখী।

রণ। 'তুমি আমাদের বউ দেখ্‌লে না?'

শিখ। আমি ত আর তোমাদের বয়ের প্রাণকান্ত নই যে আপনি গিয়ে ঘোমটা খুলুন।

রণ। বউটি আমাদের বড় শান্ত, এমনি লজ্জাশীলা যোল বৎসর বয়েস হয়েছে আজ পর্য্যন্ত কেউ মুখ দেখ্‌তে পায় নি।

শিখ। কার্‌ বউ।

রণ। আমার খুড়্‌তুত ভেয়ের বউ।

শিখ। তবে আমার করণীয় ঘর।

বণ। বুকখান যে পাঁচ হাত হয়ে ফুলে উঠ্‌ল।

সুরবালা এবং নীরদকেশীর বউ লইয়া প্রবেশ

সুর। ও কি ভাই আস্‌তে চায়, কত খুন্‌সুড়ি কর্ত্তে লাগ্‌ল, বলে আমি পোয়াতি মানুষ, নন্দায়ের সুমুখে যেতে পার্‌ব না, আবার বলে আমার চুল নাই নন্দাই দেখে হাস্‌বেন, আমার হাত দুখানা আঁচ্‌ড়ে ফালা ফালা করে দিয়েছে—মহিষী কত ভৎ'সনা কল্যেন তবে এল।

রণ। কি দিয়ে বউ দেখ্‌বে?

শিখ। আমার গলার এই মুক্তামালা। (গলদেশ হইতে মুক্তামালা মোচন করিয়া হস্তে ধারণ।)

বণ। মুখ দেখাও না?

সুর। আমাদের বড় ভাজ তোমার প্রণাম করা উচিত।

শিখ। শালাজ ছোটই কি আর বড়ই কি, প্রণামের পাত্রী। (প্রণাম।)

সুর। তবে চন্দনবিলাসীর চাঁদবদনখানি খুলে দিই। (অবগুণ্ঠন মোচন, সকলের হাস্য।)

শিখ। এ যে আশী বছরের বুড়ী। আঃ পোড়ার মুখ

আবার জিব মেল্যে রয়েছেন, পাকাচুলে সিঁতি পরেছেন, তোমাদের দিব্বি বউটি।

সুর। আর ভাই বুড় হক্ হাবড়া হক্ দাদার কোলজোড়া হয়ে শুয়ে থাকে ত।

শিখ। দন্তের সঙ্গে বহুকাল বিচ্ছেদ হয়েছে। কাদের বুড়ী ?

সুর। যার খেয়েছ তালের মুড়ী।

রণ। বাবার খুড়ী আমাদের দিদিমা।

নীর। বউ দেখ্লে মুক্তার মালা দাও।

শিখ। তোমরা দিদিমাকে যে রত্নহারে বিভূষিতা করে এনেচ আমার এ মালা দিতে লজ্জা বোধ হয়।

সুর। তুমি ত আর মালা বদল কচ্চ না।

শিখ। তোমার দাদার বউ হলে কর্ত্তেম।

বউ। হ্যাঁলা রলকললি তোর এ কেমল্ বিয়ে ?

রণ। দিদিমা আমার ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে।

বউ। তারি মতল ত দেখ্চি। তুই আমার বীরভূষলের একটি মেয়ে, কত বাজ্লা গাওলা হবে, লগরময় লবদ বস্বে, ও মা কোল ঘটা হল লা।

রণ। দিদিমা খুব ঘটা হয়েছে।

বউ। কিসের ঘটা ?

রণ। হাসির ঘটা।

বউ। সে কথা বড় মিথ্যা লা। তুই মলের মত লাগর পেয়ে আজ ছুদিল্ হেসে রাজধালীটে হাস্যার্ণব করে ফেলেচিস।

রণ। দিদিমা তোমার নাৎজামায়ের কাছে বস।

সুর। দিদিমা বরের কোলে মিত্তবর ছিল না বলে

নীরদকেশী বড় দুঃখ করেছে তুমি বরের কোলে বসে নীরদের দুঃখ নিবারণ কর।

বউ। লীরদ আমার বড় লম্র, যত লষ্ট সুরবালা আর রলকললী, লাতজামাই তুমি লবীল দল্‌তে দুই শালীর লাক কাল কেটে লাও।

রণ। দিদিমা তুমি একবার তোমার নাতজামায়ের কোলে বস, আমার নয়ন সার্থক হক।

বউ। তোর লবকাল্‌তের লবীল বয়েস ও কি আমার ভর্ সইতে পার্‌বে?

সুর। দিদিমা তোমাতে আর আছে কি কখান গোহাড় বই ত নয়। এস একবার মিতবর হয়ে বস। (সুরবালা এবং রণকল্যাণী বউকে ধরিয়া শিখণ্ডিবাহনের অঙ্কে প্রদান।)

বউ। হল ত তোদের লয়ল ত জুড়াল। (সিংহাসনে উপবেশন) লাৎজামায়ের লামটি বড় লতুল, শিখল্লিবাহল। (শিখণ্ডিবাহনের চিবুক ধরিয়া) আমার রলকললীর শিখল্লি-বাহল।

শিখ। দিদিমা নটা কি তোমার নাগরের নাম তাই ধর্ত্তে পার না?

বউ। লটা আমার লাত্‌জামাই, আমার রলকললীর লবীল লাগর। আহা সুখে থাক, লবোঢ়া রালী লিয়ে অলল্‌ত কাল রাজ্য কর। রলুকললী বড়রালীর বড় দুঃখের ধল, তেমলি জামাই হয়েছে। বীরভূষলের আলল্‌দের সীমা লাই।

রণ। দিদিমা শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে একটু রসিকতা কর, তা নইলে আমি কাঁদ্‌ব।

বউ। লাতজামাই?

শিখ। কি বলচ দিদি মা?

বউ। রলকললীকে দিলে কি ?

শিখ। মূল হতে আগা পর্য্যন্ত সমুদায় প্রাণটা।

বউ। রত্নভূষল ?

শিখ। রত্নভূষণের অভাব কি ?

বউ। সাদায়ে লৌকা ছুলি,
বাখরগল্‌জে চাল ভরলি,
কর্‌ব মহাজলি,
আল্‌ব গদমুক্ত কিলি,
দিব লাকে কর্‌বে ধল মল,
প্লাল্ আর দুটো মাস থাক।

শিখ। দিদিমা যে জোর করে প্লাল্ বল্যেন আমি ত ভাই চম্‌কে উঠিছি।

সুর। বুঝ্‌তে পেরেছ ?

শিখ। কতক কতক।

সুর। সাজায়ে নৌকা তুনি,
বাখরগঞ্জে চাল ভরনি,
কর্‌ব মহাজনি,
আন্‌ব গজমুক্তা কিনি,
দিব নাকে কর্‌বে ঝলমল
প্রাণ আর দুটো মাস থাক।

বউ। বসল্‌ত অশাল্‌ত,
বিলা প্লাল কাল্‌ত
একাল্‌ত প্লালাল্‌ত
লিতাল্‌ত মরি।
বিরহ সলিল,
বসল্‌তে বাড়িল,
ডুবিল ডুবিল
যৌবলতরি।

সুর। দিদিমা পঞ্চবাণের শ্লোকটা বল্‌বে কি ?

রণ। না দিদিমা সে শ্লোক বলে কাজ নাই।

শিখ। কল্যাণ আমায় এখনি যেতে হবে।

রণ। তুমি আমার রণ ছেড়ে দিলে বুঝি।

শিখ। তুমি আমার কেবল কল্যাণ।

সুর। রণকল্যাণি তুমি শিখণ্ডি ছেড়ে দিয়ে শিখণ্ডিবাহনকে বাহন কর।

শিখ। আমি কল্যাণের বাহন ত হইচি।

সুর। অকল্যাণ কর কেন ভাই, তোমায় কি আমরা রণ-কল্যাণীর বাহন হতে দিতে পারি।

শিখ। আমি কল্যাণের বাহন ভিন্ন আর কারো বাহন হতে পারি না।

সুর। তুমি দেবাদিদেব মহাদেবের বাহন।

নীর। তোমার মুখে আগুন, কথাব শ্রী দেখ।

শিখ। সুরবালা সামান্য শালী নয়।

সুর। এখন আমাকে অনেক শালা শালী বল্‌বে।

শিখ। কেন ?

সুর। রণকল্যাণী দশ দিকে শিখণ্ডিবাহন দেখ্‌চে।

নীর। কেন দিদি কাঁদ কেন ?

রণ। আমি শিখণ্ডিবাহনকে না দেখ্‌লে দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। (মুখে অঞ্চল দিয়া রোদন।)

সুর। শিখণ্ডিবাহন তুমি যেও না। (রোদন।) রণকল্যাণী এখনি পাগল হবে, আমি তাকে শান্ত কর্ত্তে পার্‌ব না।

রণ। (সুরবালার গলা ধরিয়া) সুরবালা আমার বড় সাধের শিখণ্ডিবাহন—আমি ছেড়ে দিয়ে কেমন করে থাক্‌ব—আমার ঘর এখনি অন্ধকার হবে।

সুর। চুপ কর দিদি, শিখণ্ডিবাহন আবার আস্‌বেন—আর কেঁদ না দিদি—তুমি কেঁদে শিখণ্ডিবাহনকে কাঁদালে।

শিখ। সুরবালা প্রণয় কি কোমল, সৈনিকের কঠিন চক্ষে জল আন্‌লে—

রণ। (শিখণ্ডিবাহনের গলা ধরিয়া) কবে আস্‌বে—তোমার কল্যাণ মরে রইল, তুমি এলে জীবিতা হবে।

শিখ। কল্যাণ, তুমি আমার প্রাণের কল্যাণ, তুমি আমার জীবনযাত্রার কল্যাণ। (মুখচুম্বন।) তুমি আর কেঁদ না কল্যাণ, আমি যদি মহারাজকে বল্‌তে পারি আমি কালই আস্‌ব।

সুর। মহারাজ বিবাহের কথা প্রকাশ কর্ত্তে বারণ করেছেন। তিনি বলেছেন মণিপুরমহারাজ যখন তোমাকে কাছাড়-সিংহাসনে বসাবেন সেই সময় বিবাহের কথা প্রকাশ কর্‌বেন।

শিখ। আমার সে কথা স্মরণ আছে। বিবাহের কথা প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা নাই; মহারাজ জানেন আমি জয়ন্তী পর্ব্বতে বামজঙ্ঘা দর্শন কর্ত্তে এসিচি।

বউ। লাতজামাই বামজঙ্ঘা দেখলে ভাল, শিখন্ডিবাহলের দর্‌শলে পর্‌শলে মুক্তি।

শিখ। সুরবালার হাস্যমুখখানি চিকণ মেঘাবৃত শশধরের ন্যায় শোভা পাচ্চে।

সুর। আর ভাই, তোমার যাওয়ার কথা শুনে আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছে। রণকল্যাণীর কাঁচা প্রাণ তোমার অদর্শন একটুকু সহ্য কর্ত্তে পারে না। পাঁচ বছরের বালিকার মত অবুঝ, বুঝালে বুঝ্‌বে না, নাবে না, শোবে না, ঘুমাবে না, কেবল বসে কাঁদবে।

শিখ। কল্যাণ আমার পাছে অসুস্থা হন।

রণ। না শিখণ্ডিবাহন সুরবালা বাড়্‌য়ে বল্‌চে।

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

কাছাড়। মণিপুরমহারাজের শিবির

রাজা এবং সমরকেতুর প্রবেশ

রাজা। কবিরাজ মহাশয়ের আশ্চর্য্য ঔষধ। অদ্য মহিষী একবারও মূর্চ্ছিতা হন নি; মহিষী সম্যক্ সুস্থা হয়েছেন। পরমানন্দে মকরকেতনের ছেলেটি লয়ে খেলা কচ্চেন। সে সকল কথার চিহ্নও নাই। সে সকল কথা যে বলেছেন তাও তাঁর কিছুমাত্র স্মরণ নাই।

সম। পরম সুখের বিষয়।

রাজা। শান্তিরক্ষককে কি লিখেছ।

সম। ধুনী দাইকে ধৃত করে তার নিকট হতে আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করে লয় এবং সে সমুদায় অবিলম্বে আমার নিকটে অবিকল প্রেরণ করে, কেবল ছোট রাণীর স্থানে নষ্টলোক লেখে।

রাজা। তাতে অন্য লোকের চক্ষে ধূলা দেওয়া অসম্ভব নয়, অন্য লোকের চক্ষে ধূলা না দিতে পাল্যেও ক্ষতি নাই, কিন্তু তাতে কি আমার সত্যপ্রিয় মকরকেতনের চক্ষে ধূলা দেওয়া যাবে।

সম। চেষ্টা করা যাক্ যত দূর সফল হওয়া যায়। মকরকেতন শিখণ্ডিবাহনকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত ভক্তি করে শিখণ্ডিবাহন তার যথার্থ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যদি প্রমাণ হয় সে আনন্দে উন্মত্ত হবে; অন্য কোন বিষয় আন্দোলন করবে না।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন মকরকেতনকে কনিষ্ঠ সহোদরের মত

স্নেহ করে, সতত মকরকেতনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু মকরকেতনের উদ্ধত স্বভাব, যদি সূচ্যগ্রে তার গর্ভধারিণীর কোন দোষ শুন্‌তে পায় সর্ব্বনাশ কর্‌বে।

সম। মহারাজ নির্ভয়ে থাকুন, আমি মকরকেতনের স্বভাব বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত। সে পৃথিবীর কাহাকেও মানে না কিন্তু শিখণ্ডিবাহনকে পূজা করে। শিখণ্ডিবাহন অনুরোধ কল্যে সে নিজ মস্তক ছেদন কর্ত্তে পারে। শিখণ্ডিবাহনের স্নেহবাক্যে মকরকেতনের ঔদ্ধত্য সমতা প্রাপ্ত হবে।

রাজা। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী কবে আস্‌বেন?

সম। ত্রিপুরা ঠাকুরাণীকে আমি কল্য প্রাতে মহারাজের সমক্ষে উপস্থিত কর্‌ব।

রাজা। শান্তিরক্ষকের লিপি কবে প্রত্যাশা করেন?

সম। প্রত্যেক মুহূর্ত্তে।

রাজা। শিখণ্ডিবাহন আমার পাটরাণীর গর্ভজাত প্রাণপুত্র যদি প্রমাণ হয়, আমার সুখের পরিসীমা নাই। আমি কাছাড়-সিংহাসন শিখণ্ডিবাহনকে দিলাম, মণিপুর-সিংহাসন মকরকেতনকে দিয়ে আমি রাজকার্য্য হতে অবসর হব।

সম। ব্রহ্মাধিপতির অভিসন্ধি কিছু বুঝ্‌তে পাচ্চি না। তাঁর সমুদায় সেনা ব্রহ্মদেশে প্রতিগমন করেছে, তিনি এক-প্রকার একা আছেন।

রাজা। সন্ধি করা হয় বোধ হয় তাঁর স্থির সঙ্কল্প।

শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, শিখণ্ডিবাহন, বক্রেশ্বর এবং পারিষদগণের প্রবেশ এবং উপবেশন

শশা। মহারাজ একখানি লিপি প্রাপ্ত হলেম।

রাজা। শান্তিরক্ষকের?

শশা। আজ্ঞে না। ব্রহ্মদেশাধিপতি এই লিপি লিখেছেন।

রাজা। পাঠ কর।

শশা। (লিপি পাঠ।)

প্রণয়সরোবরপবিত্রপঙ্কজ, প্রজারঞ্জন, বিনয়বীরত্ববিভূষিত
রাজশ্রী রাজাধিরাজ মহারাজ গম্ভীরসিংহ
অলৌকিক ভ্রাতৃস্নেহসাগরেষু।

ভ্রাতঃ!

অবিলম্বে অস্মদের ব্রহ্মদেশে গমন করা নিতান্ত আবশ্যক। ভবদীয় প্রস্তাবে কাছাড় রাজধানীর যাবদীয় অমাত্য পরমানন্দ সহকারে সম্মতি দান করেছেন। অস্মদ আপনার অনুগত, বশীভূত, পরাজিত; ভবদীয় প্রস্তাবে মদীয় অদেয় কি? শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন; কাছাড়-সিংহাসনে শিখণ্ডি-বাহনের অধিবেশনে অস্মদের অকৃত্রিম অভিমত। শিখণ্ডি-বাহনের জন্ম সম্বন্ধে আমার বাঙ্নিষ্পত্তি নাই। হে ভ্রাতঃ এক্ষণে আপনার অনুগতানুজের প্রার্থনা শ্রবণ করুন, কল্য প্রাতে মদীয় দীনভবনে আপনি সপরিবারে স্বদল সমভিব্যাহারে আগমন করিবেন, শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়-সিংহাসনে সংস্থাপন করিবেন, পরিশেষে উভয় রাজ্যের রাজকর্ম্মচারী সমভিব্যাহারে উভয় রাজা একত্রে আহার করিবেন। একত্রে ভোজন বন্ধুতার জীবন। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিলাম॥ ইতি॥

অনুগতানুজ রাজশ্রী বীরভূষণ।

রাজা। চমৎকার লিপি।

সম। ব্রহ্মাধিপতি সমুদায় সৈন্য সামন্ত ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেছেন, অবিশ্বাসের কারণ নাই।

রাজা। লিপিখানি সরল চিত্তে চিত্রিত।

শশা। পরাজিত ভূপতি কৌশলাবলম্বী ; লিপিখানি সম্পূর্ণ সন্দেহশূন্য না হতে পারে।

সম। আমাদের আশঙ্কার কারণ নাই।

রাজা। শিখণ্ডিবাহনের অভিপ্রায় কি ?

শিখ। লিপিখানি সম্মানে পরিপূর্ণ ; সরলতালেখনীতে লিখিত।

সর্ব্বে। ব্রহ্মাধিপতি অনুতাপে পরিতপ্ত, সারল্যাবলম্বন অনুতপ্ত চিত্তের মুক্তি।

রাজা। সার্ব্বভৌম মহাশয়ের সমীচীন সিদ্ধান্ত। বকেশ্বরের মুখে এত হাসি কেন ?

বকে। ভ্যালা লিপি লিখেছে মহারাজ ; যে দুটো কথা পৃথিবীর সার সে দুটোই লিপিতে বিরাজমানা ; সে দুটো কথাতে সম্মান আর সরলতা ফুটে বেরুচ্চে, ও দুটো কথার মূল্য দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা।

রাজা। কোন্ দুটো ?

বকে। "আহার" আর "ভোজন"। ব্রহ্মাধিপতির চমৎকার বর্ণবিন্যাস—"ভোজন বন্ধুতার জীবন।" ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমালোচকেরা বল্‌তে পারেন ব্রহ্মাণ্ডের জীবন বল্যে ভাল হ'ত। সেটা যে ভাবে প্রকাশ তা তারা অনুভব করে না। ক্ষুদ্রবুদ্ধি সমালোচক কুট্‌কুটে মাচি ; কাব্য-কলেবরে কত মনোহর স্থান আছে তাতে বসে না কোথায় নখের কোণে একটু ঘা আছে ভন্ করে সেইখানে গিয়ে কুট্ করে কামড়ায়।

সর্ব্বে। "মণিময়মন্দিরমধ্যে পিপীলিকাশ্ছিদ্রমন্বেষয়ন্তি"।

রাজা। ব্রহ্মাধিপতি বলেন "একত্রে ভোজন বন্ধুতার জীবন"।

বকে। একা ভোজনেও বন্ধুতা হয়।

রাজা। কার সঙ্গে ?

বক্কে। প্রাণের সঙ্গে। শ্মশানে মশানে রাজদ্বারে আহারে ভোজনে যিনি সহায় তিনিই সত্য বন্ধু। ধর্ম্মনীতিবেত্তারা বলেন।

সত্য বন্ধু হতে চাও,
মধ্যে মধ্যে ভোজন দাও।

সর্ব্বে। লিপির পংক্তিগুলি সৌহার্দ্দাবলি।

বক্কে। লিপির পংক্তিগুলি চন্দ্রপুলি।

রাজা। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সর্ব্ববাদিসম্মত ?

সকলে। সর্ব্ববাদিসম্মত।

শশা। ব্রহ্মসেনাপতিকে কি অগ্রে প্রেরণ করা যাবে ?

রাজা। ব্রহ্মেশ্বর সেনাপতির কোন কথা উল্লেখ করেন নাই।

শিখ। সেনাপতিকে আমি সমভিব্যাহারে লয়ে যাব।

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কাছাড় রাজধানী

রাজসভা। মধ্যস্থলে শূন্য সিংহাসন, দক্ষিণ পার্শ্বে বীরভূষণ, ব্রহ্মসেনাপতি, ব্রহ্মাধিপতির পারিষদগণ এবং কাছাড়ের অমাত্যগণ ও বাম পার্শ্বে রাজা, শশাঙ্কশেখর, সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম, সমরকেতু, শিখণ্ডিবাহন, মকরকেতন, বক্রেশ্বর এবং মণিপুরের পারিষদগণ আসীন

ব্রহ্মসেনা। (বীরভূষণের প্রতি) মহারাজ! আমি পরাজয়ে জয় লাভ করিছি; পরাজয়ের কল্যাণে বীরকুলাভরণ শিখণ্ডিবাহনের অকৃত্রিম প্রণয় লাভ হয়েছে। শিখণ্ডিবাহনের সুমধুর স্বভাব যিনি অবগত হয়েছেন তিনি অবশ্যই স্বীকার করবেন, শিখণ্ডিবাহনের প্রণয়ের সঙ্গে একটা রাজত্বের বিনিময় হার নয়।

বীর। শিখণ্ডিবাহন তোমার প্রধান শত্রু, শিখণ্ডিবাহন তোমাকে রণে পরাজিত করে মণিপুর-শিবিরে বন্দী করে রেখেছেন; তোমার মুখে যখন শিখণ্ডিবাহনের এমন বর্ণনা তখন শিখণ্ডিবাহন প্রকৃত শিখণ্ডিবাহন।

প্র, অমা। মহারাজ! শিখণ্ডিবাহনের আন্তরিক মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েই ত আপনি অবিবাদে কাছাড় রাজত্ব শিখণ্ডিবাহনকে অর্পণ কর্ত্তে সম্মত হলেন।

রাজা। মহতেই মহত্ত্বের অনুরাগী হয়। মহারাজ মহদাশয়, আপনার সম্মান এবং স্নেহগর্ভ আহ্বানে আমি যার পর নাই

অনুগৃহীত এবং সম্প্রীত হইচি। আপনি আমাকে যাবজ্জীবন কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ কর্‌লেন। আপনার আপত্তি অতীব অনুকূল।

বীর। শিখণ্ডিবাহনের জন্ম সম্বন্ধে আমার বাঙ্‌নিষ্পত্তি নাই।

রাজা। কিন্তু আমার অনেক বক্তব্য আছে।

সম। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী এইখানেই আগমন কর্‌বেন।

রাজা। তুমি কি সুবর্ণকৌটা দেখেছ?

সম। আজ্ঞে না। কিন্তু শুন্‌লেম্‌ কৌটাটি নষ্ট হয় নাই।

রাজা। আমি ভিন্ন সে কৌটা আর কেহ খুল্‌তে পারে না। আমি যদি সে কৌটা প্রাপ্ত হই আর তার ভিতরে যদি মণিপুর-রাজবংশের শ্রেষ্ঠ গজমতির মালা পাই তা হলে আমার আর কোন্‌ সন্দেহ থাকে না।

বীর। মহারাজের সকল কথা আমার বোধগম্য হচ্চে না।

রাজা। মহারাজ! সকলেই অবগত আছেন আমার জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভজাত পুত্র সূতিকাগার হতে অপহৃত হয়; ধুনী দাই এ অপহরণের মূল। ধুনী দাই জীবিতা আছে। আমার অনুজ্ঞানুসারে মণিপুরের শান্তিরক্ষক ধুনী দাইয়ের নিকট সকল বৃত্তান্ত অবগত হয়ে লিপিবদ্ধ করে পাঠ্‌য়েছে।

বীর। সে লিপি কোথা?

শশা। আমার নিকটে।

রাজা। সভার সমক্ষে লিপি পাঠ কর।

শশা। যে আজ্ঞা। (লিপি পাঠ।)

মান্যবর শ্রীযুক্ত সমরকেতু সেনাপতি মহোদয়

অমিত প্রতাপেষু।

অনেক অনুসন্ধানের পর ধনমণি ধাত্রীকে ধৃত করিয়াছি। আপনার দ্বিতীয় অনুজ্ঞা আগত না হওয়া পর্য্যন্ত ধনমণি বিহিত

প্রহরি-পরিবেষ্টিত কারাগারে নিহিতা। ধনমণি প্রায় ক্ষিপ্তা। রাজপুত্রাপহরণ বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমুদায় অম্লানবদনে প্রকাশ করিল কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিল না। ধুনী একাকিনী পশ্চিম পল্লির প্রান্তভাগে নিবসতি করিত। কাহারও সহিত কথা কহিত না, কেবল বিড় বিড় করে "কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম কি সর্ব্বনাশ কর্‌লেম" বলিত। ধুনী দাই যেরূপ বলিল তাহা অবিকল নিম্নে লিখিয়া দিলাম।

"আমার নাম ধুনী দাই। আমার বয়েস সাড়ে সতের গণ্ডা। আমি রাজবাড়ীর প্রায় সকলেরই সূতিকাগারে থাকিতাম। বড়রাণীর সূতিকাগারে আমি ছিলাম। বড়রাণীর প্রথম বিয়েন—শেষ বিয়েন বল্যেও হয়, কারণ তিনি এই বিয়েনের পরেই মরেন। বড়রাণী ময়ূরচড়া কার্ত্তিক প্রসব করেছিলেন। রাজা সোনার কটো শুদ্ধ মুক্তার মালা দিয়ে ছেলের মুখ দেখ্‌লেন। হিংসুটে কোন নষ্ট লোক আমাকে সোনার সাতনরী দিয়ে বল্যে সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে জলে ফেলে দিয়ে আয়। আমি সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে বিন্দু সরোবরে রেখে এলেম। বাড়ী এসে মনটা কেমন কর্ত্তে লাগ্‌লো, ভাব্‌লেম ছেলে তুলে এনে বড়-রাণীর কোলে দিয়ে আসি, তখনি বিন্দুসরোবরে গেলেম, ছেলে পেলেম না। সোনার কটো শুদ্ধ ছেলে কে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে। ছেলে শ্যাল শকুনে খায় নি, তা হলে সোনার কটো পড়ে থাক্‌ত। নষ্ট লোক একটু পরে আমার কুঁড়ে ঘরে এসেছিলেন, আমায় বল্লেন ধুনী তোরে দশছড়া সোনার সাতনরী দিচ্চি তুই ছেলে ফিরে নিয়ে আয়, তিনি আমার সঙ্গে বিন্দু সরোবরে গিয়ে কত খুঁজ্‌লেন, কত আমার পায় ধরে, কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন, ছেলে পেলেন না, আমায় কত গাল দিলেন, বল্যেন সোনার কটোর লোভে তুই ছেলে মেরে ফেলিচিস। আমি কত

দিব্বি কল্যেম তা তিনি শুন্‌লেন না, আমি যদি ছেলে নষ্ট কত্তেম আমি তাঁকে তখনি বল্‌তেম, তখনও যদি বল্‌তে ভয় কত্তেম এখন বল্‌তে ভয় কত্তেম না, কারণ এখন আমি যমের বাড়ী যাবার জন্যে বড় ব্যস্ত হইচি, কেবল পথ পাচ্চি না।”

বীর। শিখণ্ডিবাহন কি ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর গর্ভজাত পুত্র ?

রাজা। সে কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা কল্যেই ভাল হয়।

সর্ব্বে। শিখণ্ডিবাহন ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর গর্ভজাত পুত্র নন্। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী বিধবা হয়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত মণিপুরে ছিলেন, তখন তাঁর কোন সন্তান ছিল না। তিনি পরে তীর্থ দর্শনে গমন করেন, পাঁচ বৎসর পরে গৃহে প্রত্যাগমন কর্‌লে দেখা গেল তাঁর অঙ্কে শিখণ্ডিবাহন তাঁর পুত্রস্বরূপ শোভা পাচ্চেন।

সম। তখন শিখণ্ডিবাহনের নাম শিখণ্ডিবাহন ছিল না। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী শিখণ্ডিবাহনকে কুড়ান চন্দ্র বলে ডাক্‌তেন। আমার কাছে যখন ত্রিপুরা ঠাকুরাণী কুড়ান চন্দ্রকে শিক্ষার নিমিত্ত দিলেন আমি তার কার্ত্তিকেয়ের মত রূপ এবং সাহস দেখে মোহিত হলেম এবং কুড়ান পরিবর্ত্তে শিখণ্ডিবাহন নাম দিলাম। ত্রিপুরা ঠাকুরাণী উপস্থিতা, তাঁর নিকট সকল কথা জিজ্ঞাসা করুন।

ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর প্রবেশ

সর্ব্বে। (ত্রিপুরা ঠাকুরাণীর প্রতি) মা আপনি সভা-মণ্ডপে উপস্থিতা। মণিপুর-মহীশ্বরের এবং ব্রহ্মদেশাধিপতির অবস্থানে সভা অমরাবতীর সভার ন্যায় শোভা পাচ্চে। আপনি মহারাজদ্বয়ের সমক্ষে ধর্ম্ম সাক্ষী করে সত্য কথা ব্যক্ত করুন। শিখণ্ডিবাহন আপনার গর্ভজাত পুত্র কি না এবং যদি গর্ভজাত

পুত্র না হন তবে কি প্রকারে শিখণ্ডিবাহনকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক প্রকাশ করে বলুন।

ত্রিপু। আমি চিরদুঃখিনী, আমি বড় আশা করে রইচি শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে ঘর করব; আমি শিখণ্ডিবাহনের বিয়ে দেবার কত চেষ্টা করলেম, একটি পাত্রীও বাবার মনোনীত হল না।

শিখ। মা আমি যদি আপনার গর্ভজাত পুত্র না হই তাতে আপনার সংসারসুখের ব্যাঘাত কি? আমি আপনার যে পুত্র সেই পুত্রই থাকব, আমি আপনাকে যাবজ্জীবন জননী বলে ভক্তি করব, আমার স্ত্রী আপনার দাসীস্বরূপ আপনাকে পূজা করবে।

ত্রিপু। বাবা শিখণ্ডিবাহন তোমার মিষ্টি কথা শুনলে তুমি যে আমার গর্ভজাত পুত্র নও তা বলতে আমার বুক ফেটে যায়।

শিখ। মা যদি আপনার অন্তঃকরণে কষ্ট হয়, বলবেন না। আমি আপনার গর্ভজাত পুত্র বলে এত কাল পরিচিত, এখনও তাই থাকব। আমি দুঃখিনীর পুত্র, স্বীয় বাহুবলে রাজ্য লাভ করে দুঃখিনী মাতাকে রাজমাতা করে পরম সুখী হব।

ত্রিপু। বাবা তুমি চিরজীবী হয়ে থাক এই আমার বাসনা। তোমার মুখখানি দেখতে দেখতে আমার মৃত্যু হলেই আমার জীবন সার্থক, মরণকালে তোমার হাতের এক গণ্ডুষ জল আমার মুখে পড়লেই আমার স্বর্গ লাভ হবে। বাবা আজকের রাজসভা আমার পক্ষে প্রভাস তীর্থ, যশোদার মত আজ আমি গোপাল হারালেম, এত সাধের শিখণ্ডিবাহন আজ আমার পর হল।

রাজা। দিদি ঠাকুরুণ! আপনি কাঁদেন কেন? আপনি সকল কথা প্রকাশ করে বলুন, শিখণ্ডিবাহন আপনার কখন পর হবে না।

শিখ। মা আপনার যদি মনে কষ্ট হয় আপনি কোন কথা প্রকাশ করবেন না।

ত্রিপু। বাবা আমার মনে কষ্ট হবার সম্ভাবনা, কিন্তু সকল কথা প্রকাশ করে বল্যে তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে, সেই জন্যেই মহারাজের সমক্ষে আমি সকল কথা ব্যক্ত কর্ত্তে সম্মত হইচি।

শশা। মা আপনি ত সেনাপতি মহাশয়কে সকল কথা বলেছেন; এখন মহারাজের সমক্ষে আপন মুখে সেই সকল কথা প্রকাশ করে মহারাজকে সুখী করুন।

ত্রিপু। শিখণ্ডিবাহন আমার গর্ভজাত পুত্র নন।

সর্ব্বে। নীরব হলেন কেন? শিখণ্ডিবাহনকে তবে কি প্রকারে পেলেন।

ত্রিপু। মহারাজ! বৈধব্য যন্ত্রণার মত আর যন্ত্রণা নাই, আমি বিধবা হয়ে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত শয্যাগত ছিলেম, কাহারো বাড়ী যেতেম না, কাহারো সঙ্গে বাক্যালাপ কর্ত্তেম না, কোন কথায় কাণ দিতেম না। পাঁচ বৎসর এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে মনস্থ করলেম যে কদিন বেঁচে থাকি তীর্থ দর্শনে জীবন যাপন করব, আর সুখশূন্য ঘরে ফিরে আসব না। এই স্থির করে এক দিন রাত্রিযোগে একাকিনী তীর্থযাত্রা করলেম। বিন্দু সরোবরের তীর দিয়ে গমন করচি, এমন সময়ে সদ্যোজাত সন্তানের রোদন শব্দ শুনতে পেলেম, একটু অগ্রসর হয়ে দেখলেম একটি ছেলে পদ্মপত্রের উপর শুয়ে কাঁদচে এবং ছেলের পার্শ্বে একটি সোনার কৌটা রয়েছে। আমার হৃদয়ে মাতৃস্নেহের সঞ্চার হল, তৎক্ষণাৎ শিশুটি কোলে করে নিলেম, এবং সোনার কৌটাটি তীর্থযাত্রার ঝুলিতে বাঁধলেম। ছেলে কোলে করে পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা, কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানা তীর্থ পর্য্যটন করলেম। বাড়ীতে ফিরে আসবের বাসনা ছিল না।

শিশুটি পাঁচ বৎসর বয়সে দশ বৎসরের মত দেখাইতে লাগ্‌ল, তার মিষ্ট কথা শুন্‌বের জন্যে অনেক লোকে তাকে কোলে করে লইত। এক দিন এক জন সন্ন্যাসী শিশুটি অবলোকন করে আমায় বল্যেন মা এ শিশু নিয়ে আপনার বৃন্দাবনবাসিনী হওয়া উচিত নয়, এ শিশুর কপালে যে রাজদণ্ড দেখ্‌ছি এ শিশু নিশ্চয় রাজা হবে, আপনি বাড়ী ফিরে যান, শিশুকে উপযুক্ত শিক্ষা দেন, দেখ্‌বেন আমার উক্তি ফলবতী হবে। এই কথা শুনে আর শিশুর সকল সুলক্ষণ দেখে আমি বাড়ী ফিরে এলেম এবং সেনাপতি মহাশয়ের নিকটে শাস্ত্রবিদ্যা আর শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা কর্ত্তে দিলেম। কুড়িয়ে পেয়েছিলেম বলে শিশুর নাম কুড়ান চন্দ্র রেখেছিলেম। সেনাপতি মহাশয় কুড়ানকে শিখণ্ডিবাহন নাম দিয়েছিলেন। সেনাপতি মহাশয় শিখণ্ডিবাহনকে এত ভাল বাস্‌তেন আমার এক এক বার সন্দেহ হত, হয়ত শিখণ্ডিবাহন সেনাপতির পুত্র। শিখণ্ডিবাহন অল্প দিনের মধ্যে সকল বিদ্যায় নিপুণ হলেন, ক্রমে ক্রমে মহারাজের অনুগ্রহভাজন হলেন, সহকারী সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হলেন, কাছাড় যুদ্ধে জয় লাভ করেছেন, আজ রাজত্বে অভিষিক্ত হবেন।

শশা। সোনার কৌটাটি কোথায়?

ত্রিপু। কত চেষ্টা কর্‌লেম সোনার কৌটা খুল্‌তে পার্‌লেম না, বোধ হয় কৌটাটি খোলা যায় না। ভাব্‌লেম শিখণ্ডিবাহনের স্ত্রীকে কৌটাটি যৌতুক দেব।

সম। কৌটাটি এনেছেন ত?

ত্রিপু। আমার নিকটেই আছে, এই নেন।

রাজা। কৌটাটি আমার নিকটে দাও। (কৌটাগ্রহণ) এ সুবর্ণকৌটাটি আমার, এক জন যুবা সুবর্ণকার স্বীয় শিল্প-নৈপুণ্য দেখাইবার জন্য এই কৌটাটি প্রস্তুত করে আমায় দেয়,

আমি তাহাকে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিই, কৌটার চাবি নাই, কিন্তু যে জানে তার পক্ষে খোলা অতি সহজ। রাজবংশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গজমতিমালা এই কৌটায় বন্ধ করে কৌটাটি বড় রাণীর হস্তে সূতিকাগারে দিয়েছিলেম। (কৌটার মধ্যস্থলে টোকা মারণ এবং কৌটার তালা উদঘাটন।) এই দেখুন সেই গজমতিহার। আমার আর সন্দেহ নাই, শিখণ্ডিবাহন আমার পাটরাণী প্রমীলার গর্ভজাত পুত্র। (শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন এবং শিখণ্ডিবাহনের গলায় গজমতিমালা প্রদান।) আমার প্রমীলা যদি আজ জীবিতা থাকৃতেন, প্রাণপুত্রের মুখচুম্বন করে চরিতার্থা হতেন। বাবা শিখণ্ডিবাহন, তোমায় আমি পুত্র অপেক্ষাও ভাল বাস্‌তেম। তুমি আমার ঔরসজাত পুত্র সম্পূর্ণ প্রমাণ হল; তোমার রণপাণ্ডিত্যে পরিতুষ্ট হয়ে তোমার গলায় এই গজমতিমালা দিতে বাসনা করেছিলেম, সেই মালা তোমার গলায় আজ প্রাণ পুত্র বলে দান কর্‌লেম। আমার সুখের পরিসীমা নাই। কৃতজ্ঞচিত্তে পরমেশ্বরকে সহস্র ধন্যবাদ করি।

সর্ব্বে। আমরা অনেক দিন হতে সন্দেহ কর্‌তেম শিখণ্ডি-বাহন পাটরাণী প্রমীলা দেবীর গর্ভজাত পুত্র। ব্রহ্মদেশাধিপতির আপত্তি খণ্ডন কর্‌তে গিয়ে শিখণ্ডিবাহন রাজপুত্র প্রমাণীকৃত হল, ব্রহ্মাধীশ্বর এ শুভ ঘটনার আকর, সুতরাং তিনিও আমাদের ধন্যবাদার্হ।

শশা। মহারাজ ব্রহ্মাধিপতি শিখণ্ডিবাহন জারজ সত্বেও শিখণ্ডিবাহনকে রাজা কর্‌তে প্রস্তুত হয়েছিলেন, এক্ষণে প্রমাণ হল শিখণ্ডিবাহন মণিপুরের যুবরাজ, ব্রহ্মেশ্বর বোধ করি এখন শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড় রাজ্যে অভিষিক্ত কর্‌তে পরম সুখী হবেন।

বীর। আমার একটি কথা জিজ্ঞাস্য। বড়রাণীর সদ্যোজাত

শিশু কোন নষ্ট লোকের কুপরামর্শে অপহৃত হয়; সে নষ্ট লোকটা কে ?

সম। তা জেনে প্রমাণের কোন পোষকতা হবে না, প্রমাণের পোষকতার কোন আবশ্যকতাও নাই।

বীর। শিখণ্ডিবাহন মণিপুরমহীশ্বরের ঔরসজাত পুত্র তাতে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই, তার প্রচুর প্রমাণ হয়েছে। রাজ-বাড়ী হতে রাজপুত্র অপহরণ অতীব আশ্চর্য্য, এই জন্যে আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করি নষ্ট লোকটা কে ?

শশা। নষ্ট লোকের নাম বোধ করি ধুনী দাই ব্যক্ত না করে থাক্‌বে।

বীর। ধুনী দাই যেরূপ অসঙ্কুচিতচিত্তে সত্য কথা বলেছে তাতে নষ্ট লোকের নাম গোপন রাখা সম্ভব নয়।

সর্ব্বে। নষ্ট লোকের নাম উল্লেখে উপস্থিত বিষয়ের কোন উপকার হবে না, কিন্তু কাহারো না কাহারো মনে ব্যথা জন্মিতে পারে।

বীর। মহারাজ জানেন কি না ? আপনার বদন অতিশয় বিরস হল, মার্জ্জনা করবেন আমি প্রশ্ন রহিত কর্‌লেম।

মক। মণিপুরমহারাজ বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন নষ্ট লোকটা কে, কেবল কলঙ্কের ভয়ে বল্‌তে সাহস কচ্চেন না।

সম। মকরকেতন তুমি কি কথা না কয়ে থাক্‌তে পার না ; রাজায় রাজায় কথা হচ্চে সেখানে তোমার বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি ?

মক। প্রয়োজন পাপের প্রায়শ্চিত্ত—নষ্ট লোক মণিপুর-মহারাজের কনিষ্ঠা মহিষী গান্ধারী, পাপাত্মা মকরকেতনের পাপীয়সী জননী—(ধরণীতলে পতন।)

রাজা। সমরকেতু আমি যে ভয় করেছিলেম তাই ঘট্‌লো,

মকরকেতন মূর্চ্ছিত হয়েছেন। (মকরকেতনকে ক্রোড়ে লইয়া) বাবা মকরকেতন তুমি স্থির হও, তুমি আমার সমক্ষে চক্ষের জল ফেল না, তোমায় কাতর দেখ্‌লে আমার প্রাণ বিদীর্ণ হয়ে যায়।

মক। পিতা আমার মনে অতিশয় ঘৃণা হয়েছে, পিতা আমার আশা আপনি পরিত্যাগ করুন, আমি এ পাপজীবনে এই দণ্ডে জলাঞ্জলি দেব—আমায় অনুমতি দেন আমি পাপীয়সী জননীর মস্তক ছেদন করি। আমায় ছেড়ে দেন আমি নদীতে ঝাঁপ দিয়ে মরি। পিতা আমি সকল সহ্য কর্ত্তে পারি, পূজনীয় শিখণ্ডিবাহনের ঘৃণা সহ্য কর্ত্তে পারি না। (রোদন।)

শিখ। (মকরকেতনের গলা ধরিয়া) মকরকেতন তোমায় আমি কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ভাল বাস্‌তেম, এখন তুমি আমার প্রকৃত কনিষ্ঠ সহোদর।

মক। দাদা, পাপীয়সীর পেটে জন্ম বলে আমায় ঘৃণা কর্‌বেন না—আমি পাপাত্মা, তোমার সহোদরের যোগ্য নই।

শিখ। মকরকেতন, নিতান্ত অশান্ত হলে দেখ্‌চি যে। তুমি স্থির হও। আমরা দুই ভেয়ে পরমসুখে রাজ্য কর্‌ব। তুমি মণিপুরের রাজা হবে, আমি কাছাড়ের রাজা হব।

মক। দাদা আমায় আর রাজ্যের কথা বল্‌বেন না। আমি পাপাত্মা, আমার জননী—

শিখ। আবার ঐ কথা। তুমি কি আজ আমার উপদেশ অবহেলা কল্যে ?

মক। দাদা আপনার উপদেশ আমার শিরোধার্য্য। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, আপনাকে আমি পিতার মত ভক্তি করি, আপনি আমায় যা কর্ত্তে বলেচেন আমি তাই কর্‌চি, আপনি আমায় যা কর্ত্তে বল্‌বেন তাই কর্‌ব, কিন্তু দাদা আমার এক ভিক্ষা. আমায় কখন রাজা হতে বল্‌বেন না ; মণিপুর রাজ্যও

আপনার, কাছাড় রাজ্যও আপনার, আপনি উভয় রাজ্যের সিংহাসনে উপবেশন করুন, আমি লক্ষ্মণের মত আপনার মস্তকে রাজছত্র ধরে দাঁড়াই।

শিখ। মকরকেতন তোমার অতি উচ্চ অন্তঃকরণ, তাই তুমি এরূপ কথা বল্‌তেছ। আমি বাল্যকালাবধি তোমায় অতিশয় স্নেহ করি, তুমি রাজা হলে আমার মনে যত আনন্দ হবে আমি নিজে রাজা হলে তত হবে না। ভাই তোমার মলিন মুখ দেখে পিতার চক্ষু দিয়ে জল পড়্‌চে, আর তোমার রোদন করা উচিত নয়।

মক। দাদা আপনি আমার জীবন রক্ষা কর্‌লেন।

রাজা। মহারাজ বীরভূষণ সমুদায় স্বকর্ণে শুন্‌লেন, এখন মহারাজ যা প্রতিজ্ঞা করেছেন তা সাধন করুন।

বীর। মহারাজ এক্ষণে কি আজ্ঞা করেন?

রাজা। যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড় রাজ্যের রাজা করুন।

বীর। আমি জীবিত থাক্‌তে মণিপুরের যুবরাজ কখনই কাছাড়ের রাজা হতে পারেন না।

রাজা। প্রলাপ।

শশা। দ্বেষ।

সর্ব্বে। ব্যঙ্গ।

বক্কে। হাঁড়ি গড়া কুমর।

বীর। সে কিরূপ বক্কেশ্বর।

বক্কে। মাতায় করে বয়ে এনে পা দিয়ে ছানা।

বীর। তোমায় আমি ব্রহ্মদেশে লয়ে যাব।

বক্কে। মহারাজ যেতে দেবেন না।

বীর। কেন?

বক্কে। আপনি আজ্ঞা না করে যে জন্যে বর্ম্মা পণি অন্য দেশে যেতে দেন না।

সম। মহারাজের কথার ভাব বুঝ্‌তে পাল্যেম না। আপনি কি কৌতুক কচ্চেন না প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত কচ্চেন।

বক্কে। এ অভিপ্রায় কখন প্রকৃত হতে পারে না।

বীর। কেন?

বক্কে। তা হলে ফলারের যা আয়োজন করেছেন সব বৃথা হয়ে যাবে। আয়োজন ত সাধারণ নয়—চন্দ্রপুলির হিমাচল, খিরচাঁপার নৈমিষারণ্য, কাঁচাগোল্লার কুরুক্ষেত্র, রসমুণ্ডির রাম-রাবণে যুদ্ধ, পায়েসের জলপ্লাবন, চিনির বালিআড়ি।

বীর। আমি প্রকৃত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিছি।

বক্কে। তার কি সময় অসময় নাই। পেটের পোড়ার মুখ, দাঁতের ফাঁক দিয়ে পালাল—

সম। মহারাজ স্পষ্ট করে বলুন আমরা সেইরূপ কার্য্য করি।

বক্কে। মহারাজ এখন ভোজনের সময়, ভোজন সমাপন করুন তার পর ভোজনান্তে এ কথার মীমাংসা হবে।

বীর। এতে আমার আপত্তি নাই।

রাজা। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ আছে।

সম। ব্রহ্মাধিপতির মতিচ্ছন্ন হয়েছে।

বক্কে। তা হলে অত চন্দ্রপুলি গড়ে উঠ্‌তে পার্‌তেন না।

শশা। আপনার অভিপ্রায় কি প্রকাশ করে বলুন আমরা আমাদের শিবিরে চলে যাই।

বক্কে। না খেয়ে? মন্ত্রী মহাশয় মানুষ খুন কর্ত্তে পারেন।

বীর। বক্কেশ্বর আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌চি তোমায় আমি না খাইয়েঁ ছেড়ে দেব না।

বক্কে। মহারাজের কথাগুলিই চন্দ্রপুলি—মনে কপটতা থাক্‌লে মুখ দিয়ে এমন সরল চন্দ্রপুলি নিঃসৃত হয় না। জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি মহারাজের স্কন্ধ হতে দুষ্ট সরস্বতীকে দূরীভূত করুন, নিদেনে ভোজন পর্য্যন্ত।

সর্ব্বে। যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনকে কাছাড়ের অধিপতি কর্‌তে মহারাজের কি যথার্থই অমত?

বীর। সম্পূর্ণ।

রাজা। শিখণ্ডিবাহনের হাস্য বদন দেখে আমি বিস্মিত হচ্চি। এরূপ রাজনীতিবিরুদ্ধ কার্য্য দেখে শিখণ্ডিবাহন যুদ্ধ আরম্ভ না করে প্রফুল্ল হয়ে বসে আছেন বড় আশ্চর্য্য।

শিখ। পিতা আমার সম্পুর্ণ বিশ্বাস হচ্চে মহারাজ বীরভূষণ মণিপুর-বীরপুরুষদিগকে আপন ভবনে পেয়ে কৌতুক কচ্চেন।

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন ভ্যালা লোক বাবা, আচ্ছা অনুধাবন করেছে। আমার বোধ হয় ভোজনের জায়গা হচ্চে।

সম। মহারাজ কি আমাদিগকে আপন বাড়ীতে পেয়ে অবজ্ঞা কচ্চেন?

বীর। সম্মানের পাত্রকে কি কেউ অবজ্ঞা করে থাকে?

বক্কে। বিশেষ ভোজনের সময়।

সম। তবে মণিপুরের যুবরাজকে কাছাড় সিংহাসনে অধিরূঢ় হতে সম্মতি দান করুন।

বীর। জীবন থাক্‌তে হবে না।

সম। (তরবারি নিষ্কাশন করিয়া) তবে যুদ্ধ করুন।

বীর। আমার সৈন্য সামন্ত কিছুই এখানে নাই।

সম। তবে কর্‌বেন কি?

বীর। আমার জামাতাকে কাছাড়ের রাজা কর্‌ব।

সম। আপনার জামাতা কে?

বীর। মণিপুর-মহীশ্বরের ঔরসজাত পুত্র শ্রীমান্ শিখণ্ডি-বাহন—(মণিপুররাজাকে আলিঙ্গন।) ভাই তুমি আমার বৈবাহিক, তোমার "কমলে কামিনী" আমার প্রাণাধিকা দুহিতা রণকল্যাণী। শিখণ্ডিবাহন শাস্ত্রমত আমার এবং মহিষীর সম্মতিতে রণকল্যাণীর পাণিগ্রহণ করেছেন।

রাজা। ভাই তুমি আমার সুখের সাগর উচ্ছলিত কল্যে। আমার "কমলে কামিনী" রাজকন্যা, আমার "কমলে কামিনী" ব্রহ্মদেশাধিপতির দুহিতা, আমার "কমলে কামিনী" প্রাণাধিক শিখণ্ডিবাহনের সহধর্ম্মিণী, আমার পুত্রবধূ? কি আনন্দ! কি আমোদ! ভাই মাকে একবার সভামণ্ডপে আনয়ন কর, পুত্রবধূর পবিত্র মুখ অবলোকন করে জন্ম সফল করি।

সর্ব্বে। আজ আমাদের সুখের পরাকাষ্ঠা—"কমলে কামিনী" ব্রহ্মরাজের অঙ্গজা, যুবরাজ শিখণ্ডিবাহনের ধর্ম্মপত্নী, কি আনন্দের বিষয়। সকল বিগ্রহের এইরূপ সন্ধি হলে ভূপতিগণের সুখের সীমা থাকে না।

বক্কে। এ ত সন্ধি নয়, কলহ নিমগাছে মিলন আম্রফল—না হবে কেন, নিমের গুঁড়িতে জগন্নাথের ভুঁড়ি নির্ম্মিত হয়, যাঁর কল্যাণে উদর পূরণে জেতের বিচার নাই।

রণকল্যাণী, সুরবালা এবং নীরদকেশীর প্রবেশ

বীর। ও মা রণকল্যাণি তুমি অতিশয় ভাগ্যবতী, বীরকুল-পূজনীয় শ্রীমান্ শিখণ্ডিবাহন তোমার স্বামী, রাজকুলপূজনীয় মহারাজ মণিপুর-মহীশ্বর তোমার শ্বশুর। শিখণ্ডিবাহন মণিপুর-মহীশ্বরের ঔরসজাত পুত্র। তোমার শ্বশুরকে প্রণাম কর। (রণকল্যাণীর প্রণাম।)

রাজা। (রণকল্যাণীর মস্তকাঘ্রাণ।) মা তুমি আমার

রাজলক্ষ্মী। "আমার কমলে কামিনী" আমার জীবনসর্ব্বস্ব শিখণ্ডিবাহনের সহধর্ম্মিণী। পরমেশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রার্থনা করি তুমি জন্মএয়ন্ত্রী হয়ে পরম সুখে রাজ্যভোগ কর। সুখের সময় সকলি সুখময়। বসন্তকালে তরুরাজি সুকোমল পল্লবে বিভূষিত হয়ে নয়নে আনন্দ প্রদান করে, কুসুমরাজি বিকসিত হয়ে পরিমল বিতরণে নাসিকাকে আমোদিত করে, বিহঙ্গমকুল সুমধুর সঙ্গীতে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করে, স্রোতস্বতী সুবাসিত স্বচ্ছ সলিলদানে তাপিত কলেবর শীতল করে। আজ আমার সৌভাগ্যের বসন্তকাল, বীরকুলকেশরী শিখণ্ডিবাহন আমার পুত্র হলেন, অমিততেজা ব্রহ্মাধিপতির সর্ব্বলোকললামভূতা দুহিতা আমার পুত্রবধূ হলেন, দুর্দ্দম অরাতি ব্রহ্মমহীপতি আমার স্নেহপূর্ণ বৈবাহিক, বিনাশসঙ্কুল বিগ্রহের বিনিময়ে উন্নতিসাধক সন্ধি। বৈবাহিক মহাশয় তুমি ধন্য, তোমা হতেই এ পূর্ণানন্দের উদ্ভব।

শিখ। রণকল্যাণি ইনি আমার স্নেহময়ী জননী, তুমি যাঁকে দেখ্‌বের জন্যে গোপনে আমার সঙ্গে যেতে চেয়েছিলে, আমার জননীকে প্রণাম কর। (ত্রিপুরা ঠাকুরাণীকে রণকল্যাণীর প্রণাম।)

ত্রিপু। (রণকল্যাণীকে আলিঙ্গন) আজ আমার নয়ন সার্থক, আমার শিখণ্ডিবাহনের বউ দেখ্‌লেম। এমন ভুবনমোহন রূপ ত কখন দেখি নি; মা আমার সত্য সত্যই "কমলে কামিনী"। মা তুমি শিখণ্ডিবাহনের সঙ্গে রাজসিংহাসনে বস আমি দেখে চরিতার্থ হই।

রণ। মা আপনি রাজমাতা, আমি আপনার দাসী, আপনি রাজধানীতে স্বর্ণসিংহাসনে বসে থাক্‌বেন আমি রাত্রি দিন আপনার পদসেবা কর্‌ব।

ত্রিপু। মার আমার যেমন রূপ, তেমনি মধুমাখা কথা। শিখণ্ডিবাহন যে আমাকে এমন বউ এনে দেবেন তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। বাবা শিখণ্ডিবাহন আজ আমার জীবন সার্থক হল। (শিখণ্ডিবাহনকে আলিঙ্গন; শিখণ্ডিবাহনের এবং রণকল্যাণীর হস্ত ধরিয়া সিংহাসনে স্থাপন, মকরকেতন রাজছত্র ধরিয়া দণ্ডায়মান। নেপথ্য হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও উলুধ্বনি।)

শিখ। ভাই মকরকেতন তুমি রণকল্যাণীর বাম পার্শ্বে সিংহাসনে উপরেশন কর।

মক। না দাদা আমি রাজছত্র ধরে দাঁড়্‌য়ে থাকি।

শিখ। তা হলে আমার মনে বড় কষ্ট হবে।

রণ। ঠাকুরপো সিংহাসনে এসে বস। (মকরকেতনের সিংহাসনে উপবেশন।) সুরবালা! সুশীলাকে নিয়ে এস।

[সুরবালার প্রস্থান।

রাজা। সুশীলা আমার মকরকেতনের ধর্ম্মপত্নী, সেনাপতি সমরকেতুর কন্যা।

বীর। আমার রণকল্যাণী এ সব পরিচয় আমাকে দিয়েছেন।

সুরবালা এবং সুশীলার প্রবেশ

রণ। এস দিদি সিংহাসনে উপবেশন করে সভার শোভা বৃদ্ধি কর। (সুশীলার সিংহাসনে উপবেশন, উলুধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি।)

বক্কে। শিখণ্ডিবাহন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কবিবিরচিত ইন্দীবরাক্ষী ইন্দুনিভাননী ব্যতীত সহধর্ম্মিণী করবেন না, তাতে আমি বলেছিলেম শিখণ্ডিবাহনকে চিরকাল শিখণ্ডিবাহন হয়ে থাকৃতে হবে, কিন্তু আজ আমাকে স্বীকার কর্ত্তে হল আমার কথার অন্যথা হয়েছে; রাজ্ঞী রণকল্যাণী সত্যই কবি-বিরচিত ইন্দীবরাক্ষী। রাজ্ঞী যে পরমাসুন্দরী তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এখন রূপের উপযুক্ত গুণ থাকৃলেই আমাদের মঙ্গল।

শিখ। রণকল্যাণী জয়দেব অধ্যয়ন করেন।

বক্কে। শরীর শুষ্ক হয়ে যাবে।

শিখ। কেন?

বক্কে। জয়দেব অধ্যয়নে ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরীভূত হয়।

শিখ। রণকল্যাণী হাতীর দাঁতের পাটি প্রস্তুত কত্তে পারেন।

বক্কে। নীরস।

শিখ। অঙ্গ শীতল হয়।

বক্কে। অন্তরদাহের উপায় কি?

শিখ। রণকল্যাণী আয় ব্যয়ের হিসাব রাখ্‌তে পারেন।

বক্কে। সম্বৎসর শিবচতুর্দ্দশী!

শিখ। কেন?

বক্কে। যে বাড়ীতে গিন্নীর হাতে আড়ি সে বাড়ীতে আদপেটা খেয়ে নাড়ী চুঁইয়ে যায়।

সুর। রণকল্যাণী চমৎকার চন্দ্রপুলি গড়্‌তে পারেন।

বক্কে। সাধ্বী, না হবে কেন, রাজার মেয়ে, রাজার রাণী, রাজার পুত্রবধূ।

সুর। রণকল্যাণী বামন ভোজন করাতে বড় ভাল বাসেন।

বক্কে। শুভ, শুভ, শুভ—অন্নপূর্ণা—এমন রাজ্ঞী নইলে রাজসিংহাসনে শোভা পায়। আমাদের রাজ্ঞী যথার্থই গুণবতী; সুরবালা তুমিও গুণবতী নইলে এমন গুণগ্রহণশক্তি সম্ভবে না।

সর্ব্বে। সভাভঙ্গ করা উচিত কারণ ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় উপস্থিত।

বীর। (বক্কেশ্বরের হস্ত ধরিয়া) এস বক্কেশ্বর তোমাকে আমি স্বয়ং ভোজন করাব।

বক্কে। ভুবনে ভোজনে ভক্তি কর ভবজন,
ভয়াবহ ভবভয় হবে নিবারণ।

[প্রস্থান।

যবনিকা পতন।

দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলী—১০

বিবিধ

দীনবন্ধু মিত্র

সম্পাদক:
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীসজনীকান্ত দাস

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

মূল্য দুই টাকা

আষাঢ়, ১৩৫১

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
৪—১৫০ ৬, ৪৪

সূচী

গদ্য ঃ

পদ্য ঃ

বিবিধ—গদ্য

যমালয়ে জীয়ন্ত মানুষ

উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

একদা নিদাঘকালে রাজর্ষি যমরাজ ভগবান্ মরীচিমালীর প্রখরকরনিবন্ধন দিবাভাগে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় অসমর্থ হইয়া নিশীথ সময়ে মহাসমারোহে কাছারি আরম্ভ করিলেন। গ্যাসালোকে সভামণ্ডপ আলোকময়, ফরাসিপ্রুসীয় মহাযুদ্ধ হইবার অব্যবহিতকাল পূর্ব্বে ক্রীত বিস্তীর্ণ ফরাসি গালিচা বিস্তারিত, দেয়ালে নৈপুণ্যকুশল-শিল্পিশ্রেষ্ঠ ম্যাকেব-বিনির্ম্মিত ঘু ঘু ঘড়ী, কয়েকখানি সম্পূর্ণমূর্ত্তি দর্শনোপযোগী মুকুর। কিন্তু সকলের উপরেই আবরণ, কারণ কালান্তক মহোদয় এক দিন কাচাভ্যন্তরে স্বীয় মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ইংরেজি দশ ঘণ্টা একাদশ মিনিট মূর্চ্ছিতাবস্থায় নিপতিত ছিলেন। আলেখ্যগুলি অতীব সুন্দর; বোধ হয়, অমরাবতীপ্রতিম লণ্ডন নগরের যাবতীয় নাট্যশালাললামভূতা মহিলাকুল যমালয়ের আলেখ্যে বিরাজিত; কলিকাতার কতিপয় মহানুভবের ফটোগ্রাফ দীপ্তিমান্ দেখা যাইতেছে। নিরয়াধিপতির পুরোভাগে অশীতি-হস্ত-পরিমাণ আশীবিষসদৃশ বক্রনলসঙ্কুল আলবলা, তাহার হিরণ্ময় মুখ, তদ্দ্বারা রাজমহলসমুদ্ভূত-তম্যাকনিঃসৃত ধূমপান করিতে করিতে মহারাজ বলিলেন, "অদ্যকার বিশেষ কার্য্য কি?" প্রধান মুন্সি চিত্রগুপ্ত অচিরাৎ গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া বলিলেন, "ভগবন্, অদ্য, পি, এণ্ড ও কোম্পানির ষ্টীমারে ভায়া ব্রিণ্ডিসি একখানি সরকারী চিটি এবং সমীরণ যানে একখানি বেনামি দরখাস্ত প্রাপ্ত হইয়াছি; উভয়ই বঙ্গদেশ হইতে প্রেরিত এবং উভয়ই 'জরুরি' শব্দাঙ্কিত।"

রাজার অনুমতি-অনুসারে মুন্সিপ্রবর সরকারী লিপিখানি অগ্রে পাঠ করিলেন, যথা—

"মহামহিম মহিমাসাগর শ্রীল শ্রীযুক্ত
সংহারনিরত মুদ্গরহস্ত রাজাধিরাজ যমরাজ
মহোদয় অপ্রতিহতপ্রতাপেষু

অধীনের নিবেদন এই যে, শ্রীপাদপদ্ম হইতে বিদায় হইয়া সৈন্তবাহী সিন্ধুপোতে আরোহণপূর্ব্বক বসন্ত ঋতুর প্রারম্ভে কলিকাতা নগরে উপনীত হইলাম। কলিকাতার প্রায় সমুদায় লোক, স্ত্রী পুরুষ, ধনী দীন, শিশু স্থবির, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্ম খ্রীষ্টীয়ান আমাকে মহাসমাদরে গাঢ়ালিঙ্গন করিয়া পাদ্য অর্ঘ্য মধুপর্ক প্রদান করিয়াছেন। অন্যূন নবতি পারসেণ্ট আমার অমিততেজে অভিভূত। যে কয়েক জন অবশিষ্ট আছেন, তাঁহাদিগকে মদীয় শাসনাধীনে আনিবার নিমিত্ত যত্ন করিতেছি। সম্পূর্ণ সাফল্যের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। বোধ করি, তাঁহাদের জন্য "কৃষ্ণ" দাদাকে প্রেরণের প্রয়োজন হইবে। কলিকাতার একজন যুবা পুরুষ মন্ত্রপূত শান্তিজলে আমার বিশেষ প্রতিবন্ধকতা করিতেছেন; আমি তাঁহাকে বাগে পাইলে ছাড়িব না।

কলিকাতায় সেনাপতিকে প্রতিনিধি রাখিয়া আমি সসৈন্যে দিগ্বিজয়াভিলাষে পরিভ্রমণ করিতেছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া এবং ইষ্টারণ-বেঙ্গল রেলের দুই পার্শ্বস্থ সমুদায় প্রদেশ সম্পূর্ণ অধিকৃত হইয়াছে। ঢাকা, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, ত্রিপুরা, বাখরগঞ্জ, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছে, অচিরাৎ অস্মদের শাসনাধীন হইবে।

ভারতবর্ষের সকল স্থানেই অশ্বমেধের ঘোটক প্রেরণ করিব, এবং সকল স্থানেই কৃতকার্য্য হইব, তজ্জন্য আপনাকে কিছুমাত্র দ্বিধা করিতে হইবে না। বোম্বাই, মান্দ্রাজ, আগরা, লাহোর প্রভৃতি প্রধান প্রদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছি, কেহই প্রতিদ্বন্দ্বী হয় নাই। পঞ্জাবাধিপতি অজাতশত্রু রণজিৎ ভারতবর্ষের মানচিত্র দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'রক্তবর্ণে চিত্রিতগুলিন কাহাদের অধিকার?' প্রত্যুত্তরে জানিলেন,

ইংরেজদিগের। তখন তিনি বলিলেন, 'সব লাল হো যাগা'—রণজিতের এতদ্ভবিষ্যদ্বাণী মদীয় দিগ্বিজয়ে সম্পূর্ণ প্রযোজ্য !

যমালয়ের কারাগারে স্থানাভাব বলিয়া আপনার আদেশানুসারে বন্দী প্রেরণে বিরত রহিলাম। ইতি তারিখ ১৫ শ্রাবণ।

একান্তবশম্বদ

শ্রীডেংগুচন্দ্র হাড়ভাঙ্গা।"

লিপির মর্ম্ম অবগত হইয়া কালান্তক হৃষ্টচিত্তে চিত্রগুপ্তকে কহিলেন, "ডেংগুচন্দ্রকে লিখিয়া পাঠাও যে, তাঁহার বীরকীর্ত্তিতে আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি, অচিরাৎ উচিত পুরস্কার প্রেরিত হইবে। কলিকাতার কতিপয় ব্যক্তি অত্যাপি ডেংগুচন্দ্রকে পূজা করে নাই শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। যদি তাহারা শীতাগমনের পূর্ব্বে ডেংগু মহাশয়ের পদানত না হয়, তবে "কৃষ্ণ" চন্দ্রকে প্রেরণ করা যাইবে। কৃষ্ণচন্দ্র বৃদ্ধ হইয়াছেন, তন্নিমিত্ত দূর প্রদেশে গমন করিতে অনিচ্ছুক, নিতান্ত আবশ্যক হইলে অগত্যা যাইতে হইবে।"

তদনন্তর মুন্সিপ্রবর অপর লিপিখানি পাঠ করিলেন, যথা—

"দুষ্টদমন শিষ্টের পালন শ্রীযুক্ত ধর্ম্মরাজ যমরাজ

মহোদয় অখণ্ডপ্রবলপ্রতাপেষু

গতকল্য বেলা এক প্রহরের সময় বাগেরহাট সব-ডিবিজানের অন্তর্গত লোচনপুর পরগণার মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু পতন রায় জমীদার মহাশয়ের লোকের সহিত প্রমাদ নগরের পূজনীয় শ্রীযুক্ত রামনাথ চৌধুরী গাঁতিদার মহাশয়ের লোকের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষে বহুসংখ্য লাঠিয়াল, সুড়কিওয়ালা, গড়গোয়ালা, দেশোয়ালী জমায়েৎবস্ত হইয়াছিল। অনেকগুলি লোক হত হইয়া ধান্যক্ষেত্রে পড়ে, কিন্তু সকলকেই মহারাজের দূতেরা আসিয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল এক জনকে লইয়া যাইতে পারে নাই। চৌধুরী মহাশয়ের সদর নায়েব নব চাটুর্য্যে

একজন গড়গোয়ালার প্রচণ্ড লাঠির ঘায় মাথাটি দোফাক হইয়া ফাটিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু রায় মহাশয়ের কারপরদাজেরা নায়েব মহাশয়ের মৃত দেহ এমত গুপ্ত স্থানে লুক্কায়িত করিল যে, আপনার দূতেরা এবং আপনার প্রতিকৃতি লোচনপুরের পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের লোকেরা তাঁহার কিছুমাত্র সন্ধান পাইল না। মৃত নায়েব মহাশয়কে লোচনপুরের কাছারি বাড়ীর বড় আটচালার পশ্চিম পার্শ্বের কামরায় একখানি দড়ি দিয়া ছাওয়া চারপায়ায় শোয়াইয়া রাখিয়াছে। পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত একখানি একপাটায় ঢাকা আছে। যদি পত্র পাঠ দূত প্রেরণ করেন, নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহ ধৃত হইবার সম্ভাবনা। এই দরখাস্তের এক কেতা অবিকল নকল আপনার পুলিসস্থ ভ্রাতার নিকটে প্রেরণ করিলাম। ইতি।"

যমরাজ দরখাস্ত শুনিয়া যারপরনাই উৎকলিকাকুল হইলেন। চিত্রগুপ্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হে মুন্সিশ্রেষ্ঠ, এ দুরূহ ব্যাপার শ্রবণ করিয়া আমার হৃৎকম্প হইতেছে। না জানি, কি সর্ব্বনাশ আমার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছে। মনুষ্য জীবনশূন্য হইবামাত্র আমার অধীন; কিন্তু আশ্চর্য্য! ধূর্ত্ত জমীদার-কর্ম্মচারীরা দিবসদ্বয়পর্য্যন্ত অনায়াসে একজন প্রধান গণ্য ব্যক্তির মৃতদেহ গোপন করিয়া রাখিয়াছে। প্রলয় ডিপার্ট-মেণ্টের অধ্যক্ষ দেবাদিদেব মহাদেব শুনিলে আমাকে কি আর আস্ত রাখিবেন? এক সেট্‌ দ্রুতগামী বেহারা প্রেরণ কর, এবং তাহাদের বলিয়া দেও যেন এই রজনীমধ্যে নায়েব মহাশয়ের মৃতদেহটি আমার সমক্ষে আনয়ন করে—তাহারা যদি পিতা মহাশয়ের গাত্রোত্থান করিবার অগ্রে যমালয়ে প্রত্যাগমন করিতে পারে, তাহাদিগকে মদ খাইতে একটা বাঁধা আধুলি দিব।" আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্র চিত্রগুপ্ত আটটি বেহারা প্রেরণ করিলেন।

লোচনপুরের কাছারির বড় আটচালার পার্শ্বস্থ কক্ষে রামনাথ চৌধুরীর মৃত নায়েব রক্ষিত হওনের পর, পত্তনবাবুর কর্ম্মকারকেরা

জানিতে পারিলেন, তৎসংবাদ পুলিসের সব-ইন্‌স্পেক্টার [illegible] হইয়াছে। তাহারা অতিশয় ব্যস্ত হইয়া লাসটি [illegible] করিল, চারপায়াখানি খালি পড়িয়া রহিল।

[illegible] লোচনপুর পরগণার অন্তর্গত তরফ বিশ্বনাথপুরের [illegible] কুড়রাম দত্ত। কুড়রামের বয়স পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর। মস্তকে সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশ, মধ্যভাগে একটি চৈতনক, তাহাতে দুটী তাম্র মাদুলি; ললাট প্রশস্ত, মধ্যস্থলে [illegible] রেখাদ্বয় রাজদণ্ডবৎ শোভা পাইতেছে; ভ্রূযুগ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয় না; চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু জ্যোতির্হীন নহে; নাসিকাটি লম্বা; অগ্র মঙ্গোলীয়ান কটু বলিয়া বোধ হয়; নাসারন্ধ্রে নানা বর্ণের চিকুর; গুম্ফ আয়ত নিবিড় কঠিন এবং অবিরত দণ্ডায়মান, সপ্তাহে এক-বার করিয়া কেয়ারি করা হয়। গলায় সুবর্ণতারজড়িত কৃষ্ণকলি ফুলের বিচিসদৃশাক্ষমালা; বাহুতে ইষ্টকবচ, মধ্যভাগে রক্ত-চন্দনের কৌটা, অঙ্গুলে একটি রজত একটি কাঞ্চন অঙ্গুরীয়; পরণে ময়ূরকণ্ঠ চেলির যোড়; পায়ে ফুলপুকুরে চটী। সর্ব্বাঙ্গে লোম, মস্তকের কেশে আবাসস্থান সংকীর্ণ বিধায় সমৃদ্ধিশালী উৎকুনকুল গাত্রলোমে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছে। উদরটি স্থূল, কিন্তু নিরেট, অদ্যাপি ভুঁড়ি বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। কুড়রাম জননীর অদুরদর্শিতাহেতু আঁস্তাকুড়ে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, ধাত্রী তাঁহাকে সে স্থান হইতে কুড়াইয়া আনে, সেই জন্য তাঁহার নাম কুড়রাম। কুড়রাম যেমন দাঙ্গাবাজ, তেমনি মোকদ্দমাবাজ, জাল করিতে অদ্বিতীয়। কুড়রামের এবারত ভারি দোরস্ত। কুড়রাম কিছু দিন কবির দলে গান বাঁধিয়াছিলেন। তিনি এমনি সতর্ক, বিংশতি বৎসর পাটওয়ারিগিরি কর্ম্ম করিয়া একবারমাত্র নিকেশী দেনায় জমীদারদিগের চুণের গুদামে এবং বারত্রয়মাত্র সরকারি জেলে অধিবাস করিয়াছিলেন।

রামনাথ চৌধুরীর নায়েবের মৃতদেহ স্থানান্তরিত হওনের অব্যবহিত পরেই কুড়রাম দত্ত শ্রান্তি-দূর-মানসে তৎপরিত্যক্ত চারপায়াখানিতে আপনার বাক্সটি মস্তকে দিয়া শয়ন করিলেন। বাক্সটি বিষম বকেয়া, ডালার উপর আদ ইঞ্চি পরিমাণে ময়লা জমিয়া রহিয়াছে; বাম পার্শ্বে একটি ছিদ্র হইযাছিল, তদ্দারা আরসুল্লা গমন করিয়া একখান কাণ-কোঁড়া খাতা কাটিয়া ফেলে, ভবিষ্যদাক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য ছিদ্রটি গালা দ্বারা বন্ধ করা হইয়াছে। বাক্সের জন্মাবধি কোন অংশে পেতলের সাজ নাই, পুরাকালে একখানি পেতলের মুখপাত ছিল, কিন্তু তাহাও বহু কাল হইল অপহৃত হইয়াছে। বাক্সের মুখপ্রান্তে একটি শ্বেত চন্দনের, একটি রক্ত চন্দনের, একটি হরিদ্রার অর্দ্ধচন্দ্র চিত্রিত। বাক্সের ভিতরে নানাবিধ দ্রব্য—এক দিস্তা সাদা কাগচ, একটি কলম রাখা বাঁশের চোঙ্গা, তাহার মধ্যে তিনটি কঞ্চির কলম, একটি খাঁকের-কলম, একটি শজারুর কাঁটা, একখানি লোহার বাঁটের ছুরি আর আদখানি কাঁচি, সাতখান কাণ-কোঁড়া আর তিনখান খেরুয়া-মোড়া খাতা, একটি চুণের পুঁটলি, একখানি খাপ-খোলা আর একখানি খাপ-সংযুক্ত চসমা; একটি গলার্সি দেওয়া কাচের দোয়াত ইত্যাদি। বাক্সটি একখানি মোটা সাদা গড়ায় খুঁটে খুঁটে গেরো দিয়া বাঁধা।

কুড়রাম অল্পকালমধ্যেই অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন; তাললয়বিশুদ্ধ ফরর্-ফরর্-ফরাৎ ফরর্-ফরর্-ফরাৎ নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল। যমরাজপ্রেরিত বাহকগণ এমত সময়ে আট-চালায় নিঃশব্দে প্রবেশ করিয়া চারপায়া সহিত কুড়রামকে লইয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

বাহকগণ কুড়রামকে বহন করিতে করিতে দক্ষিণ দ্বার দিয়া যেই যমপুরে পদার্পণ করিল, আর গুড়ুম করিয়া তোপ পড়িয়া

গেল। বৈতরণী নদীর তীরে কুড়রামের চারপায়া রাখিয়া বেহারারা প্রাতঃক্রিয়া সম্পাদনানন্তর পুনর্ব্বার চারপায়া উঠাইবার উপক্রম করিতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া খট্টাঙ্গোপরি উঠিয়া বসিলেন, এবং নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনি কোন অপরিচিত দেশে আনীত হইয়াছেন। যমরাজের সৌধসমীপে ঝাউ গাছের শ্রেণী দেখিয়া তাঁহার প্রতীতি হইল, তাঁহাকে রামনাথ চৌধুরীর কাছারিতে চুরি করিয়া আনিয়াছে এবং গুমি করিয়া রাখিবে। কুড়রাম দেখিলেন, লাটিয়াল বা সুড়কিওয়ালা কেহই তাঁহাকে ঘেরিয়া নাই, কেবল আট জন জীর্ণ বাহক আছে, তাহাদিগকে এক একটি চপেটাঘাতে ভূমিসাৎ করিতে পারেন; সুতরাং পলায়ন করিবার অতীব উপযুক্ত সময়। বেহারারা যেমন খাট ধরিবে, কুড়রাম অমনি তাহাদিগকে এক একটি প্রচণ্ড চড় মারিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন সহকারে কহিলেন,—"ওরে নচ্ছার বেটারা, প্রাণে ভয় থাকে ত চারপায়ার নিকট আর আসিস না, আমি পতন বাবুর প্রধান পাটওয়ারি, আমি কি তোর রামনাথ চৌধুরীকে ভয় করি? এই দণ্ডে তোদের কাছারি বাড়ীতে আগুন দিয়া খাণ্ডবদাহন করিয়া যাইব। আমার প্রতাপে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়; এক প্রহরের মধ্যে তোদের মনিবের মুণ্ডপাত করিব।"

আট জন বেহারার মধ্যে তিন জন ভয়ঙ্কর সজীব চড়ের প্রভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে বৈতরণী-নদী-গর্ভে পড়িয়া গেল, তিন জন কায়া-পরিবর্ত্তন করিয়া ডোমকাক হইয়া অন্তরীক্ষে কর্কশ কোলাহল করিতে লাগিল, এক জন ঊর্দ্ধশ্বাসে যমরাজকে সংবাদ দিতে গেল, এক জন খট্টাঙ্গসমীপে দাঁড়াইয়া রহিল। কুড়রাম ভাবিলেন, "এ কি ভাবণ ব্যাপার! কোথায় আইলাম? বেহারা মরিয়া ডোমকাক হইল কেন?" বেহারা তাঁহাকে চিন্তাযুক্ত দেখিয়া

কহিল, "মশাই গো, এটা চৌধুরীদের কাছারি-বাড়ী নয়, এটা যমপুরী। মোরা নব ঠাকুরকে আন্‌তি গিয়েলাম, তা ভুল করে তোমারে এনে ফেলিচি ; মারামারি কর্‌বেন না, আর মোরে ঝা বল্‌বেন, তাই কর্‌বো।"

কুড়রাম কিয়ৎকাল আলোচনা করিয়া বাক্স খুলিয়া এক তক্তা কাগচ বাহির করিয়া একখানি পরোয়ানা লিখিলেন, এবং দুই বার তিন বার তাহা মনে মনে পাঠ করিয়া বেহারার মস্তকে বাক্সটি দিয়া কহিলেন, "আমাকে যমরাজের সমক্ষে লইয়া চল।" বেহারা "যে আজ্ঞা" বলিয়া পথ দর্শাইয়া চলিল।

প্রভাত-কার্য্য-সম্পাদন-করণানন্তর কৃতান্ত নিতান্ত উৎকলিকা-কুলচিত্তে বাহকগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন, এমত সময়ে কুড়রামের চপেটাঘাতার্ত্ত বাহক অতিবেগে তাঁহার সমীপে আসিয়া কহিল, "কর্ত্তামশাই, পেল্‌য়ে যাও, পেল্‌য়ে যাও, আর অক্ষে নেই, মাল্লে মাল্লে, বৈতর্ণীর ধারে একজন বীর এয়েছে, তোমার মুণ্ডপাত কর্‌বে, এক চড়ে আট্টা কাহার ঘাল করেছে।" চিত্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "লাস্ আনিয়াছিস কি না?" বেহারা কহিল, "নব ঠাকুরকে কনে লুকৃয়েচে তার অন্দি সন্দি পালাম না, মোদের কাঁদে একটা নতুন যম এসে পড়েছে।" যম জিজ্ঞাসা করিলেন, "নূতন যমকে পাঠালে কে?" বেহারা বলিল, "সে আপনি এয়েছে।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমত সময়ে কুড়রাম তাঁহার বাক্স-বাহক সমভিব্যাহারে যমরাজের সমীপে উপস্থিত হইয়া পরোয়ানা প্রদান করিলেন। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে পাঠ করিতে অনুমতি দিলেন। চিত্রগুপ্ত পরোয়ানা পাঠ করিলেন ; যথা—

"ইজ্যতাছার শ্রীযমালয়াধিপতি
কৃতান্ত মালম করিবা

অপ্রকাশ নাই যে ইতিপূর্ব্বে তুমি অবিরত শত শত অপরাধে দণ্ডনীয় হইলেও তোমার পূর্ব্বতন অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতায় দৃষ্টি রাখিয়া তোমার অখণ্ড প্রচণ্ড রাজদণ্ড খণ্ডন করা যায় নাই। কতিপয় বৎসর অতীত হইল, তুমি অতিশয় পাষণ্ড হইয়াছ; রণ্ডামি, ভণ্ডামি, ষণ্ডামি তোমার অঙ্গের আভরণ হইয়াছে; তোমার দ্বারা রাজকার্য্য সম্পাদন হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। তুমি এমনি অকর্ম্মণ্য, জমীদারের কয়েক জন অল্পবেতনভোগী আমলা তোমার চক্ষে ধূলা দিয়া তরফ ছানির নায়েবের মৃতদেহ অনায়াসে ছাপাইয়া রাখিল। তোমাকে লেখা যাইতেছে, তুমি পরোয়ানা প্রাপ্তি মাত্র অশেষগুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত বাবু কুড়রাম দত্ত মহোদয়কে চার্য্য বুঝাইয়া দিয়া পদচ্যুত হইবা। বহুত বহুত তাগিদ জানিবা। ইতি।”

যমরাজ সদাশিবের পরোয়ানার মর্ম্মাবগত হইয়া “হা হতোস্মি” বলিয়া রোদন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দত্তজ মহাশয় কখন্ চার্য্য লইবেন?” দত্তজ উত্তর দিলেন, “এই দণ্ডে।” চিত্রগুপ্ত তৎক্ষণাৎ চার্য্যের কাগচ পত্র প্রস্তুত করিয়া উভয়ের স্বাক্ষর করিয়া লইলেন; এবং যমরাজ সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক পারিষদবর্গের সহিত উপবেশন করিলেন। কুড়রাম গাত্র দোলাইতে দোলাইতে এবং স্ফূর্ত্তিবিস্ফারিতবদনে সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া চিত্রগুপ্তের প্রতি একটি জমা-ওয়াশীল-বাকি প্রস্তুত করিতে অনুজ্ঞা দিলেন। তখন পদচ্যুত যম কুড়রামকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ, আমার কয়েক দিনের বেতন এবং শাদাজ্বালানির দাম বাকি আছে, সেগুলিন প্রাপ্ত হইলে আমি রাহাখরচ করিয়া বাড়ী যাইতে পারি।” ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, “আমি এ বিষয় ভগবান্ ভবানী-পতিকে জানাইব, তিনি অনুমতি দিলেই আপনার দরমাহা ও সরঞ্জামি চুকাইয়া দেওয়া যাইবে।” পুরাতন যম নূতন যমের এতদ্বাক্যে অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, “ধর্ম্মরাজ, আস্তাবলে

যে বয়ারদ্বয় আছে, তাহার একটি সরকারি আর একটি আমার নিজ খরিদ; যদি অনুমতি হয়, আমার নিজ খরিদা বয়ারটি আমি লইয়া যাই।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "তুমি দুটিই লইয়া যাও, আমি কলিকাতা হইতে ত্বরায় চৌঘুড়ীওয়ালা বাবুদের এখানে আনয়ন করিব।" পুরাতন যম প্রস্থান করিলে নূতন যম সভা ভঙ্গ করিয়া সহর পরিদর্শনাভিলাষে গমন করিলেন।

যমালয়ের বর্ত্ম সকল অতি অপরিসর এবং নিতান্ত অসমতল। ফেটান বা বেরুচ, আফিসযান বা ব্রাউনবেরি চলিবার উপযোগী নহে। যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই মহিষারোহণে গমনাগমন করেন, সুতরাং রাস্তার অবস্থার প্রতি কাহারো দৃষ্টি ছিল না। ধর্ম্মরাজ কুড়রাম ইঞ্জিনিয়ারদিগের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অনুমতি দিলেন, এক ঘণ্টার মধ্যে সমুদায় রাস্তা পরিসর এবং সুমার্জ্জিত হইবে, অন্যথা ইঞ্জিনিয়ারবর্গের শিরশ্ছেদন করিবেন। চিত্রগুপ্ত কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! রাস্তা চৌড়া করিতে গেলে অনেক বড়মানুষের বাড়ী পড়িবে, সে সমুদায়ের মূল্য নির্দ্ধারিত করিবার জন্য একজন ডেপুটি-কালেক্টরের প্রয়োজন; এখানে যাঁহারা আছেন, তাঁহারা সর্‌ভেয়িং জানেন না।" ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, "আমি সর্‌ভেয়িংপারদর্শী একজন ডেপুটিকে আনাইয়া দিতেছি।" যমালয়ের বিদ্যালয়টি দর্শন করিয়া কুড়রাম যারপরনাই মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন; কারণ, ছাত্রেরা জমা-ওয়াশীল-বাকি লিখিতে জানে না এবং কবিওয়ালাদের গীতও বাঁধিতে পারে না। তিনি এতদ্বিদ্যাদ্বয়োন্নতিসাধক দুইটি নূতন শ্রেণী স্থাপন করিলেন। সৈন্যশালা, হস্তিশালা, অশ্বশালা, ধনাগার, কারাগার, হাঁসপাতাল, পাগলা-গারদ দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উপস্থিত

হইল। গাত্রলোম আর প্রত্যক্ষ হয় না; শিবের মন্দিরে কাঁসর ঘণ্টা বাজিতে লাগিল; বৈতরণীতীরে ঋত্বিক্‌মণ্ডলী সন্ধ্যা করিতে বসিলেন। কুড়রাম রাজাট্টালিকায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

ত্রিদিবেশ্বরী শচী যেমন চিরজীবিনী এবং স্থিরযৌবনা, যমরাজ-রাজমহিষী কালিন্দীও সেইরূপ; তবে শচীর রূপ দেখিলে মনে আনন্দোদ্ভব হয়, কালিন্দীর রূপ দেখিলে হৃদয়ে আতঙ্কের উদয় হয়। যিনি যখন ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন, শচী তখন তাঁহারি রাণী; যে যখন যমত্ব প্রাপ্ত হয়, কালিন্দীও তখন তাহারি রাণী। কালিন্দা কৃষ্ণবর্ণা এবং স্থূলাঙ্গী, তাহার উদরপরিধি চতুর্দ্দশ গজ দুই ফুট পাঁচ ইঞ্চি; হস্তিমস্তকের ন্যায় মস্তক, রোগা রোগা চুল এবং টিবিযুগলে বিভক্ত; সীমন্তে সাত হাত লম্বা, দুই হাত চৌড়া, আদ হাত ঊর্দ্ধ সিন্দূররেখা; ললাট এত প্রশস্ত, উপত্যকাধিত্যকাকীর্ণ না হইলে সেখানে বসাইয়া দ্বাদশটি ব্রাহ্মণ ভোজন করান যাইত; নাসিকা নাতিখর্ব্ব নাতিদীর্ঘ, তাহাতে একটি নৎ দুলিতেছে, নৎটি কুম্ভকারচক্রপরিমাণ মোটা, নোলকটি যেন একটি কলসী, মুক্তাদ্বয় দুটি সুপক্ক বিলাতি কুমড়াবিশেষ; দাঁতগুলিন দীর্ঘ এবং অতিশয় উচ্চ, ওষ্ঠ দ্বারা ঢাকা পড়ে না; জিহ্বাটি গোজিহ্বা, হাত দিলে কর্ কর্ করিয়া উঠে, ডাক্তারেরা দেখিলে বলিবেন, কালিন্দীর জ্বর হইয়াছে; কালিন্দীর ত্বক্ মসৃণ নহে, হাতীর গায়ের মত খস্‌খসে। নবাভিষিক্ত রাজার পরিতোষ সংসাধনার্থ কালিন্দী বেলা দুই প্রহর হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বেশবিন্যাস করিলেন। ক্রমে ক্রমে এক শত বিরাশীখান শাড়ী পরিধান করিলেন, কিছুতেই মন উঠিল না, পরিশেষে একখানি চুনুরি শাড়ী মনোনীত হইল। অঙ্গে আদ মণ সর্ষপতৈল ঢেউ খেলিতে লাগিল; প্রকাণ্ড গণ্ডদেশে

মুখামৃতসহযোগে অভ্রখণ্ডসমূহ শোভা পাইতে লাগিল। পদযুগলে বাইশগাছা মল। ঘু ঘু ঘড়ীতে ঘু ঘু করিয়া এগারটা বাজিল, রাজমহিষী অমনি বাম হস্তে পানের বাটা, দক্ষিণ হস্তে পূর্ণ ঘট ধারণপূর্ব্বক ঝম্ ঝম্ করিয়া অপরিচিত স্বামিসন্নিধানে গমন করিলেন।

শয়নমন্দিরে কুড়রাম দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণ বিস্তীর্ণ শয্যাতলে শয়ন করিয়া ভাবিতেছেন, "যমালয় হইতে পলায়ন করিবার উপায় কি, জাল ধরা পড়িলে দ্বীপান্তর হইতে হইবে, পুরাতন যম আপিল করিলেই জাল বাহির হইয়া পড়িবে।" শয়নাগারে অস্‌লারের বাড়ীর ঝাড় জ্বলিতেছে! শয্যার নিকটে কয়েকখানি সেরউডের বাড়ীর কোচ এবং চেয়ার বিরাজিত। কালিন্দী তথায় আগমন করিয়া দাঁতগুলিন বাহির করিয়া একটু হাসিয়া কুড়রামকে নমস্কার করিলেন। কুড়রাম কহিলেন, "কল্যাণি, তুমি কে?" কালিন্দী বলিল, "আমি যমরাজ-রাজ-মহিষী কালিন্দী, আপনার দাসী, ধর্ম্মরাজের সেবা করিবার নিমিত্ত আগত।" কুড়রাম ভাবিলেন, "এই বারে গেলেম, যদিও দুই এক দিন এখানে থাকিতাম, এ মূর্ত্তি দর্শনে আর থাকিতে পারি না; মহিষীর গায় গা ঠেকিলে ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইবে; কি কৌশলে ও রক্তবীজবিনাশিনীর ভীষণালিঙ্গন হইতে উদ্ধার হই; গৃহিণীর জ্বালায় গৃহ ত্যাগ করিতে হইল; স্ত্রী অনেক অনর্থের মূল।" কালিন্দী কুড়রামকে দুর্ম্মনায়মান দেখিয়া কহিলেন, "প্রাণবল্লভ, আমি তোমা বই আর জানি না—

তুমি শ্যাম আমি প্যারী,
তুমি শুক আমি শারী,
তুমি ষাঁড় আমি গাই,
তুমি ছাতা আমি ছাই,

তুমি বেড়ী আমি হাঁড়ী,
তুমি ঘোড়া আমি গাড়ী,
তুমি বোল্‌তা আমি চাক্‌,
তুমি ঢাকী আমি ঢাক,
তুমি পোকা আমি ফুল,
তুমি কর্ণ আমি দুল,
তুমি ছাগ আমি ছাগী,
তুমি মিন্সে আমি মাগী,
তুমি ডাণ্ডা আমি গুলি,
তুমি বাঁশ আমি ডুলি,
তুমি ডালা আমি ডালী,
তুমি শালা আমি শালী।”

রাজ্ঞীর মুখভঙ্গিমায় কুড়রামের পেটের ভাত চাল হইয়া গেল, বক্ষাভ্যন্তরে দড়াশ দড়াশ করিয়া শব্দ হইতে লাগিল, একটু চড়ুকে হাসি হাসিয়া বলিলেল, “শোভনে! তোমার বচনপীযূষে আমার কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত হইয়া গেল, শতাশ্বমেধ-যজ্ঞ-ফলে তোমা হেন স্থূলোদরা দারানিধি প্রাপ্ত হইলাম; কিন্তু হরিষে-বিষাদ। আমার গণীভূত যক্ষ্মাকাশ আছে, সেন মহাশয় এতদবস্থায় সহধর্ম্মিণী-সহবাস নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব হে চারুহাসিনি, দিবসত্রয় তোমার ভৃত্যকে অবসর দিতে হইবে।” কালিন্দী একটি পানের খিলি কুড়রামের মুখে দিয়া বিষাদিতমনে কক্ষান্তরে শয়ন করিতে গেলেন। খিলিটি চর্ব্বণ করিবামাত্র হড় হড় করিয়া কুড়রামের অন্নপ্রাশনের অন্ন পর্য্যন্ত উঠিয়া পড়িল। ভাঁটপাতা, নিম, মাচের আঁশ, কুইনাইন রাজ-মহিষীর প্রিয় পানের মসলা; স্বামিবশীভূত-করণাশায় যত পারিয়াছিলেন, বাছিয়া বাছিয়া খিলিতে দিয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ

কুড়রাম হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন, প্রমদাপ্রদত্ত পানের খিলি আর না খুলিয়া খাইবেন না। কুড়রাম নিদ্রা গেলেন। স্ত্রীর মুখ মনে পড়াতে তিন বার ডরিয়া উঠিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পদচ্যুত যম বিষণ্ণবদনে ভবনে প্রবেশ করিয়া জননীকে সমুদায় পরিচয় দিলেন। যমরাজ-জননী যারপরনাই দুঃখিত হইলেন; নয়ন দিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি নিপতিত হইতে লাগিল। কাতর স্বরে কহিলেন, "বাবা যম, এ দুর্ভিক্ষসময়ে তোমার কর্ম্মটি গেল, এ রাবণের পুরী কি প্রকারে প্রতিপালন করিবে। তুমি আহার কর, তার পরে তোমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বিষ্ণু ঠাকুরের নিকটে যাইব, লক্ষ্মীর দ্বারা অনুরোধ করাইব। আজ কাল অঞ্চলপ্রভাব অতীব প্রবল।" যমরাজ আহার করিতে বসিলেন, কিন্তু বসা মাত্র, একটি ভাতও মুখে দিতে পারিলেন না। মায়ের প্রাণ, তনয়কে ভোজনে পরাঙ্মুখ দেখিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন, কত সাহস দিতে লাগিলেন; কহিলেন, "ভয় কি বাবা, তুমি এত হতাশ হইতেছ কেন? তোমার এত কালের কর্ম্ম কখনই একবারে ছাড়াইয়া দিবে না। বিশেষ, লক্ষ্মী ঠাকুরুণ অনুরোধ করিলে কেহই বক্রভাব প্রকাশ করিবেন না। আর যদি একান্তই কর্ম্ম যায়, বৈদ্য ব্যবসায় অবলম্বন করিবে; তোমার হাতযশ সকলেই অবগত আছেন, আর আমি অনেক শিল্পকার্য্য জানি, জুতা, টুপি মোজা বিনাইয়া তোমায় সাহায্য করিব।" জননীর সাহস-বাক্যে যমরাজের দুর্ভাবনা অনেক দূর হইল। সত্বরে ভোজন সমাপন করিয়া

উড়ানিখানি কোঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলিলেন, ঠনঠনের জুতা যোড়াটি পায় দিলেন, তার পরে একগাছ বাঁশের লাঠি হস্তে করিয়া জননীর সহিত বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন।

দিবাবসান। লক্ষ্মী নিজ কক্ষে অবস্থান করিতেছেন, স্বভাবতঃ সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, অঙ্গে অলঙ্কার দিবার প্রয়োজন নাই, কেবল মণিবন্ধে দুগাছি হীরকবলয়, পায়ে চারগাছি জলতরঙ্গ মল, নিতম্বে একছড়া মোটা সোণার গোট, কণ্ঠে দুনর মুক্তামালা, মস্তকে সজলজলদরুচি উজ্জ্বল কেশদামে ফিরেঙ্গি খোঁপা বাঁধা, কর্ণে কাঁচপোকা-দুল-তুল্য দোদুল্য নীল পান্না। ছাঁচি পানে সুমধুর অধর হিঙ্গুলের ন্যায় টুক টুক করিতেছে। একখানি রেলওয়ে পেড়ে সিমলার ধোপদাস্ত ফিন্‌ফিনে ধুতি পরিধান, তাহার স্বচ্ছতা নিবন্ধন উজ্জ্বল গৌরবর্ণের আভা বাহির হইতেছে। লক্ষ্মী দুর্গেশনন্দিনী অধ্যয়ন করিতেছিলেন, অধীয়মান পত্রে প্রদর্শনী প্রদানপূর্ব্বক পুস্তকখানি মুড়িয়া আয়েষাব বিষাদ আলোচনা করিতেছেন; এমত সময় যমরাজ-জননী সমুপস্থিত হইয়া গলায় অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মী আগমন-প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলে যমরাজ-জননী আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন, "মা, আপনি ত্রিলোকপ্রতিপালিনী; আমার যমের প্রতি একটু দয়া করুন, যম আমার এক দিনের মধ্যে আদখানি হইয়া গিয়াছে।" লক্ষ্মী বলিলেন, "বাছা, যমের কর্ম্ম গিয়াছে শুনিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম, কিন্তু শিবের আজ্ঞা লঙ্ঘন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, তিনি অনুরোধ শোনেন না; তা বাছা, তুমি আর রোদন করিও না, আমি ঠাকুরকে বলিয়া যত দূর পারি, তোমার উপকার করিব।" যমরাজ-জননী লক্ষ্মীর বাক্যে আশ্বস্তা হইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "মা, আপনার ধনে

পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক, মা, আপনি মনে করিলে সকলি করিতে পারেন, আপনি বিষ্ণু ঠাকুরকে বিশেষ করিয়া বলুন, তিনি আমার যমকে বজায় করিয়া দেন। মা, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, আর অধিক দিন বাঁচিব না, যে ক দিন বাঁচি, আপনার কৃপায় যেন কষ্ট না পাই।" লক্ষ্মী কহিলেন, "বাছা, আমায় অধিক বলিতে হইবে না, তোমার দুঃখে আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, তুমি যমকে বৈঠকখানায় বসিতে বল, আমি ঠাকুরকে ডাকিয়া পাঠাইতেছি।" যমরাজ-জননী প্রস্থান করিলেন। লক্ষ্মী পরিচারিকাকে কহিলেন, "বিন্দি, ঠাকুরকে একবার বাড়ীর ভিতর ডাকিয়া আন।"

বিষ্ণু সম্প্রতি একটি গরুড়ের জুড়ি কিনিয়াছিলেন; পক্ষিদ্বয়ের তত্ত্বাবধারণে অতিশয় ব্যস্ত, একবার "ওহো বেটা, ওহো ও বেটা" বলিয়া গাত্রে হস্তবিক্ষেপ করিতেছেন, একবার কোঁচার অগ্রভাগ দ্বারা ঠোঁট মুছাইয়া দিতেছেন, একবার তাহাদের বক্র গ্রীবা অবলোকন করিতেছেন; এমত সময়ে বিন্দী আসিয়া উপর আদালতের সমন সর্ভ করিল। বিষ্ণু যদিও অতিশয় গরুড়-প্রিয়, ওয়ারেণ্টের আশঙ্কায় অচিরাৎ বিন্দীর অনুগামিনী হইলেন। লক্ষ্মীর কক্ষাভ্যন্তরে প্রবেশ করত নারায়ণীর নবচম্পকদামসম চিবুকে একটি আদরগর্ভ টোকা মারিয়া কহিলেন, "আসামি হাজির, দণ্ডবিধান করুন।" নারায়ণী প্রণয়পূর্ণরোষকষায়িত-লোচনে বলিলেন, "কথার শ্রী দেখ, উহাতে যে আমার অকল্যাণ হয়, দাসীকে অমন কথা বলিলে তাহাকে কেবল অপ্রতিভ করা হয়।" বিষ্ণু কহিলেন, "এখন তোমার প্রার্থনা কি?"

লক্ষ্মী। আমি ভিক্ষা চাই।

বিষ্ণু। কি ভিক্ষা?

লক্ষ্মী। দাও যদি তবে বলি।

বিষ্ণু। আমি অঙ্গীকার করিতে পারি না।

লক্ষ্মী। কেন?

বিষ্ণু। কারণ, আমার এমন কিছুই নাই, যাহা আমি তোমাকে না দিয়াছি।

লক্ষ্মী। এক দ্রব্য নূতন পাইয়াছ।

বিষ্ণু। তাহাও তোমার, নাম কর।

লক্ষ্মী। পরোপকার করিবার পন্থা।

বিষ্ণু। তাহাও দিলাম।

তখন লক্ষ্মী কৃতজ্ঞতাসহকারে বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "সদাশিব যমের কর্ম্ম ছাড়াইয়া দিয়াছেন, তাহার কর্ম্মটি তাহাকে পুনর্ব্বার দিতে হইবে, যমের মা এতক্ষণ এখানে বসিয়া কাঁদিতেছিল। আহা! বুড়মাগীর দুঃখ দেখিয়া আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমার প্রতি তোমার অকৃত্রিম স্নেহের উপর বিশ্বাস করিয়া আমি স্বীকার করিয়াছি, তাহার কর্ম্ম তাহাকে পুনর্ব্বার দিব।" বিষ্ণু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "সে কি, সদাশিব এমন কি গুরুতর অপরাধ পাইলেন যে সভার বিনা অনুমোদনে যমকে পদচ্যুত করিলেন। যাহা হউক, যখন তুমি তাহার ওকালতনামায় স্বাক্ষর করিয়াছ, তখন সে কর্ম্ম পাইয়া বসিয়া রহিয়াছে; আমি অবিলম্বে ব্রহ্মাকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহাদেবের নিকট গমন করিব। বোধ হয়, মহাদেব যমকে ভয় দেখাইবার জন্য এমত কড়া হুকুম দিয়াছেন, পুনর্ব্বার তাহার পদস্থ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।" লক্ষ্মীর অলককুন্তলে একটি দোল দিয়া বিষ্ণু প্রস্থান করিলেন।

বিষ্ণুর অভিমতানুসারে কোচম্যান বিস্মার্ক ব্রাউভার্ণের ফিটানে নূতন গরুড়ের জুড়ি যোজনা করিলে নারায়ণ

আরোহণপূর্ব্বক পদ্মযোনির সপ্তসরোবরোদ্যানে যাইতে কহিলেন। ব্রহ্মা গ্রীষ্মকালে উদ্যানে বাস করেন। যম পদচ্যুতি পরোয়ানাখানি নারায়ণের হস্তে দিয়া কোচবক্সে উঠিয়া বসিলেন। ঘর ঘর করিয়া গাড়ী ছুটিতে লাগিল এবং নারায়ণ পরোয়ানা পাঠ করিতে লাগিলেন। সদাশিবের স্বাক্ষরের প্রতি তাঁহার এক বার সন্দেহ উপস্থিত হইল, কিন্তু গাঁজা টানিয়া সহি করিয়াছেন বিবেচনায় সে সন্দেহ তিরোহিত হইল। পরোয়ানা পাঠ শেষ হইল, গাড়ীও সপ্তসরোবরোদ্যানে পৌঁছিল।

সরোবরতীরে বিস্তীর্ণ গালিচা পাতিয়া ব্রহ্মা সলিলশীকর-সম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণ সেবন করিতে করিতে বেদচতুষ্টয়ের চতুর্থ সংস্করণের প্রুফ দেখিতেছিলেন। সংশোধনে এমনি মনোনিবেশ করিয়াছিলেন, বিষ্ণু সম্মুখে দণ্ডায়িত হইলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। বিষ্ণু ব্রহ্মার তদবস্থা দর্শন করিয়া কিঞ্চিৎ উচ্চ শব্দে বলিলেন, "মহাশয়, প্রণাম হই।" ব্রহ্মা তখন মুখোত্তোলন করিয়া বিষ্ণুকে দেখিতে পাইয়া অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং সম্মান-সহকারে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "বাবাজি যে অসময় ?" বিষ্ণু কহিলেন, "বিশেষ কার্য্যানুরোধ ব্যতীত মহাশয়কে বিরক্ত করিতে আসি নাই, আপনার বেদের চতুর্থ সংস্করণ বাহির হইবার বিলম্ব কি ? আপনি বেদ লইয়া এমনি ব্যতিব্যস্ত, আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতে ভয় হয়।" ব্রহ্মা কহিলেন, "সে কি বাবাজি, আমি আপনার আশ্রিত, আপনার ভবন, আপনার উদ্যান, আমিও আপনার, যখন মনে করিবেন, তখনই আসিবেন। আপনার আগমনে বেদের উন্নতি ভিন্ন অবনতি হয় না। বোধ করি, আগামী শীতের প্রারম্ভেই চতুর্থ সংস্করণ সমাধা হইবে।" বিষ্ণুর পশ্চাৎ যমকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মা কহিলেন, "অকালে কালের আগমন ;

অবশ্য কোন বিভ্রাট ঘটিয়াছে, যমের শরীর এমন শীর্ণ কেন, কোন পীড়া হইয়াছে না কি?" বিষ্ণু কহিলেন, "যমরাজ মনঃপীড়ায় প্রপীড়িত, সদাশিব যমকে পদচ্যুত করিয়াছেন, এই পরোয়ানাখানি পাঠ করুন।" ব্রহ্মা পরোয়ানার মর্ম্মাবগত হইয়া বলিলেন, "যমের এ বিপদ্ ঘটিবে, তাহা আমি পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলাম। কয়েক বৎসর হইল, যম রাজকার্য্য পর্য্যালোচনায় সম্যক্ পরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন, উনি এমনি ভীরু যে পরশ্রীকাতর দুর্দ্দান্ত নরাধমদিগের নিকটে যাইতেন না, কেবল নিরপরাধ মধুরস্বভাব মহোদয়গণকে নিহত করিয়াছেন। কৃতান্তের যে কার্য্যশৈথিল্য, সদাশিবের ত দোষ দিতে পারি না, তিনি উচিত কর্ম্মই করিয়াছেন।" বিষ্ণু কহিলেন, "যম আপনার সন্তান, সহস্রাপরাধে অপরাধী হইলেও মার্জ্জনীয়। যম আপনার নিতান্তানুগত, বহুকালের চাকর, উহাকে একবারে পদচ্যুত করা বিচারসংগত হয় না।" যমরাজ করযোড় করিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "ভগবন্ চতুর্ম্মুখ, সন্তানকে একবার মার্জ্জনা করুন, আমি আপনার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আর কখন আমাকে কর্ম্মে অমনোযোগী দেখিতে পাইবেন না।" ব্রহ্মা বিষ্ণুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবাজীর অভিপ্রায় কি?" দয়াপয়োধি সহৃদয় হৃষীকেশ উত্তর দিলেন, "মার্জ্জনা করা।" ব্রহ্মা ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিষ্ণুর মতে অকপটচিত্তে সম্মতি প্রদান করিলেন। ব্রহ্মাকে সেই দণ্ডেই মহেশ্বর-ভবনে যাইবার জন্য বিষ্ণু অনুরোধ করিলেন এবং কহিলেন, "ফিটান প্রস্তুত আছে, পাঁচ মিনিটে যাইবে, পাঁচ মিনিটে আসিবে।" ব্রহ্মা কহিলেন, "বাবাজি, অদ্য বেলাবসান হইয়াছে, গমন প্রত্যাগমনে রাত্রি হইবে; বিশেষ, সন্ধ্যার পর মহেশ্বরকে স্বভাবে পাওয়া ভার। আপনার ত অবিদিত কিছুই

নাই, অতএব যমকে অদ্য বাড়ী যাইতে বলুন, কল্য প্রভাতে আট্‌টা না বাজিতে আমি মহেশ্বরের নিকট গমন করিব, আপনি যমকে লইয়া সেই সময় সেখানে যাইবেন।” যম ব্রহ্মা-বিষ্ণুর চরণ স্পর্শ করিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মা বিষ্ণুর হস্ত ধরিয়া কহিলেন, “বাবাজি, আহার না করিয়া যাইতে পারিবেন না, শচীনাথ টড্‌হিট্‌লির পোর্ট পাঠাইয়াছেন, তোমার অনাগমনে তাহা খোলা হয় নাই।” ব্রহ্মা বিষ্ণু ভোজনাগারে গমন করিলেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে আট্‌টা বাজিবার পাঁচ মিনিট বাকি আছে, মহাদেব স্বীয় কক্ষাভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ শার্দ্দূলচর্ম্মোপরি উপবিষ্ট; দুই হস্তে কমণ্ডলু ধরিয়া গরম চা খাইতেছেন। ভগবতী পার্শ্বে বিরাজিত। শিরীষকুসুমাপেক্ষাও সুকুমার করশাখা দ্বারা শশাঙ্কশেখরের পৃষ্ঠদেশের ঘামাচি মারিতেছেন। গত রজনীতে শূলপাণি সিদ্ধি খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। সিদ্ধি শিবের মৌতাত, তবে অচেতন, ইহার কারণ কি? নন্দী নূতন বাজারে গাঁজা কিনিতে আসিয়া শুনিয়া-ছিলেন, ব্রাণ্ডীতে নেসা না হইলে মরফিয়া মিশাইয়া দিতে হয় এবং সিদ্ধিতে নেসা না হইলে ঝুল মিশাইয়া দিতে হয়। মহাদেব সিদ্ধিতে নেসা হয় না বলিয়া নন্দীকে সর্ব্বদাই ভৎর্সনা করেন। গত নিশিতে নন্দী ষাঁড়ের ঘর হইতে কতকটা ঝুল আনিয়া সিদ্ধিতে মিশাইয়া দেন, তাহাতেই ধূর্জটির ঘোরতর নেসা হয়। নেসার প্রথমোদ্যমে ব্যোমকেশ “ব্রেভো নন্দী” বলিয়া হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যেমন নেসা পাকিয়া আইল, অমনি অম্বিকার অঙ্গে ঢলে পড়িলেন। বমন প্রবাহে শয্যা ভাসমান, দিগম্বরী হাবুডুবু খাইতেছেন। পার্ব্বতী পতিপ্রাণা এবং ঘৃণাশীলা; অবিলম্বে কলুষিত শয্যা স্থানান্তরিত

করিয়া অভিনব শয্যা রচনাপূর্ব্বক স্পন্দহীন পিনাকপাণিকে স্থাপন করিলেন, এবং খিড়্‌কির পুষ্করিণীতে আপনার অঙ্গটি আপাদমস্তক গস্‌নেলের সাবান দিয়া ধৌত করিয়া আইলেন। গৃহে আসিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিলেন, তবু যেন বমনের গন্ধ পাইতে লাগিলেন; গাত্রে ল্যাভেণ্ডার সিঞ্চন করিলেন। মৃত্যুঞ্জয় মৃতবৎ নিপতিত, নিকটে বসিয়া তালবৃন্ত দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে করিতে নিদ্রিতা হইয়াছিলেন। মহাদেব চা খাইয়া বলিলেন, "ভগবতি, আমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে, পাচিকাকে বল, সকালে সকালে আমাকে মৌরলা মাছের ঝোল দিয়া চারটি ভাত দেয়।" ভগবতী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "রজনীর বৃত্তান্ত কি তোমার মনে আছে? যে কাণ্ড করিয়াছিলে, আর যে তোমাকে সজীব দেখিব, মনে ছিল না, আমি কি না সেই রাত্রিতে ঘাটে গিয়া গা ধুয়ে আসি।" মহাদেব অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "প্রেয়সি, আমি তোমার রাঙ্গাপদে পদে পদে অপরাধী, আমি তোমার পদারবিন্দ ধারণ করিয়া বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর।" মহাদেব মহেশ্বরীর পদদ্বয় ধরিয়া আছেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত। ভগবতী লজ্জাবনতমুখী হইলেন; শিব কহিলেন, "ব্রহ্মা, আমি ভগবতীর ধ্যান করিতেছিলাম, আপনি আসিয়াছেন ভাল হইয়াছে, আমার হইয়া দুটো কথা বলুন।" ব্রহ্মা জিজ্ঞাসিলেন, "অভয়ার অভিমান হইল কিসে?" মহাদেব উত্তর দিলেন, "গত রাত্রিতে সিদ্ধি-রস্ত-অ-আ হইয়াছিল, সুতরাং অভয়ার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল।" ব্রহ্মা বলিলেন, "ও তো আপনার সাপ্তাহিক রঙ্গ, কিন্তু সুশীলা শৈলবালা সে জন্য ত কখন অভিমান করেন না।" মহাদেব কহিলেন, "বাবা, হাসির মার বড় মার, অপরাধ করিলাম, অপরাধোপযুক্ত ঘা কত প্রদান কর,

লেনা লহনা সমান হইয়া যাউক, তাহা না করিয়া, ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিয়া সাদর সম্ভাষণ করিলে অতিশয় কুণ্ঠিত হইতে হয়।” ব্রহ্মাকে সম্বোধন করিয়া ভগবতী বলিলেন, “ঠাকুর, আপনি ওঁর কথায় কর্ণপাত করিবেন না, উনি অষ্টপ্রহর আমার সহিত ঐরূপ উপহাস করিয়া থাকেন, আমি ওঁয়ার চরণসেবার দাসী, আমার নিকটে কুণ্ঠিত কি?” মহাদেব কহিলেন, “না হে চতুর্ম্মুখ, অন্নদা আমার জটের উকুন, সতত শিরোধার্য্য, দাসী বলিয়া আমার অকল্যাণ করিতেছেন।” ভগবতী কহিলেন, “তবে নখরে নখরে নিপাত কর, যমের বাড়ী চলে যাই।” বিষ্ণুর সমভিব্যাহারে যমকে আসিতে দেখিয়া মহাদেব হাসিয়া বলিলেন, “ভগবতি, তোমার যম জামাই দুই উপস্থিত, যাহার কাছে ইচ্ছা তাহার কাছে যাও।” ভগবতী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

মহাদেব যমকে নিরীক্ষণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “যম এমন ম্রিয়মাণ কেন?” ব্রহ্মা কহিলেন, “আপনি রসাকর্ষণী মূল ছেদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তরু শুষ্ক হইল কেন? যম আমাদের অতিশয় অনুগত, উহাকে আপনার মার্জ্জনা করিতে হইবে, আমার এবং নারায়ণের বিশেষ অনুরোধ। যম অপরাধী নহে, আমরা এমন কথা বলি না, যম সহস্র সহস্র অপরাধে অপরাধী; আপনি একাকী যমকে পদচ্যুত করিয়া তাহার স্থানে কুড়রাম দত্তকে নিযুক্ত করিয়াছেন, তৎসাঙ্গত্য পক্ষে আমাদিগের কিছুমাত্র তর্ক নাই। আপনার অনুজ্ঞা অস্মদাদির নিকটে অখণ্ড্য বলিয়া পরিগণিত; আপনার ক্রোধ ক্ষণপ্রভাবৎ ক্ষণকাল স্থায়ী, আপনার দয়া মরুন্নিভ চিরপ্রবাহিত; অতএব হে বদান্যতা-বারাংনিধি, বগলাবল্লভ, অরুণাঙ্গজের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তাহাকে নৈরাশ্যার্ণব হইতে উদ্ধার করুন।”

ব্রহ্মার বচনে মহাদেব অতিশয় বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ব্রহ্মা, আমি গাঁজা খাই বটে, কিন্তু গাঁজাখোরের মত কর্ম্ম করি না। আপনি এতক্ষণ কি প্রলাপ বক্তৃতা করিলেন, তাহা আমার কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। বোধ হয়, গত যামিনীতে আপনার মাত্রাতিক্রম হইয়া থাকিবে। আমার প্রতীতি ছিল, সোমরসে বস্তুত্রয়মাত্র সমুদ্ভুত হয়—তৈলাক্ত নাসিকা, নিদ্রা, এবং প্রস্রাব হয়, কিন্তু অদ্য জানিলাম, একটি চতুর্থ উপসর্গ হইয়া থাকে, সেটি প্রলাপ। আমি যমের ভোজনাবশিষ্ট অন্ন স্পর্শ করি নাই, আপনি কহিতেছেন, আমি তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছি। কোন্ দিন বলিবেন, আমি ত্রিদিবাধিপতিকে দ্বীপান্তর করিয়াছি।" ব্রহ্মা হতবুদ্ধি হইয়া বিষ্ণুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বিষ্ণু তৎক্ষণাৎ "সদাশিব" স্বাক্ষরিত পরোয়ানাখানি মহাদেবের হস্তে দিলেন। মহাদেব পরোয়ানাখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কহিলেন, "এ পরোয়ানা আমার দপ্তর হইতে বাহির হয় নাই, স্বাক্ষরটি আমার স্বাক্ষরের ন্যায় বটে, কিন্তু আমি স্পষ্ট বলিতেছি, এ আমার স্বাক্ষর নহে। যমরাজের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ এক মাসের মধ্যে আমার সেরেস্তায় উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং এমন পরোয়ানা বাহির হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না।" যমকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চার্য্যু বুঝাইয়া দিয়াছ?" যম উত্তর দিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" মহাদেব ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, "আমার বোধ হয়, অসুরেরা এ কাণ্ড করিয়া থাকিবে, অনেক কাল দেবাসুরে যুদ্ধ হয় নাই, এই পরোয়ানা যুদ্ধের সূত্রপাত। আর বিলম্ব করা উচিত নহে, এই দণ্ডে দণ্ডধর-নিকেতনে গমন করিতে হইবে।" বিষ্ণু জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল যম, কুড়রামের সমভিব্যাহারে সৈন্য সামন্ত কত আসিয়াছে?" যম উত্তর দিলেন, "জনপ্রাণী না,

কিন্তু মহাশয়, কুড়রাম একা এক সহস্র, আপনি কৃষ্ণাবতারে কংশালয়ে হাতে মাতা কাটিয়াছিলেন, কুড়রাম চপেটাঘাতে কয়েক জন বাহকের মুণ্ড উড়াইয়া দিয়াছে।” ব্রহ্মা কহিলেন, “শচীনাথকে সংবাদ দেওয়া উচিত।” বিষ্ণুর মতে বহ্বারম্ভ অপ্রয়োজনীয়, যেহেতু তাঁহার প্রতীতি হইতেছে যে, কোন আমোদপ্রিয় লোক যমকে উদমাদা-রকম দেখিয়া যমের সহিত কৌতুক করিয়াছে। কুড়রামকে দেখিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সাতিশয় কৌতূহল জন্মিল এবং অচিরাৎ স্পেসিয়াল ট্রেনে যমের সমভিব্যাহারে যমালয়ে গমন করিলেন।

পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া কুড়রাম সিংহাসনে উপবিষ্ট। চিত্রগুপ্ত অভিবাদন করিয়া কহিলেন, “ধর্ম্মরাজ, যমালয়ের কারাগারগুলিন প্রশস্ত না করিলে বন্দিগণের অতিশয় কষ্ট হইতেছে, যেরূপ লোক আসিতেছে, বোধ হয় দুটি কারাগার করিবার আবশ্যক হইবে।” ধর্ম্মরাজ কুড়রাম কহিলেন, “এমন উপায় বলিয়া দিতেছি, যদ্দারা কারাগার প্রশস্ত করিবার প্রয়োজন দূরীভূত হইবে। তুমি ত্বরায় অকালমৃত্যু ব্যাটাকে শৃঙ্খল দ্বারা হাতে গলায় বান্ধিয়া কারাগারে ফেলিয়া রাখ, এক মাসের মধ্যে দেখিবে, কারাগার অর্দ্ধেক শূন্য পড়িয়া আছে।” চিত্রগুপ্ত সঙ্কুচিতচিত্তে কুড়রামকে জানাইলেন যে, অকালমৃত্যু পুরাতন যমের বড় প্রিয়পাত্র এবং সভা হইতে সে নিযুক্ত, তাহার কারাবাসানুজ্ঞা আপিলে খণ্ডন হইবার সম্ভাবনা। চিত্রগুপ্তের বচনে কুড়রাম অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন, ক্ষুদ্র চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল এবং বাক্সের উপর সজোরে চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, “আমার নাম হুকুম, তোমার নাম তামিল, তোমাকে যে হুকুম দিতেছি, তুমি তাহা তামিল কর, ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা তোমার দেখিবার প্রয়োজন নাই।”

কুড়রাম কম্পিতহস্তে নায় লিখিতেছেন, এমন সময় ব্রহ্মা মহেশ্বর পদচ্যুত কৃতান্তের সহিত সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। কুড়রাম সসম্ভ্রমে সিংহাসন হইতে অবতরণপূর্ব্বক ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

মহাদেব কুড়রামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু, তুমি সশরীরে কি প্রকারে যমালয়ে আগমন করিলে?" কুড়রাম উত্তর দিলেন, "প্রভো, আমি লোচনপুর-কাছারির আটচালায় শয়ন করিয়া ছিলাম, যম-প্রেরিত বাহকগণ আমাকে এখানে আনিয়া ফেলিল। আমি এখানে পৌঁছিয়া মহা দুর্ভাবনায় পড়িলাম, অপরিচিত দেশ, সহায় সম্পত্তি হীন, কি করি, অবশেষে কাগচ কলম লইয়া একখানি পরোয়ানা দ্বারা [illegible]কে পদচ্যুত করিলাম। আত্মপক্ষ-সমর্থনে হুজুরের নামটি জাল করিয়াছিলাম। অধীনের সে অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবে; বিশেষ 'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং' ধ্যান করিতে করিতে স্বাক্ষর করিয়াছিলাম। হে শশাঙ্কশেখর নীলকণ্ঠ! দক্ষযজ্ঞবিনাশন-মার্জ্জনীয়মহেশ্বর! অকিঞ্চনের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" মহাদেব কুড়রামের স্তবে তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "বাপু কুড়রাম, জাল করা অতি গুরুতর অপরাধ, অতএব দ্বীপান্তর-স্বরূপ তোমাকে লোচনপুরের কাছারি-বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিই।"

মহাদেব যমকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বাপু, মরা মানুষের উপর প্রভুত্ব গ্রহণ করিয়া জীয়ন্ত মানুষের কাছে গিয়াছ চালাকি করিতে! একটা জীয়ন্ত মানুষ যমালয়ে আনিয়া কারখানাটা দেখিলে তো? নাকে কাণে খত দাও, আর কখন জীয়ন্ত মানুষের ছায়া মাড়াইবে না। যমকে ভৎর্সনা করিয়া

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। যমরাজ সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। কুড়রাম নিদ্রাভঙ্গে দেখেন, লোচনপুরের কাছারি-বাড়ীর আটচালার পার্শ্বস্থ কামরায় চার-পায়ার উপর শয়ন করিয়া আছেন।

['বঙ্গদর্শন', কার্ত্তিক ১২৭৯]

পোড়ামহেশ্বর

ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের চাগদা ষ্টেশন হইতে পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিলে পোড়ামহেশ্বর-দর্শনাভিলাষী পথিকের অভিলাষ সফল হয়। পথিমধ্যে একখানি মাত্র গণ্ডগ্রাম আছে; সে গ্রামখানির নাম ভট্টাচার্য্য-কামালপুর। বহুকালাবধি কামালপুর অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন বিবিধশাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিত-পটলের আবাসস্থান বলিয়া বিখ্যাত। এক্ষণে এ স্থানে অনেক লোক বাস করেন বটে, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ বিজ্ঞ অধ্যাপক অতি বিরল; বোধ হয়, বিদ্যাবিশারদ বনমালী বিদ্যাসাগর মহোদয়ের সহিত বীণাপাণির পরলোক হইয়াছে।

পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে করিতে কামালপুর গ্রাম ক্রোশত্রয় পশ্চাতে পতিত হইলে, খলসির বিল নামে একটি সুদীর্ঘ রমণীয় জলাশয় লোচন-পথে পতিত হয়। খলসির বিলের বারি যারপরনাই পরিপাটি; একবার তাহা পান করিলে তাহার শীতলতা, নির্ম্মলতা এবং মধুরতা কস্মিন্ কালেও ভুলিতে পারা যায় না। কাচের গেলাসে সে সুবিমল নীর রাখিলে গেলাস শূন্য কিংবা পূর্ণ সহসা বলা কঠিন, কলিকাতার কলের জল অপেক্ষাও সে জল স্বাদু, গলাজলে মুদ্রা ফেলিয়া দিলে সুস্থির জলে সে মুদ্রা দৃষ্টিগোচর হয়। কুন্দ, কুমুদ, কহ্লার, কুবলয়, কমলসমূহে জলাশয়টি অতিসুন্দররূপে বিভূষিত। এত পদ্ম এক স্থানে সচরাচর দেখা দুর্লভ! জলাশয়ের কিয়দংশ সম্যক্ পদ্মপত্রে আবৃত, সেখানে বোধ হয় পদ্মপত্রবিরচিত একখানি প্রশস্ত বসন বিস্তারিত রহিয়াছে। উপকূলের অতি মনোহর শোভা; নবীন নিবিড় দূর্ব্বাদলে আচ্ছাদিত, বৈকালে সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইবার সময় তদুপরি উপবেশন করিলে জলকুসুম-সৌরভামোদিত

শীতল অনিল শরীর স্নিগ্ধ করিয়া দেয়; নিকটস্থ গ্রামের বালকেরা প্রায় প্রতিদিন সায়ংকালে তথায় উপনীত হইয়া দৌড়াদৌড়ি খেলায় মত্ত হয়। জলাশয়ে নানারূপ পক্ষী সঞ্চরণ করে; তাহাদিগকে নিধনকরণাভিলাষে সময়ে সময়ে কিরাতস্বভাব আমোদপ্রিয় মহোদয়গণকে বন্দুক-হস্তে উপকূলে ভ্রমণ করিতে দেখা যায়।

খলসির বিলের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বোত্তরে সরাবপুর গ্রাম; অতি ক্ষুদ্র গ্রাম, কয়েক ঘর মুসলমান এবং কয়েক ঘর গোয়ালা মাত্র গ্রামের বাসিন্দা লোক।

সরাবপুর গ্রামের পুরোভাগে পোড়ামহেশ্বর বিরাজিত। পূর্ব্বকালে একটি সুদীর্ঘ মন্দির ছিল; তন্মধ্যে পোড়ামহেশ্বর অবস্থান করিতেন। এক্ষণে মন্দিরের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। মন্দির সম্যক্ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, মন্দিরের ইষ্টক এবং মৃত্তিকা স্তূপাকারে নিপতিত, দেখিলে বোধ হয় একটা ক্ষুদ্র পাহাড়; এই স্তূপোপরি পোড়ামহেশ্বর যেন পাতাল ভেদ করিয়া মস্তক উচ্চ করিয়া রহিয়াছেন। পোড়ামহেশ্বর প্রস্তরে বিনির্ম্মিত; হস্তপদ কিংবা অন্য অবয়ব কিছুই নাই, একখানি শিলাস্তম্ভ মাত্র, উপরিভাগটি বর্ত্তুলবৎ। পোড়ামহেশ্বরের সমুদায় শরীর মৃত্তিকামধ্যে নিমগ্ন, কেবল তিন হাত মাত্র বাহিরে আছে। সরাবপুরের লোকেরা বলেন, মহাদেবের অঙ্গ পাতাল পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের এ বিশ্বাস যে অমূলক, তাহা সহসা প্রতীত হয়। যেহেতু শিবের মস্তক ধরিয়া লড়াইলে শিবের শরীর ঢক্ ঢক্ করিয়া লড়িতে থাকে। পোড়ামহেশ্বরের কলেবর পাতাল পর্য্যন্ত বিস্তৃত না হউক, কলেবরটি যে বৃহৎ তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। পোড়া-মহেশ্বরের মস্তকের এক পার্শ্বের কতকটা প্রস্তর চটিয়া গিয়াছে।

কিরূপে মস্তকের প্রস্তর চটিয়া গেল তাহার বিবরণ অতি মনোহর।

কিম্বদন্তী,—পোড়ামহেশ্বরের মস্তকাভ্যন্তরে স্পর্শমণি ছিল। কেহই জানিতেন না এবং কাহারও জানিবার সম্ভাবনাও ছিল না যে, এমন অমূল্য দেবদুর্লভ রত্ন শশাঙ্কশেখরের শিরোদেশে বিরাজিত। বহুকাল হইতে একজন সন্ন্যাসী যোগবলে অবগত হইলেন, এই মহাদেবের মস্তকের মধ্যে স্পর্শ-মণি আছে, এবং অবিলম্বে সরাবপুরে আগমনপূর্ব্বক মন্দিরের সম্মুখে অশথ্বৃক্ষ-মূলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

সন্ন্যাসী অতি দীর্ঘকলেবর; প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় রূপ; শ্বেত কুন্তল এবং শ্মশ্রুরাজি মুখমণ্ডল একেবারে আবরণ করিয়াছে; পৃষ্ঠদেশে জটাপুঞ্জ বিলম্বিত; দক্ষিণ হস্তে আষাঢ়-দণ্ড; গাত্রে গাছের বল্কল। সন্ন্যাসী মৌনাবলম্বী, কাহারও সহিত বাক্যালাপ করেন না। জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেওয়া দূরে থাকুক, গ্রীবা-সঞ্চালন পর্য্যন্ত করেন না, দিবা বিভাবরী কেবল মুকুলিত-লোচনে, রবশূন্য-বদনে, অবিচলিতচিত্তে আরাধ্য দেবের আরাধনায় অবিরাম নিমগ্ন। কৃষকেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া বিবেচনা করে, স্বয়ং ভগবান্ ভবানীপতি কৈলাসধাম হইতে অবতরণ করিয়া পৃথ্বীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। রাখালেরা তাঁহাকে দেখিয়া বিবেচনা করে, একটি ভয়ঙ্কর ব্রহ্মদৈত্য। স্ত্রীলোকদিগের বিশ্বাস, সন্ন্যাসী যমের দূত, জীবধ্বংসে প্রেরিত।

সপ্তাহকাল অতিবাহিত না হইতে হইতে সন্ন্যাসি-সম্বন্ধে নানা-রূপ অদ্ভুত কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। সুমিত্রা গোয়ালিনী স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়াছে—সুমিত্রা মিথ্যা কহিবার লোক নয়—সন্ন্যাসী পার্ব্বতীর ঘাট হইতে দুইটি কাঁচা মড়া আনয়ন করিয়া

ভক্ষণ করিতেছে। শবদ্বয় সমুদায় উদরস্থ করিয়া চুলগুলি তেমাতা পথে ফেলিয়া রাখিয়াছিল, সুমিত্রা ঐ চুল অজ্ঞাতসারে পদ দ্বারা স্পর্শ করে। স্পর্শ করিবামাত্র তাহার কক্ষস্থ দুগ্ধ রুধির হইয়া প্রস্রবণরূপে উর্দ্ধে উঠিয়া গেল, পরিধেয় বসনখানি রক্তে ঢেউ খেলিতে লাগিল। দৈববলে শোণিতসিক্ত বসনের অলৌকিক গুণ জন্মিল; সুমিত্রা এই বসন পরিধান করিয়া যে কার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহাতেই সফলতা প্রাপ্ত হয়। গোয়ালিনী ঘোল বিক্রয় করিতে যায়, লোকে দুদ বলিয়া গ্রহণ করে; গোয়ালিনী গরুর বাঁট ধোয়া নিরবচ্ছিন্ন কলসী কলসী জল দুদ বলিয়া পাড়ায় বিক্রয় করিতে লইয়া যায়, পাড়ার গিন্নীরা বলেন, সুমিত্রার দুদ যেন বটের আটা। রক্তবস্ত্রাচ্ছাদিতা সুমিত্রা যাহা যাচ্ঞা করে, তাহাই লাভ করে। আম্র-বৃক্ষের নিকট কাঁটাল চাহিল, আম্রবৃক্ষ রক্তবস্ত্রের ভয়ে স্বভাব অতিক্রম করিয়া কাঁটাল দিল; ভ্রমরার বিলে বাচ্ হইতেছে,—শত শত লোক নৌকা, ডোঙ্গা, জাল, পলো, ঘুঁড়ে, ঘুনি লইয়া মাচ ধরিতেছে, একটি আঁশমাত্র কাহারও ভাগ্যে সংগ্রহ হইল না, সুমিত্রা রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক বিলের উপকূলে দণ্ডায়মানা হইল, অমনি রুই, মিরগেল, কাতলা, কালবোস, শোল, বোল, বান, লাঠা লম্ফ দিয়া ডেঙ্গায় আসিয়া তাহার চরণতলে পতিত হইল; অনাবৃষ্টিতে সৃষ্টিনাশ হয়, ক্ষেত্র শুষ্ক হইয়া ফুটির মত ফাটিয়া যাইতেছে, জল জল করিয়া কৃষকগণের জীবন ওষ্ঠাগত, পালা লতা পাতা পুড়ে ঝাঁই, এক দিন কিংবা দুই দিন এরূপ থাকিলে প্রলয় উপস্থিত হইবে, সুমিত্রা রুধিরাক্তাম্বরে আবৃতা হইয়া মধুরস্বরে "ফটিক জল, ফটিক জল" বলিয়া আকাশকে সম্ভাষণ করিল, অমনি মুষলধারে বারি বর্ষিতে লাগিল, মুহূর্ত্তমধ্যে পুষ্করিণী খাল বিল ডোবা খানা খন্দ জলে পরিপূর্ণ; চিরবন্ধ্যা

বামলোচনা বাষ্পবারি-বিগলিত-লোচনে পরিশূন্য-হৃদয়ে সন্তান সন্তান করিয়া অহর্নিশি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত রোদন করিতেছে, শোণিতার্দ্রবসনধারিণী সুমিত্রা সগৌরবে বলিলেন, "হতভাগিনি বন্ধ্যে, অচিরাৎ পুত্রবতী হও," সেই মুহূর্তে বন্ধ্যার প্রসব-বেদনা; জামাতা তনয়াকে ভালবাসে না; জননী সে জন্য যারপরনাই দুঃখিনী, চালপড়া, জলপড়া, মাচপড়া, বার্ কলসীর জল, কালকাসুন্দ্যার শেকড়, কন্যার বাম চরণের রেণু জামাইকে কত খাওয়াইলেন, বশীকরণমন্ত্র যেখানে যাহা ছিল সকলি অবলম্বন করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না, জামাই মেয়ের ছায়া মাড়ায় না, ঘরে আসে না, যদি আসে কথা কয় না, সুমিত্রা-প্রদত্ত রক্তবসনের একগাছি দশী জননী অতীব ভক্তিসহকারে তনয়ার কবরীতে বন্ধন করিয়া দিলেন, নিশি অবসান না হইতে হইতেই জামাই কন্যাকে স্কন্ধে করিয়া রাজপথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। সুমিত্রা-সম্বন্ধে আর একটি অনৈসর্গিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার বয়স-দোষ বলিয়া সকলে সে ব্যাপার বিশ্বাস করিত না। সুমিত্রার দ্বাবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম, দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিধবা, স্থূলাঙ্গী, দীর্ঘকলেবরা, মস্তকে কাঞ্চনবরণ চিকুর-গোছা, শরীরে এত শক্তি যে দুই মণ দুদের কলসী অবলীলাক্রমে লীলার ঘটের ন্যায় বহন করে, কলহে কালভৈরবী, পরনিন্দায় বিশেষ পারদর্শিনী; সুমিত্রা সতী বলেই হউক, কিংবা তাহার কলহদক্ষতার ভয়েতেই হউক, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কেহ কখন কাণাকাণি করে নাই; প্রচার হইল সুমিত্রা শোণিতসিক্তবসনে আচ্ছাদিত হইয়া পবিত্র-হৃদয়ে গোয়াল ঘরে মৃত স্বামীকে আহ্বান করে, স্বামী প্রেত-ভূমি পরিহারপুরঃসর সশরীরে উপস্থিত হইয়া সুমিত্রাকে দেখা দিয়া যায়। সুমিত্রা বলিল, সে তাহার পতিকে বিলক্ষণ

চিনিতে পারিয়াছিল। কলঙ্কামোদী লোকেরা বলে, সে পতির প্রতিনিধি মাত্র। যদি বর্ত্তমান সময়ে এ অলোকিক ব্যাপার উপস্থিত হইত, অভিনব সম্প্রদায় অম্লানবদনে বলিতেন, সুমিত্রা বাহার দিবার জন্য ম্যাজেণ্টার দ্বারা বসন ছোপাইয়াছিল।

দামু ঘোষের বর্ষীয়সী জননী নিশীথসময়ে একাকিনী যূথভ্রষ্ট সদ্যঃপ্রসূতা গাভীর অনুসন্ধানে অশ্বত্থ মহীরুহের নিকট দিয়া গমন করিতে করিতে নিজনেত্রে নিরীক্ষণ করিয়াছে, সন্ন্যাসীর সমক্ষে শ্মশান-বিহারী ভূত পেতনী সসজ্জা সমাগত। সন্ন্যাসী দিবসে কোন মনুষ্যের সহিত বাক্যালাপ করেন না; কিন্তু রজনীতে অভ্যাগত অপদেবতাদিগের সহিত তড়্‌বড়্‌ করিয়া কথা কহিতেন। যমরাজ গৃধিনীযুগলপ্রযোজিত অশ্ব-পঞ্জর-শকটে শনৈঃ শনৈঃ শব্দে সন্ন্যাসীর নিকটে আগমন করিলেন। বক্রশ্মশ্রু মাম্‌দো ভূত শকটের সারথি; উদ্বন্ধনে মৃত মানবের নাড়ী ভূঁড়ীর বল্‌গা; সদ্যোনিহত বারবিলাসিনীর একা বেণী চাবুক; উজ্জ্বল আলেয়াদ্বয় দীপ; নবশিশুমুণ্ডবিমণ্ডিত-মুক্তামালালঙ্কৃত যমরাজ কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর আবক্ষোবিলম্বিত ধবলচামরবৎ শ্মশ্রু অবলোকন করিতে লাগিলেন; বাসনা—একবার তাহা হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া জন্ম সফল করেন। রাজার ভয়ঙ্কর ভঙ্গী দেখিয়া সন্ন্যাসীর বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত; অনন্তর যমরাজ অদ্ভুত ভূতের ভাষায় বিড়্‌ বিড়্‌ করিয়া সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিলেন, সন্ন্যাসী অদ্ভুত ভূতের ভাষায় কতদূর পারদর্শী তাহা তিনিই বলিতে পারেন; দামু ঘোষের মাতা অদ্ভুত ভূতের ভাষায় সম্পূর্ণানভিজ্ঞা; সুতরাং যমরাজের অভিবাদনমর্ম্ম নরলোকে অপ্রকাশিত রহিল। সন্ন্যাসী রাজাকে আলিঙ্গন করিয়া বসিতে অনুমতি দিলেন। রাজা আসন গ্রহণ না করিয়া যুবরাজকে সন্ন্যাসীর সম্মুখে দিয়া

কহিলেন, "হে, ভূতকুলশিরোভূষণ মৃত্যুঞ্জয়-মুখ্য-মন্ত্রি ব্রহ্মদৈত্য মহোদয়, এই আমার ঔরসজাত যুবরাজ, আমি এক প্রকার রাজকর্ম্ম হইতে অবসর লইয়াছি, ইনিই এক্ষণে সমুদায় কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছেন, যুবরাজ সকল বিদ্যায় পণ্ডিত, লোকের সর্ব্বনাশ করিতে বোধ হয় বাবাজীর মত জুটি নাই, আপনি কোল দিয়া বাবাজীর সম্মান বৃদ্ধি করুন।" সন্ন্যাসী যুবরাজকে কোল দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, যুবরাজ, তোমার বয়স কত ?

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তুমি তবে কি জান ?

যুবরাজ। লোকের সর্ব্বনাশ করতে।

সন্ন্যাসী। তুমি কত দিবস রাজ্য করিতেছ ?

যুবরাজ। আজ্ঞা, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তোমার বিবাহ হইয়াছে ?

যুবরাজ। আজ্ঞা হাঁ।

সন্ন্যাসী। সেটা জানিলে কি প্রকারে ?

যুবরাজ। বউ আছে।

সন্ন্যাসী। বয়ের বয়স কত ?

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

সন্ন্যাসী। তুমি জীবিত না মৃত ?

যুবরাজ। জীবিত।

সন্ন্যাসী। প্রমাণ কি ?

যুবরাজ। নিশিতে বাঁশী বাজিলে জননী আহার করেন না।

সন্ন্যাসী। তোমার হস্তে প্রত্যহ কত লোক ধ্বংস হয় ?

যুবরাজ। আজ্ঞে, বাবা জানেন।

যমরাজ। প্রভো, যুবরাজ শট্‌কেতে কিঞ্চিৎ কম মজ্‌বুত,

আঁতুড়ঘরে আরশুল্যায় বাবাজীর মস্তিষ্ক আহার করিয়া ফেলিয়াছিল।

সন্ন্যাসী। খোল পুরাইলে কি দিয়া ?

যমরাজ। গোময়।

সন্ন্যাসী। সেই জন্যে এমন ঘুঁটে-বুদ্ধি !

যমরাজ যুবরাজ ঘুঁটে-বুদ্ধি বটেন ; কিন্তু বাবাজীর অসাধারণ সংহার-পাণ্ডিত্য, কত লোকের যে সর্ব্বনাশ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা অঙ্কবিদ্যায় নাই।

সন্ন্যাসী। দেখ যমরাজ, ভগবান্ মৃত্যুঞ্জয়ের কর্ম্মই সংহার ; কিন্তু তাঁহার এমত অভিপ্রায় নহে, যে তাঁহার পরিচারকেরা কেহ অসঙ্গত সংহার করে ; পৃথিবী মৃত্যুঞ্জয়ের কুসুমোদ্যান ; তরুগুলি সজলজলদরুচি লতাপল্লবে অবিরত সুশোভিত থাকে, কুসুমকুল বিকশিত হইয়া সুশীতল-সমীরণ-সহকারে সৌরভ-বিতরণ দ্বারা সকলের চিত্ত-বিনোদন করে, এই তাঁহার ইচ্ছা ; পরশ্রীকাতর, পাষণ্ড, নির্দ্দয় নীচাত্মারা কাননের কোমল পত্র ছিন্ন করে, বসন্তানিলান্দোলিত মুকুলভারাবনত লতিকার উচ্ছেদ করে, পরিমল-পরিপূর্ণ বিকাশোন্মুখ অথবা বিকাশিত কুসুমসমূহ অবচয়ন করে, তাঁহার অভিপ্রায় নহে। এতদুদ্যান পরিষ্কার রাখিবার নিমিত্ত তোমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন ; যে সকল পাতা সময়ক্রমে শুষ্ক হইয়া বাতাঘাতে নিপতিত হয়, যে সকল লতা দিন দিন রসহীন হইয়া স্বতঃই ধরাশায়ী হয়, যে সকল কুসুম কালসহকারে রসহীন সৌরভশূন্য এবং অসংলগ্নদাম হইয়া ভূমিতে শায়িত হয়, তাহাই তুমি পৃথিবী হইতে স্থানান্তরিত করিবে। যমরাজ, তুমি উদ্যানের সংমার্জনী মাত্র। কিন্তু তুমি এমনি পাষণ্ড, তোমার গণ্ডমূর্খ যুবরাজ এমনি সর্ব্বনাশামোদী, তোমরা অল্পদিনের মধ্যেই এমন মনোহর উদ্যান ছারখার করিয়া তুলিয়াছ। তুমি ভাব, ভগবান্

ভোলামহেশ্বর ভাঙ, ধুতুরায় নিশিযামিনী বিভোল, দূরপ্রদেশের শাসনপ্রণালীর কোন সংবাদ রাখেন না, সেটি তোমার অতিশয় ভ্রম ; তোমার দৌরাত্ম্য, তোমার যুবরাজের দুঃসহনীয় অত্যাচার, মৃত্যুঞ্জয়ের সম্পূর্ণ কর্ণগোচর হইয়াছে ; সেই দণ্ডেই তোমাকে পদচ্যুত করিতেছিলেন, কেবল তোমার বৃদ্ধা জননীর সকরুণ রোদনে আপাততঃ ক্ষান্ত হইয়াছেন। অকালমৃত্যুতে মৃত্যুঞ্জয় যারপরনাই অসন্তুষ্ট ; আর তুমি এমনি অপরিণামদর্শী, অকাল-মৃত্যুই আজকাল তোমার প্রধান কর্ম্ম। যদি তোমার জীবনে কিছুমাত্র ভয় থাকে, তবে অচিরাৎ অকালমৃত্যু হইতে বিরত হও, নচেৎ মৃত্যুঞ্জয়ের অনুমত্যনুসারে এক আষাঢ়দণ্ডাঘাতে তোমাদের মুণ্ডদ্বয় চূর্ণ করিয়া ফেলিব। কল্য প্রাতে লোকে দেখিবে দুটি দাঁড়কাক মরিয়া রহিয়াছে।

যমরাজ। হে অমাত্যপ্রধান, অকৃতাপরাধে অকিঞ্চনের অবমাননা করিবেন না। আমার জানত কোন স্থানে অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হয় নাই। আপনি প্রদেশের নাম ব্যক্ত করুন, আমি প্রতিবাদ করিতে অক্ষম হই, আমার জীবনান্ত করিবেন।

সন্ন্যাসী। যমরাজ, তুমি হস্তিমূর্খ ; তোমার কাণ্ডজ্ঞান নাই। আমি জনসমাজ ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলাম, অকালমৃত্যু বীরদন্তে বিহার করিতেছে, মর্ম্মান্তিক শোকে লোকে অভিভূত,—বিচারালয়ে নবীন বিচারপতির শোকে শূন্য আসন হাহাকার করিয়া রোদন করিতেছে, সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে তেজঃপুঞ্জ নবীন সম্পাদকের বিরহে লেখনী শুষ্কজিহ্বায় অচেতন, নাট্যশালা নাটকাভিনয়প্রিয় নবীন পালকের অকালমৃত্যুতে ম্রিয়মাণ হইয়া রহিয়াছে, মহাভারত নবীন অনুবাদকের অভাবে লুপ্তপ্রায়। যমরাজ, তোমার নূতন লেখনীর শত শত উদাহরণ দিতে পারি, তুমি কি সাহসে অপবাদের প্রতিবাদ করিতে উদ্যত,

অস্মদের কিছুমাত্র বোধগম্য হয় না; তুমি যুবক নিধন করিয়া ক্ষান্ত নও; তুমি শোকের উপর শূল সন্ধান করিয়াছ; যে সকল মানবের জীবনপাট্টার মেয়াদ অন্ত হইয়াছে, তাহাদিগের উচ্ছেদ কর নাই, সুতরাং তাহারা পুনরায় জীবন আরম্ভ করিয়া হাস্যাস্পদ হইতেছে,—মীনহট্ট নামে বারমহিলাপল্লীতে দেখিলাম, একজন অশীতিবৎসরের বৃদ্ধ টাকপড়া মস্তকে জরির টুপি দিয়াছেন, দাড়ীর দৌরাত্ম্যে সকালে বৈকালে নাপিতের আশ্রয় লওয়া হয়, গোঁপে কলপ, পরিধানে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে জামদানের পিরান, ঢাকাই উড়ানীখানি কোঁচাইয়া স্কন্ধে ফেলা, পায়ে কারপেটি জুতা, কোমরে সোণার গোট, গোট হইতে সোণার চাবিশিকলি লম্বমান, মাংসশূন্য অঙ্গুলে হীরক অঙ্গুরী, হাতে একগাছি একপাব বেত, গলায় গড়ে মালা, দন্তে গোলাপী মিসি। বৃদ্ধ জনৈক নবীনা বারাঙ্গনাকে দেখিয়া যেমন দন্ত বিস্তার করিয়া হাঁসিলেন, স্বৈরিণী অমনি একটি কুসুমগোচ্ছা তাঁহার দন্তোপরে নিক্ষেপ করিল, আর দন্তগুলি ঝর্‌ঝর্ করিয়া ভূমে পড়িয়া গেল,—দাঁতগুলি কৃত্রিম।

রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের পরলোক-যাত্রার সকল উদ্যোগ,—তাহার পুত্রেরা তাহার শ্রাদ্ধের নিমিত্ত কাষ্ঠতণ্ডুল তৈল বস্ত্রাদি সকল সংগ্রহ করিয়াছিল, রূপার ষোড়শ পর্য্যন্ত প্রস্তুত। রাজীব মরিতে অসম্মত, মরণের পরিবর্ত্তে পরিণয়ের জন্য ব্যাকুল; অনেক অনুসন্ধানের পর তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের কেলিকুঞ্চিকা কন্যার সহিত উদ্বাহ সম্পন্ন হইল। পাত্রটি যদিও শ্মশানের ফেরত, তথাপি শ্বশুর রীতিমত বরসজ্জা দিতে কৃপণতা করেন নাই। বরসজ্জার ভিতর একটি রূপার ষোড়শ ছিল। শ্বশুরের অবস্থা এমত নহে যে তিনি রূপার বরসজ্জা দেন, কিন্তু রাজীব শ্বশুরের মুখোজ্জ্বল হেতু তাহার পুত্রদিগের প্রস্তুত রূপার ষোড়শ

গোপনে দিয়া বলিয়া দিয়াছিল, রূপার ষোড়শটি বরসজ্জা বলিয়া দান করিবেন। রাজীবলোচন অদ্যাপি জীবিত; কিন্তু মুমূর্ষু। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়া অষ্টপ্রহর কেবল নববিবাহিতা বনিতার অলকায় দোল দিতেছে।

যমরাজ, এই কি তোমার শাসনপ্রণালী? এই কি তোমার দয়া-নিধান গম্ভীরস্বভাব মৃত্যুঞ্জয়ের উদ্দেশ্য সাধন করা? তুমি অতিশয় নিষ্ঠুর, মূঢ়, পামর, অকর্ম্মণ্য। তুমি যদি এবম্বিধ বিবিধ অহিতাচারের সন্তোষজনক কারণ দর্শাইতে না পার, এই দণ্ডে তোমাকে পদচ্যুত করিয়া যমদণ্ড অপরের হস্তে অর্পণ করিব।

যুবরাজ। ব্রহ্মদৈত্য মহাশয়, পিতা মহাশয়ের কোন অপরাধ নহে, যে সকল দুর্ঘটনা বর্ণন করিলেন, তাহা ভুলক্রমে ঘটিয়া গিয়াছে।

সন্ন্যাসী। কাহার ভুল?

যুবরাজ। বাণের ভুল।

যমরাজ। বাবা যুবরাজ, বিশেষ করিয়া ভ্রমের বিবরণ ব্যক্ত কর।

যুবরাজ। এক দিন সমস্ত দিন স্বকার্য্যসাধনানন্তর সন্ধ্যাকালে শমনবাণটি মহাদেরেব মন্দিরের পশ্চাৎ শিমুলগাছের ডালে ঝুলাইয়া এক ডালে মাথা এক ডালে পা রাখিয়া শয়ন করিলাম। কিঞ্চিৎপরে কন্দর্প কাকা উপস্থিত হইলেন, তিনিও শ্রান্ত, আর গমন না করিয়া ঐ গাছের ডালে ফুলবাণটি ঝুলাইয়া নিকটস্থ একটি শিমুল ফুলের কলিকায় শয়ন করিলেন। নিশি অবসান। হাঁড়ীচাঁচা, শকুনি, পেচক কলরব করিতেছে, চাষারা মরা গরু লইয়া ভাগাড়ে ফেলিতেছে, ঠাকুরদাদা মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়াছেন, রথ প্রস্তুত, গমনের আর বিলম্ব নাই, আমার এবং কন্দর্প কাকার তখনও ঘুম ভাঙ্গে নাই। হঠাৎ

ঠাকুরদাদার রথচক্র-আভা আমাদিগের অঙ্গে লাগিল। আমরা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া প্রস্থান করিলাম। তাড়াতাড়িতে শমন-বাণের সহিত ফুলবাণের বিনিময় হইয়া গেল। সেই দিন হইতে পৃথিবীতে মহা বিভ্রাট। কন্দর্প কাকা যুবক যুবতী দেখিয়া বাণ নিক্ষেপ করেন, আর তাহারা তদ্দণ্ডে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়; আমি মৃত্যুঞ্জয়ের অভিপ্রায়ানুসারে বৃদ্ধদিগের প্রতি শরসন্ধান করি, কিন্তু তাহারা না মরিয়া শুষ্ককাষ্ঠে কচি পাতার ন্যায় অপ্সরা-মনোরঞ্জন বেশ বিন্যাস করে।

সন্ন্যাসী। বাণ বদল করিয়া লইয়াছ ?

যমরাজ। আজ্ঞে না, কন্দর্প কাকার দেখা পাচ্চি না।

সন্ন্যাসী। তুমি অদ্য শিমুল বৃক্ষে ফুলবাণ লইয়া অবস্থান কর, আমি কন্দর্পকে শমনবাণ লইয়া সেখানে আসিতে আহ্বান করি, কন্দর্প আগত হইলে বাণের বিনিময় করিয়া লইবে।

যমরাজ এবং তাহার অকালকুষ্মাণ্ড যুবরাজ "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রস্থান করিল। দামু ঘোষের মাতা গাভী অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতে আর সাহসী হইল না, দ্রুতপদে ভবনে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সমুদায় বৃত্তান্ত প্রতিবেশীদিগের নিকটে ব্যক্ত করিল। তদবধি গ্রামের জনপ্রাণী শিমুল বৃক্ষের নিকট যায় না।

এক দিন সন্ন্যাসী নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমত সময়ে রাখালেরা অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় সমবেত হইয়া সন্ন্যাসীর শ্বেতশ্মশ্রু-আবৃত মুখ অবলোকন করিতে লাগিল। একজন সিদ্ধান্ত করিল, সন্ন্যাসীর হাঁ নাই; একজন বলিল, সন্ন্যাসীর জটার ভিতর কেউটে সাপ রক্ষিত; একজন সন্ন্যাসীর মস্তকে একটি সপল্লব আম্রশাখা নিক্ষেপ করিল; একজন পাঁচনি দ্বারা সন্ন্যাসীর পৃষ্ঠে ধীরে ধীরে খোঁচা দিল; সহসা সন্ন্যাসী একটি হাই তুলিলেন, আর গালের প্রকাণ্ড গহ্বর রাখালদিগের

নয়নগোচর হইল, অমনি তাহারা দৌড়াইয়া পলায়ন করিল। সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার ধ্যানে নিমগ্ন, রাখালেরা আবার ক্রমে ক্রমে সন্ন্যাসীর নিকটবর্ত্তী। সন্ন্যাসীর ঝুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে, ঝুলির ভিতর হইতে কয়েকটি শিশু মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে, শিশুদিগের গলায় তামার মাছুলি, মস্তকে কেশ-বিন্যাস করিয়া ঝুঁটি বাঁধা, তাহাতে সোণার পুঁটে, কর্ণে কুণ্ডল। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য রাখালদিগকে যারপরনাই ভীত করিল, তাহারা কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া গ্রামের ভিতর গিয়া সকলকে জানাইল, সন্ন্যাসী ছেলেধরা, অনেক ছেলে ধরিয়া ঝুলির ভিতর রাখিয়াছে। গ্রামের লোক অমনি সতর্ক হইল, শিশুদিগের আর বাড়ীর বাহির হইতে দেয় না, রাত্রিতে কেহ দ্বারোদঘাটন করে না।

এইরূপে কতিপয় দিবস অতিবাহিত হইলে, এক দিন মধ্যাহ্ন সময় প্রখর-প্রভাকর-করনিকরে অবনী দগ্ধবৎ, পুষ্করিণীর নীর সীতাকুণ্ডোদকাপেক্ষাও উষ্ণ, দুঃসহ-আতপ-তাপিত গাভীকুল প্রান্তরস্থ কদম্বতলে শয়ন করিয়া রোমন্থনে নিযুক্ত, কৃষকেরা প্রান্তরের প্রান্তভাগে আম্রকাননে উপবিষ্ট হইয়া গৃহিণী-প্রেরিত পান্তাভাত কচিনেবু-রস-সহযোগে ভক্ষণ করিতেছে, শুষ্ককণ্ঠে জল প্রার্থনা করিতে চাতকিনীর কণ্ঠরোধ, বিজাতীয় রৌদ্র, কাহার সাধ্য তাহার দিকে চাহিয়া দেখে ;—এমন সময় মহাদেবের মন্দির হইতে সপ্তমস্বরে চীৎকার শব্দ আসিতে লাগিল যে, "কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতেছে, সন্ন্যাসীর হস্ত হইতে আমায় রক্ষা কর।" কৃষকেরা, রাখালেরা, গ্রামের অপরাপর লোকেরা অতিশয় ব্যস্ততা সহকারে মন্দিরে আসিয়া দেখে, সন্ন্যাসী একটি অগ্নিচক্র করিয়া তাহার মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া চীৎকার করিতেছে,

কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কথা কয় না। সকলে ভৌতিক ব্যাপার বিবেচনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। পর দিবস সন্ন্যাসী ঐরূপ অগ্নি জ্বালিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। অনেক লোক চীৎকার শুনিয়া আগত হইল এবং ভৌতিক ব্যাপার বিবেচনায় ফিরিয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রত্যহ এইরূপ করে, কিন্তু গ্রামস্থ লোক ক্রমে চীৎকার শুনিয়া তথায় আসা রহিত করিল। ঐরূপ চীৎকার শব্দ লোকের কর্ণে প্রবেশ করে, কিন্তু তাহারা বলে, "সেই পাগল ব্যাটা রোদন করিতেছে, সেখানে যাইবার প্রয়োজন নাই।"

এইরূপে কিছু কাল গত হইলে, সন্ন্যাসী এক দিন বড় বড় কাষ্ঠের কুঁদা, স্তূপাকার শুষ্ক গোময় এবং বিচালি আহরণ করিল, যখন দেখিল কেহই কোথাও নাই, মহেশ্বরের অঙ্গ আবরণ করিয়া সেই সমুদয় পাঁজা সাজানার ন্যায় সাজাইয়া তাহাতে অগ্নি প্রদান-পূর্ব্বক কুলা দ্বারা বায়ু সঞ্চালন করিতে লাগিল। অল্পক্ষণের মধ্যে দাবানলতুল্য ভীষণানল প্রজ্বলিত, কর্ম্মকারাগ্নি-কুণ্ড-দগ্ধ-লৌহবৎ পার্ব্বতীনাথের প্রস্তরাঙ্গ পরিতপ্ত, সমৃদ্ধিশালী অনল-জ্বালা সহ্য করিতে নিতান্ত অক্ষম মহাদেব অতীব কাতরতা-সহকারে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, "কে কোথা হে গ্রামের লোক, ত্বরায় মন্দিরে আইস, পামর সন্ন্যাসী আমাকে অনলে দগ্ধ করিয়া মারিতেছে, তাহার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর।" গ্রামের লোক প্রত্যহ এইরূপ রোদনধ্বনি শুনিত, এবং প্রত্যহই পাগল সন্ন্যাসীর ভৌতিক ব্যাপার মনে করিয়া তৎপ্রতি মনোযোগ করিত না, অদ্যও সকলে সেই ব্যাপার স্থির করিয়া কেহই মন্দিরের নিকট আগমন করিল না; মহাদেব নির্জ্জনে নির্ব্বিঘ্নে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। প্রদোষকাল উপস্থিত; কাঞ্চনকান্তি সূর্য্যমণ্ডল দূরস্থ আম্রকাননাভ্যন্তরে নিমগ্ন; বিচরণানন্তর বিহঙ্গমকুল কুলায়ে গমন করিতেছে; গাভীদল

দ্রুতপদে ভবনে প্রত্যাগত ; ব্রাহ্মণেরা ঘাটে কাষ্ঠোপরি উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যা করিতেছে ; বামাকুল পরিশুদ্ধ বসন পরিধানপূর্ব্বক পবিত্র-হৃদয়ে গোলায়, গোয়ালঘরে, তুলসীপিড়িতে দীপ দেখাইতেছে। এমন সময় প্রবল হুতাশনে মহাদেবের মস্তক দ্বিধা হইয়া গেল, আর মূর্দ্ধদেশনিহিত স্পর্শমণি ছিট্‌কাইয়া সমীপস্থ ক্ষেত্রোপরি নিপতিত হইল। তদ্দণ্ডে সে স্থলে একটি হ্রদ উৎপাদিত এবং স্পর্শমণি সেই হ্রদমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া গেল।

সন্ন্যাসীর হর্ষে বিষাদ। যে স্পর্শমণি প্রাপ্তাভিলাষে তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া মন্দিরের সমীপস্থ অশ্বত্থমূলে অনাহারে কাল যাপন করিতেছিলেন, সেই স্পর্শমণি বাহির হইল, কিন্তু বাহির হইয়াই গভীর হ্রদমধ্যে নিমগ্ন। মহাদেবের শিরোমধ্যে নিহিত থাকায় স্পর্শমণি যেমন দুষ্প্রাপ্য ছিল হ্রদমধ্যে নিমগ্ন হওয়ায় সে দুষ্প্রাপ্যতার খর্ব্বতা হইল না। তবে স্পর্শমণি সন্ন্যাসীর নয়নগোচর হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার আয়াসের কিয়দংশে সাফল্য জন্মে। সন্ন্যাসী বিলক্ষণ জানিতেন, অধ্যবসায়ের ফল সফলতা। তিনি কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া একাগ্রচিত্তে সেই নবোৎপাদিত হ্রদের জল সিঞ্চন করিতে লাগিলেন, এবং রাত্রি প্রভাত না হইতে হইতে সমুদায় জল হ্রদচ্যুত হইবায় স্পর্শমণি প্রভাতসূর্য্যের ন্যায় হ্রদগর্ভে দীপ্যমান হইল। সন্ন্যাসী পরমানন্দে স্পর্শমণি উত্তোলনপূর্ব্বক কক্ষস্থ ঝুলিতে রক্ষা করিয়া গ্রামস্থ লোকেরা জাগরিত হইবার অগ্রেই উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

['মধ্যস্থ', ১৮, ২৫ কার্ত্তিক ও ২ অগ্রহায়ণ ১২৭৯]

কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ

প্রথম দৃশ্য

কলিকাতা বোকা-রাজার পড়ো বাড়ী

(ভোঁদার প্রবেশ)

ভোঁদা। কত পন্থায় ফিরি, তা কে বুঝ্‌বে? এই যে বিচারপতি বলদপঞ্চাননকে অভিনন্দনপত্র দেবার অভিসন্ধি করেছি, এতে আমার কত উপকার, তা আমিই জানি, সবই কি বিবাদে জয় পতাকার পথ? সকলে জান্‌তে পাচ্ছে, আমি একজন কম নই; দিশী কাগজওয়ালারা যেমন আমার গুপ্তকথা ব্যক্ত করেন, তেমনি জব্দ; ধনাঢ্য রাজাটার সঙ্গে মিশ্‌লেম আর ছেলেপিলেগুলোর সহায় হলো। তবে এক মুখে দুই কথা ছেপ্ ফেলে ছেপ্ গেলা, এই একটু দোষ, তা ব'লে এত উপকার পা দিয়ে ঠেলতে পারিনে।

(গোমা, গ্যাঁটাগোঁটা, স্বার্থকদাস, সাত হাটের কাণাকড়ি এবং হুতোম পেঁচার প্রবেশ)

গোমা। মহাশয়, সমুদ্রকে রত্নাকর বলে, কিন্তু তা ব'লে কি তাতে শামুক-গুগ্‌লী থাকে না? কলিকাতা সুবিবেচক, বিদ্যাবিশারদ, দেশহিতৈষী লোকের আবাসস্থান বটে, কিন্তু তা ব'লে কি দুটো একটা লম্বোদর স্থূলবুদ্ধি গবারাম নাই যে, আমার অভিনন্দন পত্রে স্বাক্ষর করে? দেখুন, প্রায় দুই হাজার সহি হয়েছে।

ভোঁদা। চিরজীবী হও বাপু, বড় বাধিত হলেম, ভেবেছিলেম যে মলা গুলেছি, তা বুঝি উদরস্থ কত্তে পাল্লেম না; কিন্তু বাপু, তোমার কল্যাণে শুধু উদরস্থ নয়, পরিপাক কর্‌বো।

গ্যাঁটাগোঁটা। মহাশয়, আমার শাদা রাজহাঁসের পাকনার

জোরে আমি একা এক সহস্র, বেটার টু রেণ্ ইন্ হেল্ দ্যান্ সর্ভ ইন্ হেভেন—আমাদের দলের নাম হয়েছে "কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ" ভালই, আপনাকে এই দলের মস্তক বল্‌চে, আমাকে এই দলের সপোর্টকারী সম্পাদক বল্‌চে। মানের কথা বল্‌বো কি, আমার কাগজ আছে, এ কেউ জান্‌তো না; এখন আমার কাগজের নাম দেশ-বিদেশে জাহের হয়েছে।

স্বার্থকদাস। আমি তোমাদের অমতে চল্‌বো না। কিন্তু যথার্থ কথা বল্‌তে হয়, তোমাদের যদি নাম বাহির কর্‌বের ইচ্ছাই ছিল, তুমি কেন বাগবাজারের বিশ্বেশ্বরীর মন্দিরে আগুন দিলে না? এমন ক'রে মলে কেন? সে দিন যাকে বঙ্গদেশ-বিদ্বেষী বলিয়া বক্তৃতা কল্লে, আজ তাকে কি ব'লে অভিনন্দন্ দিতে যাও? আমি পেটের দায় নাম লিখেছি।

সাত হাটের কাণাকড়ি। যেখানে যেমন, সেখানে তেমন; যখন যেমন, তখন তেমন; জল পড়ে ছাতা ধরি—ভোঁদা মহাশয় যখন এতে হস্তক্ষেপ করেছেন, তখন কিছু না কিছু হবেই। চিল্‌টে পড়্‌লে কুটোটা নিয়ে ওঠে। কিন্তু এক মণ তুলা ভারী কি এক মণ নোয়া ভারী, প্রশ্ন উপস্থিত হচ্চে। আমরা যত নাম কেন স্বাক্ষর করি না, ভাব পৌঁছিচ্চে না।

ভোঁদা। ভাবে আসে যায় কি? লোকে তো বুঝ্‌বে, আমরা যেটা ধরেছিলেম, সেটা সম্পাদন করেছি, ভেঙ্গে তো বেরিয়েছি।

স্বার্থক। ও ভাঙ্গাতে দল ভাঙ্গে না। গাছ সতেজ হবে ব'লে মরকুটে ডালগুলো কেটে দেয়, কুকুরের অনেক ছা হলে জঘন্য দেশে গোটাকত মেরে ফেলে, কারণ, ভাল শাবকগুলিন তা হলে অপর্য্যাপ্ত আহার পেয়ে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমরা ভেঙ্গে আসায় বঙ্গসমাজের শুভ সাধন হয়েছে।

ভোঁদা। এ সব এখানে বল্‌চো—বলো, অপর কোন স্থানে এরূপ কথা মুখে এনো না—আমরা কিসে কম, আমাদের দলে না আছে কি? হুতোম পেঁচা মহাশয় যে ওষ্ঠ ফাঁক কচ্চেন না?

হুতোম। পেঁচা প্যাঁচপোঁচ বোঝে না, সহি কত্তে বল্লেন কল্লেন, এতে ভাল হলো কি মন্দ হলো, তা যদি আমার বুঝ্‌বের ক্ষমতা থাক্‌তো, তা হ'লে আমি পূর্ব্বে যা কিছু করেছি, তা জেনে আপনারা কখনো আমার স্বাক্ষর আন্‌তে যেতেন না।

স্বার্থক। হুতোম পেঁচা বড় লক্ষ্মী পেঁচা, যে যা বলে, তাই শোনে। আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই, কাল বিচারমন্দিরে সাক্ষাৎ হবে।

হুতোম। আমি যেতে পারবো না, বলদপঞ্চাননের মুখ দেখ্‌লে আমার সাবেক কথা সব মনে পড়্‌বে, আর অমনি ব'লে ফেল্‌বো, আমার স্বাক্ষর হাতের, মনের নয়।

স্বার্থকদাস। ডিটো।

সাত হাটের কাণাকড়ি। ডিটো।

গোমা। ওঁরা না যান, নাই যাবেন—বলদপঞ্চানন কেবল ভোঁদা, গোমা, গ্যাঁটাগোঁটা এই তিন জনকেই চেনেন। এঁরা গেলেই হবে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিচারমন্দির

(বলদপঞ্চানন আসীন)

বলদ। আশার সুসার বুঝি হলো না হলো না।
ভোঁদা, গোমা, গ্যাঁটাগোঁটা এখন এলো না॥

সুখ্যাতি লিখন ভাগ্যে নাহিক আমার।
অন্যায় অখ্যাতি তাই করিনু সবার॥
সেই হেতু বঙ্গবাসী মহোদয়গণ।
সুশীল সুবোধ যারা দেশের ভূষণ॥
অবহেলা তারা সবে করিল আমায়।
মুখ-দোষে মুখপানে কেহ নাহি চায়॥
মেটাতে দুধের স্বাদ ঘোলের কেঁড়েয়।
বেড়ে বেড়ে বেঁড়ে বেঁড়ে ধরেছি এড়েয়॥
ভোঁদা গোমা গ্যাঁটাগোঁটা হয়ে একযোট।
বেঁধেছে অপূর্ব্ব "কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ"॥
তারাই করিবে পার নিন্দাপারাবার।
এই কি ছিল মা গঙ্গে কপালে আমার॥

(ভোঁদা, গোমা ও গ্যাঁটাগোঁটার প্রবেশ)

ভোঁদা। হে বিচারপতি, আমাদের সংখ্যার অল্পতাদৃষ্টে আপনি মনে কোন ক্লেশ বোধ করিবেন না। আপনার মিষ্টবাক্যে সকলেই তুষ্ট, কেবল পাঁকুই ধর্‌বে আশঙ্কায় সকলে এলেন না, বিশেষ এপিডেমিকে মানুষ ক'মে গিয়েছে। আপনার অনেক দোষ আছে বটে, কিন্তু মধুর বচনে দেশটা শুদ্ধ লোক বশীভূত।

পিকঃ কৃষ্ণো নিত্যং পরমকরুণয়া পশ্যতি দৃশা,
পরাপত্যদ্বেষী স্বসুতমপি নো পালয়তি যঃ।
তথাপ্যেষোঽমীষাং সকলজগতাং বল্লভতমো,
ন দোষা গৃহ্যন্তে মধুরবচসঃ কেনচিদপি॥

কোকিলের কত দোষ, কালো বর্ণ, রক্তিমাবর্ণ চক্ষু, পরের সন্তানের প্রতি দ্বেষ, স্বীয় সন্তানকে প্রতিপালন করে না, তথাপি এই কোকিল সকল জগতের প্রিয়পাত্র, সেটা কেবল মধুর স্বরের গুণে। আপনি আমাদের চোর বলেছেন, ডাকাত বলেছেন,

জালসাজা বলেছেন, মিথ্যাবাদী বলেছেন, আপনি কালো চামড়ার এক সাজা দিয়েছেন, শাদা চামড়ার আর এক সাজা দিয়েছেন, আপনি আমাদিগকে নীচজাতি বলিয়া গণ্য করেছেন, আপনি পথ ভুলেও এক দিন কোন পাঠশালা দেখিতে যান নাই, কিন্তু এত করেও আপনি মধুর বচনে সকলের প্রিয়পাত্র হয়েছেন। সেই যে আপনি বিচারাসনে ব'সে, দাড়ী নেড়ে, মেজ চাপ্‌ড়ে, গাইবাচুরে সুরে তান মাত্তেন, তাতে সকলেই মোহিত হয়ে যেত, আপনার ধান ভান্‌তে শিবসঙ্গীত আরো ভাল লাগ্‌তো। আমরা আপনাকে যে অভিনন্দনপত্র দিতে এসেছি, তা এই—(অভিনন্দনপত্র পাঠ)

"বাঙ্গালীর নামে অগ্নিশর্ম্মা বলদপঞ্চানন বিচারপতি

শ্রীউন্নোতেষু

এলে লক্ষ্মী গেলে বালাই দেশ বাঁচ্‌লো বাপ।
কোন কালে কেউ দেখে নি এমন কলির কাপ॥
সাধ্যমতে বাধ্য কল্লে নতুন বিচার করে।
যশোপত্র কল্লে লাভ জনকতকে ধ'রে॥'

বলদপঞ্চানন। উন্‌পাজুরে লক্ষ্মীছাড়া বরাখুরের দল।
যাবার বেলা খাবার মাচ মানস সফল॥
গাল দিলেম যশ পেলেম মন্দ মজা নয়।
কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ পেলেম পরিচয়॥

ভোঁদা। (জনান্তিকে বলদপঞ্চাননের প্রতি) ছেলেদের জন্য একটু সুকতলা দিয়ে যাবেন। (প্রকাশ্যে)
চল ভাই ঘরে যাই পালা হলো শেষ।
এইরূপে বার বার মজাইব দেশ॥

[সকলের প্রস্থান।

য ব নি কা প ত ন।

[বসুমতী-প্রকাশিত 'রায় দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী'—১৩০৮।]

বিবিধ—পদ্য

কলিকাতায় হিন্দুকলেজে পাঠকালে দীনবন্ধু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' কবিতা লিখিতেন। এই সকল কবিতার যেগুলি সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা পুনর্মুদ্রিত হইল। প্রথম বারোটি কবিতা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধুর পুত্রগণ 'সংবাদ সাধুরঞ্জন', 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'বঙ্গদর্শন' হইতে সংগ্রহ করিয়া 'পদ্য-সংগ্রহ' নামে প্রকাশ করেন; দুই-একটি ছাড়া সকলগুলিই তাঁহার বাল্যরচনা। ইহার যে কবিতাগুলি তারকা-চিহ্নিত করা হইয়াছে, সেগুলির পাঠ 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'বঙ্গদর্শনে'র সহিত মিলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে 'সংবাদ প্রভাকরে'র কতকগুলি পুরাতন সংখ্যা ছিল, সেগুলি বর্ত্তমানে কলিকাতা হইতে স্থানান্তরিত হওয়ায় কয়েকটি কবিতার ("দম্পতী-প্রণয়। বিজয় কামিনী", "জামাই-ষষ্ঠী—প্রথম বারের" ও "কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ") পাঠ মিলাইয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই,—'পদ্য-সংগ্রহে'র পাঠই হুবহু গৃহীত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, 'পদ্য-সংগ্রহে'র পাঠের সহিত 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত কবিতার পাঠে স্থলে স্থলে প্রভেদ লক্ষিত হইবে।

মানব-চরিত্র

মানব-চরিত্র-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়ে।
দুঃখানলে দহে দেহ বিদরয় হিয়ে ॥
এক জীবে আর ফল স্বভাব অভাব।
পদ্মরাগ-আকরেতে কাঁচের প্রভাব ॥
জনগণ বিবরণ করিতে বর্ণন।
অশ্রুধারা ধারে ধারে বক্ষেতে বর্ষণ ॥
চিন্তামণি-চিন্তা চিত্ত চিন্তা নাহি করে।
অসার সংসারছায়া কায়া বলে ধরে ॥
অন্তর্যামী জন হতে অন্তর অন্তর।
অনিত্য নিধির তত্ত্বে চিন্তিত অন্তর ॥
মায়া মোহ মহা ঘোর অঘোর তিমির।
তদাবৃত ধরাবন বিষম গভীর ॥
এ কাননে নরগণ বিবৃত বিপদে।
হরি করী করী-অরি অরি পদে পদে ॥
মায়া ব্যবধানে আঁখি অন্ধ দেখিবারে।
বনমাঝে মনমৃগ ধৃত বারে বারে ॥
রুষ্টচিত্ত সদানন্দে অন্তর বিকৃত।
রিষ্টচিন্ত সদানন্দ ধনেতে বিক্রীত ॥
কোষাসক্তমনা নর আপনা বিস্মৃত।
গরল সরল জ্ঞান অনর্থ অমৃত ॥
হিতকারী অপকারী বোধ সবাকার।
অপকারী অপকারী নহে কেহ কার ॥
আশা মত্তপানে মত্ত মনোন্মত্ত অতি।
রথচক্রগতি মত ঘুরিতেছে মতি ॥

কি করিতে কোথা গত কবে কোথা যাবে
ভবে এসে পাশে বদ্ধ ভ্রমে নাহি ভাবে ॥
একেবারে শত আশা হৃদয়ে উদয়।
ভাবিতে ভাবিতে তারা আর নাহি রয় ॥
কত ভাবে কত ভাবে করে কত ভাব।
দীর্ঘসূত্র দীর্ঘ শত্রু নাশে সব ভাব ॥
মনবিবরণ কথা কহনে না যায়।
বোধ হয় ধরা যায় ধরিতে পলায় ॥
ব্যগ্রচিত্তে স্নিগ্ধ হয়ে করিয়ে মনন।
একমনে ভেবে দেখি মনে নানা মন ॥
যদিও অসংখ্য ভাগি বিভক্ত এমন।
শত শত মন তার এক এক মন ॥
মনে ভাবি এক মনে ধরি এক মনে।
অন্যমনা মন পরে হেরে অন্য মনে ॥
এ কারণ অপকর্ম্মে নর তৃষ্ণাতুর।
মনে মুখে অনেকতা শঠত্বে চতুর ॥
ভাবে এক বলে আর কাযে করে অন্য।
বাহিরেতে মকরন্দ মনেতে জঘন্য ॥
অহঙ্কার অলঙ্কার ব্যসন বসন।
অকথ্য কাহিনী কথা অভক্ষ্য অশন ॥
পরের বনিতা মাতা ঘোষণা জগতে।
শ্বশুর-দুহিতা তিনি আধুনিক মতে ॥
জপ তপ দান ধ্যান স্নান পূজা যত।
কালে কালে একে একে হইয়াছে হত ॥
অন্তঃপুর সুরপুর ভূলোক গোলোক।
জায়া-কায়া-আলোকনে আলোক পুলক ॥

একাকিনী রাখি কেহ আপন কামিনী।
বারবিলাসিনী সহ যাপেন যামিনী॥
ভবার্ণবে নরগণ অর্ণবের যান।
পথ-প্রদর্শক জ্ঞান সুপথে চালান॥
জ্ঞানের বিহীন এবে অবনীমণ্ডলে।
কর্ণধারহীন তরি যথা তথা চলে॥
কুমতি কুবায়ু তাহে বহে অনুক্ষণ।
ভূতলে পতিত হয় না হয় রক্ষণ॥
ভেবে চিন্তে চিন্তা দূর হইলাম তৃপ্ত।
পৃথিবী পাগলাগার মানবেরা ক্ষিপ্ত॥
ইষ্ট বাক্যে রুষ্ট হয় তুষ্ট কষ্টভোগে।
ভিষকে অবজ্ঞা করে জীর্ণকায় রোগে॥
যে দোষে সরোষ হয় সে জনে বিরস।
যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস॥
পাপানলে গ্রহ দাহ হয় শিরোপরে।
তথাপি সে ঘরে নরে রয় অকাতরে॥
শমন-শার্দ্দূল আসে গ্রাসিবারে অঙ্গ।
অনাতঙ্কে দেখে রঙ্গ মানব-কুরঙ্গ॥
মহাকাল কালসর্প দংশিতে আগত।
শুভ্রকেশ শিশু তারে করে করাগত॥
ধরণী-বিপিনে ব্যাধ কৃতান্ত দুর্দ্দান্ত।
দেখে জালে পড়ে নর দুর্ম্মতি নিতান্ত॥
মৃত্যুশর অগ্রসর বিন্ধিবারে বক্ষে।
দেখে বাণ আগুয়ান বিপক্ষ স্বপক্ষে॥
বিধিমত আচরণে যম পরাজয়।
সশরীরে স্বর্গে যায় হইয়ে বিজয়॥

বিধি বিধি অনুষ্ঠান অমর সোপান।
অমর ভাবিয়ে সবে না ভাবে বিধান ॥
কত লোকে পরলোক দেখে কত লোক।
যারা শব তারা শব বলে সব লোক ॥
দিন গেলে দেহী বলে বাড়িছে বয়েস।
কালে কাল কালপ্রাপ্ত হয় আয়ুঃশেষ ॥
একপথগামী সবে যাবে এক স্থানে।
কিছু কিছু আগু পিছু বিধির বিধানে ॥
নবচ্ছিদ্র দেহে প্রাণ বায়ু অভিপ্রায়।
শতদলদলগত জলবৎ প্রায় ॥
কখন কোথায় যাবে জীবন চপল।
ভাবিলাম দুই করে ধরিয়ে কপোল ॥
দেখিলাম শুনিলাম করিলাম সায়।
পলকে পলায় প্রাণ নিরয়ে মিশায় ॥
মাটিতে গঠিত কায় মাটি হয়ে যাবে।
কর্ম্মফলে সুখ-দুঃখ-ভোগে আত্মা রবে ॥
নশ্বর শরীর এই স্থায়িত্ব-রহিত।
চৈতন্য বিহীনে হবে চৈতন্য-রহিত ॥
যে মস্তকে মতিঝিল* বিলাতি ধারায়।
ঝিলে গড়াগড়ি যাবে পড়িয়ে ধরায় ॥
যে অঙ্গ সরোজরাজ পরশনে শীর্ণ।
শৃগাল শকুনি শুনি করিবে বিদীর্ণ ॥
যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান।
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ্ণ চঞ্চুবাণ ॥

---

* ত্যাড়াকাটা।

যে রসনা রস বিনা পান নাহি করে।
দুর্গন্ধ কীটেতে ব্যাপ্ত হইবে সত্বরে॥
আসন্নে বিষণ্ণ মন আচ্ছন্ন মায়ায়।
আমাভাবে পরিবারে কি হবে উপায়॥
অকারণ কি কারণ হেন ভাব মন।
বৃথা গৃহ বৃথা স্নেহ বৃথা পরিজন॥
এ আমার ও আমার সে আমার বশ।
আমি তো কাহারো নহি আমারো অবশ॥
আমি যদি আমি নহি তবে কি কারণ।
আমার লোকেরে ভাবি আমার কারণ॥
সোদর সোদরা দারা তনয় তনয়া।
কোথা রবে তারা সবে হইলে বিজয়া॥
মরণান্তে কেহ মম সহগামী নয়।
গোময় ছড়ায় পথে পাছে মন্দ হয়॥
আপনা বঞ্চিয়া কোষে সঞ্চয় যে ধন।
সে ধন কোথায় রবে হইলে নিধন॥
কার জন্য করি করী হয় মনোহর।
মণিময় পুরী আর সুখ সরোবর॥
নানানিল বহিতেছে দেহের সমীপ।
এখনি নির্ব্বাণ হবে জীবন-প্রদীপ॥
এ আলয় খেলালয় লয় মম মনে।
রঙ্গ ভঙ্গ সাঙ্গ হয় হেরিলে শমনে॥
এই বেলা ত্যজ খেলা বেলায় বেলায়।
নতুবা প্রলয় হবে মজিলে খেলায়॥
মধ্যাহ্ন হয়েছে গত আগত বিকাল।
প্রাণভয় আসিতেছে সহ সন্ধিকাল॥

জীবনান্তে মৃত্যু শশী যে হবে উদিত।
হৃদ্‌হ্রদে হৃৎপদ্ম হইবে মুদিত॥
পরিণামে হরিধামে বাসের বাসনা।
কর মন পরিজন ত্যজিয়া কামনা॥
হরিনাম কর বলি ধর করতলে।
রিপুদল খণ্ড খণ্ড হবে ভূমণ্ডলে॥
পরম পবিত্র ব্রহ্ম নিত্য নিরঞ্জন।
দয়াশীল কৃপাময় অঞ্জনভঞ্জন॥
ভক্তির অধীন তিনি সদা আশুতোষ।
অল্প কালে স্বল্প তপে হয়েন সন্তোষ॥
অষ্ট অক্ষি অষ্ট অরু প্রভাব ভুবনে।
দুঃখ নিবারণ হেতু দেখেন যতনে॥
চারি হস্ত চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রক্ষণে।
মাভৈ মাভৈ শব্দ করেন বদনে॥
একবার যেই জন ডাকে এ পিতায়।
পরিতুষ্ট আলিঙ্গনে করেন তাহায়॥
কায়মনচিত্তে তাঁর নিলে পদাশ্রয়।
তপনতনয়-ভয় হয় পরাজয়॥
ভবসিন্ধুবারিবিন্দু কৃপাসিন্ধু আশে।
দীনবন্ধু-পদবিন্দে দীনবন্ধু ভাষে॥

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সরোবরের শোভা

গগন-শাসন-ভার নিশাকরে দিয়া।
তপন গমন করে, ভুবন ছাড়িয়া॥
এমন সময়ে শোভে সুন্দর সরসী।
হেরিলে শিহরে অঙ্গ, যায় মনোমসি॥

সুশোভিত সরোবর হেরে জ্ঞান হরে।
প্রেমপুষ্প ফোটে হৃদে, স্মরে মন স্মরে॥
মহীরুহ রমণীয় বিটপে বিরাজে।
অভিনব কোমল পল্লব তাহে সাজে॥
ললিত লবঙ্গলতা আছে লম্বমান।
সমীরণ সহকারে হয় কম্পমান॥
কুসুম কানন হেরি সুখী আঁখিতারা।
অনুমান হয় মনে, দিনে হেরি তারা॥
মালতী মল্লিকা জাতী কৈরব কোরক।
শেফালিকা স্থলপদ্ম করবী চম্পক॥
টগর গোলাপ বেলা অতসী বকুল।
কামিনী রজনীগন্ধ তোষে অলিকুল॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ মকরন্দময়।
সরোবর মধুগন্ধে আমোদিত হয়॥
সুধীর হিল্লোলে নীর কাঁপিছে নির্ম্মল।
তদুপরি কেলি করে মরাল কমল॥
প্রস্তর প্রস্তুত ঘাট শোভে দুই পাশে।
ভামিনী কামিনীদল জল নিতে আসে॥
আতোর গোলাপ সই মকোর হিতাষি।
ব্যাহান দেখনহাসী গাঁদাফুল মাসী॥
রঙ্গদিদি মিতিন্ প্রভৃতি গঙ্গাজল।
কুম্ভ কাঁখে, হাস্য মুখে, নিতে যায় জল॥
রূপসী কলসী দিয়া ঢেয়াইয়া দিল।
মুখপদ্ম হেরি পদ্ম সলিলে ডুবিল॥
সুরঙ্গে অঙ্গনাগণ বারি পূরি লয়।
পিচলে পড়িয়া কার কুম্ভ ভঙ্গ হয়॥

লোয়ে বারি নারীগণ সারি সারি যায়।
চঞ্চল পবন চারু অঞ্চল উড়ায়॥
কেহ লাজে ঢাকে মুখ, কেহ ধীরে চলে।
মোরে হেরে ঐ মিন্‌ষে হাসে কেহ বলে॥
কেহ বলে ওরে হেরে প্রাণ বার হয়।
দীনবন্ধু বলে শুধু জল আনা নয়॥

নায়কের অনাগমে নায়িকার খেদ

যামিনী অধিক হয়, কামিনী কেমনে :
নায়ক আসার আশে থাকে হৃষ্ট মনে॥
আসিবে আসিবে আশা ছিল দিবাভাগে।
এল না এল না কেন, মনে এই লাগে॥
বিনয় বচনে কত কোরেছি মিনতি।
তবু না ভানুর হলো বেগবতী গতি॥
ধরিতে ধরিতে ধৈর্য্য সূর্য্য অস্ত হয়।
নিশি সনে শশী আসি হইল উদয়॥
সুবেশ করিয়া বেশ আসা আশা করি।
এলো এলো এই বোলে বাড়িল শর্ব্বরী॥
কুমুদিনী প্রমোদিনী হেরে শশধরে।
মনে সুখ, হাস্য মুখ, শোভে সরোবরে॥
শত চন্দ্র বিকসিত যার চন্দ্রাননে।
রমণীয় শুভ্র নিশি যার আগমনে॥
যাহার কথনে হয় পীযূষ বর্ষণ।
যারে হেরে পুলকিত হয় দুনয়ন॥
তার আগমন বিনা বিপদ ঘটেছে।
পূর্ণিমায় অমাবস্যা আমার হোয়েছে॥

প্রাণ যায় নাহি পেয়ে, প্রাণ যায় চায়।
চিত্ত-চকোরেন্দু বিনা বৃথা নিশি যায়॥
পলকে প্রলয় হয় যারে না দেখিলে।
অনল জ্বলিয়া উঠে শীতল সলিলে॥
সে বিনে অনন্ত রাত্রি কেমনে কাটাই।
দেহে প্রাণ রাখিবার উপায় না পাই॥
নিরাশ করিয়া নাথ! কেন বধ নারী।
প্রকটিত পুষ্পে কেন ঢাল উষ্ণ বারি॥
কি করি জীবন যায় মানে না বারণ।
বেশভূষা কেশপাশ হয় অকারণ॥
রতিপতি সনে রণ করিবার তরে।
সেনাগণে রাখিলাম সজ্জীভূত করে॥
ফুলবাণ লয়ে করে আইল মদন।
সচকিত সঙ্কুচিত মম সেনাগণ॥
প্রাণপতি সেনাপতি বিনে সীমন্তিনী।
কেমনে কামের রণে হইবে বাদিনী॥
মনমথ মনোমত পাইয়ে সময়।
বধিতে বিরহি-বালা হৃদয়ে উদয়॥
আমার আনীত সেনা পক্ষ যারা ছিল।
বিপক্ষে বিজয়ী দেখে, বিপক্ষ হইল॥
বিপক্ষ বিপক্ষ হোলে বিধাতা বাঁচান।
স্বপক্ষ বিপক্ষ হোলে নাহি পরিত্রাণ॥
যতনে বয়স্যা দিল বেণী বিনাইয়া।
সাপিনী হইল বেণী সময় পাইয়া॥
সিন্দূরে শোভিত তার মস্তকের চক্র।
দংশিল মাথায় মম, ফণা করি বক্র॥

কেন কাটিলাম টিপ কাচপোকা মেরে।
ললাট বিন্ধিল সেই মদনেরে হেরে ॥
বহু যত্নে মিসি ঘসি, দন্ত গুণে গুণে।
কালামুখী করে মিসি, সময়ের গুণে ॥
ললিত মালতীমালা পরিলাম গলে।
কামফাঁস হোয়ে মালা গলা বাঁধে বলে ॥
সরল শ্রীখণ্ড-রস লেপিলাম অঙ্গে।
গরল হইল তাহা হেরিয়া অনঙ্গে ॥

রূপক

বসন্তের আগমনে সুমতি ও কুমতি সহচরীদ্বয় সহিত বিরহিণীর কথোপকথন*

দীর্ঘ ত্রিপদী

ফুটিল কুসুমচয়, ভুবন ভূষিত হয়,
নব তরু ললিত লতায়।
কোমল পল্লব শাখা, চন্দন কস্তুরী মাখা,
নবীন কলিকা শোভে তায় ॥
কোকিলের কুহু গান, শুনিয়ে মোহিত প্রাণ,
মুদে আসে আপনি নয়ন।
ফুলে করি আলিঙ্গন, চুম্বিয়া অমৃতানন,
গন্ধপূর্ণ মলয় পবন ॥

কাকের পালিত পুত্র, এ কালের তরে।
মোহিত করিছে মন, সুমধুর স্বরে ॥

কুমতির উক্তি

লঘু ত্রিপদী

এখন সজনি, দিবস রজনী,
প্রেম সুখে পূর্ণ মন।
মলয় পবন, প্রেম সঞ্চালন,
করিতেছে অনুক্ষণ ॥
অনিল ধরিয়ে, দেখ লো গালিয়ে,
প্রেম তার সার ভাগে।
রমণীর মন, দেখিবে তেমন,
পূর্ণ প্রেম অনুরাগে ॥

বিরহিণীর উক্তি

দেখ সখি সমীরণে, প্রাণনাথে পড়ে মনে,
প্রবোধ মানে না মনে আর।
মদনের আগমনে, প্রয়োজন প্রিয়জনে,
এত দিনে বিশেষ আমার ॥
বল সখি কি কারণ, বিমনা আমার মন,
অকস্মাৎ কোকিলের রবে।
পালক নিষ্ঠুর যার, কুগুণ বর্ত্তায় তার,
সব জ্বালা সবে সই সবে ॥

সুমতির উক্তি

মন্দ ভাল, ভাল মন্দ, ভাল মন্দ কালে।
জ্বরে মুখে চিনি দিলে, তেত লাগে গালে ॥

বিধি বিধি বিধুমুখি, সম চিরদিন।
কাজের ফেরেতে কাজে, সুগুণবিহীন ॥

কুমতির উক্তি

রমণীর মন, নির্ম্মল জীবন,
জীবন জীবন সনে।
বিনা ও জীবন, বৃথায় জীবন,
অনল কমল মনে ॥
পতিকোলে প্রিয়ে, সুখী হয় হিয়ে,
সরস বসন্ত চর।
বিনা প্রাণকান্ত, বসন্ত অশান্ত,
ফুলে হুল স্বরে শর ॥

বিরহিণীর উক্তি

আমার বিদেশে স্বামী, সহচরি মরি আমি,
দুরন্ত বসন্ত আগমনে।
অবিরত মন্মথ, হৃদয়ে চালায় রথ,
শত সেনা পথ করে মনে ॥
মনে করি প্রাণধনে, আসিতে না দিব মনে,
ছেদ করি ভাবনার ডুরি।
বারণ কি মানে মনে ভাবে মন প্রতি ক্ষণে,
মোহনের মুখের মাধুরী ॥

সুমতির উক্তি

বসন্তে অঙ্গনা সনে অনঙ্গের রণ।
পতিরূপ শস্ত্রে জয়ী হয় রামাগণ ॥

সংগ্রামেতে শস্ত্রহীন হইলে দুর্গতি।
আশাবর্ম্ম ধৈর্য্যচর্ম্ম ধরে সেই সতী॥

কুমতির উক্তি

মদনের বাণ, হীরক সমান,
চর্ম্ম বর্ম্ম করে ভেদ।
রক্ষ অস্ত্র ছেড়ে, আগে গেলে বেড়ে,
বাড়াবে মনের খেদ॥
যৌবন তটিনী, তরণি কামিনী,
বসন্ত তুফান তায়।
নায়ক নাবিকে, ছাড়িয়া তরিকে,
আশা তৃণে রাখা দায়॥

বিরহিণীর উক্তি

আসার আশায় সই, প্রাণ আর থাকে কই,
তনু দহে অতনুর শরে।
ফুটিল যৌবন কলি, না আইল প্রাণ অলি,
মধু মিশে গেল কলেবরে॥
কামের করাল কর, বিস্তারিত নিতে কর,
শর হানে বিলম্ব দেখিলে।
রতিপতি পায় ধরি, নয় আমি প্রাণে মরি,
পঞ্চ শরে জীবন দহিলে॥

সুমতির উক্তি

আহা মরি প্রাণ সই, দুখে ফাটে বুক।
নাহি চাষা চায় চাষ, এ বড় কৌতুক॥
বিনা কর পঞ্চশর বধিবেক প্রাণ।
কামে স্তুতি কর গিয়া, যদি পাও ত্রাণ॥

কুমতির উক্তি

বৃথা কেন যাবে, কোথাও না পাবে,
"ভাতার দাদার মত"।
যে কর পাইবে, সে কেন ছাড়িবে,
স্তুতি শুনে গোটা কত॥
সম্পত্তি তোমার, অশেষ প্রকার,
দেখিবে রতির বর।
যৌবন-রতন, করি বিতরণ,
দিলে দিতে পার কর॥

বিরহিণীর উক্তি

কি করি সুমতি বল, প্রবল বিরহানল,
জল জল কোরে প্রাণ যায়।
কুমতির পূর্ণ মতি, ভাল বটে বুদ্ধিমতী,
হাতে হাতে দেখায় উপায়॥
ও প্রাণ কুমতি সই, দেখ কত জ্বালা সই,
কথা কও নিকটে বসিয়ে।
রাখিব তোমারি বাণী, হয় হবে মানে হানি,
পাণি পান করিব ডুবিয়ে॥

সুমতির উক্তি

বসন্তে অনঙ্গ জ্বরে বিরহ বিকার।
পিপাসায় প্রাণ যায়, নাহি প্রতীকার॥
গোপনে জীবন পানে জীবনসংশয়।
আগুন দ্বিগুণ জ্বলে, আরও তৃষ্ণা হয়॥

কুমতির উক্তি

বিরহের জ্বরে, অবশ্যই মরে,
খায় বা না খায় বারি।
জলে মরা যায়, জ্বলে মরা দায়,
সার কথা শুন নারি॥
থাকিতে উপায়, সহ্য নাহি যায়,
পঞ্চ শরের আগুন।
ঐ শোন কাণে, ফুলের বাগানে,
ষট্‌পদ গুণ গুণ॥

সুমতির ক্রোধোক্তি

কুমতি কুমতি আর দিস্‌নে ভুবনে।
বিরহে মরেছে কেবা, বিহার বিহনে॥

কুমতির উত্তর

ও সই সুমতি, আমারি কুমতি,
গাল দেও করে ছল।
কামজ্বরে নারী, পান করি বারি,
মনোত্বখি কেবা বল॥

বিরহিণীর উক্তি

ছি ছি কেন ঘরে ঘরে, মর মিছে দ্বন্দ্ব করে,
সন্দ হয় পরে প্রাণ দিতে।
স্মরশরে জ্বর জ্বর, জ্বলিতেছে কলেবর,
অবশাঙ্গ না পারি বসিতে॥
ত্বুয়ে হয়ে এক মন, দ্বন্দ্ব করি নিবারণ,
বল সই সুখের উপায়।

দীনবন্ধু বলে দ্বন্দ্ব অস্ত হোলে হবে মন্দ,
'এইরূপে যে কদিন যায় ॥

['সংবাদ প্রভাকর', ২৩ মার্চ ১৮৫২]

বসন্তের আগমনে বিরহিণীর খেদ

হ্রস্ব ত্রিপদী

দেখিয়া বসন্ত, রমণী অশান্ত,
কান্ত কান্ত মুখে বলে।
দুরন্ত মদন, হৃতান্ত শমন,
কাল সম স্বীয় কালে ॥
বিরহ অনল, না ছিল প্রবল,
হেমন্তের হিম জলে।
শীতের বিরহে, বিরহ না রহে,
অহরহ বহ্নি জ্বলে ॥
যৌবন-যাতনা, সহজে সহে না,
সমান যাতনা সদা।
তাহাতে মদন, না শুনে বারণ,
জ্বালিছে আগুন সদা ॥
কহিছে রমণী, শুন লো সজনি,
দুঃখের কাহিনী মম।
এ সুখ বসন্তে, আছি বিনা কান্তে,
কান্তহীনা কান্তা সম ॥
বন্ধি করে ফুলে, দেশান্তরে ভুলে,
আছে প্রাণ ছাড়ি দেহ।

মরি মরি মরি, শুন সহচরি,
বিনা দেহে প্রাণ দেহ ॥
দেহ কি কখন, থাকে গো চেতন,
সে ধনে নিধন হয়ে ।
আশারি কারণ, আছে এতক্ষণ,
আশাপথ নিরখিয়ে ॥
তার আসা আশা, ক্ষুধা বা পিপাসা,
সব আশা আশা তারি ।
শয়নে, স্বপনে, মনের নয়নে,
তাহারি বদন হেরি ॥
কিন্তু সখী আর, প্রাণ রাখা ভার,
আশা তৃণ করি ভর ।
বসন্ত শ্রাবণে, জাহ্নবী যৌবনে,
তরঙ্গ প্রবলতর ॥
তরুণী তরণি, বিপথগামিনী,
তারক নাবিক বিনে ।
অনিবার বারি, নিবারিতে নারি,
উথলিল কানে কানে ॥
কোকিলের ধ্বনি, শুনি কহে ধনী,
নীরদ বিরদ ডাকে ।
কর হে দর্শন, হয় নিদর্শন,
কাল মেঘে শূন্যে ডাকে ॥
ভ্রমরা গুঞ্জরে, মিষ্ট মধু স্বরে,
বলে ওরে ওরে একি ।
বায়ুবেগ অতি, নাহি আর গতি,
মহাশব্দে আসে সখি ॥

ভ্রমরা কোকিল, মলয় অনিল,
সকলি প্রলয় করে।
মাতঙ্গ অনঙ্গ, দেখায় আতঙ্গ,
প্রাণ সাঙ্গ পঞ্চ শরে॥
বিচ্ছেদ যাতনা, অনলের কণা,
সহিতে দহিয়ে যায়।
মিলন সলিল অভাবে অনিল
আহুতি দিতেছে তায়॥
সঙ্গী সঙ্গে নাই, কোথা বল যাই
প্রাণ পাই প্রাণ পেলে।
অসহ্য যন্ত্রণা, আর যে সহে না,
প্রাণ পাই প্রাণ গেলে॥
একে তো অবলা, তাহে কুলবালা,
পাগলা হেরিয়ে অরি।
পিঞ্জরের পাখী, পিঞ্জরেতে থাকি,
কভু না বাহিরে হেরি॥
এত দিন পরে, বুঝি দেখা পরে
দিতে হয় মম ভাগ্যে।
করিয়া মিনতি, রতিপতি স্তুতি
করি স্মরি শিব দুর্গে॥
মম প্রাণকান্ত, শুন রতিকান্ত,
বহু দিন নাই সাতে।
সেই সে কারণ, বিলম্ব এখন,
তব করে কর দিতে॥
আর অকারণ, কর না প্রেরণ,
যমদূত দূতগণে।

তারা হেথা এসে, অনায়াসে নাশে,
পাপ নাহি করে মনে ॥
যদি বল আন্, তারা ধরে কাণ,
অপমান পরিপাটি।
“কাছারীর পাক্, করে মহা-জাঁক”
রক্ষা নাই পেলে চিটি ॥
শুন রতিবর, দিতে করে কর,
নারী নারে বিনা নর।
প্রাণপতি ঘরে আইলে তোমারে
একেবারে দিব কর ॥
মৃগের বচনে, ব্যাঘ্রে কোন্ খানে,
ভক্ষণে বিরত রয়।
দুরন্ত মদন, সে কি নিবারণ
কথায় কখন হয় ॥
শুনি হেন বাণী, তখনি অমনি
ধনু লয় করে তুলে।
পূরিয়া সন্ধান, লয়ে পঞ্চ বাণ,
হানিলেক বক্ষঃস্থলে ॥
উচ্চৈঃস্বরে ধনী, করে মহাধ্বনি,
প্রাণ যায় প্রাণ যায়।
মুমূর্ষু হইয়ে, কিছু কাল রয়ে,
পতি প্রতি কিছু কয় ॥
কোথা প্রাণনাথ, বধে রতিনাথ,
দেখ আসি অধীনীরে।
মদনের বাণ, অগ্নির সমান,
বিন্ধিয়াছে এ শরীরে ॥

অগ্নিশিখামুখে, দহে প্রাণ দুঃখে,
নাচার বিচার করি।
যাই ঘর ছাড়ি, নয় দেহ ছাড়ি,
যায় প্রাণ মরি মরি ॥
আমার যন্ত্রণা, করিতে বর্ণনা,
মন্ত্রণা করেন ফণী।
নাহি পারে পরে, চিন্তয়ে অন্তরে,
রাগে ত্যাগে দীপ্ত মণি ॥

জনক জননীর স্নেহ

সর্ব্বতেজঃপুঞ্জ-করুণাবরুণাগার-নির্ম্মল-নির্ব্বিকার-সর্ব্বসদগুণাধার-পরম-পবিত্র-অনাদ্যনন্তদেব-মণ্ডিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় সৃষ্টিবস্তু দৃষ্টিপথে পতিত হয় অথবা সেমুষী সহযোগে মনোভাণ্ডারে আনা যায়, তৎসমূহের প্রতি ক্ষণকাল অনন্যমনে এবং সরলান্তঃকরণে জ্ঞানালোচনা করিয়া দেখিলে অচিরাৎ প্রতীতি হইবে তাহারা নিরন্তর নিয়ন্তার গুণরাশি প্রকাশ করিতেছে। আকাশ-বিহারী সহস্র-রশ্মিধারী প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের প্রজ্বলিত প্রভায় মেদিনীমণ্ডলোজ্জ্বল দেখিলে এবং প্রবল-পবন-বেগোন্মত্ত উত্তাল-তরঙ্গমালা-সমাকুল সাগরাবেক্ষণ করিলে কোন্ ব্যক্তি রবিরত্নাকরকর পরমেশ্বরকে সর্ব্বতেজঃপুঞ্জ এবং সর্ব্ব-শক্তিমান্ বলিয়া না স্বীকার করিবে। সুশীতল সুধাকরের নির্ম্মল চন্দ্রিকালোকেতে এবং প্রস্ফুটিতসরোবরজজাত-সৌরভামোদিত সমীরণ আঘ্রাণে সকলেরই মনের নয়নোপরি শশাঙ্ক-পঙ্কজাকর পদ্মযোনির নির্ম্মলতা এবং পূর্ণ গৌবব প্রদীপ্ত হয়। জগন্মণ্ডলে জনসমাজে জনক জননী সন্তানের প্রতি যে উৎকৃষ্ট

কোমল স্নেহ প্রকাশ করেন সে কেবল মাতার মাতা, পিতার পিতা, বিশ্বপিতার করুণানুরূপ। দয়ার্ণব পরমাত্মা যেমন প্রেমাদরে এবং অবিরক্ত চিত্তে সীমাশূন্য জগৎসংসার প্রতিপালন করিতেছেন তদ্রূপ জনক জননী সন্তান সন্ততির সুখসম্পাদনে সানন্দচিত্তে সতত রত আছেন। জননী দশ মাস দশ দিন উদরাম্বরে শশধর ধারণ পুরঃসর জীবনঘাতক প্রসববেদনা স্বীকারে পুত্রপ্রসবানন্তর প্রজাবতী হইলে এতাধিক ক্লেশে কাতরা হওয়া দূরে থাকুক প্রাণাধিক প্রাণ পুত্রের সুখসচ্ছন্দসংস্থাপনে প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করেন। জননী স্বীয় আমোদ প্রমোদ এবং শারীরিক সুখ মুহূর্ত্তের নিমিত্তও মনে করেন না, পরম আমোদাস্পদ কোমল ক্রোড়স্থ কুমারের কোমলাঙ্গ পরিষ্কার করিতে সতত সুরতা, এবং আপনাশন বিস্মরণে তদুপযোগী সুপথ্যানুসন্ধান করিয়া তাহাকে পরিতোষ করিতে পারিলেই আপনাকে পরিতুষ্টা বোধ করেন। মাতা যদ্যপি কোন সময়ে সমিষ্ট সামগ্রী সংগ্রহ করিতে পারেন তবে তৎক্ষণাৎ জীবনাপেক্ষাও প্রিয়তম সন্তানের নিমিত্ত সযত্নে সংস্থান করিয়া রাখেন, যদ্যপি ফল ভক্ষণ করিতে করিতে কোন ফল আস্বাদনে সাতিশয় সুমধুর বোধ হয় তবে সহসা সেই ফল শিশুর বদনে উত্তোলন করিয়া দেন। জননী সন্তানগণের কোমল হৃদয়ের জীবিত ভূমিতে করুণা-বচন-রূপ বারি সিঞ্চন করিয়া ধর্ম্মের বীজ বপন করেন, যাহা সময় সহকারে জ্ঞানারুণকিরণে অঙ্কুরিত হইয়া তাহাদিগকে যৌবন এবং স্থবির অবস্থায় পরম পদার্থরূপ ফল প্রদান করে। বালক বালিকা-নিচয়ের নির্ম্মলান্তঃকরণে পরমপুরুষের ভয় ভক্তি গৌরব সঞ্চার করিয়া দেওয়াই গর্ভধারিণীর স্বর্গীয় স্নেহের প্রধান চিহ্ন। কোমল অথচ দৃঢ় পিতৃস্নেহের প্রাদুর্ভাবে পিতার মন সতত চঞ্চল, কখনই সুস্থির হইতে পারে না। মহামায়ার কেমন মহিমা তাহা কে

বর্ণনা করিতে পারে। ঊষাকালে মলিনবদনা তারাগণ সমভি-
ব্যাহারে পাণ্ডুবর্ণাবৃত নিশানাথকে অস্তাচলচূড়াবলম্বী দেখিয়া
তরুণ অরুণ উদয়াচলে উদয় হইলে সংসার আশ্রম কি অলৌকিক
শোভা সংগ্রহ করে। এতৎকালে জননীর করুণাপূর্ণ মঙ্গলালয়
ক্রোড়ে সুষুপ্ত শিশুদল জাগরিত হইয়া বারম্বার পীযূষাভিষিক্ত
পিতানামোচ্চারণ করতঃ পিতার সন্নিকটে আগমনানন্তর তাহাকে
পরিবেষ্টন করিয়া উপবেশন করে, কেহ কেহ বা পরস্পরে
দোষবর্জ্জিত এবং দ্বেষহীন বাল্যলীলায় প্রবৃত্ত হয়, কেহ কেহ বা
পিতার উপরে মুখঘর্ষণ করিতে থাকে, কিন্তু প্রত্যেকেরই মনোগত
অভিলাষ অন্যকে দূরে রাখিয়া পিতার পবিত্র ক্রোড়াম্বুজে একাকী
স্থিত হয়। এমন রমণীয় সুখজনক দৃশ্য দর্শনে পরম পরাৎপর
করুণাসাগর বিশ্বপিতার করুণাকীর্ত্তনে মন বিমনা হইয়া নিযুক্ত
হয়, বোধ হয় যেন জ্যোতির্মধ্যচারী চারুচন্দ্র ভ্রমণবর্ত্মের ভ্রমক্রমে
সপরিবারে প্রভাতকালে ভূতলে পতিত হইয়া এমন মনোহর
শোভা ধারণ করিয়াছেন। পুত্রপুত্রীপুঞ্জের প্রতিপালনার্থে
পিতা যত ক্লেশ সহ্য করেন তাহা বর্ণনাতীত। মায়ারূপ অন্ধকারে
লোচনযুগল আচ্ছাদিত হইলে নানাবিধ আপদ্-বিপদ্-সমাকীর্ণ
দেশদেশান্তর পর্য্যটন, জলধিপোত সহযোগে সমুদ্রে সন্তরণ,
পরাধীনতা এবং অনিয়মিত কর্ম্মের বিফলসমূহ নরের নেত্রগোচর
হয় না। সন্তানগণের সুখসম্ভোগার্থে পিতা স্বদেশ পরিহার
পুরঃসর বিদেশ গমন করিয়া কায়িক পরিশ্রমে অর্থার্জন করিতে
কালহরণ করেন, অসীম অতলস্পর্শ করাল কলকলশব্দাক্রান্ত
সিন্ধুকে বিন্দুবিন্দুজ্ঞানে নির্ভয়ে তদুপরি তরণি বহনপূর্ব্বক
বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, পরের নিকটে বেতন
গ্রহণ করিয়া তাহার নানারূপ ভৎ র্সনা, বিজাতীয় যন্ত্রণা, এবং
পীড়ন সহ্য করিতে দুঃখ বোধ করেন না এবং কখন কখন

গত্যন্তর বিধায় মলিম্লুচাচারানুগামী হইতেও পরাঙ্মুখ নহেন। তনয় তনয়ার পীড়া উপস্থিত হইলে পিতা মাতার মনে যে পীড়া জন্মে তাহা বর্ণনা দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, তাঁহাদিগের যেন মহাপ্রলয়ের কাল উপস্থিত। যত দিন পর্য্যন্ত সুত সুতার স্বাস্থ্যাবস্থার অনাগমন থাকে তত দিন চিন্তারূপ দাবানলে তাঁহাদিগের দেহবনে মনমৃগ দগ্ধ হইতে থাকে, তাঁহাদিগের ভাবার্ত্তচিত্ত হেতু ক্ষুধা পিপাসার একেবারে বিরহ হয়, সজল নয়ন হইতে নিদ্রাদেবী অন্তর্হিত হন এবং অনুক্ষণ হুতাশনরূপ বরাহ কর্ত্তৃক অশ্রুতে আর্দ্র হৃদয়মৃত্তিকা খনন হইতে থাকে। যদ্যপি করুণাময়ের কৃপানুকূল্যে অঙ্গজাঙ্গজার জীবন রক্ষা হয় তবে পিতা মাতার আনন্দের পরিসীমা থাকে না। কিন্তু তদ্বিপরীতে আত্মজাত্মজার জীবন সহিত জনক জননীর জীবন ধ্বংস হইয়া যায় এবং অসম্বরণীয় গভীর শোকসাগরে নিলীন হইয়া যাবজ্জীবন জীবন্মৃতপ্রায় সময় ক্ষেপণ করেন। পিতা মাতা সন্তান সন্ততির প্রতি যে স্নেহ প্রকাশ করেন তাহা প্রাকৃতিক বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, অর্থাৎ এতৎ স্নেহ জনক জননীর হৃদয়ে স্বভাবতঃই উদয় হয়। তবে যে কোন কোন মহাশয় বলেন, প্রত্যুপকার প্রত্যাশায় তাঁহাদিগের স্নেহের সঞ্চার হয়, সে সম্যক্ প্রকারে অমূলক, কারণ অনেকানেক ধনশালী কুবেরতুল্য কোষাধিপতি দম্পতীর কিঞ্চিন্মাত্র ভারও পুত্রোপরে নির্ভর করে না, তজ্জন্য কি ঐ দম্পতী সন্তান সন্ততি প্রতি স্নেহ প্রকাশে বিরত হন? নাকি অন্যান্য পিতামাতা অপেক্ষা তদুভয়ের স্নেহের স্বল্পতা জন্মে? সচরাচর অস্মদাদির শ্রবণ-গোচর হয়, অনেকানেক জনকজননী পুত্রের কথোপকথনোপলক্ষে কহিয়া থাকেন, "পরমেশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করি, পুত্রটি দীর্ঘজীবী হইয়া যে সঞ্চিত ঐশ্বর্য্য আছে, তাহাই ভোগ করুক।"

আর দেখ, বহুসংখ্যক বালক অপকৃষ্ট মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাবে এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির অপবিত্রতা হেতু পরমগুরু জননীর প্রতি অনাদর এবং অহিতাচার করে, তন্নিমিত্ত কি মাতা কুসন্তানের অনিষ্ট চেষ্টা করেন? না অখণ্ডনীয় স্নেহরজ্জু ছেদ করিতে উদ্যতা হন? তাঁহার নির্ব্বিকার মন সন্তানের বিপক্ষে কখন বিকার-প্রাপ্ত হয় না, এবং ইহা কাহার না বিদিত আছে?

"কুপুত্র অনেক হয়, কুমাতা কখন নয়—"

যদ্যপি জনক জননীর স্নেহ প্রাকৃতিক না হইবে, তবে কি নিমিত্ত বিহঙ্গমদল এবং পশুকুল, যাহারা ভাবি-ভাবনায় কখনই উৎকলিকাকুল হয় না, এবং প্রত্যুপকারের প্রসঙ্গও জানিতে পারে না, অবিরত শাবকগণকে লালন পালন করিতে আসক্ত থাকে? তাহারা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছে, শাবকসমূহ স্বাধীন হইলে তাহাদিগের পিতা মাতাকে প্রতিপালন করা দূরে থাকুক, তাহাদিগের সহিত কোন সম্পর্কও রাখে না, তবে কি নিমিত্ত পশুপক্ষীরা শাবকগণের প্রতি এতাধিক স্নেহ প্রকাশ করে? এতাবৎ অস্মদাদির বোধগম্য হইতেছে, জনক জননীর স্নেহ প্রকৃতির শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। দেখ, অন্ধ খঞ্জ বধির এতত্রিবিধ-রোগাক্রান্ত সুত প্রসব হইলেও প্রসূতির কখন সন্তানের প্রতি হতাদর হয় না, জননীর স্নেহ অসীম এবং লেখনাতীত। যদিচ প্রতিদিন এক এক ফোঁটা বারি উত্তোলন করিতে করিতে ভুবনমণ্ডলাধার মহাসাগরের কালক্রমে শুষ্ক হইবার সম্ভাবনা, তথাপি চিরকাল যদ্যপি পাতালাধিপতি জননীর স্নেহ বর্ণন করেন, তাহা হইলেও আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা হয় না, তবে জননীর করুণাসঙ্গীত করিতে অস্মদাদির ক্ষমতা আছে, এ কারণ নিম্নভাগে কোমল পয়ারচ্ছন্দে সমস্ত স্নেহ বিরচন করিলাম।

পদ্য

ভূলোক ভাবিয়া দেখ, সরল অন্তরে।
জননীর কিবা স্নেহ সন্তান উপরে ॥
আহা মরি মার মায়া করিতে রচনা।
মা মা মা মা বলি মুখে, হইয়ে বিমনা ॥
দয়াময় অনুরূপ আপন দয়ার।
জগতে জননীস্নেহে করেন প্রচার ॥
আলোচনা করি সাধু, দেখ একমনে।
কত দুখে পালে মাতা সন্তান রতনে ॥
উদর-কমলে সুত করিয়া ধারণ।
দশ মাস দশ দিন করেন বহন ॥
অশেষ যাতনা পান গর্ভের কারণ।
অরুচি বমন হাই অঞ্চলে শয়ন ॥
ভয়েতে শিহরে অঙ্গ বলিব কেমনে :
প্রসববেদনা সম কি আছে ভুবনে ॥
বিজাতীয় যাতনায় জীবনসংশয়।
প্রসবান্তে পুনর্জ্জন্ম সর্ব্বলোকে কয় ॥
প্রসবের পরিতাপ প্রজা তা না মানে।
চঞ্চলা চপলা প্রায় দেখিতে সন্তানে ॥
উঠিতে অচলা তবু স্নেহের কারণ।
সন্তানে দেখেন চেয়ে ফিরায়ে লোচন ॥
সুতচন্দ্র হেরি হয় জ্যোতি মনসুখ।
সহসা মোচন মসী শারীরিক দুখ ॥
কোলে লয়ে জননীর হৃদয় জুড়ায়।
শরৎ আকাশে যেন শশী শোভা পায় ॥

জনক জননীর স্নেহ

সানন্দে হৃদয়ে মাতা সাতিশয় সুখে।
পীযূষপূরিত স্তন স্নেহে দেন মুখে॥
কোমল জননী কোল নিরমল বাস।
পবিত্র, ব্যসনহীন, নাহি কোন ত্রাস॥
অভাব অভাব সব, অশোক আলয়।
ইহলোকে ইডেন-নিকুঞ্জ মনে লয়॥
সদানন্দে শোভা শিশু, করে এই কোলে।
তোষে মায় ম, ম, বলে আদো২ বোলে॥
আহা মরি শিশু যদি হাসে এক বার।
উথলয়ে মার তবে সুখপারাবার॥
যতনে রতনে মাতা করেতে নাচান।
চুম্বিয়া কমল মুখ, বুকে দেন স্থান॥
সময়ে সময়ে সুখে, সকালে বিকালে।
ঝিনুকে বাজায়ে বাটি, দুদ দেন গালে॥
মুছায়ে করেন শিশু-অঙ্গ মণিময়।
স্বর্ণ অঙ্গে ধূলা মার প্রাণে নাহি সয়॥
ঘুম পাড়াইতে ব্যস্ত জননী যাদুরে।
কথায় করেন গান ঘুম আনা সুরে॥
দোলায়ে বলেন মাতা, শুনে ঘুম পায়।
"আয় রে আমার গোপালের ঘুম আয়॥"
সন্তানের সুখে সুখী সতত জননী।
তার দুখে অন্ধকার দেখেন ধরণী॥
অপার করুণা মার, সিন্ধু-পরিমাণ।
কোমল নির্ম্মল অতি, কৌমুদী সমান॥
বিরচন বিবরণ মায়ের মায়ার।
করিতে শকতি নাই জগতে কাহার॥

রূপক

মাঘ মাসে প্রাতঃস্নান*

পয়ার

কামিনী যামিনীযোগে, শয্যার উপরে ।
নায়ক সহিত নিদ্রা, যায় অকাতরে ॥
নীরব ভুবনময়, নাহি বাক্য রব ।
পশু পক্ষী যক্ষ নর, সব যেন শব ॥
ধ্বনি মাত্র কুক্কুরের, খেউ খেউ ডাক ।
মাঝে মাঝে হৈ হৈ, প্রহরীর হাঁক ॥
অবশেষে রজনীর, অধিকার শেষ ।
উষারাজ আসিতেছে, করি রাজবেশ ॥
কোকিল নকিব আগে, করিছে গমন ।
কুহু কুহু রবে ব্যক্ত, রাজ আগমন ॥
বায়স বাজায় ডঙ্কা, আপনার স্বরে ।
চোক্ গেল চোক্ গেল, তূরী ভেরী পরে ॥
মন্দ মন্দ গন্ধবহ, সুগন্ধে মোদিত ।
কস্তুরি চন্দন চুয়া, ভূপতি বিহিত ॥
আলোময় সিংহাসন, রাজা বসে তায় ।
মৃদু হাস্য মুখে পদ্ম, চামর ঢুলায় ॥
জগতে ঘোষণা হয়, রাজ আগমন ।
ভূপতি সেবায় যুক্ত, হয় জগজ্জন ॥
অভিমানে মুদিত, হইল কুমুদিনী ।
জাহ্নবীর স্নানে যায়, যতেক কামিনী ॥
শাটি ঠেটি নামাবলী, লয় সমাদরে ।
ঢাকিল কনক অঙ্গ, বনাত চাদরে ॥

কেহ বলে মেজ্‌দিদি, যেতে চেয়েছিল।
ডাক্‌ রে সোণার মাসী, বেলা যে হইল॥
আতোরে আতোরে ডাকে, মকরে মকরে।
মিতিনে মিতিনে ডাকে, আদরে আদরে॥
সই বলে সই সই, আয় আয় আয়।
গঙ্গাজলে গঙ্গাজলে, গঙ্গাজলে যায়॥
চলিল ললনাশ্রেণী, আনন্দ অপার।
বিনা সূত্রে গাঁথা যেন, কুসুমের হার॥
অবলা সরলা দল, বিদ্যাবুদ্ধিহীনা।
অন্ধকারে ব্যাপ্ত মন, জ্ঞানারুণ বিনা॥
শিক্ষাযন্ত্রে মনক্ষেত্র, না হোলে কর্ষণ।
যত্নবারি, তদুপরি, না হোলে বর্ষণ॥
অহিত কল্পনা কাঁটা, গাছ তাহে হয়।
শিক্ষা বিনা অবশ্যই, গাদা হয় হয়॥
বারণ গমনে চলে, যত বামাগণ।
পরস্পরে হয় নানা, কথোপকথন॥
বিবেক নহেক সূক্ষ্ম, স্থান স্বল্প মনে।
অসীম পরম অর্থ, ভাবিবে কেমনে॥
রন্ধনের কথা মাত্র, কথা উপলক্ষ।
ইহ লোকে সুখ ভিন্ন, নাহি অন্য লক্ষ্য॥
কেহ বলে হে গো দিদি, শোন্‌ দেখি চেয়ে।
শ্বশুরের বাড়ী নাকি, গেছে তোর মেয়ে॥
কবে বা আনিলি হেথা, না জানিতে পারি।
তাড়াতাড়ি পাঠাইলি, রেখে দিন চারি॥
আহা বন্‌, কি বলিব, দুরন্ত জামাই।
কি জানি করিবে রাগ, না যদি পাঠাই॥

কলিকালে ছেলে পিলে, যা বলে তা করে।
যে কপাল বন্ মোর, যদি বিয়ে করে॥
সই মা বলিয়া ডাকি, বলে অন্য জনে।
কি দ্রব্য পাঠালে সয়া, পোষড়া পার্ব্বণে॥
আহা বাছা কি বলিব, তারা তো দিয়েছে।
আমি যে পারি নে দিতে, তবু মাস গেছে॥
মেয়ের দিয়েছে শাটি, সিন্দুর দোলাই।
সন্দেশ কমলা নেবু, তিল গুড় ছাঁই॥
থাকির মা বলে ডাকি, বলে এক মেয়ে।
বল কি গহনা তোর, পেলে ছোট মেয়ে॥
কোথা বা গহনা দিদী, খানেক দুখান।
জামাই বলেছে সবে, ভাল গুণমান॥
আমাদের ওঁরা, দিয়াছেন পাঁচনরী।
ঝুম্‌কা তাবিচ নত, পঞ্চম গুঁজ্‌রী॥
সিঁতি বাজু বালা মল, তারা দেছে এই।
যার হাতে পোড়েছেন, বেঁচে থাক্ সেই॥
মেয়ের কপাল না তো, বাঁদীর কপাল।
হইবে অতুল সুখ, ফেরে তো কপাল॥
এইরূপ নানারূপ, অপরূপ কথা।
ক্রমে ক্রমে উপস্থিতা, বাপীতট যথা॥
দুরাচার পাপী নর, পথে পথে ফেরে।
কত কথা কয় তারা, নারীগণে হেরে॥
মাতৃবৎ পরদারা, তারা নাহি মানে।
তারা-বাণ হানে তারা, মানিনীর মানে॥
কুলের কামিনী দেখে, যার মন টলে।
অজাগোত্রে ভুক্ত সেই, সর্ব্বলোকে বলে॥

অপর রাখিয়ে বস্ত্র, পাড়ের উপরে।
আস্তে আস্তে জলে যায়, কাঁপে থরে থরে॥
উহু উহু বড় শীত, নাবে আঁটু খোরে।
ঝুপ করে পোড়ে ডুব, দেয় টুপ করে॥
কমলে কোমল অঙ্গ, রামা ডুবাইল।
বিমল কমল যেন, কমলে ভাসিল॥
গামোছার কত পুণ্য, পূর্ব্বজন্মে ছিল।
বিধুমুখী বিধুমুখে, আপনি তুলিল॥
সারি সারি বারি-ক্রিয়া, করে যত রামা।
উদ্ধার কর মা গঙ্গা, ভোগ-মোক্ষ-ধামা॥
আহ্নিক পূজার পর, বস্ত্র পরিধান।
গাম্‌ছা মুড়িয়া লয়, ভিজা বস্ত্রখান॥
বাম হাতে ভিজা বস্ত্র, নামাবলী গায়।
বনাত চাদর শাল, যেই যাহা পায়॥
চলিল চঞ্চল পদে, চপলার প্রায়।
অরুণ উদয় হয়, আয় আয় আয়॥
তাড়াতাড়ি বাড়ী যায়, হোয়ে ছাড়াছাড়ি।
বাড়াবাড়ি কাজ নাই, এই বাড়াবাড়ি॥

['সংবাদ প্রভাকর', ২৬ জানুয়ারি ১৮৫২]

রূপক

চন্দ্র*

পয়ার

দিবা অবসানে রবি, তাপিত অন্তর।
জুড়াইতে যায় কায়, জলধিভিতর॥

মনোহর শশধর, উদয় গগনে।
"চাঁদ আয়, চাঁদ আয়," বলে শিশুগণে॥
তারামাঝে তারাপতি, শোভে অপরূপ।
উপমায় নাহি হয়, সেরূপ স্বরূপ॥
নয়ন ফিরাতে নারি, হেরে একবার।
স্ফাটিকের স্তম্ভে যেন, মল্লিকার হার॥
পুলকিত হয় অঙ্গ, চন্দ্রের কারণ।
এ কারণ ধ্যান করি, চন্দ্রের কারণ॥
পরিপূর্ণ কলানিধি, কর সুকোমল।
সরল ধবল কান্তি, অতি নিরমল॥
কৌমুদী মেদিনী পরে, ঘুমায়ে রয়েছে।
দুধের সাগর যেন, উথলে উঠেছে॥
নিশাকর-করে নিশা, পরিতুষ্টা অতি।
পতি-প্রেমালাপে যথা, তুষ্টা হয় সতী॥
শশি-সুশোভিতা রাত্রে, বন ভাল সাজে।
স্বভাবের স্থির শোভা, তাহাতে বিরাজে॥
তরু'পর নিশাকর, দান করে কর।
চিক্ চিক্ করে পাতা, নাচে মনোহর॥
সুধাকর হোতে সুধা, ক্ষরে সরোবরে।
কুমুদিনী হাস্যমুখী, প্রফুল্ল অন্তরে॥
প্রান্তরে পথিক যায়, তাপিত তপনে।
শান্ত হয় শ্রান্তি যায়, বিধু বিলোকনে॥
অঙ্গনে অঙ্গনাগণ, বসি তৃণাসনে।
স্নিগ্ধতনু, মুগ্ধমন, চাঁদের কিরণে॥
বিধুমুখী, বিধুমুখে, পড়ে বিধুকর।
সোণায় সোহাগা দিলে, যেমন সুন্দর॥

সুধার আধার শশী, অম্বরে আবাস।
প্রভায় প্রদীপ্ত করে, অবনী আকাশ॥
এত রূপ গুণ তবু, কলঙ্ক কারণে।
সময়ে সময়ে পড়ে, দানব দশনে॥
এইরূপ রূপ গুণে, ভূষিত যে জন।
বল তার ফল কিবা, বিফল জীবন॥
যেই জন পাপ হেতু, কলঙ্কী হইবে!
পরিণামে অবশ্যই নরকে যাইবে॥

['সংবাদ প্রভাকর,' ৪ মে ১৮৫২]

রূপক

দম্পতি-প্রণয়। বিজয় কামিনী

কাঞ্চননগরাধিপ রাজা সদাশয়।
বিজয় নামেতে তাঁর একই তনয়॥
অপরূপ রূপ তাঁর সুগুণ অশেষ।
ধর্ম্মশীল নীতিবেত্তা, নাহি পাপলেশ॥
বেড়েছে বয়স তবু নাহি করে.বিয়ে।
সকলে বিনতি করে বিয়ের লাগিয়ে॥
বয়স্যগণের সহ একদা বিজয়।
সদালাপ করিতেছে, আনন্দ-হৃদয়॥
দোষহীন পরিহাস কথায় কথায়।
'বিবাহের কথা শেষ উঠিল তথায়॥
সুরসিক সুপণ্ডিত বয়স্য জনেক।
বিজয়ে বিয়ের তরে বলিল অনেক॥

ত্রিপদী

নরের সুখের তরে, দয়াময় দয়া করে
সৃজিলেন ভুবনমোহিনী।
মনোহরা এ প্রমদা, বহু গুণে বিশারদা,
শশীপদ্মে লাজ-বিধায়িনী॥
আলাপন অধ্যয়ন আরাধন উপার্জ্জন
অশন বসন আভরণ।
কিছু নহে মনোনীত, বিনা হস্তে হোলে নীত
রমণীয় রমণীরতন॥
বিনা বাসে কমলিনী, বাসহীনা কমলিনী,
শোভাহীনা সুশোভিত পুরী।
সুখে মুখ হয়ে মূক, বৃথা দুঃখে দহে বুক,
মন-সুখ মন করে চুরি॥
বিধিবিধ পরিণয়ে, কামিনী কাঞ্চন লয়ে,
লোকযাত্রা সুখে অনুষ্ঠান।
ধর্ম্মের উন্নতি হয়, পরিতাপ পরাজয়,
ফুলে পূর্ণ প্রণয় বাগান॥
উপাসনে সোণামণি, করে সদা চিন্তামণি,
পতি সনে দেবালয় যায়।
ভোজনাদি বিভূষণ করে সব আয়োজন,
প্রিয়জনে প্রয়োজন যায়॥
পথে পান্থ হয় শ্রান্ত, মনে মনে মন শান্ত,
কান্তা করে সান্ত্বনা উপায়।
স্বামীর সুখের তরে, শীতে বারি উষ্ণ করে,
তালবৃন্ত নিদাঘে যোগায়॥

গৃহশূন্য হয় যার, দশ দিক্ অন্ধকার,
সংসার শ্মশান অনুমান।
পোড়ে মন শোকানলে, কারে কিছু নাহি বলে,
চলে বসে পাগল সমান॥
অতএব নিবেদন, শুন সব বন্ধুগণ,
বিজয়ের বিবাহ উচিত।
হোলে পরে অনুমতি, রূপবতী গুণবতী
আনিবার করিব বিহিত॥

পয়ার

বিজ্ঞবর সুপণ্ডিত বিজয় রাজন।
প্রফুল্লবদনে পরে করে নিবেদন॥
পরমেশ-অভিপ্রেত পরিণয় বটে।
প্রণয়িনী প্রয়োজন, যদি ভাল ঘটে॥
জীবের প্রধান কাজ দেব আরাধন।
নিবিষ্ট হইবে তায় হোয়ে একমন॥
তাহার ব্যাঘাত যদি নারী লোয়ে হয়।
কোনমতে বিয়ে করা উপযুক্ত নয়॥
তত কাল বিভু-আজ্ঞা করিবে পালন।
যত কাল তাঁর কার্য্য না হয় হেলন॥
অচির দম্পতি-সুখ অনিত্য ধরায়।
তার হেতু নিত্য সুখ বল কে হারায়॥
তবে যদি মনোমত পাই সুলোচনা।
গুণবতী ধর্ম্মশীলা, পতিপরায়ণা॥
দ্বিতীয়া বলিয়া তারে নিতে ইচ্ছা হয়।
মরণান্তে যার সহ থাকিবে প্রণয়॥

বিজয়ের বাক্য শুনে যত বন্ধুগণ।
পূরাতে বন্ধুর আশা করিল মনন॥
ভাবিতে ভাবিতে সবে যায় নিজালয়।
বিজয় চলিল ঘরে প্রফুল্ল-হৃদয়॥
নিদ্রায় আবৃত হয়ে নিশি পোহাইল।
উষায় উঠিয়া পথে ভ্রমিতে চলিল॥
যাইতে যাইতে রায় গজেন্দ্র-গমনে।
সুরম্য উদ্যান এক দেখিল নয়নে॥
কুসুম কানন সেই অতি মনোহর।
প্রবেশিল তাহে রায়, সরস-অন্তর॥
ফুটিয়াছে নানা ফুল, অপরূপ শোভা।
গোলাপ মল্লিকা জাতি বেল মনোলোভা॥
মহানন্দে মধুকর করিতেছে গান।
শুনিলে অন্তরে বেঁধে অতনুর বাণ॥
বিজয় বিমনা হয়ে করিছে ভ্রমণ।
ক্ষণে ক্ষণে দেখিতেছে তরুণ তপন॥
এমন সময় তথা মরাল-গমনে।
আইল কুমারী এক কুসুম চয়নে॥
যৌবনে আগতা প্রায়, বিনা পতি অলি।
ফুটিবার আগে যেন কমলের কলি॥
কামিনী কন্যার নাম, ধর্ম্মপরায়ণা।
দিবানিশি একমনে ঈশ্বর-কামনা॥
বিজয়-লোচন-পথে পড়িল কামিনী।
বিমোহিত হয় রায় হেরে সীমন্তিনী॥
কষিত কাঞ্চন, আহা, কি আসে ওখানে।
তরুণ অরুণ দেখি আছে নিজ স্থানে॥

কুসুম-ঈশ্বরী বুঝি কুসুম-কাননে।
ধীরে ধীরে আগমন ফুল দরশনে॥
কামিনী আকারে কিম্বা পুণ্য অধিষ্ঠান।
কামের কামিনী নহে হয় অনুমান॥
আহা মরি, হেরি মুখ পঙ্কজ-সুন্দর।
সুশীলতা মাখা যেন তাহার উপর॥
ললিত লোচন টান লেগেছে নয়নে।
প্রভায় প্রকাশ করে যাহা আছে মনে॥
এই পথে আসিতেছে চপলা চপল।
বচন শুনিয়া করি শ্রবণ সফল॥
উত্তরিল বিধুমুখী ক্রমেতে নিকটে।
পুরুষ হেরিয়া পড়ে বিষম সঙ্কটে॥
ভীতা হেরে কামিনীরে কহে যুবরায়।
অভয়ে তোল হে ফুল, ভয় কি আমায়॥
প্রতিবাসী হেরে কথা কহিল কামিনী।
চমকিত কেন তুমি হেরিয়া কামিনী॥
কে তুমি, কি নাম ধর, কেন এ কাননে।
তব রূপ বলিতে না পারি একাননে॥
কি কারণ, কোথা আসা, আশা তব কায়।
ধর্ম্মশীল জানিয়াছি হেরে তব কায়॥
আপনার যদি হয় কুসুম অভাব।
বলিলে ঘুচাতে পারি অভাবের ভাব॥
পরিচয় দিয়ে রায় নিল পরিচয়।
মনোগত কথা পরে বিবরিয়া কয়॥

বিজয়ের উক্তি এবং কামিনীর উত্তর

বি। ফুলে প্রয়োজন মম নাহি হে কামিনি।
ইচ্ছা নাহি করে আর লইতে নলিনী॥
হাতে নিতে নিতে যায় হইয়ে মলিন।
ক্ষণেক বিলম্বে হয় সব শোভাহীন॥
এমন কুসুমে আর নাহি প্রয়োজন।
চিরস্থায়ী সুকুসুমে আছে মাত্র মন॥

কা। ক্ষণিক অবনীধামে সকলি নশ্বর।
ভাবিয়া কিছুই আমি না দেখি অমর॥
আশার সুসার তব করিবে কেমনে।
সৃষ্টিছাড়া আশা তব রাখ মনে মনে॥

বি। কামিনি, বাঞ্ছিত ফুল আছে হে তোমার।

কা। দেখাও তোমায় দিব করি অঙ্গীকার॥

বি। মনে মনে দেখ দেখি ভাবিয়ে কামিনি।
কামিনী কুসুম কি হে, কুসুম কামিনী॥

কা। বিজয়, বচন তব বুঝিবারে নারি।
স্থায়িনী বলিয়ে তুমি কিসে ভাব নারী॥
এখনি মলিনা বলে ত্যজিলে নলিনী।
কি বলে আবার চাহ নলিনী কামিনী॥
সরোবরে সরোজিনী দেখহ যেমন।
চরাচরে চন্দ্রাননী জানিবে তেমন॥
কলিরূপে কমলিনী বালিকা কামিনী।
রমণীয় শোভা চক্ষে আনন্দ-দায়িনী॥
ঢল ঢল মকরন্দে বিকচ কমল।
সরস তরুণী সহ যৌবন বিমল॥

পদ্মিনীতে মধুকর প্রণয়ে জুড়ায়।
পরিণেতা পরিণয়ে লয় ললনায়॥
অলি চোলে যায় পদ্ম হোলে মধুহীন।
আদরিণী আদরিণী যুবতী য'দিন॥
মলিনী নলিনী দুখে পড়ে পদ্মাকরে।
ধরায় মিশায়ে যায় কামিনী কাতরে॥
অবলা ললনা পেয়ে ছলনা কোর না।
অচির ফুলের ন্যায় অচির অঙ্গনা॥

বি। কামিনি, কামিনী-কথা কহিলে কৌশলে।
মনে মনে মনোভাব রাখিয়াছ ছলে॥
কামিনীতে কমলিনী আছে কিছু সার।
তোমায় দেখায়ে আমি করিব প্রচার॥
তুমি পদ্ম পদ্মমুখি, তুমি পদ্মাসন।
জীবন নিধন হবে, না যাবে জীবন॥
মাটিতে গঠিত কায়, কমল সমান।
শমনের আগমনে হইবে নির্ব্বাণ॥
কিন্তু দেখ মনোমাঝে ভাবিয়ে কামিনি।
ভুবন-মোহিনী মন ভুবন-মোহিনী॥
কোন কালে তার রূপ নাহি হয় লয়।
চির কাল সমভাবে রয় দেবালয়॥

কা। মনের যে কথা তুমি বলিলে এখন।
শাস্ত্রজ্ঞানে জানিয়াছি এই বিবরণ॥
নিরাকার মন হয় লাবণ্যবিহীন।
কি দেখে হতেছ তার প্রেমের অধীন॥

বি। আহা মরি আদরিণি, শুনহে স্বরূপ।
মন মনোমোহিনীর অপরূপ রূপ॥

তোমার লাবণ্য হেরে জুড়ায় নয়ন।
তব মনরূপ দেখে বিমোহিত মন॥
সতীত্ব সুশোভা তার বয়ান বিমল।
পরসুখ অভিলাষ লোচন কমল॥
ভাল ভাল শোভা করে পরেশ প্রণাম।
ভাবনা চিকণ চুল শ্যাম যেন জাম॥
উপদেশ অনুরক্তি শোভিছে শ্রবণ।
সাধুর সুখ্যাতি তায় কুণ্ডল ভূষণ॥
পাপ ছাড়ি পুণ্য লব সদা এই আশা।
অতি সূক্ষ্ম অপরূপ শোভা করে নাসা॥
সদা সুখ আলাপন রসনা সুন্দর।
সুশীলতা সরলতা শোভে ওষ্ঠাধর॥
মনোহর পয়োধর পরম প্রণয়।
ক্রমশঃ উন্নত কভু নত নাহি হয়॥
ক্ষমাপর উপকার শোভে দুই পাণি।
পরম সুন্দর শোভা তুলনা না জানি॥
কামকায় সম পাপ শোভে মাজা ক্ষীণ।
পুণ্যের সঞ্চয় তায় নিতম্ব নবীন॥
পরিণামে হরিধামে বাসের বিশ্বাস।
অপূর্ব্ব যুগল পদ নাহি কভু নাশ॥
তব অঙ্গ-আভা নব-বিভাকর-বিভা।
মন-অঙ্গ-আভা নিত্য নিরমল-নিভা॥
এমন এ মন হেরে বিমনা যে মন।
জানে জানে জানে আর মনে মনে মন॥
যদি এ বচন সত্য হয় অনুমান।
মনোরমা মন-রামা, রামা কর দান॥

কা। ও মা কত বেলা হোলো কথায় কথায়।
দেখিতে দেখিতে ভানু আইল কোথায়॥
যাই যাই, করি গিয়ে কুসুম চয়ন।
এসো তুমি সঙ্গে এসো কর হে ভ্রমণ॥
বি। তোমার বেড়েছে বেলা আমার লাগিয়ে।
চল চল দিব ফুল তোমায় তুলিয়ে॥
কা। বাধিতা তোমার কাছে, শুনে সারবাণী।
এই উপকারে দাসী হইবে কামিনী॥

মনানন্দ মনে মনে রাখিয়ে গোপনে।
উভয়ে নিযুক্ত হয় কুসুমচয়নে॥
কনক কুসুম-পাত্র কামিনীর করে।
বিজয় কুসুম রাখে তাহার ভিতরে॥
চতুরের চূড়ামণি, রসিকের সার।
ফুলে ফুলে মনআশা করিল প্রচার॥
প্রফুল্ল কামিনী এক লোয়ে রস রঙ্গে।
ফুলাধারে দিতে মারে কামিনীর অঙ্গে॥
কামিনী কামিনী-ঘায়ে ফিরায়ে নয়ন।
সুখেতে মধুর রবে বলিল তখন॥
কা। শ্রমে ভ্রমে কোন্ ক্রমে ওহে যুবরায়।
ফুলাধারে দিতে ফুল মারিলে হে গায়॥
বি। আ মরি সুন্দরি ধনি, রেগ না অন্তরে।
না জেনে দিয়েছি ফুল ফুলের উপরে॥
ভুলের ফুলের ঘায় যদি পাও দুখ।
আমারে মারিয়ে ফুল, ঘুচাও অসুখ॥

কা। মারিতে বাসনা বটে ফুল পেলে গায়।
কিন্তু সখা দুঃখ দূর নাহি হবে তায়॥
মন খুলে ফুল যদি মারিতে এ জনে।
পরিশোধে পরিতোষ পাইতাম মনে॥
বি। জানিয়ে কুসুম যদি মারিলে তোমায়।
সুখী হও ফিরে ফুল মারিয়া আমায়॥
তব সুখ সম্পাদনে করি প্রাণপণ।
এই ফুল মারিলাম, জানিয়ে এখন॥
কা। কুসুম-আঘাত নাথ, খেতে সাধ ছিল।
সে আঘাত পেয়ে মন মোহিত হইল॥
বিদ্যার সাগর তুমি, নাহি পাপলেশ।
নিরমল মন তব, পবিত্র বিশেষ॥
কে করিবে বোলে শেষ সুগুণ অশেষ।
অবশেষে ভাবে শেষ কি করিবে শেষ॥
পরমেশ দাস দাসী নর নারী হবে।
পরিণয় প্রিয়বর, শ্রেয়স্কর তবে॥
দম্পতি-মিলন যদি শুভ ক্ষণে হয়।
পুণ্য সহ চারি গুণে সুখের সঞ্চয়॥
প্রমদার সহযোগে পতির দ্বিগুণ।
কামিনীর দুই গুণ পেয়ে পতিগুণ॥
বিবাহে বাসনা মম আছে অবিরত।
ভাগ্যদোষে নাহি পাই মন মনোমত॥
অবোধ অবলা-চয় বিগুণের বাসা।
ধনশালী রূপবান্ পতি করে আশা॥
বিষয় বিভব মাত্র লাবণ্য অসার।
ভয়ানক হয় তায় ভব পারাবার॥

জীবন জীবন তার বাসনা বাসনা।
পতি-মনোজ্যোতিঃ যেই না করে বাসনা॥
বি। কি কব মনের কথা কামিনি, এখন।
বিবাহেতে আগে নাহি ছিল মম মন॥
পুরুষেরা কাপুরুষ পরিণয়ে হয়।
কামিনী কামের দাসী মনে মনে লয়॥
জগতে প্রধান শোভা কামিনী নির্ম্মাণ।
পুণ্য অনুষ্ঠান হেতু পুরুষে প্রদান॥
কি হেতু এ দান তার নাহি আলোচনা।
আনন্দে বোধান্ধ হয় হেরে সুলোচনা॥
রূপসী রমণী হলে মনে ধন্য মানে।
ষড় ঋতু দেখে কেহ কামিনী-বয়ানে॥
প্রণয় শত্রুতা তার বিচ্ছেদ মিলন।
সহধর্ম্মিণীর ধর্ম্ম যে করে হেলন॥
উভয়েই মন চুরি করিয়া বচনে।
মনানন্দে পুলকিত হয় দুই জনে॥
গান্ধর্ব্ব বিধানে বিয়ে করিয়ে সাধন।
নিজ বাসে যেতে দোঁহে করিল মনন॥
পরিবর্ত্ত করি পরে বিদায়ি চুম্বন।
নিজ নিজ ধামে চলে, বিরস-বদন॥
বয়স্থে বলিল সব রাজবিত্তমান।
প্রকাশিত পরিণয় হয় সমাধান॥
সুপ্রকাশে পোহাইল দুখের যামিনী।
সুখের দম্পতি হোলো বিজয় কামিনী॥

জামাই-ষষ্ঠী

(প্রথম বারের)

জ্যোষ্ঠী মাসে ষষ্ঠীবুড়ী যষ্টি করি করে।
জামাই জামাই বলি ফেরে ঘরে ঘরে ॥
পর রে পোশাক সব হও রে ত্বরিত।
চল রে শ্বশুরবাড়ী আমার সহিত ॥
নব-বিবাহিত যত ছিল যুবাচয়।
দেবীকে আগতা দেখি প্রফুল্ল-হৃদয় ॥
যাইতে রমণীপাশে বিলম্ব সহে না।
বারণ সমান মন বারণ মানে না ॥
কামিনী কনককায় করিতে দর্শন।
উন্মীলিত আছে সদা মনের নয়ন ॥
প্রমদার প্রেমডোরে টানে মনোরথ।
এক দণ্ডে হয় বোধ ছ'মাসের পথ ॥
পরিল ঢাকাই ধুতি উড়ানি উড়িল।
কামিজ পিরান পেংগি কত গায় দিল ॥
কারপেট সুজ পায়, আঙ্গুলে অঙ্গুরী।
কাটিয়া বিলাতী সিঁতি বাড়ায় মাধুরী ॥
ঘড়ির শিকল গলে, ট্যাঁকে থাকে ঘড়ি।
কোমরে সোণার বিছা, হাতে হেম ছড়ি ॥
প্রেম-রবি সকলের সমান উদয়।
সকলেরি সমানন্দ ষষ্ঠীর সময় ॥
ধনহীন দীন দুঃখী তারা সজ্জা করে।
যেতে হবে মধুপুরে, দুঃখেতে কি করে ॥

সুবেশে শ্বশুরবাড়ী যাড়াইতে মান।
বসন চাহিয়া ফেরে খোয়াইয়া মান॥
কোন জন বলে আসি ইয়ারের সনে।
ধুতি হোলে যেতে পারি শ্বশুর-ভবনে॥
চাদোর অভাব মোর বলে অন্য জন।
রিপু করে নিব ধুতি করিয়ে যতন॥
কেহ বলে কেমনে শ্বশুরালয়ে যাই।
যোটাতে বসন পারি টাকা কোথা পাই॥
পরের পোশাক পরি কোরে ফতো জারি।
ফিরে এসে ফিরাইয়া তাহা দিতে পারি॥
ধার করা টাকা ব্যয় হবে তথা গিয়া।
শ্রীঘরে যাইতে হবে শ্রীধাম ছাড়িয়া॥
যেমনে হউক সবে উদ্যোগী গমনে।
চঞ্চল হয়েছে মন কামিনী কারণে॥
চরণ বাহন কার, কার হয় করী।
শিবিকায় যায় কেহ, কেহ তরি'পরি॥
মুখের মাধুরী হেরি মোহন মুকুরে।
গদ গদ চালে পদ, জায়া যেই পুরে॥
উপনীত একে একে আনন্দ-ভবনে।
প্রেমানন্দে পুলকিত পুরবাসিগণে॥
প্রেমদা-পিতার পদে প্রণতি করিয়া।
অন্দরে জামাই যায় কৌতুকী হইয়া॥
মুদ্রা দিয়া বন্দিলেন শাশুড়ীচরণ।
উপরে তুলিতে মুখ লজ্জিত নয়ন॥
মেয়ের ভেড়ুয়া করা শাশুড়ীর ক্রিয়া।
আশীর্ব্বাদে গন্ধ করে ধান দূর্ব্বা দিয়া॥

ছলনা ললনাগণ গোপনে করিল।
ভাঁটা'পরে কাষ্ঠাসন বসিবারে দিল॥
আহ্লাদে প্রহ্লাদ ক্ষেপা বসিল তাহায়।
টলিয়া চলিল পিঁড়ি বড় লাজ পায়॥
উঠিল হাসির ঘটা রূপসীমণ্ডলে।
ঘোড়াছাড়া গাড়ী যায় দেখ দেখ বলে॥
শ্বশুর-দুহিতাগণ যেখানে যে ছিল।
এক বিনা একে একে সকলে আইল॥
কৌতুক করিতে সুখে নন্দায়ের সনে।
আইল শালাজগণ গজেন্দ্রগমনে॥
নবীন পুরুষ ঘেরি বসে যত নারী।
বিহার-বিপিনে যেন বিপিন-বিহারী॥
কোন রামা বলে মা গো বোবা কি জামাই।
আর জন বলে দিদি ভাবিতেছি তাই॥
কেহ বলে আই আই বলি লাজ খেয়ে।
আমা পানে রহিয়াছে একদৃষ্টে চেয়ে॥
জামাই কহিল কথা লাজ পরিহরি।
নীরব-কাহিনী মম শুন লো সুন্দরি॥
বিধুকলা বিধুমুখি তব বিধুমুখ।
পূর্ণোদয় দিনে দেখি মূক হল মুখ॥
নীরদ-নিনাদ মম, ভয় পাবে শশী।
নিরীক্ষণ করি তাই মৌনমুখে বসি॥
রামা-আস্য সুপ্রকাশ্য মৃদু হাস্যময়।
অরুণ উদয় যেন ঊষার সময়॥
খাদ্য দ্রব্য নানামত করে আয়োজন।
বৃথায় বর্ণন তার জানে সর্ব্বজন॥

চাতুরী চতুরা মেয়ে করে পায় পায়।
পায় পড়া যারা তারা লজ্জা নাহি পায়॥
কলাগাছে ডাব করে বাটাভরা পোকা।
চতুরের ভয় কিবা, ঠকে যায় বোকা॥
চীরপোরা ক্ষীরছাঁচ চিনি হয় ঘুণ।
পিটুলির চন্দ্রপুলি গুড়া চূণ লুণ॥
সলজ্জ শ্বশুরবাড়ী খায় লজ্জা মনে।
মাথা খাও, খাও খাও, বলে রামাগণে॥
পেটে খিদে, মুখে লাজ, শুনে হাসি পায়।
হাবা ছেলে হেটমুখে আধপেটা খায়॥
অধুনা প্রস্তুত অন্ন, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় করেন ভোজন॥
জামাই কামাই নাই অন্য কর্ম্ম ছাড়ি।
চোরের উপরে করে ভাল বাটপাড়ি॥
ভাতের ভিতরে এক বাটি দিয়াছিল।
গোপনে গোপাল তাহা চুরি করে নিল॥
চপলা অবলাকুল হয় চিন্তাকুল।
বাটি কোথা গেল বলি বড়ই ব্যাকুল॥
রসিক বলেন শুন রসিকা অঙ্গনা।
অন্ন-জ্ঞানে খাইয়াছি হয়ে অন্যমনা॥
কিম্বা গলে গেছে তব নয়ন আগুনে।
পাথর সলিল বাম লোচনের গুণে॥
ভোজন সাধন হলে ফিরে দেয় বাটি।
পান খেতে খেতে পরে আসে বারবাটী॥
আমোদ প্রমোদে পূর্ণ যত পুরলোক।
প্রকাশে সবার মনে পুলক-আলোক॥

মিলাইতে নারীরত্ন স্বামী স্বর্ণ পরি।
অস্তাচলে চলে হরি ধরা পরিহরি॥
বিনোদিনী সাজাইতে সাজে রামাগণ।
কত মত করে বেশ হয়ে একমন॥
সর্ব্ব অঙ্গে অলঙ্কার পরায় অশেষ।
বেণী বিনাইয়া শেষ করে দেয় শেষ॥
চন্দ্রমুখ মুছি টিপ কাটিল সরস।
শশধরকোলে যেন শোভা করে শশ॥
কুসুমে ভূষিত করে ভুবন-ভামিনী।
মহেন্দ্রভবনে যেন মহেন্দ্র-মোহিনী॥
দুগ্ধফেননিভা শয্যা বিস্তার করিয়া।
জীবিত সরসীরুহ রাখে বসাইয়া॥
জ্ঞানযুক্ত অলিরাজে আনিতে হেথায়।
সহচরী ত্বরাত্বরি ডাকিবারে ধায়॥
আনন্দ-প্রবাহে মগ্ন যতেক যুবতী।
রত্নময় বাম পাশে রাখে রত্নাবতী॥
শোভা হেরি যায় চলে সুলোচনাগণ।
দম্পতি করেন সুখে শর্ব্বরী যাপন॥
আড়ালে থাকিয়া যত সুরসিকা মেয়ে।
কপাট জানালা দিয়া সবে দেখে চেয়ে॥
কোন ধনী কথা কয় মৃদু মধু স্বরে।
ওলো ধনি, একি ধ্বনি শুনি এই ঘরে॥
কি কর মুরলীধর মোহিনীর কাছে।
নয়ন পূরিয়া দেখ কিবা শোভিয়াছে॥
বিমল কমল কোলে, কি কর বসিয়া।
মকরন্দ কর পান মানস পূরিয়া॥

প্রথমেতে প্রণয়িনী কথা নাহি কয়।
সম্বোধিয়া নব কান্তা কান্ত কোলে লয়॥

লঘু ত্রিপদী

কামিনি যামিনী সুখের কাহিনী
কহিয়া যাপন কর।
বদন মধুরা কেন কামধুরা
ঢাকিতেছ দিয়া কর॥
তব ওষ্ঠাধর জিনি ইন্দীবর
সুধার আধার জানি।
অন্তর চকোর চরিতার্থ মোর
কর, করি যোড়পাণি॥
বিধাতা বিমুখ, তব বিধুমুখ
ঘোম্‌টা-রাহুতে গ্রাসে।
আজ্ঞা কর ছলে দানবেরে বলে
নাশি আমি অনায়াসে॥
স্বামীর বচনে বামা হাসে মনে
ঘাড় নাড়ি করে মানা।
নিষেধ সে নয়, প্রেম পরিচয়,
ভাবুকের মন জানা॥

পয়ার

বাহিরেতে রামাগণ শুনে সুখী হয়।
হইবে মানস পূর্ণ শুন রসময়॥
এক 'না' শুনিয়া নানা দুঃখিত অন্তরে।
আর না, আর না, কত বলিবে হে পরে॥

কান্ত বলে সুধামাখা এখন হবে না।
এ হবে না পরে আর রবে না রবে না॥
পতির রসের কথা শুনে পত্নী হাসে।
ধীরে ধীরে গুণমণি দৈত্যবরে নাশে॥
প্রস্ফুটিত মুখপদ্ম স্বামী পরশনে।
প্রেমালাপে পরিতুষ্ট হয় দুই জনে॥
নিত্য নিত্য নব সুখ এরূপে ভুঞ্জিয়া।
স্বধামে জামাতা যায় শ্রীধাম ছাড়িয়া॥
ষষ্ঠীদেবী পূজা করি সবে সুখী হয়।
প্রিয়তমা প্রাণেশ্বরী হৃদয়ে উদয়॥
অভাগা অনূঢ়া যারা, তারা মনোদুখী।
দীনবন্ধু মিত্র কহে, কর ষষ্ঠী সুখী॥

জামাই-ষষ্ঠী*

(দ্বিতীয় বারের)

আইল সুখের ষষ্ঠী, সুখ জষ্ঠি মাসে।
ধাইল জামাই সব, শ্বশুর-আবাসে॥
ফুটিল প্রেমের ফুল, হৃদয়-কাননে।
ছুটিল কামের তীর, কামিনী-আননে॥
নবীন নায়ক সব, ছিল উচাটন।
পাঁজি দেখে বুঝাইয়ে, রেখেছিল মন॥
আশা-তরি ভাসাইয়ে, সময়-সাগরে।
কাটিয়াছে এত দিন, ধৈর্য্য হালি ধরে॥
ছাড়ায়ে শীতল-ষষ্ঠী, ভাবাকুল মন।
কত শোকে অশোকের, পায় দরশন॥

অশোকে অধীর অঙ্গ, অনঙ্গ-তরঙ্গে।
নানা ভাবোদয় মনে, প্রমদা-প্রসঙ্গে॥
কেহ বলে হেলে আর, নাহি পায় পানি।
দেখি নাই মুখপদ্ম, ধরি পদ্মপাণি॥
মাঝের ক'দিন হোক্, এখনি যাপন।
অশোকে অরণ্য-ষষ্ঠী, করি উদ্‌যাপন॥
ফলে সহকার পরে, সুখের সঞ্চার।
অরণ্যের আগমনে, আনন্দ অপার॥
সহসা জামাতা যত, উঠিল শিহরে।
শুভ গমনের তরে, সুখে সজ্জা করে॥
কাল্‌নাগিনী-পেড়ে ধুতি, পরে সমাদরে।
কোঁচার শেষের ফুল, ভাল শোভা করে॥
শোভিছে লেটের জামা, পেটের উপর।
অপরূপ কপ্ আঁটা, চোনাট্ সুন্দর॥
সবুজ-বরণে বারাণসীর উড়ানি।
সে উড়ানি নায়িকার, নয়ন-জুড়ানি॥
গলায় বিলাতি চেন্, পকেটেতে ঘড়ী।
কাঁটা তার, প্রেম কাঁটা, বেঁধে ঘড়ী ঘড়ী॥
কারপেটি জুতা পায়, শোভা পায় যত।
জুতা নয়, সে জুতায়, জুতা মারে কত॥
করশাখা সুশোভিত করিল অঙ্গুরী।
গলায় রুমাল বেঁধে, বাড়ায় মাধুরী॥
কেশে কাটি বাঁকা সিঁতি, বিলিতি ধরণে।
মনেতে গরব কত, পরব-পালনে॥
রমণীয় পরিণয়ে, পবিত্র প্রণয়।
সমভাবে সকলের, হৃদয়ে উদয়॥

কিবা রাজা কিবা প্রজা, ধনী কিবা দীন।
পীযূষ-প্রণয়-রসে, সমান বিলীন ॥
রম্য হর্ম্ম্যে, গজদন্ত, নির্ম্মিত পালঙ্গে।
যত সুখ, ভুঞ্জে ভূপ, রাণী-রসরঙ্গে ॥
তৃণশালাবাসী কৃষী, প্রেয়সীর সনে।
ততোধিক হয় সুখী, প্রেম-আলিঙ্গনে ॥
কৃষিণীর বিম্বাধরে, করিয়া চুম্বন।
পাতার কুটীর ভাবে, ইন্দ্রের ভবন ॥
জামাই-শ্রেণীর মাঝে, দীনহীন যত।
সুমধুর মিষ্টি ভাষে, তুষ্টি-লাভ কত ॥
পাঠ করে কুল-কোষ্ঠী, গোষ্ঠী অনুসারে।
জষ্ঠি মাসে, ফষ্ঠি করি, ষষ্ঠী-পালা সারে ॥
রিপু-করা ধুতি পরি নাহি ভাবে দোষ।
ভাবে মনে আদি রিপু, কিসে হবে তোষ ॥
লোকে বলে এই ধুতি, এনেছিল চেয়ে।
ফলে আর, সুখী কেবা, আছে তার চেয়ে ॥
ছেঁড়া সূতা যোড়া দিয়া, যোড়াগাঁথা রয়।
ভেড়াভেড়ি হলে আর, ছেঁড়াছিঁড়ি নয় ॥
যে জন হয়েছে, ঘর-জামায়ে, জামাই।
কোন দিন নাহি তার, ষষ্ঠীর কামাই ॥
দু কুলেতে কেহ নাই, কোথা আর যায়।
ষষ্ঠীর বিড়াল হয়ে, মাচ দুদ খায় ॥
অপমানে অপমান, কিছু নাহি বোধ।
পেটে খেলে পিঠে সয়, কেন হবে ক্রোধ ॥
সদা সহবাসে দারা, স্বসার সমান।
ষষ্ঠীতে শ্বশুরালয়, পিত্রালয় জ্ঞান ॥

সতত থাকিয়ে তথা, সুখী নয় মনে।
মাতালে মদের সুখ, জানিবে কেমনে॥
ফলে যদি এ বিষয়ে, দোষ তার ধরি।
বিচারেতে দোষী হন, হর আর হরি॥
দু তিন ছেলের বাপ, যে সব জামাই।
তারাও উঠেছে ক্ষেপে, বলে যাই যাই॥
ছেলে দেখিবারে যাব, বাটা নিতে নয়।
পো-নামে পোয়াতি বাঁচে, সর্ব্ব লোকে কয়॥
এক দিকে বাপ্ সাজে, আর দিকে ব্যাটা।
ভাইপোরে লজ্জা দিয়ে সাজিলেন জ্যাটা॥
পুরাণ-জামাই কারো, ধরিবে না মনে।
নবীন-জামাই-কথা রচিব যতনে॥
একে একে উপনীত শ্বশুর-সদনে।
জামাই আইল দেখি, সবে সুখী মনে॥
কেহ আসি সমীরণ করে সঞ্চালন।
বারি-ঝারি আনি কেহ ধোয়ায় চরণ॥
তৈল মাখাইয়ে কেহ দেয় সমাদরে।
মনোসাধে যাদুমণি স্নান পূজা করে॥
অন্তঃপুরে আসি দাসী দেয় সমাচার।
উথলিল মেয়েদের প্রেম-পারাবার॥
খাদ্য দ্রব্য নানা মত করি আয়োজন।
অধীরা হইল তারা জামাই কারণ॥
মাতা খাস্, যা লো দাসি, বাহিরে সত্বরে।
অবিলম্বে বনমালী আনগে অন্দরে॥
এখানে জামাই বসে পুরুষের দলে।
মন কিন্তু গেছে মনোমোহিনী-মণ্ডলে॥

দাসী আসি হাসি হাসি কহে মৃদুস্বরে।
এসো গো জামাই বাবু বাড়ীর ভিতরে॥
এ কথা শুনিলে আর থাকে কোন্ কাজ।
ব্যস্ত কেন যাই বলে উঠে যুবরাজ॥
ধীরি ধীরি সহচরী সহিত গমন।
মুদ্রা দিয়া প্রণমিল শাশুড়ী-চরণ॥
শাশুড়ীর আশীর্ব্বাদ ধানেতে প্রকাশ।
তনয়ার হও দাস—এই অভিলাষ॥
প্রণমিয়ে নটবর সকলের পায়।
হাস্য-আস্যে আসনের নিকটে দাঁড়ায়॥
বোস বোস রসময় বলে রামাগণ।
দাঁড়ায়ে রহিলে কেন থাকিতে আসন॥
মনোহর মনোহর স্বরে কথা কয়।
কি কারণ দাঁড়ায়েছি শুন পরিচয়॥
নিরাসনে চন্দ্রাননী তোমরা সকলে।
আসনে অধম আমি বসিব কি বলে॥
বসিয়া বসাও যদি বসিবারে পারি।
না বসিলে কিসে বসি বসিবারে নারি॥
হাসিয়ে কহিছে এক তরুণী কামিনী।
হৃদয় জুড়াল শুনে সুমধুর বাণী॥
প্রণয়-মন্দিরে তুমি নব উপাসক।
জ্ঞান নাই কোথা থাকে বকুল চম্পক॥
পতির হৃদয়চক্রে নারীর আসন।
সতত বিরাজে তায় রমণী রতন॥
মুহূর্ত্তেক নিরাসনে নাহি কোন নারী।
অনুক্ষণ বোসে আছে উপরি তাহারি॥

প্রেম-চক্ষু-হীন তুমি দেখিতে না পাও।
সেই হেতু আমা সবে বসাইতে চাও ॥
সরস উত্তর শুনি মোহিনীর মুখে।
আসনে জামাই বসি কহিতেছে সুখে ॥
ক্ষম অপরাধ মম, তব পায় পড়ি।
মানিলাম প্রেমে তুমি দিলে হাতে-খড়ি ॥
কথার কৌশলে হাসি কহিছে রূপসী।
আহা মরি ! খাও কিছু, শুষ্ক মুখ-শশী ॥
হাবা ছেলে বোবা হয় পীড়ির উপরে।
বোবা বোবা বলে তবু বাক্য নাহি সরে ॥
কৌতুকে কামিনী কহে কৌশল-বচনে।
"ওল্ মানো" বোল তবে ফুটিবে বদনে ॥
পরিহাসে রসালাপ করে যত মেয়ে।
হেঁটমুখে খায় হাবা, নাহি দেখে চেয়ে ॥
কারিগুরি নারীগণ করে অগণন।
জিনিষেতে জাল করে করিয়া যতন ॥
বারিহীন গেলাসের ঢাকনি উপরে।
কলাগাছ-গোড়া কেটে ভাল ডাব করে ॥
বিচুলির জলে করে মিছিরির পানা।
তৃষ্ণায় জামাই খাবে, না করিবে মানা ॥
ঘুণের করেছে চিনি দেখিতে সুন্দর।
পিপীলিকা খায় ভুলে, কোথা আছে নর ॥
কোনমতে মেয়েদের না দেখি কসুর।
কাঁটালের বিচি কেটে করেছে কেসুর ॥
অপরূপ শশা করে ত্যালাকুচা কেটে।
আহ্লাদে হইয়া কাণা দিতে হয় পেটে ॥

তেঁতুলের বিচি বেটে করে ক্ষীর-ছাঁচ।
প্রভেদ নাহিক তায়, কেবা পায় আঁচ॥
পিপুলপাতের পানে খিলি বানাইল।
এলাচ নবঙ্গ গুয়া ভেল করে দিল॥
চতুরের চারি চক্ষু প্রিয়া-পিতাবাসে।
করি সব অনুভব বুঝে লয় বাসে॥
জলপাত্র ঢাকা দেখি করিছে কৌশল।
কোথা আমি হাত ধোব, দেশে নাই জল॥
বলে বাণী কোকিলবাদিনী সুলোচনা।
সারি সারি বারি-ঘট দেখেও দেখ না॥
সুরসিক বলে শুন শুন গুণবতি।
দেববাণী-তুল্য মানি তোমার ভারতী॥
কিন্তু কমলিনি কি হে শোন নি শ্রবণে।
বাঁশ-বনে ডোম কাণা বলে সর্ব্ব জনে॥
আর বামা বলিতেছে বচন সরল।
মোচন কর হে পাত্র, পাইবে কমল॥
গুণমণি বলে "ধনি, শুন বলি সার।
ঢাকা পাত্রে দিলে হাত একে হবে আর॥"
শুনিয়ে সরস ভাষা ভুবনমোহিনী।
বারি-পোরা পাত্র আনি দিলেন তখনি॥
অচতুর অগ্রে করে ঢাকনি মোচন।
জীবন না দেখে তায় হারায় জীবন॥
কৌশলে কামিনী বলে মধুর বচনে।
গেলাস খেয়েছে জল তব পরশনে॥
বিষম হাসির ঝড়ে উড়িল পরাণ।
অবাক্ আতুরে ছেলে হয়ে অপমান॥

জলযোগ-পরে হয় ভোজনায়োজন।
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় অপূর্ব্ব অশন॥
যত রামা করে নানা চাতুরী এখন।
জেনেছে সে সব সেই, ঠেকেছে যে জন॥
মোম গলাইয়া বাটি পূরে ঘৃত করে।
ছবি মেখে রেখে দেয় ভাতের উপরে॥
পিটুলির দুদ্ ঢেকে দেয় দুদ-সরে।
সর ফুঁড়ে কার আঁখি যাইবে ভিতরে॥
লাজেতে জামাই সব বেছে বেছে খায়।
একে বা ঠকিয়ে ফায় আরে বা ঠকায়॥
জামাই ঘেরিয়ে বসে সুলোচনাগণে।
পয়ো সহ মধুফল দিতেছে যতনে॥
চতুরা চতুরে কথা কৌতুক কৌশলে।
খেতে খেতে কত কথা কত জনে বলে॥
কেহ বলে উপরোধে ঢেঁকি গেলে লোক।
পার নাকি খেতে তুমি দুদ এক ঢোক॥
অধরে অম্বর দিয়া কহিছে শালাজ।
গোটা কত মিঠে আঁব খাও ত্যজে লাজ॥
নাগর হাসিয়া বলে, আর খেতে নারি।
উপরোধে ভাল চ্যুত দিলে নিতে পারি॥
চতুরা রমণী সেই বুঝিল আভাস।
দিতে পারি মনোমত, কিন্তু তাহে আঁশ॥
কি জানি মুকুতা-দাঁতে যদি লেগে যায়।
ব্যাঘাত হইবে শেষ আসার আশায়॥
নাগর কহিছে সব তোমারি ত হাত।
নি-আঁশ বাছিয়া দিলে রক্ষা পাবে দাঁত॥

ঈষৎ হাসিয়া কহে শালাজ তখন।
অরসিক তুমি তাই বলিলে এমন ॥
যাহা তুমি ডান হাতে করেছ গ্রহণ।
নি-আঁশ ও আঁব দেখ মেলিয়ে নয়ন ॥
পড়িল খুসির হাসি শশিমুখী-দলে।
থতমত খেয়ে কান্ত কিছু নাহি বলে ॥
কামিনী-কৌশল কথা নানামত আছে।
শুনিতে বাসনা যার, এস মোর কাছে ॥
অবশেষ পান খেয়ে যান যুবরাজ।
আহ্লাদে বসেন গিয়া যুবক-সমাজ ॥
সেতার তবলা বাজে, খেলে দাবা তাস।
সন্দেশের টাকা দেন হইয়ে উল্লাস ॥
মন কিন্তু জামায়ের সদাই অস্থির।
কত ক্ষণে আগমন হবে যামিনীর ॥
তাপ বাড়ে, কমে যত তপনের তাপ।
রবি অস্ত দেরি দেখে বাড়িছে বিলাপ ॥
তরুণী তরুণে তাপে তারিতে তরণি।
অবশেষে অস্তে যান ছাড়িয়ে ধরণী ॥
মনের আঁধার যায় দেখিয়া আঁধার।
নিশিতে প্রণয়-নীরে দিবেন সাঁতার ॥
মেয়ের মায়ের মন রসে টলমল।
ভূষণে ভূষিতা করে তনয়া-কমল ॥
সুবেশ করিল বেশ বর্ণনা অশেষ।
সাজাইল উমা যেন তুষিতে উমেশ ॥
মোহিনীর খোঁপা বাঁধে চিকাইয়া চুল।
চারি পাশে ঘিরে দেয় বকুলের ফুল ॥

জামাই-সোহাগি টিপ ভালে কেটে দিল।
বিমল কমলে যেন ভ্রমর বসিল॥
আভরণে আদরিণী আবৃতা হইল।
তরুণ অরুণ যেন উষায় উঠিল॥
গোধূলিতে ধ্যান পূজা করি সমাপন।
সুখাদ্য জামাই বাবু করেন ভক্ষণ॥
রঙ্গে ভঙ্গে কুরঙ্গনয়না-কুল সনে।
আছেন পরম সুখে কথোপকথনে॥
রহস্যে রজনী বৃদ্ধি, বলে রামাগণ।
চল চল মনমথ, করিতে শয়ন॥
শ্যালকী শালাজ সঙ্গে সানন্দে সুরত।
আইল শয়নাগারে পূর্ণ-মনোরথ॥
প্রিয়তমা সরোজিনী পালঙ্গ-উপরে।
দেখে সুখ বাড়ে দিননাথের অন্তরে॥
সুবদনীগণে বলে সুমধুর-স্বরে।
সুরঙ্গে অনঙ্গ বস পালঙ্গ-উপরে॥
নির্জ্জনে নলিনী সনে কর প্রেমালাপ।
আমরা থাকিলে হেথা বাড়িবে বিলাপ॥
শয্যা-সরোবরে রাখি পদ্মিনী ভ্রমরে।
লুকাইয়ে দেখে সব থাকিয়ে অন্তরে॥
কি কথা কহিবে কান্ত করিছে কামনা।
ঘোমটা দেখিছে চেয়ে হইয়ে বিমনা॥
কি ভাবে ভাবনা প্রিয়ে, ভাবিয়ে না পাই।
পরিণত বিধুমুখ, তাহে কথা নাই॥
রূপের গৌরবে বুঝি হয়ে গরবিণী।
প্রেমাধীন জনে দুখ দেও আদরিণি॥

কামিনী কহিল কথা পীযূষের তারে।
প্রভাতে ললিত যেন বাজিল সেতারে॥
সুরসিক তুমি নাথ, আমি হে বালিকে।
বচন-রচনা ভাল রসিকা রসিকে॥
অধরে চুম্বন করি বলেন রসিক।
কিসে প্রাণ-কমলিনি, আমি সুরসিক॥
তব সনে প্রণয়িনি, এই দরশন।
বল দেখি আমি তব হই কোন্ জন॥
রসিকা বালিকা করে সরস উত্তর।
তব পরিচয় দিব শুন প্রাণেশ্বর॥
জানিয়াছি জিজ্ঞাসিয়ে ঠাকুজ্ঝির ঠাই।
তুমি প্রাণ, হও মোর ঠাকুর-জামাই॥
উত্তরেতে নিরুত্তর মাধব হইল।
বাহিরে মহিলাদল হাসিতে লাগিল॥
গুণমণি অধোমুখ সুখ অপমানে।
চতুরা রমণী বলি রমণীরে মানে॥
নানারূপ আলাপনে নিশি হয় শেষ।
যে হয় জামাই সেই জানে সবিশেষ॥
দিনেক দুদিন থাকি মথুরা-নগরে।
বিদায়ি বসন লয়ে যায় নিজ ঘরে॥
মনোসুখে প্রণমিয়া ষষ্ঠীর চরণ।
রচিলেন দীনবন্ধু সুখের পার্ব্বণ॥

['সংবাদ প্রভাকর', ২৫ মে ১৮৫২]

লয়াল্টি লোটস্

অর্থাৎ

রাজভক্তি শতদল

এস ভ্রাতা আলফ্রেড, আদরের ধন,
আনন্দে নাচিছে আজি আর্য্য-সুতগণ,
শুভ দিনে শুভ ক্ষণে, তব চারু চন্দ্রাননে,
করিবে উল্লাসে সবে রাজ-দরশন।
দয়াময়ী মা জননী রাণী ভিক্টোরিয়া
তোমাতে উদয় অদ্য রাজ্য উজ্জ্বলিয়া।

বস হে রাণীর পুত্র, পৃথু-সিংহাসনে,
পৃথ্বীপতি শোভা হেরি পুলকিত মনে।
শত বৎসরের পরে, মা মহিষী দয়া করে,
পাঠালেন প্রিয় পুত্র ভারত-ভবনে ;
কে বলে আছেন মাতা আমাদের ভুলে,
এই যে স্নেহের চিহ্ন হিন্দুপুত্র কুলে।

উদয় অন্তরে আশা আপনা আপনি,
এইবার আমাদের ভাবি নরমণি
যুবরাজ স্নেহভরে, প্রজার পালন তরে,
আসিবেন সঙ্গে লয়ে পবিত্র রমণী;
উথলিবে সুখসিন্ধু হিন্দু দেশময় ;
জয় জয় যুবরাজ জয় জয় জয়।

ভবেশে ভকতি-ভরা মাতা ভিক্টোরিয়া,
বীর-প্রসবিনী রাণী বীর-বরণীয়া,

পরে পুলকিত মনে, সহ নিজ পরিজনে,
উদয় হবেন সুখে ভারতে আসিয়া ;
মা বলে প্রজার দলে করিছে রোদন,
লবেন কোলেতে তুলে চুম্বিয়ে বদন।

বস হে ডিউক ভাই, হিন্দু ভাই-দলে
শ্বেত-শত-দল-মালা দিই তব গলে,
ক্ষীর সর নবনীত, মতিচুর মনোনীত,
মনোহরা চন্দ্রপুলি গঠা সুকৌশলে,
সমাদরে করি দান বদনে তোমার,
তা চেয়ে সুতার দিই প্রেম-উপহার।

বাজাও তবলা বাঁশী বেহালা সেতার,
এমন সুখের দিন কবে হবে আর,
ঘুমুর বান্ধিয়ে পায়, পেসোয়াজ দিয়ে গায়,
নাচ রে নর্ত্তকি, লয়ে ভঙ্গি মেলকায় ;
গাও রে গায়িকা গীত, দিব্য তান লয়ে,
হারায়ে ইন্দ্রের সভা ভারত-আলয়ে।

মেয়ো সনে রাজপুত্র বসেছে সভায়,
আলোময় কলিকাতা অধিপ-আভায় ;
দীপরত্ন অঙ্গে পরি, আভাময়ী এ নগরী,
প্রজার হৃদয়-আভা মিলিয়াছে তায়।
ধর্ম্মশীলা হিন্দুবালা ইন্দুনিভাননী
অলিন্দে দিতেছে দীপ দিয়ে হুলুধ্বনি।

প্রভাত

মঙ্গল-সাধন-হেতু বঙ্গ-বরাঙ্গনা
গুণপনা সহকারে দেছে আলপনা,
গন্ধপুষ্প দূর্ব্বাধান, সমাদরে করি দান,
মনসাধে সাধিতেছে ভূপ-উপাসনা।
ধন্য বঙ্গ-বিলাসিনী মঙ্গলনিধান,
কোথা সতী ভক্তিমতী তোমার সমান ?

রাজপুত্র সিংহাসনে, বড় শুভ দিন,
কে বলে ভারতে আর স্বাধীনতা-হীন ?
আপন নয়নে তুমি, দেখিলে ভারতভূমি,
আনন্দ সাগরে সব দেখিলে বিলীন ;
বলিবে বিলাতে গিয়ে শুভ সমাচার,
ভাসিয়াছে ভারতের ভক্তি-পারাবার।

কি দিব মহিষী-পদে সকলি তাঁহার,
লয়াল্টিলোটস্‌ লও ভারতের সার,
রাজভক্তি রসে গলি, ভিক্টোরিয়া জয় বলি,
করতালি দেহ সবে সুখে একবার ;
পাইলাম এত দিনে জননীর কোল
ভিক্টোরিয়া জয় বলি দেহ হরিবোল।

প্রভাত *

রাত পোহালো, ফরসা হলো,
ফুটলো কত ফুল,
কাঁপিয়ে পাকা, নীল পতাকা,
জুটলো অলিকুল।

পূর্ব্ব ভাগে, নবীন রাগে,
উঠ্‌লো দিবাকর,
সোণার বরণ, তরুণ তপন
দেখ্‌তে মনোহর।
হেরে আলো, চোক জুড়ালো,
কোকিল করে গান,
বৌ-কথা-কয়, কর্‌য়ে বিনয়,
ভাঙ্‌চে বয়ের মান ;
ঘরের চালে, পালে পালে,
ডাক্‌চে কত কাক,
পূজ-বাটীতে, জোর কাটিতে
বাজ্‌চে যেন ঢাক।
পতি বিরহে, পদ্ম দহে,
পদ্ম বিরহিণী,
ঝর্‌য়ে নয়ন, তিত্‌য়ে বসন,
কাট্‌য়েছে যামিনী ;
গেল রজনী, হাস্‌লো ধনী,
পতির পানে চায়।
মুখ চুমিয়ে, আতর নিয়ে,
যাচ্চে ঊষার বায়।
মাথা তুলি, মরালগুলি,
নদীর কূলে ধায়,
চরণ দিয়ে, জল কাটিয়ে,
সাঁতার দিয়ে যায়।
ঘোম্‌টা দিয়ে, ঘাটে বসিয়ে,
ছোট বোয়ের কুল,

মাজ্‌চে বাসন, বাজ্‌চে কাঁকন,
তাবিজ্‌ লঙ্গফুল ;
পরস্পরে, মধু স্বরে,
মনের কথা কয়।
ঘোম্‌টা থেকে, থেকে থেকে,
হাস্যির ধ্বনি হয়।
অনেক মেয়ে, গাম্‌চা দিয়ে,
ঘস্‌চে কোমল গা,
পশি জলে, মুখে বলে,
নিস্তার গো মা ;
উঠে কূলে, এলো চুলে,
বসে সুলোচনা,
মাটি দিয়ে, শিব গড়িয়ে,
কচ্চে উপাসনা।
কত কুমারী, সারি সারি,
তুল্‌চে কাণে দুল,
কানন হতে, কচুর পাতে,
আন্‌চে তুলে ফুল।
আস্তে ঝাড়ি তুঁষের হাঁড়ী,
আগুন করে বার,
খর্সান খেয়ে, লাঙ্গল নিয়ে,
যাচ্চে চাষার সার।
পান্তা খেয়ে শান্ত হয়ে,
কাপড় দিয়ে গায়,
গোরু চরাতে, পাচন হাতে,
রাখাল গেয়ে যায়।

গাভীর পালে, দোয় গোয়ালে,
দুধে কেঁড়ে ভরে,
গজ-গামিনী গোয়ালিনী,
বসে বাছুর ধরে ;
হাস্‌চে বালা, রূপের ডালা
মুচ্‌কে মধুর মুখ,
গোপের মনে, দুধের সনে,
উঠ্‌ছে কেঁপে সুখ।
গাছের তলে, বেড়ে অনলে,
বলে ববম্ বম্,
জটা-শিরে সন্ন্যাসীরে
মার্‌চে গাঁজার দম্।
তাড়ি বগলে, ছেলের দলে,
পাঠশালেতে যায়,
পথে যেতে, কোঁচড় হতে,
খাবার নিয়ে খায় ;
এই বেলা, সকাল বেলা,
পাঠে দিলে মন,
বৈকালেতে, গৌরবেতে,
রবে যাদু ধন।

['বঙ্গদর্শন', আষাঢ় ১২৭৯]

['সংবাদ-প্রভাকর', ২৫ মে ১৮৫৩ । ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১২৬০]

সত্যের মহিমায় পাপের পরাজয়।
এবং কবিতা পরিমাণের দোষ*

দীর্ঘ ত্রিপদী

দিবস হইল শেষ, নাহি কোথা রৌদ্র লেশ,
দিবাকর বসিবেন পাটে।
হেন কালে সরোবরে, শোভা হেরে মনোহরে,
মহিলারা জল লয় ঘাটে॥
বিমল কমল হাসে, আর রাজহংস ভাসে,
পাশে পাশে প্রিয়া হংসী যায়।
ষট্‌পদ মনোসুখে, পদ্মিনীর মধুমুখে,
চুম্বনেতে মকরন্দ খায়॥
বহে সমীরণ ধীর, কাঁপে কি না কাঁপে নীর,
স্থির শাখা, পাতা নড়ে সব।
শোভে ফুল চারি পাশে, মধু্ আশে অলি আসে,
স্বরে করে আনন্দ উৎসব॥
ভাঁজিয়ে মধুর তান, কোকিল করিছে গান,
শুনে প্রাণ বিমোহিত হয়।
শোভে ধার নব ঘাসে, নয়নের দোষ নাশে
কবির আসন সুখময়॥
সুশোভিত হেরে বারি, অশেষ বরণ ধারী,
কল্পনা দেবীর আগমন।
দেখেন সরসী সুখে, বচন নাহিক মুখে,
ভাবাকুল হোয়ে একমন॥

হেন কালে সেইখানে, সুমধুর মিষ্ট তানে,
এল এক কবি মহাজন।
মনে মিলাইছে পদ, চলে কি না চলে পদ,
দেবী কাছে দিল দরশন॥
রবহীন কবিবরে, নোলিত ললিত স্বরে,
কহে দেবী কথা মনোহর।
ওরে বাছা জাদুধন, শোন দেখি দিয়া মন,
যাহা বলি তোমার গোচর॥
দিবসেতে কুমুদিনী, অভাগিনী অনাথিনী,
বিরূপা মলিনী মনোদুখে।
নিশিতে তাহার বেশ, সুশোভিত বড় বেশ,
পবন হিল্লোলে দোলে সুখে॥
কুমুদিনী কেন দুখী, কিসেই বা পুন সুখী,
দিনে রেতে কেন ভেদাভেদ।
তুমি কবি বিচক্ষণ, বোলে এই বিবরণ,
কর মম মনোদ্বিধা ভেদ॥

কবির উত্তর

পয়ার

মানবের ভাগ্য এই, কুমুদিনী ফুল।
সত্যের স্বরূপ দিন, আলো অনুকূল॥
পাপ অনুরূপ নিশি, আঁধার আধার।
এ তিনে প্রকাশ করে, জগৎ সংসার॥
সত্য ধরে যত দিন, থাকে নরচয়।
তত দিন কভু নাহি, হয় সুখোদয়॥

নাহি পায় ভাল পদ, নাহি বাড়ে মান।
অধোমুখ দিবসের, কুমুদী সমান ॥
সত্য ছেড়ে যেই জন, পাপে হয় রত।
নয়ন নিমিষে পায়, সুখ শত শত ॥
মিছে কথা দিয়ে করে, ঋণ পরিশোধ।
স্বৈরিণীর সনে পায়, পরম আমোদ ॥
পরযশ হরে যশ, করে আপনার।
অতি নীচ তোষামদে, প্রিয় সবাকার ॥
পাপের অধীনে পারে, লইতে মেদিনী।
সৌভাগ্য প্রফুল্ল যেন, রেতে কুমুদিনী ॥
সত্যেতে মলিন সব, পাপে আমোদিত।
প্রবল পাপেতে সত্য, শেষ পরাজিত ॥
কুমুদীর সুখ দুখ, কিছু নহে আর।
পাপ পুণ্য ফলাফল, দেয় সমাচার ॥

দেবীর উক্তি

মধুমাখা কথা তব, মুখে বরিষণ।
সুললিত ভাষা শুনে, জুড়ালো শ্রবণ ॥
ভাবের সৌন্দর্য্য কিন্তু, নাহি দেখি তায়।
মজিল না মন তাই, তোমার কথায় ॥
কোথায় শুনেছ তুমি, সত্য পরাজয়।
পাপে কি কখন হয়, মনোসুখোদয় ॥
ধরায় পাপেতে হয়, সম্পদ নির্ব্বাণ।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান ॥

সুমেরু শিখর সত্য, দাঁড়ায়ে ধরায়।
ঝড় হোয়ে পাপ তারে, উড়াইতে চায় ॥

দূরে পড়ে যায় বায়, ঠেকিয়ে পাথরে।
পাপের কি সাধ্য বল, সত্যে জয় করে॥
যত জোরে লাগে বাত, মহীধর গায়।
অধশিরে তত দূরে, দূর হোয়ে যায়॥
সত্যের বিক্রমে পাপ, আপনি পলান।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

সত্য তেজ অনুরূপ, রবি তেজময়।
মেঘাকারে ঢাকে পাপ, তাহার উদয়॥
অক্ষয় তপন জ্যোতি, করে দরশন।
কেঁদে বরিষণ করি, করে পলায়ন॥
জলদে নাহিক আলো, চপলে যা পায়।
সেরূপ পাপের সুখ, না হইতে যায়॥
ভানু সম সত্য জ্যোতি, সতত সমান।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

শুনেছ ত্রেতায় দুষ্ট, রাক্ষস রাবণ।
করিল অনেক পাপ, বধে জনগণ॥
পাইল সম্পদ বলে, নাহি হয় শেষ।
কর দিত শচীনাথ, রবি শশী শেষ॥
মহাপাপী হোয়ে পরে, হরিল জানকী।
কত সুখ পেলে পরে, পরেতে জান কি॥
সবংশে হইল নাশ, খেয়ে রাম-বাণ।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান॥

পাপের পরাজয় এবং কবিতা পরিমাণের দোষ

দ্বাপরে চাতুরি করে, রাজা দুর্য্যোধন।
পাশায় হারায়ে পাণ্ডুবংশ দিল বন ॥
লইয়ে সকল দেশ, বসিল আসনে।
সত্য ধোরে পাঁচ ভাই, ভ্রমে বনে বনে ॥
পালন করিয়ে সত্য, এলো পাণ্ডুদল।
মেঘ ভঙ্গে রৌদ্র যেন, হইল প্রবল ॥
পাপের শরণে কুরু, না পাইল ত্রাণ।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান ॥

কলিতে কি হয় দেখ, মেলিয়ে নয়ন।
কত দেশ বোনাপার্ট, করিল দাহন ॥
খেদাইয়ে দেশ হোতে, নরপতিগণে।
এনেছিল সব রাজ্য, আপন শাসনে ॥
স্ববলে সম্রাট দলে, দিল বহু দুখ।
কোথা রৈলো অবশেষে, পাপার্জ্জিত সুখ ॥
পড়িয়ে ডিউক হাতে, খোয়াইল মান।
'যথা ধর্ম্ম তথা জয়' বিধির বিধান ॥

তাই বলি ওরে বাপু, নব কবিবর।
পাপের ক্ষমতা নাই, সত্যের উপর ॥
হয় নি, হবে না সত্য, কখন মলিন।
আনন্দে প্রফুল্ল মুখ, সম চিরদিন ॥
প্রথমে দেখিতে গেলে, সংসারের কাজ।
বোধ হয় পাপ সত্যে, সদা দেয় লাজ ॥
সুবিচার কর দেখি, সুধীর হইয়ে।
আলোচনা কর দেখি, জ্ঞানে ডাক দিয়ে ॥

অবশ্য দেখিবে তবে, মনের নয়ন।
সত্যের নীচেয় পাপ, সহস্র যোজন॥

কবির উত্তর

কালের গতিক তুমি, জান না কামিনী।
তাই মন্দ বল মোর, কবিতা নলিনী॥
স্বভাব অভাবে বল, কি ক্ষেতি আমার।
ভাষা দেখে ভাল মন্দ, কবিতা বিচার॥
শত শত ধরে গুণ, পদ্য সুলোচনা।
স্বর মাত্র সকলেই করে বিবেচনা॥
পাইয়ে কবিতা এক, আমি এক দিন।
ভাব বুঝিবারে ভাবে, হলেম বিলীন॥
ভাবিতে ভাবিতে ঘুমে, হইয়ে অজ্ঞান।
স্বপনেতে করিলাম, তার পরিমাণ॥
রচনা সরস বটে, ভাব বটে খাঁটি।
কঠিন ভাষার জন্যে করিয়াছি মাটি॥

দেবীর উক্তি

কালের এমন ভাব, কে বলে তোমায়।
ভুলেছ এখন তুমি, কাহার কথায়॥
পাগলেতে যাহা বলে, বিজ্ঞে যদি ধরে।
চলিত না কাজ তবে, সংসার ভিতরে॥
সুকবি পণ্ডিত যারা, তারা জানে বেশ।
কবিতার সার মর্ম্ম, ধর্ম্ম উপদেশ॥
ধর্ম্ম নীতি ঢাকা দিয়ে, মিথ্যার বসনে।
সহজে পাঠায়ে দেয়, মানবের মনে॥

মিথ্যা দূর হয় সাঙ্গ, যে হয় পঠন।
অনায়াসে বসে সত্য, হৃদয়ে তখন ॥
মিষ্টি ভাষা থাকে যদি, চরণে চরণে।
সুরস লাগে না শেষ, কারো আস্বাদনে ॥
বিষয় বুঝিয়ে হবে, ভাষার চলন।
স্বরে অর্থে রাখা চাই, সতত মিলন ॥
কাঠিন্য থাকিবে ভাষে, শাস্ত্রীয় কথনে।
কোমল সরল ভাষা, কামিনী বচনে ॥
ঝড়েতে কর্কশ বাক্য, হুহু করে ঘনে।
ধীরি ধীরি ওঠে পদ, মলয় পবনে ॥
সংগ্রাম বর্ণনে কথা, করে খন্ খন্।
ষষ্ঠী বাঁটা হাসি হাসি, বচনে রচন ॥
উচ্চ মন উচ্চ ভাবে, সদা সুখী হয়।
কাল কিন্তু ভাবে কালা, স্বর লয়ে রয় ॥
নর বিনা অন্যে ভাব, বুঝাতে না পারি।
নর সনে স্বরে কিন্তু, পশু অধিকারী ॥
স্বপনের বিবরণ, বুঝিয়াছি সার।
দিও না দ্বেষের ফুট, নয়নেতে আর ॥
নিজ আভা নিজগুণে, না হোলে প্রবল।
পর আভা ঢাকা দিলে, কি হইবে বল ॥
ভাষা আগে এই বার, ভাবে দেও মন।
দেখ না দেখ না আর, শুয়ে কুস্বপন ॥
উচ্চভাষা ভয়ে বুঝি, হয়েছিলে কাট।
দেয়ালা করেছ তাই, ষাট্ ষাট্ ষাট্ ॥

উপদেশ দিয়া দেবী, বাতাসে মিশায়।
মাথা নেড়ে কবিবর, নিজবাসে যায়॥
কোথা যাও কবি ভাই, ভাবিতে ভাবিতে।
আমরা পেরেছি কিন্তু, তোমায় চিনিতে॥
ব্যানা বনে বাস তব, বুনো কবি নাম।
বিলাতি তালের গাছ, ভাব দেখে থাম॥
আঁখি মুদে ভাব গিয়ে, আপনার স্থানে।
কেন চেয়ে কানা হও, বিভাকর পানে॥

এই পর্য্যন্ত

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।
হিন্দুকালেজের ছাত্র।

(সংবাদ প্রভাকর, ৯ আগষ্ট ১৮৫৩। ২৬ শ্রাবণ ১২৬০)

কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ

চোকে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই

নির্ম্মলবর্ণা সরলতা দেবীর পবিত্র ক্রোড়ে শয়নপরায়ণ হইয়া তদীয় প্রাণাধিক প্রাণপুত্র সরল কবি স্তন পানে সুমধুর নম্রতারূপ পয়ঃ পান করিয়া মাতৃগুণ প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধারণের মনোরঞ্জন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু নরনিচয়ের সুখ্যাতি শশাঙ্ক সম্যক্ নিষ্কলঙ্ক হয় না। একদা. সরলতা সুকুমারকে গৃহে রাখিয়া দিবসত্রয় জন্য তীর্থ পর্য্যটনে গমন করিলে তাঁহার সপত্নী হিংসা দেবী অবসরক্রমে সেই স্থানে আগমন করিয়া সরল শিশুর সরল রসনায় গরল দান করিলেন, যেহেতু এরূপে উভয় পরের অনিষ্ট এবং বালকের অমঙ্গল হওনের সম্ভাবনা।

চোকে আঙ্গুল দিয়া বুঝাইয়ে দিই

হিংসা ঘরে আসিয়াই সতীন-সুতে কোলে লইতে হস্ত প্রসার করেন। কিন্তু জন্মাবধি সরলতার বিমল বদন বিগলিত বিহিত বচন শ্রবণে একবার সুসংস্কার জন্মিলে সহসা কখন কেহ তৎসতা হিংসাদেবীর সুস্বাদু বিষাক্ত বচনে মোহিত হয় না। সুতরাং সরল কবি প্রথমত হিংসার ক্রোড়ে যাইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু অধিকক্ষণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকিতে পারেন নাই। ভোজ-বিদ্যাবিশারদা হিংসাদেবী এমন মধুর মধুর স্নেহবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, ধন, মান এবং সুখসম্পাদনের এমন সহজ সহজ উপায় দেখাইতে লাগিলেন, মনোবেদনার এমন আশু প্রতীকার করিতে লাগিলেন, যে সরল কবি কুহক কুআশা ঘোরে অন্ধ হইয়া দৌড়াদৌড়ি হিংসার কজ্জল কোলে উঠিলেন এবং গলা ধরিয়া মা, মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। হিংসাও প্রগাঢ় স্নেহের সহিত নূতন ছেলের মুখ চুম্বন করত মনোমত মন্ত্রণা দিতে প্রবৃত্তা হইলেন। তদবধি সতীনপোর প্রতি হিংসার এমন মায়া বসিল, যে, এক ভ্রূক্ষেপ কাল তাহার বদনসুধাকর না দেখিলে তিনি চারি দিক্ শূন্য দেখেন এবং উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকেন। এ জন্য 'মার চেয়ে ব্যথিত যে তারে বলে ডান'। সরল কোল ছাড়িয়া গরল কোলে আইলে শিশুর নাম সরল কবি পরিবর্ত্তে বুনো কবি হইল। তদনন্তর হিংসার মন্ত্রণায় বিহ্বল হইয়া তৎকোলে শয়ন করিয়া যে এক অপূর্ব্ব মনোহর স্বপ্ন দেখিলেন অজ্ঞানতাবশতঃ সেই স্বপ্নের কথা সর্ব্বসাধারণের প্রকাশ করিতে বিরত থাকিতে পারেন নাই। স্বপ্নে যাহা দেখা যায় অথবা মনের ভিতর যাহা চিন্তাযোগে আপনা আপনি উদয় হয় সে কেবল বাতাসে দুর্গ নির্ম্মাণ। তাহা মনে মনে রাখাই উচিত, কারণ প্রকাশ করিলে লোকে পাগল বলে'। হিংসার পালিত পুত্র এ সব না জানিয়াই সুমিষ্ট স্বপ্নবিবরণ সত্য বলিয়া পত্রে প্রকটন

করিয়াছেন। এক দিন সন্ধ্যাকালে সরোবর-তীরে এতৎ-স্বপ্নোপলক্ষে কল্পনা দেবীর সহিত তাহার কথোপকথন উপস্থিত হইবায় বাড়ী আসিতে কিঞ্চিৎ রাত্রি হয়, তাহাতে হিংসা দেবী নবপ্রসূত বৎসহারা গাভীর ন্যায় উন্মত্তা হইয়া নীচের লিখিত মত বিলাপ করিতে লাগিলেন।

হিংসা

রজনী হইল ঘোর, নাড়ী ছেঁড়া ধন মোর,
এখনো এলো না কেন ঘরে।
পোড়া জন্মে কুলনারী, বাহির হইতে নারি,
না পারি ডাকিতে উচ্চৈঃস্বরে॥
এক দণ্ড চাঁদমুখ, না দেখিলে ফাটে বুক,
নাহি সুখ প্রাণ উঠে মুখে।
কি করি কোথায় যাই, কোথা গেলে বুনো পাই,
আই ঢাই করে অঙ্গ দুখে॥
দুধের গোপাল বাছা, সব ছেলে মধ্যে বাছা,
সতত মায়ের আজ্ঞাকারী।
হয় সদা সঙ্গোপন, অধ্যয়নে দেয় মন,
সদা সৎ আচরণচারী॥
পড়িয়াছে ইতিহাস, বেদব্যাস কীর্ত্তিবাস,
পাঁজি পুথি কিছু বাকী নাই।
চারি যুগ সমাচার, শুন গিয়া মুখে তার,
বলে সব বোসে এক ঠাঁই॥
মুখ-অগ্র রামায়ণ, নহে কিছু বিস্মরণ,
বিবরণ মুখে মুখে বলে।
রাম-সীতে লোয়ে শিরে, বোধ হয় বুক চিরে,
রাখিয়াছে দেখাতে সকলে॥

এমন সোণার ছেলে, থাকিতে কি পারি ফেলে,
কখন্ আসিবে বাছা-ধন।
ক্ষীরে স্তন হোলো ভারি, আর যে থাকিতে নারি,
যাদু পান করিবে কখন্॥
পাড়ার বালকগণে, পেলে মোর বাছাধনে,
কাণাকাণি করে হেসে হেসে।
অতি শান্ত বাছা মোর, যুবাদলে যেন চোর,
অঘোর আমার উপদেশে॥
বলিয়াছি বুঝাইয়ে, রবে মুখে গুও দিয়ে,
লুকাইয়ে করিবে আঘাত।
কেহ বুঝি পেয়ে টের, কোরেছে বিষম ফের,
নহিলে কি জন্য এত রাত॥
প্রতিদিন যাদুমণি, অস্তে গেলে দিনমণি,
অমনি আসিত মোর কোলে।
করিয়ে দিয়েছি কাচ্, তবে কেন হেন কাচ্,
কি জানি পড়িল কোন্ গোলে॥
ওই যে আসিছে যাদু—

কাঁদিতে কাঁদিতে ছেলের আগমন

পয়ার

ও কি ও কি, ও মা ও মা, কান্না কেন ধন।
কে বোলেছে মন্দ কথা, বল বিবরণ॥
তুমি যে আদুরে ছেলে, ঘরের সোহাগ।
তোমা বিনে মম ধনে, কারু নাহি ভাগ॥
বাপের ঠাকুর যাদু রায়, মরি মরি।
কেন কেন কান্না কেন, এস কোলে করি॥

কে বলেছে কটু কথা, মুখে ছাই তার।
বাপ্ ধন বাছা মোর, কেঁদো নাকো আর ॥

বুনো কবি

জননি জিজ্ঞাসা করি, বল বিবরণ।
পরেতে বলিব মম, কাঁদার কারণ ॥
করিলাম কবিতা রচনা, তিন জনে।
অর্পণ করিল রবি, তাহা সাধারণে ॥
পাঁচ জনে পাঁচ কথা, বলিতেছে তায়।
চুপি চুপি তুমি তবে, বলিলে আমায় ॥
'অপর দুজনে যাহা, কোরেছে রচন।
তুমি বাপু কর তার, বিচার এখন ॥'
তব বোলে মুগ্ধ হোয়ে, করিলাম তাই।
আদেশের অভিপ্রায়, শুনিবারে চাই ॥

হিংসা

আমার বাসনা যাদু, তোমায় করিতে সাধু,
শুধু নয় স্বগুণ গৌরবে।
ছুপে রাখি পর যশ, কাদা করি পর রস,
মাটি দিই পরের সৌরভে ॥
বাড়াইতে তব মান, কবিতার পরিমাণ,
করিবারে কোরেছি আদেশ।
তা হইলে লোক সব, করিবেক অনুভব,
কবিশূন্য হয়েছে এ দেশ ॥
তুমিই কবির সার, কাব্য লেখ একবার,
আর বার কর পরিমাণ।

সাপ হোয়ে কামোড়াও, ওজা হোয়ে পরে যাও,
সহজে কাজেই বাড়ে মান ॥
বঙ্গ দেশে লোক নাই, তুমিই কবির চাঁই,
সকলেই ভাবে কাজে কাজে।
আপনার গুণ যত, ভাল বল মনোমত,
পরগুণ ফেলো ভ্রম মাঝে ॥
যদি কারো ভাল দেখ, তার পক্ষে মন্দ লেখ,
সবার নীচেতে ফেলো তারে।
অপরের সুকিরণ, করিবারে নিবারণ,
এই বিধি আমার বিচারে ॥

বুনো কবি

কেমন কেমন লাগে, এ কথা আমায়।
করি নি সুযুক্তি আমি, তোমার কথায় ॥
তিন পত্র তিন জনে, লিখিনু যতনে।
প্রভাকর পাঠাইল, তাহা সাধারণে ॥
সাধারণ অভিপ্রায়, শুনিতে সকলে।
কাণ বাড়াইয়ে আছে, পাঠকের দলে ॥
কবিতা সবিতা রবি, তিনিও নীরবে।
কোন্ ভাবে কোন্ কবি, সাধারণে লবে ॥
মাঝে পোড়ে আমি কেন, তুলিলাম মাতা।
মাতা হোয়ে মেরি মাতা, খেলে ওগো মাতা ॥
বাদী প্রতিবাদী আসি, বিচার আলয়।
বিচারের তরে হুয়ে, উপস্থিত হয় ॥
বিচারপতির কথা, না হইতে শেষ।
বাদী যদি প্রতিবাদী প্রতি করে দ্বেষ ॥

খপ্ করে ওঠে যদি, বিচার আসনে।
দুই হাত তুলে যদি, বলে সাধারণে॥
আমার বিচারে আমি, করি অনুমান।
প্রতিবাদী মিথ্যাবাদী, বাদীর কল্যাণ॥
তখনি সে হয় তথা, হাসির আস্পদ।
সবে ভাবে ভুলক্রমে, হোয়েছে দ্বিপদ॥
আমিও সেরূপ মাতা, কোরেছি অন্যায়।
শিষ্য হোয়ে গুরুনাম, লিখিয়াছি গায়॥
বিশেষ জিজ্ঞাসা করি, জননী তোমায়।
কে আদি দ্বিতীয় কেবা, জানিলে কোথায়॥
আমি বা রোলেম্ কোথা, বিচার সময়ে।
"ঐ আমি কি আমি আমি" গেছে ভুল হয়ে॥

হিংসা

বাপ রে সোণার বাছা, তোমার বয়স কাঁচা,
বোঝ না রে জননীর বাণী।
কবি বটে তিন জন, তুমি মোর প্রাণ ধন,
তার মধ্যে একজন জানি॥
যতনে তোমারে ধন, করিলাম সঙ্গোপন,
মাপের লেখনী দিনু হাতে।
তুমি তায় হোলে ভারি, কবি পরিমাণকারী,
নাবিলে না ও দুয়ের সাতে॥
উঠিলে ছাড়িয়ে ভূমি, শাখায় কুরঙ্গ তুমি,
বোসে দেখ কবিদের মাঝে।
উপরেতে বোসে থাকি, সকলেরে দিলে ফাঁকি,
মানী হোলে জনের সমাজে॥

কে আদি, দ্বিতীয় কেটা, ভাবিয়ে দেখি নি সেটা,
এই মাত্র করিলাম মনে।
এসো বলি কাণে কাণে, পাছে আর কেহ জানে,
মনে রাখ গোপনে গোপনে ॥

কাণে কাণে ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন।

বুনো কবি

যা বল তা বল-মাতা, কথা ভাল নয়।
তব উপদেশ নিতে, মনে সন্দ হয় ॥
এ আদি, দ্বিতীয় ইটি, বলিলে কি হবে।
পড়িলে কুঁদের মুখে, বাঁক নাহি রবে ॥
একদল ভুক্ত মোরা, দুই তিন জন।
আমার বিচার করা, বিচার লঙ্ঘন ॥
ওরূপ কথায় কারো, মন্দ নাহি হয়।
বিশেষ বলেন তাহা, পোপ মহাশয় ॥

"Envy will merit as its shade pursue,
"But, like a shadow, proves the substance true ;
"Wit envied, like the sun eclipsed, makes known
"The opposing body's grossness, not its own.

হিংসার সহিত বুনো কবির এইরূপ মনান্তর হওনের সূচনা হইলে পরিহাস নামে জনেক বয়স্ত আসিয়া তাঁহাকে বেড়াইতে ডাকিয়া লইয়া গেল।

পরিহাস

এসো এসো বুনো বাবু, বেড়াইতে যাই।
এদিনে লিখেছ ভাল, ভ্যালা মোর ভাই ॥
সে সব হাসির কথা, সরস শুনিতে।
জান না রে মুখে পড়ে, মাথায় মুড়িতে ॥

"কমলিনী" বিবরণ, বলিলে কেমনে।
রাগ কেন বল দেখি, কি ভেবেছ মনে॥

বুনো কবি

দেখ না দেখ না ত⋯⋯নাহি সয়।
কমলিনী কাছে ছোঁড়া দিবা নিশি রয়॥
রাগেতে গুমুরে মরি, থাকি মনে মনে।
কি গুণে মজিল পদী ভ্রমরার সনে॥

পরিহাস

ধর্ম্মশীলা কমলিনী, হরিণলোচনা।
রূপবতী অতিসতী, পতিপরায়ণা॥
বিধির কৃপায় পেয়ে, এমন রতন।
দিবা নিশি করে কবি, সুখ আলাপন॥
এ দেখে শিহরে অঙ্গ, দ্বেষেতে তোমার।
বেহাত্‌ তোমায় কিন্তু, করে দেশাচার॥
মিসর দেশের রীতি, থাকিলে এখানে।
কমলিনী নাহি যেতো, আর কার স্থানে॥

বুনো কবি

পরিহাস, পরিহাস, কেন কর ভাই।
কি বলিতে, কি বলেছি, ভাবিয়ে না পাই॥

পরিহাস

বেশ বেশ ও কথায়, কাজ নাই আর।
কি ভাবে বলদ তুমি, কর ব্যবহার॥
বর্লদেতে সেই অর্থ, সকলে লয়েছে।
যাতে লোক অধিকারী, বাচুর হয়েছে॥

এ অর্থে বলদ তুমি, যদি লিখে থাক।
বৃথা কেন শাক দিয়ে, আর মাচ ঢাক॥
তব দ্বেষ স্পষ্ট ইথে, হইবে প্রকাশ।
না কিছু তোমার আছে, গোপন আভাষ॥

বুনো কবি

No, no, ভাই, আমি নই, এমন অসার।
ও অর্থে, বলদ, আমি, করিব ব্যাভার॥
যার বলে হয় লোক, গোরু অধিকারী।
আমি কি সে অর্থ কভু, শব্দে দিতে পারি॥
বলদ অর্থেতে হয়, যেই দেয় বল।
জলদে যেমন অর্থ, যেই দেয় জল॥
পাছে লোক ভাবে আমি, বলদ বলেছি।
নোট কোরে সার অর্থ, নীচেতে লিখেছি॥

পরিহাস

ভাল ভাল যেতে দেও, ও সব বচন।
জিজ্ঞাসা তোমায় করি, এক বিবরণ॥
তব লেখা অনুসারে, হোতেছে প্রকাশ।
এসেছিল মিত্র বাবু, শ্বশুরের বাস॥
তোমায় রাগত কিন্তু, দেখিয়ে জামাই।
জষ্টি ষষ্টি বিরচনে, কোরেছে কামাই॥
এবার কিরূপ হোলো, জানিতে না পাই।
পত্রেতে আভাস দিয়ে, ভাল কর নাই॥
কেমনে আইল, মিত্র বন্ধু, কয় জনা।
কেমনে লইল নারী, করিয়ে বন্দনা॥

কি বোলে, নে গেল, দাসী, বাড়ীর ভিতরে।
কি বলিল শালি মুখ, ঢাকিয়া অম্বরে ॥
শালাজ কেমন দিল, ছুদ্ মিঠে আঁব।
কি কথা বলিল মিত্র, দেখে তার ভাব ॥
কিরূপ কৌতুক হোলো, শয়ন আগারে।
কি কথা কহিল কান্তা, সেতারের তারে ॥
তোমার কারণ ভাই, তোমার লিখনে।
বঞ্চিত হয়েছি মোরা, সব বিবরণে ॥
লিখিয়াছ জান তুমি "বেশের বিষয়"।
এ সব বলাও তব, উপযুক্ত হয় ॥
স্বচোকে সকলি তুমি, দেখিয়াছ ভাই।
আদি অন্ত তব কাছে, শুনিবারে চাই ॥

বুনো কবি

যাও যাও জ্বালাতন, কোর না আমায়।
মন্দ কথা ছেড়ে দাও, পড়ি তব পায় ॥

হাসিতে হাসিতে উড়ে, গেল পরিহাস।
ফিরে যায় কবিবর, আপন আবাস ॥

এখানে চট্টো, মিত্র সমভিব্যাহারে সরলতা দেবী ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রিয়তম জীবনাধিক সরল কবিকে না দেখিতে পাইয়া নগর পর্য্যটনে গমন করিয়াছে বিবেচনায় উপস্থিত কবিদ্বয় সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন।

সরলতা

তার পরে কি হইল, বল বল বল।
শুনিয়ে এ সব কথা, হৃদয় চঞ্চল ॥

তিন দিন হয় নাই, করেছি গমন।
এর মধ্যে এত কাণ্ড হোয়েছে ঘটন॥

চট্টো কবি

তিন দিন বহু কাল, পেলে তিন পল।
করিতে পারেন দ্বেষ, সাগরে অনল॥
পথেতে শুনেছ মাতা, সব বিবরণ।
এখন উপায় বল, যাহাতে মিলন॥

মিত্র কবি

উপায় ভাবনা ভাই, ভাবিতে হবে না।
মায়ের স্মরণে দ্বেষ, রবে না রবে না॥
এ ভবনে তিন জনে, হোলে দরশন।
নয়ন নিমিষে হবে, সরল মিলন॥

সরলতা

অধীর তোমরা বাছা, হও নি নিপুণ।
ব্যস্ত হোয়ে কর গ্রাস, হিংসার আগুন॥
মমালয় থাক সবে, পরম সন্তোষে।
পতিত হবে না কেহ, কভু কোন দোষে॥
সতত থাকিব আমি, ব্যাপিয়া ভবন।
ছেড়ে আর এসো এসো, এসো বাছাধন॥

সরল কবির আগমন*

বল দেখি বিবরণ, বিস্তার করিয়ে।
ভেয়ে ভেয়ে দ্বেষাদ্বেষ, কিসের লাগিয়ে॥

* হিংসাও গিয়াছে, দ্বুলো কবি নামও গিয়াছে।

সরল কবি

আলয়ে কখন মার, হোলো আগমন।
তোমা ছুয়ে যোড় করে, করি সম্ভাষণ॥
কি বলিব জননি গো, বাক্য নাহি সরে।
বিবাদে পেয়েছি ব্যথা, সরল অন্তরে॥
কিন্তু মা গো পথ দিয়ে, আসিতে ভবনে।
তব পুণ্য অনুরূপ, পোড়ে গেল মনে॥
অমনি দাহন হোলো, কলহ কণ্টক।
সহসা ফুটিল মনে, মিলন চম্পক॥
খাইল কাঁটার ছাই, ভ্রমের অর্ণব।
বলিতে সে সব মাতা, হলেম নীরব॥
প্রিয়বন্ধু কবি ভ্রাতা, দেখি দুই জন।
তোমার প্রসাদে মাতা, হইল মিলন॥

চট্ট কবি

মোহিত হইল মন, সরল মিলনে।

মিত্র কবি

এই স্থানে অদ্যাবধি, রব তিন জনে॥

সরলতা

এমন মিলন বাছা, হবে কাজে কাজে।
স্বভাব অভাব নহে, তোমাদের মাঝে॥
বিশ্বপাতা বিশ্বপিতা, ভেবে দেখ মনে।
সে কারণ ভাই ভাই, তোরা তিন জনে॥
তিন বিদ্যালয় হয়, এক সভাধীন।
হইয়াছ ভাই ভাই, তাহাতেও তিন॥

বিরচন করি তিনে, দেহ এক ঠাঁই।
এতেও তোমরা তিনে, হও ভাই ভাই॥
কবিতায় উপদেশ, লহ রবি কাছে।
ভাই ভাই বাঁধাবাঁধি, ইথে আরো আছে॥
করো না করো না তাই আর দ্বেষাদ্বেষ।
তিন মিলে কর চেষ্টা, তুষিতে স্বদেশ॥

বিবাদ বাড়বানলে, ঢালিয়ে সলিল।
সরলে সরলে হলো, সুখের সুমিল॥
সম্ভাষণ আলাপন, করে তিন জন।
সুখের সাগরে ভাসে, সরলের মন॥
অমিয় বচনে মাতা, তুষিল সকলে।
শিশির পড়িল যেন, নব চারাদলে॥
অবশেষে লোয়ে তিনে, সরল সুধীর।
তপনে অর্পণ করি, হইলেন স্থির॥

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র
হিন্দুকালেজ।

(সংবাদ প্রভাকর, ১৭ নভেম্বর ১৮৫৩)

কালেজীয় কবিতা যুদ্ধ

হাতে হাতে পাপের ফল

এ দেশের দেশাচার করিলে বিচার।
পরিতাপ তাপে হয় হৃদয়ে বিকার॥
বিধিবৈধ বিধি যাহা হয় অনুমান।
তাহার আচার দোষে না হয় বিধান॥

শিশুকালে পরিণয় হোলে সম্পাদন।
কত রূপ ঘটে মন্দ, কে করে গণন॥
আরো তায় বিদ্যাহীন যদি হয় নারী।
অনিষ্ট উদয় কত বলিতে না পারি॥
পবিত্র বলিয়ে সবে, ভাবে লোকাচার।
অভয়ে অবজ্ঞা করে, মনের বিচার॥
পিতা পিতামহ যাহা, করে নি কখন।
তাহা করিবারে কারো, নাহি সরে মন॥
সেকালে সকলে মনে, করিত বিশ্বাস।
অবনী বেড়িয়া রবি, ঘোরে বার মাস॥
জ্ঞানের প্রভাবে কিন্তু, নির্ণয় এখন।
সূর্য্য বেড়ে করে ধরা, সতত ভ্রমণ॥
পূর্ব্ব-পুরুষেরা ইহা, মানিত না মনে।
এ সব বিশ্বাস তবে, হতেছে কেমনে॥
চলিত আচার দোষ, দেখিতেছ সবে।
লোকাচার কারাগারে, বাঁধা কেন তবে॥
শিশুকালে পরিণয়, কর পরিহার।
বিধবারে দিতে পতি, কর দেশাচার॥
বিশেষ বিনয় সহ, এই অভিলাষ।
রামা-মন হোতে কর, আঁধার বিনাশ॥
সকল সুখের ভাগী, রমণী রতন।
তার পরিতোষে সুখী, মানবের মন॥
বিদ্যারত্ন মহাধন, মনের নয়ন।
জীবনের সার ভাগে, কর বিতরণ॥
বিদ্যা আভা বিনা রামা, ভাবে বিপরীত।
কুলটা হইতে দোষ, না ভাবে কিঞ্চিৎ॥

পড়ে দেখ নীচের কাহিনী সাধুজন।
প্রমাণ হইবে তবে, আমার বচন ॥
চঞ্চলা নামেতে এক, রাজার নন্দিনী।
বিদেশী পতির তরে, চির বিরহিণী ॥
কুসুমে বাঁধিয়া নাথ, গিয়েছে প্রবাসে।
চঞ্চলা চঞ্চলা বড়, তার আসা আশে ॥
উথলিল সময়েতে, জাহ্নবী যৌবন।
তটে বোসে আছে বালা, উচাটন মন ॥
নায়ক নাবিক বিনে, তরিবে কেমনে।
ডোবে বুঝি অবলার, জীবন জীবনে ॥
এক দিন সহচরী, সঙ্গে রসবতী।
কহিতেছে হাসি-মুখে, মধুর ভারতী ॥
দেখেছিলি তোরা কি লো, তাহারে বাজিয়ে।
যার সনে বাবা মোর, দিয়াছেন বিয়ে ॥
নবীন বয়স কি না, দেখিতে কেমন।
বল্ না জানিস যদি, তার বিবরণ ॥
মনে প্রেম ফোটে কি না, দেখিলে তাহারে।
প্রাণ কেড়ে লয় কি না, নয়নের ঠারে ॥
জনেক প্রবীণা সখী, করে নিবেদন।
শোন শোন বিধুমুখি, আমার বচন ॥
বরমাল্য যার গলে, দিয়াছ চঞ্চলা।
দেখিয়া তাহার রূপ, চপলা চঞ্চলা ॥
তব পিতা মনে ভাল, বুঝেছিল তায়।
হাতে হাতে তারে তাই, দিয়াছে তোমায় ॥
মন মিল কথা কিন্তু, কে বলিতে পারে।
যত দিন থাকে ছুয়ে, অজ্ঞান আঁধারে ॥

বালক বালিকা করে, মন বিনিময়।
পুতুলের বর কন্যা, অনুমান হয়॥
আর এক সহচরী, হাসিয়া হাসিয়া।
কহিতেছে মৃদুস্বরে, নিকটে আসিয়া॥
আজ কেন আদরিণি, বিমনা এমন।
পতি নামে কেন আজ, এত উচাটন॥
পাষাণ হৃদয় তার, বিফল জীবন।
ছেড়ে আছে ভুলে, আহা! তোমা হেন ধন॥
চঞ্চলা অধীরা হোয়ে, বলে তার পর।
মম মন নাহি কিন্তু, তাহার উপর॥
মনোমত নারী সেই, লয়েছে আবার।
দেখি দেখি মম মনে, কি হয় বিচার॥

ত্রিপদী

কিছু দিন তার পর, স্মর-শরে জ্বর জ্বর,
থর থর কলেবর কাঁপে।
একে সরস্বতী বাম, তাহাতে উদয় কাম,
পাপোদয় দ্বিগুণ প্রতাপে॥
পঞ্চশর নিবারণ, করিবারে জ্বলে মন,
অবলা চঞ্চলা পাগলিনী।
দূরে গেল ধর্ম্ম ভয়, কুলমান পরাজয়,
রমণী হইল কলঙ্কিনী॥
নিশিযোগে একদিন, চঞ্চলা সুমতিহীন,
বলিতেছে সহচরী কাছে।
তোরে ভাই বার বার, বলিতে না পারি আর,
বাঁচিবার উপায় কি আছে॥

শোন প্রাণ প্রিয়সই, তাহার উপায় কই,
বড় ঘরে বড় ভয় করে।
সঙ্গোপনে কোন জনে, আনিবারে এ ভবনে,
আছি আমি অন্তরে অন্তরে ॥
চঞ্চলা বলিল আর, সহে না যৌবন ভার,
বারেক ধরিতে লোক নাই।
জান কোটালের বাড়ি, কেমন নবীন দাড়ি,
দেখ দেখি তারে যদি পাই ॥
হেন কালে কোতয়াল, লয়ে ঢাল তরবাল,
আইল সাধিতে নিজকাজ।
মোহিত কোটাল স্বরে, পাইল আকাশ করে,
রাজকন্যা দিল লাজে লাজ ॥
আসিয়ে ধরিল হাত, বলে এস প্রাণনাথ,
পুরাও মনের অভিলাষ।
কোতয়াল শিহরিল, হাত ছাড়াইয়া নিল,
বলে ও মা এ কি সর্ব্বনাশ ॥
বুঝাইয়ে বলে বালা, শান্ত কর কামজ্বালা,
ঠেকিবে না তুমি কোন দায়।
মনোরম্য দেবালয়, হবে তথা সুখোদয়,
চল চল পড়ি তব পায় ॥
কামের করাল বাণ, তাতে এই যাচা দান,
কোটাল করিল মতি স্থির।
গলাগলি দুই জনে, চলিলেন সঙ্গোপনে,
উপনীত যথায় মন্দির ॥
দৃঢ়তর অঙ্গীকার, করে রামা বার বার,
পতির মুখেতে দিল ছাই।

ধন মন বিতরণে, লইলেন সঙ্গোপনে,
মনোমত বাপের জামাই ॥

পয়ার

দেবতামন্দির করি, প্রেমের মন্দির।
আনন্দে চঞ্চলা আছে, কিছু দিন স্থির ॥
সময়ে হইল শেষ, বিদেশ ভ্রমণ।
রাজার জামাই করে, দেশে আগমন ॥
কঠিন হৃদয়ে ছিল, ছাড়িয়ে রমণী।
বিরূপ দেখিতেছিল, শোভিত অবনী ॥
বড় আশে আসে আগে, শ্বশুর আলয়।
নানাভাবে নানাভাব, হৃদয়ে উদয় ॥
ছেড়ে দিয়ে অন্য কথা, সংক্ষেপ কারণ।
প্রবাসীরে দেখ সবে, প্রমদা সদন ॥
চঞ্চলার মন বাঁধা, কোটালের পায়।
পতির কথায় সে কি, কিছু সুখ পায় ॥
মন রাখা দুই এক, বলিয়ে বচন।
ঢুলে ঢুলে পড়ে বালা ঘুমের কারণ ॥
এত দিন পরে যদি, দিলে দরশন।
ফুরাও না এক দিনে সব বিবরণ ॥
তোমা বিনে বিরহিণী ছিলেন ভবনে।
অভ্যাস নাহিক তাই নিশি ... ॥
ঘুমাও ঘুমাও আজ ... ।
উঠিয়ে ও ঘরে ... ... ॥
কাছাছীন স্ত্রী ... ... ।
পতি ... ... ॥

জামাই ... ... ।
নাক [illegible] ... ... ॥
ভয় ভাবনায় ভরা, চঞ্চলার মন।
কোথায় গিয়াছে ঘুম, ছাড়িয়ে নয়ন ॥
ধীরে ধীরে পরিহার, করি নিজ ঘর।
চল চল চলিলেন, কোটাল গোচর ॥
এখানে কোটাল বসে, ভাবে মনে মনে।
এসেছে জামাই বুঝি, শ্বশুর ভবনে ॥
কিরূপে কেমন করে, হইবে প্রকাশ।
ল্যাভে হোতে এ দাসের হবে সর্ব্বনাশ ॥
চঞ্চলার ভাব ভক্তি, বুঝিয়া দেখিব।
অসম সাহসী কাজ করিতে কহিব ॥
হেন কালে রাজবালা, প্রবেশিল ঘর।
পিছন ফিরায়ে আছে, কোটাল সত্বর ॥
বিরস বদনে বালা, বলিল বচন।
কেন কেন কেন প্রাণ, ফিরালে বদন ॥
কোন অপরাধে বল, আমি অপরাধী।
সাদরে প্রণয়ে বল, কে হয়েছে বাদী ॥
মনের বিষাদ বল, ধরি দুটি পায়।
অবিলম্বে প্রতীকার, করিব উপায় ॥
মাতা হেট করে তবে, বলে দুরাচার।
এখন গিয়েছে নারী, গৌরব আমার ॥
এসেছে তোমার পতি, নবীন রাজন।
ছাই ফেলা ভাঙ্গা কুলা, এ জন এখন ॥
পতির সহিত সুখে, কাটায়ে শর্ব্বরী।
শেষ রেতে মিছে কেন, এসেছ সুন্দরী ॥

পুরাণ তেঁতুল বিচি, আমি হে এখন।
নব পতি সনে কর, রস আলাপন॥
যাইবার তরে পরে, উঠিয়ে দাঁড়ায়।
কাঁদিতে কাঁদিতে কন্যা, ধরিলেন পায়॥
সেই সর্ব্বনেশে বটে, আসিয়াছে আজ।
পথে কেন তার মুণ্ডে, না পড়িল বাজ॥
কাণাকাণি জানাজানি, নিবারণ তরে।
এতক্ষণ শয্যা-কাঁটা, সহি তার ঘরে॥
······সমান সেটা, বলিব কেমনে।
··· ··· লয় মম মনে॥
··· ··· হাত এগায়ে।
··· ··· ঘুমায়ে॥
··· ··· ···।
··· ··· ···॥
··· ··· ···।
করিয়ে রাখিব তারে, তোমার গোলাম॥
কোটাল বলিল তবে, শুন হে রূপসি।
মম বাক্যে তুমি যদি, এমত সাহসী॥
লয়ে মম তরবারি, ধরিয়ে স্বকরে।
পতিমুণ্ড আন গিয়ে, কাটিয়ে সত্বরে॥
চমকিয়া রাজকন্যা, উঠিল অমনি।
স্বামিশির কি করিয়ে কাটিবে রমণী॥
ভয় প্রকাশিলে পাছে, কোতয়াল রাগে।
অস্ত্র লয়ে ব্যস্ত হোয়ে, উঠিলেন আগে॥
অজ্ঞান নিশিতে যোগ, কাল কাম ঘন।
একেবারে দয়া শশী, হোলো আবরণ॥

ভাবিতে ভাবিতে রামা, ভবনে চলিল।
পতিমুণ্ড কাটি আনি, কোতয়ালে দিল॥
কোটাল বিস্ময় হোয়ে, সভয়ে কম্পিত।
বিবেচনা করিতেছে, চঞ্চলার রীত॥
কি করিব বিধুমুখি, ভাবিয়ে না পাই।
দেশ ত্যাগ করি চল, দেশান্তরে যাই॥
তোমার কলঙ্ক হবে, মম প্রাণ নাশ।
এই রাত্রে চল যাই, ছাড়িয়ে আবাস॥
অগতি যুবতী সায়, কাজে কাজে দিল।
উপপতি হাত ধরে, নিশিতে চলিল॥
যাইতে যাইতে পথে, নদী দরশন।
কেমনে হইবে পার, ভাবিছে তখন॥
কোথায় তরণী বল, কোথায় নাবিক।
এ বেশেতে ডাকাডাকি, বিপদ অধিক॥
কোটাল বলিল ওহে, এ যে বড় দায়।
সন্তরণ বিনা আর, না দেখি উপায়॥
উলঙ্গ হইয়ে বাঁধ, বসনে ভূষণ।
জলে দাঁড়াইয়ে থাক, এক অনুক্ষণ॥
ও পারে এ সব আগে, আসিব রাখিয়ে।
পরেতে সাঁতার দিব, তোমারে লইয়ে॥
অম্বু অম্বরেতে লাজ, করি সম্বরণ।
খুলিয়া দিলেন ধনী, বসন ভূষণ॥
বস্ত্র অলঙ্কার লয়ে, কোটাল নির্দ্দয়।
অপর পারেতে গিয়ে, উপস্থিত হয়॥
ও পারে থাকিয়া পরে, পাপিনীরে বলে।
কেন কেন রামা আর, দাঁড়াইয়ে জলে॥

উপপতি পেয়ে পতি, দিলে বলিদান।
দুরাচারী নাহি নারী, তোমার সমান॥
মনোমত প্রাণকান্ত, বাছিয়া নবীন।
আমায় আহুতি ধনি, দেবে কোন দিন॥
আর দেখ রাজবালা, ভাবিয়ে অন্তরে।
অধম কোটাল আমি, জন্ম নীচ ঘরে॥
দেশেতে মানুষ ধনি, পেলে না লো আর।
বাছিয়া অবিদ্যা তুমি, হইলে আমার॥
তোমার উদরে মোর, জন্মিলে কুমার।
দেশেতে হইবে নারী, অসুখ অপার॥
অধমের অবিদ্যার ছেলে, সেই হবে।
ছোট মুখে বড় কথা, অনায়াসে কবে॥
গায় পড়ে কলহের, করিবে সোপান।
জন্মদোষে না রাখিবে, মানীদের মান॥
তাই বলি চন্দ্রাননি, শুন হে বচন।
তব সঙ্গে অনুচিত, করা আলাপন॥
যাও যাও বৃথা কেন, আর বল চাও।
হাতে হাতে পেলে ফল, বাড়ী গিয়ে খাও॥
এই বলে কোতয়াল, করে পলায়ন।
জীবনে যুবতী ভাবে, বিষাদিত মন॥
হেন কালে সেই স্থলে, দেখহ কৌতুক।
মাংস মুখে করি এক, আইল জম্বুক॥
তটেতে বেড়ায় শিবা, জল পানে চায়।
ভাসিতেছে মীন এক, দেখিবারে পায়॥
কূলে মাংস রেখে জলে, লোভেতে নাবিল।
সভয়ে সজীব মাচ, জলে পলাইল॥

নকুলে কূলের মাংস, করিল হরণ।
ফিরে আসি শৃগালের, বিরস বদন ॥
আদি অন্ত চঞ্চলার, নয়ন গোচর।
উপহাস করি পরে, বলিল সত্বর ॥
কি দেখ শৃগাল, মাংস লয়েছে নকুল।
এ কূল ও কূল তব, গিয়েছে, দুকূল ॥
শৃগাল উত্তর করে, লোহিত লোচন।
কোন্ মুখে কালামুখি, কহিলি বচন ॥

আত্মচ্ছিদ্রং ন জানাসি পরচ্ছিদ্রানুসারিণী।
জারস্বার্থে পতিং হত্বা জলে তিষ্ঠতি নগ্নিকা ॥

ভয়ে ভীতা হোয়ে কন্যা, না গেল ভবনে।
নিলেন সুখের ভেক, সুখ বৃন্দাবনে ॥

[ইহার অবশিষ্টাংশ পরে হইবে]

(সংবাদ প্রভাকর, ১৮ নবেম্বর ১৮৫৩)

আমারদিগের বুনো কবিটি প্রায় চঞ্চলার মত চপল। আপনার দোষে অন্ধ কি পরের দোষে তাঁহার চারিটি চক্ষু, বিবাদ কখন একজনে সম্ভবে না, এক হস্তে কখন তালি বাজে না, প্রস্তরের সহিত ইস্পাতের সংযোগ ব্যতীত কখন অনল উৎপত্তি হয় না। আমার যত দোষ তিনি তাহা গত পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহার দোষ আছে কি না আমি বলিতে চাহি না, যথার্থ বিচার-কারকদিগের নিকট কিছুই অবিদিত থাকিবেক না।

কবিবর এরূপ কলহ করিতে আমাকে নিরস্ত হইতে লিখিয়াছেন, সুখের বিষয় বটে, কিন্তু তিনি কি জানেন না যে,

আমি অনেক দিন "বিষাদ বাড়বানলে সরলতা সলিল" সেচন করিয়াছি, তাঁহার তো উপদেশ দেওয়া নয়, উপদেশ ছলে মনের ঝাল মিটান। গালাগালির সহিত উপদেশ প্রদান করা কিরূপ সভ্যতা তাহা আমরা "অসভ্য" কিরূপে বুঝিতে পারিব। একজন সভ্য সুবাণীর পুত্র রস আকাঙ্ক্ষায় বলিয়াছিল "কালা শিউলি রস দিবি" তাহাতে শিউলি উত্তর করিল "আহা! যে মধুর বচন, রস ছেড়ে গুড় দিতে ইচ্ছা করে।"

হে অধিকারী মহাশয়, যদ্যপি বিবেচনা করিয়া দেখেন, তবে আমি কখনই "মা মাসী" তুলিয়া গাল দিই নাই, বরং আপনি এ বিষয়ে দোষী হইয়াছেন, যেহেতু বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে "বিনা আয়াসের ছেলে" বলিয়া আপনার কুচ্ছনৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আপনার পক্ষে এসকল অতি সহজ কথা, কেন না, আপনি যাহার গর্ভজাত বলিয়া স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, বোধ করি এই ভ্রমকূপে নিপতিত হইয়াছেন।

আপনার অল্পবয়সে এত আত্মাভিমান কেন, ইহার কারণ বুঝিতে পারিলাম না। তুমি কি বিবেচনা করিয়াছ তুমি সূর্য্য আমি রাহু, আপনার কি নিশ্চয় বোধ হইয়াছে, আমি নীচ, আপনি সুবোধ, মহাশয় কি যথার্থ জানিয়াছেন মাদৃশ লোকেরা আপনার যোগ্য নয়। এ সকল জাগ্রদবস্থায় স্বপ্নে আপনার দৃঢ় প্রত্যয় হইয়া থাকিবে নতুবা সাধারণ পত্রে প্রকাশ করিতেন না। যদ্যপি "নীচের" কথা হাস্য করিয়া না উড়ান তবে মহাকবি কালিদাসের অভিমানশূন্যতার বিষয় শ্রবণ করুন, "তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, যেমন বামন উন্নত পুরুষ-প্রাপ্য ফল গ্রহণাভিলাষে বাহু প্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ অক্ষম আমি কবিতা কীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি,

উপহাসাস্পদ হইব” দ্বারি বাবু,* আর একটি অনুরোধ, এই শ্লোকটি পড়িবেন।

দিব্যং চূতফলং প্রাপ্য ন গর্ব্বং যাতি কোকিলঃ।
পীত্বা কর্দ্দমপানীয়ং ভেকো মকমকায়তে॥

সুন্দর রসাল পেয়ে কোকিলের কুল।
কখন না হয় তারা গর্ব্বেতে ব্যাকুল॥
ভেকের স্বভাব দেখ ভাবিয়ে অন্তরে।
কাদা জল খেয়ে গর্ব্বে মক মক করে॥

তোমাকে আর শুনাইতে চাহি না কারণ অধিকক্ষণ "নীচের" কথা শুনিলে আপনার গৌরবের হ্রাসতা হইতে পারে।

বুনো কবির কেমন নির্ব্বিরোধী স্বভাব গালাগালি না দিয়া এক দণ্ডও থাকিতে পারেন না। মিত্র কবিকে সূর্য্য সম্বোধন পুরঃসর কতকগুলিন কটুবচন বলিয়াছেন। যথা

হে সূর্য্য তোমার কামিনী সকলকে বাস দেয়, তুমি মলমূত্র খাও, তুমি কন্যা হরণ কর, ইত্যাদি এ সকল গালাগালির উত্তরে কালেজের সভ্যতানুসারে গালাগালি নয় বরং সূর্য্যের সদগুণ, এবং পাছে পাঠকবর্গ বুনো কবিকে এ সকল গুণে বঞ্চিত বিবেচনা করেন, তিনি গালাগালির কিঞ্চিৎ পরেই আপনাকে সূর্য্য বলিয়া স্বগৌরব উচ্চ করিয়াছেন।

বুনো কবি লিখিয়াছেন মিত্র কবি যদ্যপি পুনর্ব্বার তাঁহার বিপক্ষে লেখনী সঞ্চালন করে তবে তিনি প্রত্যুত্তর দানে বিরত হইবেন, এবং "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে" ইহা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিবেন। এতদিন তবে কি মিত্র কবিকে উচ্চ বোধ করিয়া কুচ্ছশর নিক্ষেপ করিতেছিলেন না।

* কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র—দ্বারকানাথ অধিকারী।—সম্পাদক

ফলভোগের অভিলাষ ছিল। নীচের কথায় সুবুদ্ধিরা রাগ করেন না, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু মিত্র কবির কথায় বুনো কবি একবার ছাড়িয়া দুই বার রাগ করিয়াছেন, তবে কাজে কাজেই, হয় মিত্র কবি উচ্চ, নয় বুনো কবির বুদ্ধি নাই, কিন্তু মিত্র কবি উচ্চ নয়, সুতরাং—হে কবিবর ও কথা কি এখন খাটে, গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল দিলে কি বাঁচে, নাচিতে আসিয়া ঘোমটা দিলে কি লজ্জাশীলা বলে। চারি পাঁচ লম্ফের পর ফলের আশায় নিরাশ হইয়া ফল পরিত্যাগ করিয়া যাওন কালীন, "নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে" বলা অপেক্ষা "Grapes are sour" বলিলে বলিতেও হইত ভাল শুনিতেও হইত ভাল।

কৃষকেরা বীজ বপনাগ্রে কর্ষণ দ্বারা এবং বারি সেচনে ভূমিকে কোমল করে, কেহ তাহাতে প্রস্তর এবং অঙ্গার ক্ষেপণ করে না। সদুপদেশ বীজ স্বরূপ, জনগণের মনঃক্ষেত্রে রোপিত হয়, সুতরাং উপদেশরূপ বীজ বপনাগ্রে মিষ্টকথারূপ বারি দ্বারা মনঃক্ষেত্র নরম করা আবশ্যক। বুনো কবিটি মনঃক্ষেত্রের উত্তম চাষা নন, যেহেতু উপদেশ দিবার অগ্রে কটু বচনরূপ অনল প্রদান করিয়া মনকে দগ্ধ করিয়াছেন। যাহা হউক, তাঁহার গালাগালি মনে না করিয়া তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলাম, কারণ গালাগালির সহিত উপদেশ থাকিলে উপদেশের মহত্ত্ব যায় না, চৌরে যদ্যপি চুরি করিতে নিষেধ করে, তবে কি এ নিষেধ প্রামাণ্য করা উচিত হয় না, নীচ লোকে যদ্যপি মুদ্রা দান করে তবে কি মুদ্রার মূল্য কম হয়? নারিকেলের মালাস্থ অমৃত পান করিলেও অমর হওয়া যায়। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাঁহার গালাগালির উত্তর না দিয়া তাঁহার সদুপদেশ অবলম্বন করিলাম, কারণ তাঁহার মন্দ কথায় রাগান্ধ হইয়া যদ্যপি সৎকথা না শুনি তবে

Shakespeare আমাকে বলিবেন—"You are one of those, that will not serve God, if the devil bid you.'

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

হিন্দুকালেজীয় ছাত্র।

বিধবার বিবাহ

(সংবাদ প্রভাকর, শুক্রবার ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬।
১১ ফাল্গুন ১২৬২)

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

একদা পল্লীগ্রামবাসিনী চারুহাসিনী কতকগুলিন কামিনী একত্রে বসিয়া হাস্য কৌতুকে সময় সম্বরণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে এক নবীনা পতিহীনা অনুপমা নামা তথায় আসিয়া ম্লানভাবে অবনতমুখী হইয়া এক পার্শ্বে বসিলেন, তাঁহার এরূপ ভাবভঙ্গি ও অসৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তারিণী নাম্নী কোন এক কামিনী মধুর সম্ভাষণে জিজ্ঞাসা করিলেন, অনুপমা! আজি বোন তোমার সুধাংশুসদৃশ সুচারু লাবণ্যের এরূপ কৃশতা ও বিবর্ণতা কি জন্য ঘটিয়াছে ও বিমল বদন হইতে পীযূষমাখা বাক্য সকল কেনই বা বিনির্গত না হইতেছে, ভগিনি! একটিবার বিধুমুখে মধুমাখা বাক্য কহিয়া আমারদিগের কর্ণযুগলকে সুশীতল ও নেত্রদ্বয়কে হাস্য করত চরিতার্থ কর, আমরা কি তোমার বিমনা ও এরূপ ভাবভঙ্গি দেখিয়া স্বচ্ছন্দ শরীরে সুস্থির হইয়া রহিয়াছি? ও তোমার নীরপূর্ণ নেত্র নিরখিয়া কি আহ্লাদিতা হইয়াছি? কখনই নয়, তোমার দুঃখানলে আমার-দিগের অন্তঃকরণ অহরহই দগ্ধ হইতেছে, ভগিনি! সহাস্যবদনে বাক্য কও, মনাগুন সম্বরণ সলিলে নির্ব্বাণ কর। অনুপমা

সঙ্গিনীর এরূপ সম্ভাষণ শ্রবণানন্তর অন্তরে আরো খেদান্বিতা হইয়া বলিলেন, বোন! পতিহীনা নারীর মলিনতা ও বন-দগ্ধা হরিণীর চাঞ্চল্য হইবার কারণ কেন অন্বেষণ করিতেছ? তাহারদের মনোদুঃখ অপরে কি প্রকারে বুঝিতে পারিবে, ভগিনি! আমি পতিরত্ন হারাইয়া যেরূপ দুঃখিতা আছি, ও আমার অন্তর যে তাহার নীরজ ন্যায় নেত্র-যুগলের পীযূষময় দৃষ্টি অন্তর হওয়ায় কি পর্য্যন্ত বিষাদাগ্নিতে বিদগ্ধ হইতেছে তাহা বর্ণনা করিতে কাহার হৃদয় না বিদীর্ণ ও শ্রবণ করিতে কাহার মন মলিন না হয়? আহা! পতিবিচ্ছেদ কি পরিতাপ, যাহা স্মরণ করিলে মরণকেও শতগুণে শ্রেয়স্কর মঙ্গলদায়ক ও কল্যাণপ্রদ বোধ হয়, আমি কি এরূপ প্রিয়ম্বদ প্রিয় মিত্রের নেত্রের বাহির হইয়া স্থিরচিত্তে দিন যামিনী যাপন করিতেছি? ও আমার নয়ন কি তাহার মোহন মূর্ত্তি পরিহারপূর্ব্বক অপরের অসামান্য ও অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে? ও আমার শ্রবণ কি প্রিয়তমের প্রিয় সম্ভাষণ ও সুললিত শব্দবিন্যাস শ্রবণে প্রয়াস না করিয়া অপরের লালিত্যরহিত যৎসামান্য বক্তৃতা-রসে সুশীতল হইতেছে কোথায়? তাহারা সততই সন্তোষবিহীন হইয়া স্বীয়২ কার্য্য সম্পাদনে সঙ্কট ভাবিতেছে, চিত্ত ভগ্ন, নেত্র নীরে মগ্ন, শ্রবণ বধির ন্যায় রহিয়াছে, একে বিধবা হইয়া পতিবিরহে দেহে সুখশূন্য হইয়া ক্ষুণ্ণ মনে সময় সম্বরণ করিতেছি, তায় আবার আজি নিদারুণ একাদশী উপবাস-রূপ-অসি দেখাইয়া শরীর শুষ্ক করিতেছে, আমি কি বোন জীবনবিহীনে জীবন ধারণ ও আহার না করিয়া ক্ষুধা সম্বরণ করিতে সমর্থা হইতে পারি? আমার শরীরে কি এ কঠোররূপ একাদশীর উপবাস সহ্য হয়? প্রাণ যায় যায় আর বাঁচি না, শরীর শুষ্ক ও কম্পিত হইতেছে, ক্ষণে২ যেন চারি দিক্ শূন্য দেখিতেছি, এ অভাগিনীকে আর

কত কাল এরূপ বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবেক, ও একাদশীর উপবাসে কলেবর জীর্ণ শীর্ণ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইবেক, কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, আমার চতুর্দ্দশবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে কি দুর্দ্দশা না ঘটিল? বসন ভূষণে বর্জ্জিত হইয়াছি, বেশ ঘুচিয়াছে, কেশ গিয়াছে, অবশেষ শেষ হইলেই বোন অশেষ ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, আর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা নাই, জনক জননী যাঁহারা প্রাণতুল্য প্রিয়পাত্রী করিয়া অপরির্য্যাপ্ত প্রীতি ও স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহারা এক্ষণে হতভাগ্য ও পাপীয়সী ভিন্ন আর কোন সম্ভাষণই করেন না, শ্বশুর শাশুড়ী যাঁহারদের যতনের ধন ও কণ্ঠের হার ও আনন্দের আধারস্বরূপ হইয়া অসীম সুখ সম্ভোগ করিয়াছিলাম, তাঁহারদেরও এক্ষণে বিষদৃষ্টি হইয়াছি ও তাঁহারা রাক্ষসী বলিয়া আর মুখাবলোকনও করেন না, আহা! আর কতকাল এরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিব, প্রাণ পরিত্যাগ করিবারও তো কোন উপায় দেখিতেছি না, লার্ড বেন্টিক ও মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সহমরণ নিবারণ করিয়া কি যোষিৎগণের বিহিত উপকার করিয়াছেন, না না আমার বিচারে তো তাঁহারদিগের এরূপ চিরস্মরণীয় মহৎ পুণ্যকে অশেষ ক্লেশকর ও দূষণাবহ বলিয়া বোধ হইতেছে, যদিস্যাৎ পতির লোকান্তে নারীগণের পক্ষে পতি পাইবার কোন উপায়ান্তর থাকিত তাহা হইলে উক্ত মহাত্মাগণের এই অনির্ব্বচনীয় করুণা ও কীর্ত্তির কতই শোভা প্রকাশ পাইত, পতির মৃত্যু হইলে বিধবা হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করা অপেক্ষা সহমরণকে শতগুণে শ্রেয়স্কর বলিলে সম্ভব হইতে পারে; পতির সহিত সন্দর্শন হউক বা না হউক তাহাকে পাই বা না পাই যাবজ্জীবন দুঃখানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা এক দিবস দগ্ধ হইয়া প্রাণ বিনাশ করা কতই ক্লেশকর বল?

অনুপমার এরূপ আক্ষেপ শুনিয়া গিরিজা নাম্মী কোন গুণবতী কহিলেন, অয়ি, সুশীলে! স্থির হও আর উতলা হইও না, বোধ করি এত দিনে আমারদিগের দুঃখের নিশি অবসান হইবার উপক্রম হইয়াছে, সুখরূপ সূর্য্য আমারদিগের সৌভাগ্যরূপ গগন-মণ্ডলে অচিরাৎ উদয় হইবেক, নগর পল্লী সকল স্থানে ও ঘরে পরে সর্ব্বত্রই এইরূপ জনরব হইতেছে, পতিহীনা মলিনা বিধবা-গণের যন্ত্রণা নিবারণার্থে পরম করুণাকর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার ব্যবস্থা প্রস্তুত করিয়াছেন, বোধ করি অবিলম্বেই গবর্ণমেণ্ট সহমরণ রহিত করণের ন্যায় বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

অহং·

দী

ইহার শেষ পরে প্রকাশ হইবে।

(সংবাদ প্রভাকর, সোমবার ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৬।

১৪ ফাল্গুন ১২৬২)

মান্যবর শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু

[গত শুক্রবারের শেষ।]

ভগিনী! আর ভাবিও না আমারদিগের পক্ষে এ বড় কম পড়তা নয়, এ কথা শুনিয়া আর একটি স্ত্রীলোক বলিল ঠিক লো ঠিক, এ জন্যই বুঝি বোন কাল আমার কর্ত্তাটি এরূপ কৌতুক করিয়াছিলেন, "প্রিয়সী মনে রেখো, তোমারদের আর বার পায় কে? আজ কাল তোমারদের কচেবারো আর যুগ ভাঙ্গিতে হবে না বিধবাগণের বিবাহ হইবেক, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ কর তিনি তোমারদের সহজ উপকারক নন, এত দিনে

তোমাদের সিঁতের সিন্দুর ও হাতের লোহা অক্ষয় হইল” পতি-মুখে এইরূপ কৌতুক শুনিয়া প্রথমতঃ তাঁহার মনোরঞ্জন ও সুশীলা স্বভাব প্রদর্শন জন্য বলিলাম ও মা কি ঘৃণা এ কেমন করিয়া হবে, আবার আমরা অন্য পুরুষের নিকট কি প্রকারে ঘোমটা খুলিয়া মুখ তুলিয়া কথা কহিব, কি লজ্জা মেয়ে হোয়ে কি এত বেহায়া কেউ হইতে পারে, পরে মনে২ করিলাম হে জগদীশ্বর! বিদ্যাসাগর মহাশয়কে শত হস্তে লেখনী সঞ্চালনে ক্ষমতাবান করুন, তিনি যেন সহস্রলোচন হইয়া একেবারে সহস্র গ্রন্থ অবলোকন করিয়া সৎযুক্তি সকল সঙ্কলন করিতে পারেন, তিনি দীর্ঘজীবী ও বৃহস্পতিতুল্য বুদ্ধিমান হউন। পরে মতি নাম্নী একটি বিধবা বলিলেন, যথার্থ বোন আমিও অনেক দিন শুনিয়াছি যে আমারদিগের শাকে বালী ঘুচিয়া দুগ্ধে চিনি হইবেক, কেবল লোকলজ্জায় এতদিন প্রকাশ করিতে পারি নাই, প্রতিদিনই কপালে করাঘাৎচ্ছলে বিদ্যাসাগর মহাশয়কে যথাযোগ্য নমস্কার করিয়া থাকি ও হে ঈশ্বর! আমাকে বৈধব্যযন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ কর বলিবার ছলে উক্ত ঈশ্বরকেই স্মরণ মনন করিয়া থাকি, কিন্তু বোন পা ফাটা মাথা চাঁচা পোড়াকপালে ভট্টাচার্য্য ও গোঁসাঞি আটকুড়রা যে পেছু ডাকিতেছে বিদ্যাসাগরকে বোসে যেতে হোলেই তো বোন বিলম্ব হইয়া পড়িবে। নিস্তারিণী বলিলেন না বোন ভট্টাচার্য্য ও গোঁসাঞি সর্ব্বনেশেদের যে শ্রী ও বিদ্যাবুদ্ধি তাহারা কি বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিতে পারে, তাহারদিগের শরীর দেখিলেই বোন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা হয় পণ্ডিত পোড়ারমুখোরা পা ফাটা মাথা চাঁচা গায়ে কতকগুলা গঙ্গা মৃত্তিকা মাখিয়া ঠিক যেন কুমারটুলির একমেটে ঠাকুর, আ মরি! গোঁসাঞিদের বা কি ঢং ঠিক যেন অক্রুর দত্তের রাসের সং, গা-ময় তিলক ছাব দিয়া যেন সদর দেওয়ানী

আদালতের ফয়সালা বেরুলেন, তাঁহারদিগের কর্ম্ম কি বোন বিদ্যাসাগরের সহিত বিচার করিয়া বিজয়ী হইতে পারে, বিবেচনা করিলে বোন আমারদিগের বড়ই সুখের সময় উপস্থিত।

পদ্য

মেয়েলী ছন্দঃ

এমন সুখের দিন কবে হবে বল, দিদী কবে হবে বল লো,
কবে হবে বল।
এত দিনে যাবে যত বিপক্ষের বল, দিদী বিপক্ষের বল লো,
বিপক্ষের বল ॥
বিধবার বিয়ে হবে এত বড় কল, দিদী এত বড় কল লো,
এত বড় কল।
ভুগিতে হবে না আর অধর্ম্মের ফল, দিদী অধর্ম্মের ফল লো,
অধর্ম্মের ফল ॥
বিবাদী হয়েছে এবে যত সব খল, দিদী যত সব খল লো,
যত সব খল।
ঈশ্বরের লেখনীতে সব যাবে তল, দিদী সব যাবে তল লো,
সব যাবে তল ॥
পরামর্শ করিয়াছে যত যুবা দল, দিদী যত যুবা দল লো,
যত যুবা দল।
ঘুচাইবে আমাদের নয়নের জল, দুটি নয়নের জল লো,
নয়নের জল ॥
বিধবার নাহি আর জুড়াবার স্থল, দিদী জুড়াবার স্থল লো,
জুড়াবার স্থল।
কতই হইব সুখী বিয়ে হোলে চল, দিদী বিয়ে হোলে চল লো,
বিয়ে হোলে চল ॥

অঙ্গে দিলে অলঙ্কার লোকে ধরে ছল, পোড়া লোকে
ধরে ছল লো, লোকে ধরে ছল।
অভয়ে পরিব পায়ে চারিগাছা মল, দিদী চারিগাছা মল লো,
চারিগাছা মল॥
অবলা সরলা অতি নাহি কোন বল, দিদী নাহি কোন বল লো,
নাহি কোন বল।
পতিরে পড়িলে মনে আঁখি ছল ছল, করে আঁখি ছল ছল লো,
আঁখি ছল ছল॥
কেন আর মনোদুঃখে গৃহে চল চল, দিদী গৃহে চল চল লো,
গৃহে চল চল।
ঈশ্বরের পরামর্শে জানিবে অটল, দিদী জানিবে অটল লো,
জানিবে অটল॥
ধ্বক ধ্বক করে মনে সদা দুখানল, দিদী সদা দুখানল লো,
সদা দুখানল।
শীতল হইবে পেলে বিবাহের জল, দিদী বিবাহের জল লো,
বিবাহের জল॥

১০ ফাল্গুন
সন ১২৬২।

অহং
শ্রীদী, * * *

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর
কালানুক্রমিক তালিকা

১। নীল দর্পণং নাটকং। ইং ১৮৬০। পৃ. ৯০।

২। নবীন তপস্বিনী নাটক। ইং ১৮৬৩। পৃ. ১৫৭।

৩। বিয়ে পাগ্‌লা বুড়ো। এপ্রিল (?) ১৮৬৬।

৪। সধবার একাদশী। অক্টোবর (?) ১৮৬৬।

৫। লীলাবতী। ইং ১৮৬৭। পৃ. ১৯২।

৬। সুরধুনী কাব্য ঃ

১ম ভাগ। আগস্ট, ১৮৭১। পৃ ১২৪।

২য় ভাগ। ইং ১৮৭৬। পৃ. ৪৭।

৭। জামাই বারিক। মার্চ, ১৮৭২। পৃ. ৭৮।

৮। দ্বাদশ কবিতা। মে, ১৮৭২। পৃ. ৬৩।

৯। কমলে কামিনী নাটক। ইং ১৮৭৩। পৃ. ১৩৬।

শুদ্ধিপত্র

এই গ্রন্থাবলীর "বিবিধ" খণ্ডে মুদ্রিত "পোড়া মহেশ্বর" সর্ব্বপ্রথম ১ম বর্ষের 'মধ্যস্থে' প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষের 'মধ্যস্থ' সংগ্রহ করিতে না পারায় আমরা ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত 'দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী' হইতে উহা পুনর্ম্মুদ্রিত করিয়াছিলাম। এক্ষণে ১ম বর্ষের 'মধ্যস্থ' হস্তগত হওয়ায় দেখিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্র কর্ত্তৃক মুদ্রিত অংশে কিছু কিছু ছাপার ভুল আছে এবং স্থানে স্থানে শব্দ, এমন কি, পংক্তিও বাদ পড়িয়াছে। এই কারণে নিম্নে একটি শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল।—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩০	১৮	শিলাস্তম্ভ	সুগোল শিলাস্তম্ভ
	২২	প্রতীত	প্রতীতি
৩১	৬	বহুকাল হইতে	বহুকাল হইল
	১৩	দণ্ড ; গাত্রে···	দণ্ড ; বাম হস্তে কমণ্ডলু ; গাত্রে·
	১৫	পর্য্যন্ত	পর্য্যন্তও
	২৫	মিথ্যা কহিবার	মিথ্যা কথা কহিবার
৩২	২১	পালা	গাছপালা
৩৩	৬	মাচপড়া	মাচপোড়া
	১৯	দুদের	দুগ্ধের
৩৪	৫	যূথভ্রষ্ট	যূথভ্রষ্টা
	৯	কোন	কোনো
	১১	কহিতেন।	কহিতেছেন।
	১৬	মুক্তামালালঙ্কৃত যমরাজ	মুক্তামালালঙ্কৃত যুবরাজ মহারাজের সমভিব্যাহারে। সন্ন্যাসীর সম্মুখে যমরাজ
৩৫	১০	কর্‌তে	করিতে
৩৬	১৭	বিকাশিত	বিকশিত
	২২	শায়িত	শয়িত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৮	১১	মাংসশূন্য	মাসশূন্য
৩৯	১	গোপনে	শ্বশুরকে গোপনে
	২০	কাকা উপস্থিত	কাকা সেখানে উপস্থিত
	২৪	ফেলিতেছে,	ফেলিতে যাইতেছে,
৪০	১০	যমরাজ।	যুবরাজ।
৪১	১	দৌড়াইয়া পলায়ন করিল।	দৌড়াইয়া দূরে পলায়নপরায়ণ হইল।
	১৯	করিতে	করিতে করিতে
	২৩	আমায়	আমাকে
৪২	১২	সাজানার	সাজানের
	২০	শুনিত	শুনিতে পাইত
	২১	মনে করিয়া	বলিয়া
৪৩	৬	ক্ষেত্রোপরি	ক্ষেত্রোপরে
	৭	হ্রদ উৎপাদিত	হ্রদোৎপাদিত
	৯	প্রাপ্তাভিলাষে	প্রাপ্ত্যভিলাষে
	২০	দীপ্যমান	দীপ্তিমান্
	২২	জাগরিত	জাগ্রত